الدليل الميسر لسفر الحج والعمرة

হজ্জ ও উমরাহ সফরে সহজ গাইড

রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

خذوا عني مناسككم

"তোমরা আমার থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও"

সহীহ মুসলিম-৩০২৮

মোঃ মোশফিকুর রহমান

গাইড বইয়ে যা আছে ঃ

- হজ্জের তাৎপর্য, ইতিহাস ও শর্তাবলী
- যাবতীয় মানসিক ও বৈষয়িক পূর্বপ্রস্তুতি
- হজ্জ ও উমরাহ যাত্রা পথের বিবরণ
- উমরাহ ও হজ্জ সম্পাদনের নিয়মকানুন
- মক্কা-মদীনার মসজিদের পরিচিতি বিবরণ
- মক্কা-মদীনায় দৈনন্দিন করনীয় আমল
- মক্কা-মদীনার দর্শনীয় স্থানসমূহের বর্ণনা
- প্রয়োজনীয় বিবিধ মাসআলা-মাসায়েল
- বিবিধ দৈনন্দিন দুআ ও জিকিরসমূহ
- হজ্জ ও উমরাহতে ভুলত্রুটি ও বিদআত

wafilife.com, rokomari.com এর মাধ্যমে বইটি অনলাইনে কুরিয়ার অর্ডার করতে

অথবা

waytojannah.com, quraneralo.com এর মাধ্যমে বইটির সফট কপি ডাউনলোড করতে

অথবা

google play store থেকে বইটির এনড্রয়েড এ্যাপস ডাউনলোড করতে নিম্নের বারকোড স্ক্যান করুন:

বইটি বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে নিম্নের প্রপ্তিস্থানসমূহে যোগাযোগ করুন

তাকওয়া বুকস বাইতুল আমান মসজিদ, ১৪নং সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা। ০১৭৬১৪২৯০৭৭	**ইসলামকে জানুন লাইব্রেরী** গোরান, রানী বিল্ডিং, খিলগাঁও, ঢাকা। ০১৮১৮৫১৯৬০০	**আল-ফুরক্বান লাইব্রেরী** মনিপুর রোড, মিরপুর-২ ঢাকা। ০১৬৭২৪৭৫৭৬৯	**আল মারুফ পাবলিকেশন্স** কাটাবন মসজিদ মার্কেট, ঢাকা। ০১৭৭৪৪৩২০৭৫
ওয়াহীদিয়া লাইব্রেরী রানীবাজার মাদ্রাসা মার্কেট, রাজশাহী ০১৭০৮৫২৪৫২৫	**আয়াত ষ্টোর** গুলজার টাওয়ার (২য় তলা) চকবাজার, চট্রগ্রাম। ০১৮২৮৩৭৬১৮৪	**আদ-দ্বীন শপ** ৮২, সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা। ০১৯৫২৩৩৭১১৮	**আত-তাকওয়া মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার** কুমারপাড়া, সিলেট। ০১৭২০০৬২০৮২

হজ্জ ও উমরাহ সফরে সহজ গাইড

মো: মোশফিকুর রহমান

হজ্জ ও উমরাহ সফরে সহজ গাইড

হজ্জ ও উমরাহ সফরে সহজ গাইড

An Easy Guide on
Hajj & Umrah Pilgrimage

By - Md. Moshfiqur Rahman

সংকলক

মো: মোশফিকুর রহমান

অনুবাদ সহযোগিতায়

মুহাম্মাদ মাসুম বিল্লাহ

ইসলাম হাউস.কম, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ও ওয়াহীদিয়া ইস. লাইব্রেরী এর গবেষণা বিভাগ এবং কতিপয় বিজ্ঞ দ্বীনি আলেম কর্তৃক সম্পাদিত

মুদ্রণ

দি বেঙ্গল প্রেস।

হজ্জ ও উমরাহ সফরে সহজ গাইড

মো: মোশফিকুর রহমান

মোবাইল: +৮৮০ ১৭১১৮২৯৪৯৬

ইমেল: kind.slave.of.allah@gmail.com

১ম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১৩ (১২০০ কপি)

২য় প্রকাশ: জুলাই ২০১৪ (২০০০ কপি)

৩য় প্রকাশ: মে ২০১৫ (২০০০ কপি)

৪র্থ প্রকাশ: মার্চ ২০১৬ (৩০০০ কপি)

৫ম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৭ (৩০০০ কপি)

৬ষ্ঠ প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৮ (৩০০০ কপি)

৭ম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১৯ (৩০০০ কপি)

সর্বস্বত্ব: গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

(গ্রন্থকারের অনুমতি সাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তি ছাপাতে ও বিতরণ করতে পারেন)

বইটি শুধুমাত্র হজ্জ ও উমরাহ যাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে।

(বইটি বিক্রয় করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ)

বইটির প্রকাশনায় সহযোগিতা করতে লেখকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

পরিবার ও জ্ঞাতিকূলে যারা ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন,
তাদের রুহের মাগফিরাত কামনায় আল্লাহর নামে।

বিশেষ আবেদন

* আপনি যদি হজ্জ বা উমরাহযাত্রী হন তবে বইটি সংগ্রহ করুন ও পড়ুন। বইটি আপনার সফরে সঙ্গে নিন।

* আপনার পরিচিতজন যারা উমরাহ বা হজ্জে যাবেন তাদের উমরাহ ও হজ্জ এর নিয়মকানুন জানতে এই বইটি উপহার দিন।

* স্বামী-স্ত্রী অথবা একই পরিবারের একাধিক হজ্জ ও উমরাহযাত্রী হলে বইয়ের একটি কপি সংগ্রহ করে শেয়ার করে পড়ুন এবং আরো অন্যান্য যাত্রীদের বইটি সংগ্রহের সুযোগ করে দিন।

* আপনার হজ্জ ও উমরাহ সফর শেষে বইটি অপর কোন হজ্জ ও উমরাহ যাত্রীকে উপহার দিয়ে নিজের জন্য নেকী অর্জনের পথ খুলে দিন।

* বইটির প্রকাশনায় যারা সহযোগিতা করতে চান তারা হালাল অর্থানুদান দিয়ে দ্বীনি শিক্ষা প্রচারের এই নেকীর কাজে শামিল হতে পারেন। এজন্য সংকলকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

* আপনি যদি বইটির একাধিক কপি সংগ্রহ করে বিতরণে সহযোগিতা করতে চান তবে বইটির প্রপ্তিস্থানসমূহে যোগাযোগ করুন।

* বইটি অনলাইনে কুরিয়ার অর্ডার করতে পারেন নিম্নের ওয়েবসাইট বা নিচের QR Code থেকে : wafilife.com, rokomari.com

* বইটির পিডিএফ কপি ডাউনলোড করতে পারেন নিম্নের ওয়েবসাইট বা নিচের QR Code থেকে : waytojannah.net, quraneralo.com

* বইটির এনড্রয়েড এ্যাপস ডাউনলোড করতে নিম্নের নামে সার্চ করুন বা নিচের QR Code থেকে : “hajj umrah sofore sohoj guide”.

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

অনুপ্রেরণা ও পটভূমি

- যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওতাআলার জন্য। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর নাযিল হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবূদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল। পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা ধর্ম 'ইসলাম' এবং তাঁর দ্বীনের অনুসারীদের আদর্শ পরিচয় 'মুসলিম'।
- প্রথমত হজ্জ বিষয়ে একটি সচিত্র হজ্জ প্রশিক্ষণ উপস্থাপনা (প্রেজেন্টেশন) তৈরি করা ছিল আমার মূল লক্ষ্য। ইচ্ছা ছিল বিভিন্ন হজ্জ প্রশিক্ষণে প্রজেক্টরের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করে হজ্জযাত্রীদের পুরো হজ্জ সফরের বিষয়ে একটি ধারনা দিবো, কারণ আমাদের দেশের হজ্জযাত্রীগণ হজ্জযাত্রার পূর্বে তেমন মানসম্মত দিকনির্দেশনা বা প্রশিক্ষণ পান না। আলহামদুলিল্লাহ! প্রতি বছর বেশ কিছু হজ্জ প্রশিক্ষণে এই উপস্থাপনাটি প্রদর্শন করে যাচ্ছি। কিন্তু পরবর্তীতে জনসাধারনের অনুরোধের কারণে এটিকে একটি হজ্জ ও উমরাহ গাইড বইয়ে রূপ দেওয়া ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জের কাজ। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্যে উমরাহ ও হজ্জযাত্রীদের শিক্ষা ও সেবার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ১১মাস পরিশ্রমের পর ২০১৩ইং সালে বইয়ের প্রথম সংস্করণ বের করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এরপর বেশ কয়েকবছর পরিমার্জন করার পর এই সংস্করণটি বের করতে সচেষ্ট হই।
- আমার প্রথম হজ্জ করার সময় বাস্তবতাসম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক, পরিপূর্ণ ও সহীহ হজ্জ গাইডের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম, যদিও বাজারে হজ্জ বিষয়ে প্রচুর বই বিদ্যমান। যখন বুঝতে পারলাম, আমাদের দেশের বেশিরভাগ হজ্জযাত্রীরা সাধারণত ১টা চটি/ছোট বই পড়ে অথবা কোন বই না পড়ে শুধু মানুষের দেখাদেখি ও মানুষের মুখের কথা শুনে হজ্জ করার চেষ্টা করেন - কিন্তু এর মধ্যে কোন ভুলত্রুটি আছে কিনা সেটা যাচাই করেন না। হজ্জ ও উমরাহ সুন্নাহ মোতাবেক পরিপূর্ণ হলো কিনা তা দেখেন না। অনেকে শুদ্ধতা যাচাই করার বিষয়টি চিন্তাও করেন না এবং প্রয়োজনও মনে করেন না! এই উপলব্ধি থেকেই স্ব-প্রণোদিত হয়ে এই গাইড সংকলনের কাজ শুরু করি। অতঃপর বেশকিছু দ্বীনিভাই ও বোনদের দানশীলতার কারণে বইটি ছাপিয়ে হজ্জযাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ শুরু করি যা অদ্যবধি চলমান আল্লাহর রহমতে।
- আমার লক্ষ্য ছিল ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে একটি নির্ভরযোগ্য ও শুদ্ধ গাইড তৈরি করা। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই

গাইডে হাদীসের সঠিক ও বিশুদ্ধ তথ্যসূত্র/রেফারেন্স ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি এবং সুপরিচিত ও সুবিজ্ঞ আলেমগণের দ্বারা সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছি। হাদীস রেফারেন্সগুলো আল হাদীস (IRD) বা বাংলা হাদীস মোবাইল এ্যাপস অথবা দারুস সালাম বা ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনীর বই থেকে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে। হজ্জ সফরের ধারাবাহিকতার আদলে এই গাইড তৈরি করেছি এবং বিষয়বস্তুকে সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেছি। বুলেট পয়েন্ট ও পর্যাপ্ত ছবি ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি। গতানুগতিক বইয়ের ভাষা পরিহার করে গল্পের মত ভাষা ব্যবহার করেছি সাধারণ মানুষদের বোঝার সুবির্ধাতে। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য বিষয়গুলো তুলে ধরেছি। বাংলাদেশের উমরাহ ও হজ্জযাত্রীদের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে এই গাইড বা নির্দেশিকা তৈরি করেছি। উমরাহ ও হজ্জের কিছু ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়া বছরান্তে পরিবর্তন হয়। সেক্ষেত্রে নতুন তথ্য সম্বলিত নতুন সংস্করণ দেয়ার চেষ্টা করব ইনশা–আল্লাহ।

✪ বইটিতে হজ্জ ও উমরাহর জন্য যাবতীয় মানসিক ও বৈষয়িক পূর্বপ্রস্তুতি থেকে শুরু করে উমরাহ ও হজ্জ সম্পাদনের নিয়মকানুন, হজ্জযাত্রা পথের বিবরণ, হারামাইনের (মক্কা ও মদীনা) পারিপার্শ্বিক বিবরণ, হারামাইনে দৈনন্দিন করনীয় আমলসমূহ, বিবিধ দৈনন্দিন দু'আ ও যিকির, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহের বর্ণনা, প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল এবং হজ্জ ও উমরাহতে সম্পাদিত ভুলত্রুটি ও বিদআত বিষয়গুলো যতটুকু সম্ভব আলোচনা করেছি। উমরাহ সম্পাদনকরীদের জন্য হজ্জ অংশটুকু ব্যতীত বাকি সকল বিষয়গুলো একই হবে শুধুমাত্র হজ্জের মত এত বিশদ মালপত্রের প্রস্তুতি ও যাত্রার নিয়মকানুন প্রযোজ্য হবে না।

✪ মানুষ ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয়। অতএব এই বইয়ের যে কোনো ভুলত্রুটি কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে উপস্থাপন করলে সে মতামত আমি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবো ইনশা–আল্লাহ। যারা আমাকে এই গাইড লেখার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, পরিমার্জনে অবদান রেখেছেন এবং সর্বোপরি যারা অর্থানুদান দিয়ে বই প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, বিশেষতঃ আমার পরিবারের প্রতি। হে আল্লাহ ! আপনি তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

✪ হে আল্লাহ ! আপনি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং বইটির প্রচার প্রসারের জন্য সাহায্য করুন। বইটির প্রকাশনা ও বিতরণ যেন কায়েম রাখতে পারি সে বিষয়ে সহযোগিতা করুন। বইয়ের অনাকাংক্ষিত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা করুন এবং লোক দেখানো সুনাম অর্জন ও রিয়া থেকে হেফাযত করুন। নিশ্চয়ই আপনি আমার মনের উদ্দেশ্য জানেন, আপনি সর্বজ্ঞ, পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল। আমীন ! ইয়া রব্বাল আলামীন।

দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশা

- কোন বই অধ্যয়নের পূর্বে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভব বোঝা প্রয়োজন। লেখক তার পাঠককে কি দিতে চান তার লেখনির মাধ্যমে তা জানা প্রয়োজন। আমি চাই আপনার হজ্জ ও উমরাহ যেন একজন শিরকমুক্ত তাওহিদী মুসলিম হিসাবে যাবতীয় মানসিক ও বৈষয়িক প্রস্তুতি থেকে শুরু করে বিদআতমুক্ত সুন্নাহ মোতাবেক পরিপূর্ণ হয়। হজ্জ ও উমরাহ সফরে আপনি দৈনন্দিন উত্তম আমলসমূহ করার পাশাপাশি ভুলত্রুটি থেকে যেন বেঁচে থাকতে পারেন এবং এই সফর যেন আপনার বাকি জীবনের ধারা ও লক্ষ্য পরিবর্তনকারী হয় সেই বিষয়ে আপনাকে সহযোগিতা করতে চাই - ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।
- হজ্জ এর বিধিবিধান হাজার বছর পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। হজ্জ বিষয়ে নতুন করে লেখার কোন সুযোগ নেই। বেশ কিছু বিশুদ্ধ দলিল ভিত্তিক বই ও হাদীসগ্রন্থ থেকে হজ্জের বিধিবিধান সংকলন করে শুধু চেষ্টা করেছি বর্তমান সময়ের আলোকে কিছু বাস্তবসম্মত দিকনির্দশনা দিতে যাতে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করা সহজসাধ্য হয়। আলহামদুলিল্লাহ, অনেকে এই বই অধ্যয়ন করে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করে এসে এমন মন্তব্য করেছেন, এই বই সাথে থাকলে কারো কোন গাইড বা মুয়াল্লিম লাগবে না। অনেকে আরও বলেছেন, আমার মনে হয়েছে আমি ওখানে আগেও গিয়েছি - কারণ বইয়ের সাথে সব বিষয় এত মিলে যায় মনে হয় সবকিছু আমার চেনা ও জানা।
- কয়েকবার বাইতুল্লাহ সফরের অভিজ্ঞতা পুঁজি করে পাঠকদের নমনীয় কথার পাশাপাশি বিবেককে নাড়া দেওয়ার মতো কঠিন কিছু কথা বলবো কল্যাণের উদ্দেশ্যে যাতে সচেতনতা বৃদ্ধি করে ও অন্তরচক্ষু খুলে যায়। কারণ এমনও অনেক দেখেছি; অনেকে হজ্জ করতে এসেছেন অথচ সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করা জানেন না, ইহরামের কাপড় পরে সিগারেট খাচ্ছেন, মহিলারা ঠিকমত পর্দা করাই জানেন না। অনেকের কাছে এখন হজ্জ ও উমরাহ আসলে একটা হলিডে ট্যুরিজম এর মতো হয়ে গেছে। এটি যে একটি কষ্ট, সংযম, ধৈর্য, ত্যাগ ও গুনাহ মোচনের সফর তা হারিয়ে গেছে স্বাচ্ছন্দ কামনায় আর স্বেচ্ছাচারিতায়।
- বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন মাযহাব (মত) ও দলের অনুসারীরা হজ্জ পালনের সময় কিছুক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলেও হজ্জের মৌলিক বিধিবিধান পালনের নিয়ম কিন্তু প্রায় সকলেরই এক। কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের তথ্যসূত্র দিয়ে আমি দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করবো যে নিয়মে স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জ করেছেন এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জ পালন করেছেন। কারণ আমাদের হজ্জ ও উমরাহ হতে হবে সালাফ বা আকাবীর (পূর্ববর্তীদের) মতো যারা ইসলামের

স্বর্ণযুগের ব্যক্তিত্ব। তাঁদের পালনীয় নিয়মনীতি অনুসরণের মাধ্যমে আমরা সার্বিক কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবো ইনশা-আল্লাহ।

- যে কোন আমল ও ইবাদত করার পূর্বে সেই আমলের নিয়ম-পদ্ধতি বা জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী। আর দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা করা সকলের উপর ফরয। কোন ইবাদতের সঠিক জ্ঞান না থাকলে অজ্ঞতাবশত বা আবেগ তাড়িত হয়ে কোন অতিরিক্ত, অতিরঞ্জিত ও ভুল কর্মকান্ডকে বাহ্যিকদৃষ্টিতে ভালো মনে করে আমল হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা আল্লাহর কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই পাঠকদের আমি সজাগ হওয়ার অনুরোধ করবো এবং আমার এই বইটি পড়ার পাশাপাশি অন্য লেখকের আরও বই পড়ার পরামর্শ দিব। এরপর নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিচক্ষণতা দিয়ে যাচাই বাছাই করে যেটিকে অনুসরণীয় ও সঠিক মনে হবে আপনি সেটিকে অনুসরণ করুন। গ্রহণ
- কারো জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে নিজে জ্ঞান অর্জন করুন অতঃপর আমল করুন। কিছু বিষয় না বুঝলে আবশ্যই জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হতে হবে। যত পরিচিত বা যতই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বা যতই বড় মুফতি হুজুরের সাথে আপনি হজ্জে যান না কেন, কেউ আপনাকে ক্রুটিহীন মাকবূল হজ্জের নিশ্চয়তা দিবে না। আর যে আপনাকে জ্ঞান অর্জন এবং গবেষণা করতে নিরুৎসাহিত করবে সে আপনাকে জ্ঞান প্রতিবন্ধি করে অজানা ধোকা বা ফাঁকির মধ্যে রাখবে। আপনি মাদ্রাসায় পড়েননি বা কুরআন-হাদীস ভালো জানেন না - তাই বলে কি হজ্জের কয়েকটা বই পড়ে জ্ঞান ও বিবেক দিয়ে হজ্জের নিয়মকানুন যাচাই-বাছাই করতে পারবেন না ? নিজের হজ্জ ও উমরাহ আল্লাহ প্রদত্ত নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে করুন কারণ নিজ আমলের জন্য নিজেকেই জবাবদিহি করতে হবে আখিরাতে।
- একজন হজ্জ বা উমরাহযাত্রীর কাছে প্রত্যাশা এই বইটি সফরের পূর্বে অন্তত কয়েকবার পরিপূর্ণরুপে পড়বেন, প্রয়োজনীয় পয়েন্ট ও দু'আসমূহ দাগ দিয়ে রাখবেন। তারপরও দেখবেন বায়তুল্লাহ গিয়ে বিভিন্ন রকমের আমল দেখে আপনি চিন্তায় ও সন্দেহে পরে যাবেন। যদি হজ্জযাত্রী হন তবে নূন্যতম শাওয়াল মাসের শুরু থেকে অর্থাৎ হজ্জ শুরুর ২ মাস (উমরাহ যাত্রীরা ১ মাস) আগে থেকেই যাবতীয় লেখাপড়া ও প্রস্তুতি শুরু করা। দুনিয়াবী সকল কাজকর্মগুলোকে গুছিয়ে কমিয়ে ফেলা উচিৎ হবে। যদি কম বা দুর্বল প্রস্তুতি নিয়ে হজ্জ অথবা উমরাহ করতে যান তবে ফলাফল উত্তম বা পরিপূর্ণ আশা করা যায় কিভাবে ?
- আমার প্রত্যাশা - দেশের বিভিন্ন হজ্জ এজেন্সিগুলো তাদের হজ্জ প্রশিক্ষণ গাইড হিসেবে এই বইটি ব্যবহার করবেন ও আমার হজ্জ উপস্থাপনাটি হজ্জযাত্রীদের প্রশিক্ষণে দেখানোর সুযোগ করে দিবেন।

মো: মোশফিকুর রহমান

সূচিপত্র

বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা
ইবাদত তথা হজ্জ কবুল হওয়ার শর্তসমূহ	১৪
হজ্জের তাৎপর্য	১৬
কাবা ও হজ্জের ইতিহাস	১৭
হজ্জের নির্দেশনা, গুরুত্ব ও পুরস্কার	২০
হজ্জের শর্তাবলী ও যার উপর হজ্জ ফরয	২২
হজ্জ পালনে বিলম্ব করা ও তার পরিণাম	২৪
হজ্জ পূর্বপ্রস্তুতি : এজেন্সি নির্বাচন ও হজ্জ রেজিস্ট্রেশন	২৫
হজ্জ পূর্বপ্রস্তুতি : মানসিক ও শিক্ষামূলক প্রস্তুতি	২৭
হজ্জ পূর্বপ্রস্তুতি : বৈষয়িক ও শারীরিক প্রস্তুতি	২৯
কিছু তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা জেনে রাখুন	৩০
হজ্জের প্রকারভেদ	৩২
হজ্জ সফর সামগ্রীর চেকলিষ্ট	৩৩
হজ্জ ও উমরাহর সময় যেসব পরিহার করবেন	৩৫
হজ্জ ও উমরাহর ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	৩৬
হজ্জ যাত্রার পূর্বে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	৩৮
হজ্জ সফরের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হওয়া	৩৯
ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প	৪১
বোর্ডিং পাস ও ইমিগ্রেশন	৪২
ঢাকা বিমানবন্দর ও বিমানের ভেতরে	৪৪
উমরাহ	**৪৭**
উমরাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৪৮
উমরাহর ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত	৪৮
ইহরামের মীকাত	৪৯
ইহরামের তাৎপর্য ও ইহরাম করার পদ্ধতি	৫১
ইহরাম ও তালবিয়াহর ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	৫৫
ইহরাম অবস্থায় অনুমোদিত কার্যাবলী	৫৫
ইহরামের পর যেসব বিষয় নিষিদ্ধ	৫৬
ইহরামের বিধান লঙ্ঘনের কাফফারা	৫৭
জেদ্দা বিমানবন্দর : হজ্জ টার্মিনাল ও বাংলাদেশ প্লাজা	৫৯

মক্কা আল মুকাররমা	**৬২**
মক্কা ও মসজিদুল হারামের ইতিহাস	৬৪
তাওয়াফের তাৎপর্য	৬৬
তাওয়াফের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও টিপস	৬৭
মসজিদুল হারামে প্রবেশ ও কাবা তাওয়াফ	৬৮
মাক্বামে ইবরাহীম ও জমজম পানি	৭৫
তাওয়াফের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	৭৫
সাঈ’র তাৎপর্য ও সাঈ করার পদ্ধতি	৭৮
কসর/হলক্ব	৮২
সাঈ করার ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	৮৩
হজ্জ/উমরাহ সফরে কসর স্বলাতের বিধান	৮৪
এক হজ্জ/উমরাহ সফরে একাধিক উমরাহ করা	৮৬
স্বলাতীর সুতরা বিষয়ে ধারণা	৮৮
মক্কায় দৈনন্দিন আমল	৮৯
দু’আর আদব ও সুন্নাহ পদ্ধতি এবং দু‘আ কবুলের সময় ও স্থানসমূহ	১০৩
তাওবা বা ইসতিগফার করার পদ্ধতি	১০৫
জানাযা স্বলাতের পদ্ধতি	১০৭
মক্কায় ইসলাম নিয়ে গবেষণা	১০৯
মসজিদুল হারাম সম্পর্কিত কিছু তথ্য	১১৬
মসজিদুল হারামে প্রচলিত অনিয়ম, ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১১৯
মক্কায় কেনা-কাটা	১২১
মক্কায় ঐতিহাসিক স্থানসমূহ যিয়ারাহ	১২২
হজ্জ	**১২৬**
হজ্জের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত (হজ্জে তামাত্তু)	১২৭
হজ্জের ফরয,ওয়াজিব ও সুন্নাত বিষয়ে সচেতনতা	১২৮
হিজরী ক্যালেন্ডারের দিবা-রাত্রি ধারনা	১২৯
৮ যিলহজ্জ : তারবীয়াহ দিবস	১৩১
মিনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য	১৩৬
মিনায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১৩৭
৯ যিলহজ্জ : আরাফা দিবস	১৪০
আরাফা সম্পর্কিত কিছু তথ্য	১৪৪
আরাফায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১৪৪

১০ যিলহজ্জ : মুযদালিফার রাত	১৪৭
মুযদালিফা সম্পর্কিত কিছু তথ্য	১৫০
মুযদালিফায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১৫১
১০ যিলহজ্জ : বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপ	১৫২
জামারাত সম্পর্কিত কিছু তথ্য	১৫৪
কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১৫৬
১০ যিলহজ্জ : হাদী জবেহ করা	১৫৭
১০ যিলহজ্জ : কসর/হলক্ব করা	১৫৯
হাদী ও কসর/হলক্ব করার ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১৬০
১০ যিলহজ্জ : তাওয়াফুল ইফাদাহ ও সাঈ করা	১৬১
১০ যিলহজ্জ : কাজের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ	১৬৩
১১ যিলহজ্জ : মিনায় রাত্রিযাপন ও জামারাতে কংকর নিক্ষেপ	১৬৪
১২ যিলহজ্জ : মিনায় রাত্রিযাপন ও জামারাতে কংকর নিক্ষেপ	১৬৬
১৩ যিলহজ্জ : মিনায় রাত্রিযাপন ও জামারাতে কংকর নিক্ষেপ	১৬৮
তাওয়াফুল বিদা/বিদায় তাওয়াফ	১৬৯
যারা হজ্জে ক্বিরান করবেন	১৭০
যারা হজ্জে ইফরাদ করবেন	১৭১
যারা বদলী হজ্জ করবেন	১৭২
আল মদীনা আল মুনাওওয়ারা	**১৭৪**
মদীনা ও মসজিদে নববীর ইতিহাস	১৭৬
মসজিদে নববী যিয়ারত	১৭৮
মদীনা ও মসজিদে নববী সম্পর্কিত তথ্য	১৮৩
মসজিদে নববী দর্শনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১৮৮
মদীনায় কেনা-কাটা ও মদীনায় দর্শনীয় স্থানসমূহ জিয়রাহ	১৯০
হজ্জের পর যা করনীয়	১৯৭
ভালো আলামত	১৯৮
বিবিধ দু‘আসমূহ	**১৯৯**
কুরআনে বর্ণিত দু‘আসমূহ (৪২টি দু‘আ)	১৯৯
হাদীসে বর্ণিত দু‘আসমূহ (৫২টি দু‘আ)	২০৫
ফরজ স্বলাতের সালাম ফিরানোর পর পঠিতব্য দু‘আ ও যিকিরসমূহ	২১৩
সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত সকাল ও বিকালে পঠিতব্য দু‘আ ও যিকিরসমূহ	২১৬
একনজরে উমরাহ ও হজ্জ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় দু‘আসমূহ	২২২

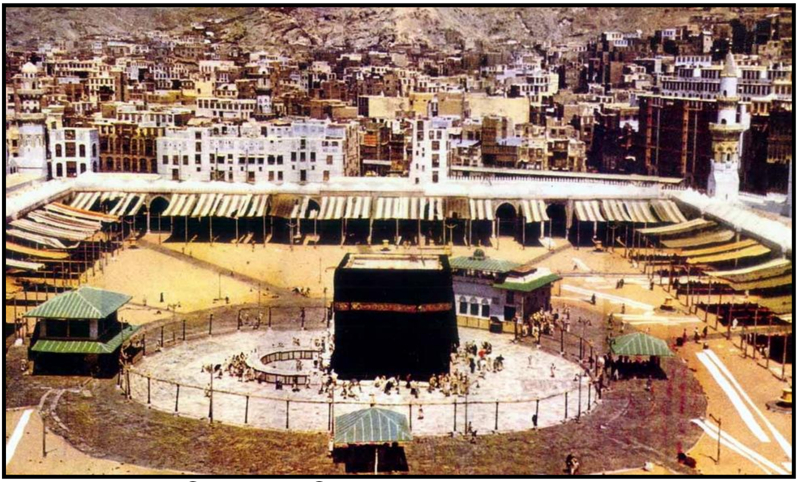

প্রাচীন মক্কা নগরী - ১৮৩১ইং সালের একটি ছবি

মসজিদুল হারাম সম্প্রসারণ ২০২০ইং প্রকল্প ছবি

ইবাদত তথা হজ্জ কবুল হওয়ার শর্তসমূহ

- এই বিষয়টি সর্বাগ্রে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ৪-৫ লক্ষ টাকা খরচ করে করা হজ্জ, যা জীবনে একবারই হয়তোবা করবেন তা যদি কবুল হওয়ার শর্ত মোতাবেক না হয় তবে লাভ কি ! সব টাকা, সব কষ্ট, সব প্রচেষ্টা বিফল।
- হজ্জ ও উমরাহ ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদাতগুলোর অন্যতম। ইসলামের যে কোনো আমল ও ইবাদত কবুলের জন্য মৌলিক ৩টি শর্ত পূরণ করা প্রযোজ্য - (১) আল ঈমান; ঈমানের আরকান ও আহকাম, শাখা-প্রশাখা ও ঈমানের দাবি বিষয়ের উপর পূর্ণ জ্ঞান ও সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা, (২) আল ইখলাস; নিয়ত পরিশুদ্ধ করা তথা ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ও আনুগত্যের জন্য করা, (৩) ইত্তিবাউস সুন্নাহ; রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে পদ্ধতিতে যে ইবাদত করেছেন ঠিক সেই পদ্ধতি বা নীতিমালায় সেই ইবাদত করা।
- এছাড়াও আরও কিছু শর্ত আছে যা পূরণ করা আবশ্যিক - (৪) শিরকমুক্ত ঈমান; অন্তরের বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, কথা ও কাজের মধ্যে শিরক-কুফরী (জানা বা অজানা) আছে কিনা সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে তা থেকে আন্তরিকভাবে তাওবা করা, (৫) বিদআত মুক্ত আমল; কৃত সকলপ্রকার আমল ও ইবাদতে কোন প্রকার বিদআতের মিশ্রন আছে কিনা তা গবেষণা করে জেনে তা থেকে আন্তরিকভাবে তাওবা করা, (৬) হারাম মুক্ত উপার্জন ও ভক্ষণ; জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্জিত অর্থ সর্বপ্রকার অসাধুতা মুক্ত হওয়া এবং ইবাদতের জন্য ব্যয়কৃত অর্থ, পরিধেয় কাপড়, আনুষাঙ্গিক সামগ্রী হালাল উপার্জনের মাধ্যমে হওয়া, (৭) রিয়া মুক্ত আমল; কোন আমল বা ইবাদত করার সময় অন্তরে তা যেন লোক দেখানোর বা জানানোর উদ্দেশ্যে না হয় এবং জনসম্মুখে অধিক উত্তমভাবে বা বেশি বেশি আমল করার মনোভাব না হয়।
- ইসলামের যে কোন মৌলিক ইবাদত ও আমল করার পূর্বে তা যাচাই করার একটা মূলনীতি বা সূত্র আজ জেনে নিন আজীবনের জন্য। যখনই কোন আমল ও ইবাদতের কথা শুনবেন তখনই জিজ্ঞাসা করবেন - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীগণ সেই আমলটি করেছেন কিনা !? এবং কি পদ্ধতিতে করেছেন !? এই দুটি প্রশ্নের বিশুদ্ধ হাদীসের দলিলভিত্তিক উত্তর পেয়ে গেলে আমলটি করুন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীগণের পন্থা ও নির্দেশনার বাইরে যে কোন আমল আল্লাহর কাছে অগ্রহণীয় ও বাতিল যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা বা হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। বুখারী-২৬৯৭
- হজ্জ-উমরায় যাওয়ার আগে এসব ইবাদত কবুলের শর্তের কথাগুলো খুব কম মানুষজন কিংবা আপনার কাফেলা বা এজেন্সি আপনাকে বলবে। অনেক সাধারণ মুসলিম আজকাল ঈমান বিরোধী ও ইসলাম বিদ্বেষী চেতনা মনে লালন করে। নিজের অজান্তে কুফরী, শিরক, মুনাফেকী, ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতার বীজ

অন্তরে ঢুকে গেছে। এসব বিষয় তো ইবাদত কবুল হওয়ার অন্তরায়। বিষ না বুঝে পান করলেও বিষের ফল তো ভোগ করতেই হয়। তাই আমি আপনাকে জ্ঞানহীন-প্রস্তুতিবিহীন, সস্তা-সর্টকাট, অপরিপূর্ণ-বিফল হজ্জ করানোর পক্ষে নই। আপনি কিন্তু ভালো করেই জানেন আজকাল আমাদের দেশে দুঃখজনকভাবে প্রায় বেশিরভাগ পেশার মানুষেরা কিভাবে সাধারণ জনগনকে মিথ্যা ধোকা দিচ্ছে ও অনৈতিক কাজ করছে। তবে আপনি কিভাবে নিশ্চিত হয়ে গেলেন হজ্জ-উমরায় আপনাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিপূর্ণ প্রস্তুতিসহ শুদ্ধভাবে সকল নিয়মকানুন পালন করানো হবে এবং প্রতিশ্রুত সকল বিষয়ে যথার্থ সেবা দেওয়া হবে ? আমি কিন্তু আপনারই পক্ষে এবং আপনার কল্যানের উদ্দেশ্যে, আপনার অর্থ ও শ্রমের মূল্যায়ন যেন হয় সেজন্য সচেতনতামূলক এত কথা বলছি।

- বাংলাদেশী হাজীরা বেশির ভাগই ৫০-৬০ বছর বয়সের পর হজ্জ করতে যান। বেশিরভাগ লোকজন ভাবেন এতো বছর পর আমাকে ঈমান, শিরক, বিদআত, পবিত্রতা শিখতে হবে ! আসলে জ্ঞান অর্জনের ও আত্মশুদ্ধির জন্য কোন বয়স নেই। এতে কোন লজ্জাও নেই। তাই পুনরায় একটু নতুন করে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানুন। একটু শ্রম ও সময় দিন - আপনার জন্য উত্তম ফলাফল রয়েছে যা আল্লাহ কুরআনে ঘোষনা করেছেন। সূরা আল আলা; ৮৭:১৪, সূরা আস শামস; ৯১:৯।
- কুরআনে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম শব্দ ও প্রথম আদেশ মানবজাতির জন্য যা ছিল তা হচ্ছে - ইকরা (পড়)। অথচ আমরা পড়ি না - শুধু শুনি আর দেখি ! আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে প্রিন্টমিডিয়া ও ইন্টারনেটের প্রসারের কারণে সকলপ্রকার বই-পুস্তক এখন হাতের নাগালে। তাই অনুরোধ করবো শুধু হজ্জের বই নয় বরং আরও কিছু বই কিনে অথবা ডাউনলোড করে পড়ুন - তাওহীদ ও শিরক বিষয়ে, সুন্নাত ও বিদআত বিষয়ে, হারাম ও কবিরা গুনাহ বিষয়ে। আমাদের দেশের লেখকদের লেখা দলিলভিত্তিক বইয়ের পাশাপাশি বর্হিবিশ্বের লেখকদের লেখা (বাংলা অনুবাদিত) বইগুলো খুঁজে সংগ্রহ করে পড়ুন।
- আমাদের দেশে নাহি আনিল মুনকার (মন্দ বা পাপ কাজ থেকে নিষেধ করা) বিষয়ে কথাবলা খুব কঠিন কারণ আমরা প্রায় সবাই এর সাথে জড়িয়ে আছি। আমাদের আলেম সমাজ রুটি-রুজির ভয়ে সব কথা বলতে পারেন না সাধারণ জনগনকে। অনেক সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয় ও হজ্জ পরিপূর্ণ হয় না গাইড বা আলেমদের সঠিক নির্দেশনা না পাওয়ার কারণে। দেখা যায় অনেকে হজ্জ করতে গিয়ে শিরক ও বিদআত করে আসেন এবং শিরক ও বিদআতকে ইবাদত মনে করেন। তাই নিজেকে বাঁচাতে হলে আল্লাহ প্রদত্ত আকল (বিবেক) দিয়ে জ্ঞানার্জন করে অতঃপর আমল করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। হে আল্লাহ! আমাদের সিরাতল মুস্তাকিমের পথে হেদায়েত করুন এবং ইসলামকে জানার ও মানার জন্য মনকে উম্মুক্ত করে দিন। আমিন!

হজ্জের তাৎপর্য

- হজ্জ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বুনিয়াদি স্তম্ভ। হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ; সংকল্প করা বা ইচ্ছা করা। এক হাদীসে হজ্জকে সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়েছে।
- যিলহজ্জ মাসের ৮-১৩ তারিখে আরবের মক্কা, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করা এবং নির্দিষ্ট কিছু শরয়ী কর্মকান্ড সম্পাদন করার নামই হজ্জ।
- ৯ম বা ১০ম হিজরীতে হজ্জকে ফরয করা হয়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১০ম হিজরীতে স্বপরিবারে এবং এক লক্ষাধিক সাহাবী সাথে নিয়ে একবার হজ্জ পালন করেন।
- হজ্জ মুসলিম জাতির এক মহাসম্মেলন। হজ্জ একজন মুসলিমের মাঝে শান্তি ও শুদ্ধি আনয়ন করে এবং সব পাপ মোচন করে জান্নাত লাভের সুযোগ করে দেয়।
- হাদীসে হজ্জযাত্রীদের আল্লাহর মেহমান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নারীদের জন্য হজ্জ হলো জিহাদের সমতুল্য এবং জান্নাত লাভের একটি মাধ্যম।
- কুরআন মাজীদে বিভিন্ন সূরাতে বিশেষত সূরা হাজ্জ (২২নং সূরা) নামে একটি সূরা রয়েছে, যেখানে হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে।
- হজ্জ সফরে ইহরামের (কাফন) কাপড় পরে রওয়ানা হওয়া পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে পরকালের পথে রওয়ানা হওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
- ইহরামের সাদা কাপড় স্মরণ করিয়ে দেয় সমস্ত গুনাহ ও পাপমুক্ত হয়ে এই কাপড়ের মতো স্বচ্ছ-সাদা হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।
- হজ্জের সফরে দুনিয়াবী পাথেয় সঙ্গে নেওয়া আখেরাতের সফরে পরকালের পাথেয় সঙ্গে নেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
- হজ্জের তালবিয়াহ মুমিনকে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসকে মজবুত করে এবং শিরকমুক্ত তাওহীদি ইবাদতে ও সুন্নাহ সমৃদ্ধ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।
- হজ্জের সফরে আল্লাহর বিধি নিষেধ মেনে চলা স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে মুমিনের জীবন লাগামহীন নয়, বরং মুমিনের জীবন আল্লাহর রশিতে বাঁধা।
- বাইতুল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে মুমিন নিরাপত্তা ও শান্তি অনুভব করে। মুমিনের ঈমানী চেতনা জাগ্রত হয়। মুমিনের অন্তর নরম হয় ও অন্তরে পরিবর্তন আসে।
- আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হাশরের ময়দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হবে সুবিস্তৃত এক ময়দানে।
- হজ্জের সফর একজন মুসলিমকে ইসলামের শিকড়ে নিয়ে যায় এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রেখে যাওয়া ইসলামকে কাছ থেকে দেখা ও জানার সুযোগ করে দেয়।
- হজ্জ মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহর জন্য ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী এক মহাজাতিতে পরিণত হতে এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্ব অটুট রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।
- আরবের মরুপ্রান্তর, পর্বতমালা ও কবরস্থান দর্শনের মাধ্যমে ইসলামের স্বর্ণযুগের মানুষদের কষ্ট ও বিসর্জন এবং তাদের ঈমানী শক্তি অনুভব করা যায়।

৯ কাবা ও মক্কার ইতিহাস ৬

- “নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ইবাদত গৃহটি (কাবা) নির্মিত হয় সেটি বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। একে বরকতময় করা হয়েছে এবং বিশ্বজগতের জন্য পথপ্রদর্শক করা হয়েছে”। সূরা-আলে ইমরান; ৩:৯৬
- বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বা কাবাকে বাইতুল আতীক (প্রাচীন ঘর) বলা হয়, কারণ আল্লাহ এই ঘরকে কাফেরদের থেকে স্বাধীন করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো - এই ঘরের স্থানটি পৃথিবীর ভৌগলিক মানচিত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত।
- ইসলামি ঐতিহাসিকদের মত অনুযাযী কাবা ঘর নির্মাণ ও সংস্কার হয়েছে একাধিকবার; বিবিধ মত অনুযায়ী ৫ বারঃ (১) ফেরেশতা কর্তৃক (২) আদম (আলাইহাস সালাম) কর্তৃক (৩) ইবরাহীম (আলাইহাস সালাম) কর্তৃক (৪) জাহেলী যুগে কুরাইশদের কর্তৃক (৫) ইবনে যুবায়ের কর্তৃক।
- আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেন, “আল্লাহ কাবা গৃহকে, ...মানুষের স্থীতিশীলতার কারণ করেছেন”। সূরা-আল মায়িদা; ৫:৯৭
- আল্লাহ তাআলা বলেন, “...এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাইল-কে আদেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যেন আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাহকারীদের জন্য পবিত্র করে রাখে”। সূরা-আল বাকারা; ২:১২৫
- কাবা ও হজ্জের ইতিহাসে রয়েছে ইবরাহীম (আলাইহাস সালাম) এর মহৎ ইসলামী আখ্যান। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলাইহাস সালাম) কে তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আলাইহাস সালাম) ও পুত্র ইসমাইল (আলাইহাস সালাম) কে নিয়ে মরুময়, পাথুরে ও জনশূন্য মক্কার উপত্যকায় রেখে আসার নির্দেশ দেন - এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা স্বরূপ।
- প্রচন্ড পানির পিপাসায় ইসমাইল (আলাইহাস সালাম) এর প্রাণ যখন যায় যায়, তখন হাজেরা (আলাইহাস সালাম) পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে ৭ বার ছুটাছুটি করেন। অতঃপর জিব্রাইল (আলাইহাস সালাম) এসে শিশু ইসমাইলের জন্য সৃষ্টি করলেন সুপেয় পানির কূপ - জমজম। আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহীম ও ইসমাইল (আলাইহাস সালাম) দুজনে জমজম কূপের পাশে ইবাদতের লক্ষে কাবার পুণনির্মাণ কাজ শুরু করলেন।
- আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলাইহাস সালাম) এর আনুগত্য দেখার জন্য আরেকটি পরীক্ষা নিলেন। তিনি ইবরাহীম (আলাইহাস সালাম) কে স্বপ্নে দেখালেন যে, তিনি তাঁর পুত্রকে কুরবানি করছেন। আর এই স্বপ্নানুসারে ইবরাহীম (আলাইহাস সালাম) যখন বাস্তবে তাঁর পুত্রকে জবাই করতে উদ্যত হলেন তখন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং ইবরাহীমের পুত্রের স্থলে একটি পশু কুরবানি করিয়ে দিলেন। সেই থেকে হজ্জের সাথে সাথেও চলে আসছে এই প্রথা, মুসলিম বিশ্বে যা ঈদুল আযহা (কুরবানী ঈদ বা বকরা ঈদ) নামে পরিচিত।

- ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) এর মৃত্যুর পর যুগে যুগে কাবা বিভিন্ন জাতির দখলে চলে আসে এবং কালের আর্বতনে তারা এর ভিতরে ও বাইরে মুর্তি রেখে মুর্তি পূজা শুরু করে এবং বিভিন্ন সময়ে উপত্যকা এলাকায় মৌসুমী বৃষ্টি ও বন্যার কবলে পড়ে কাবা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নেতৃত্বে মক্কা বিজয়ের পর মুসলিমগণ কাবা ঘরের ভিতরের সকল মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলেন এবং কাবাকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের স্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে কাবা সংস্কারের সময় জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) জান্নাত থেকে একটি পাথর 'হাজারে আসওয়াদ' নিয়ে আসেন যা কাবার এক কোণে স্থাপন করা হয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে। কাবার এক পার্শ্বে একটি স্থান রয়েছে যার নাম 'মাকামে ইবরাহীম'; এখানে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কাবার নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করতেন, এখানে একটি পাথরে তাঁর পদছাপ রয়েছে। কাবা ঘরের উত্তর দিকে কাবা সংলগ্ন অর্ধ-বৃত্তাকার একটি উঁচু দেয়াল আছে যা কাবা ঘরেরই অংশ যার নাম 'হাতিম' বা হিজর। হাজরে আসওয়াদ ও কাবা ঘরের দরজার মাঝের স্থানকে 'মুলতাযম' বলা হয়। কাবা ঘরকে বৃষ্টি ও ধুলাবালীর থেকে রক্ষার জন্য একটি চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখা হয় যা 'গিলাফ' নামে পরিচিত।
- কাবা ঘরের মর্যাদার কারণে এর চারপাশে হারামের সীমানা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার পাহারায় নিয়োজিত আছে ফেরেশতাগণ। হারামের সীমানার মধ্যে মধ্যে অসীম বরকত, রহমত ও নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। আমরা মুসলিমরা কাবা ঘরের উপাসনা করি না বরং কাবার রবের ইবাদত করি। কাবা হচ্ছে 'কিবলা'-যা মুসলিমদের ইবাদতের দিক নির্ণায়ক। মুসলিমরা সম্মিলিতভাবে ঐক্কের লক্ষ্য কাবার দিকে মুখ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর অনুসারীরা যেসব কাজ করে ও পথে ঘুরে হজ্জ পালন করেছেন এর মধ্যে রয়েছে; কাবা তাওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে সাঈ করা, মিনায় অবস্থান করা ও আরাফায় উকুফ করা এবং মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা, জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর ত্যাগের স্মৃতিচারণে পশু যবেহ করা ও আল্লাহর স্মরণকে বুলন্দ করা।
- কাবার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও উচ্চতা:

উচ্চতা	মুলতাযমের দিকে দৈর্ঘ্য	হাতিমের দিকে দৈর্ঘ্য	রুকনে ইয়েমানি ও হাতিমের মাঝে দৈর্ঘ্য	হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়েমানি মাঝে দৈর্ঘ্য
১৪ মিটার	১২.৮৪ মি:	১১.২৮ মি:	১২.১১ মি:	১১.৫২ মি:

- কাবা ও মক্কার ইতিহাস বিস্তারিত জানতে 'পবিত্র মক্কার ইতিহাস : শাইখ শফীউর রহমান মোবারকপুরী' বইটি পড়ুন।

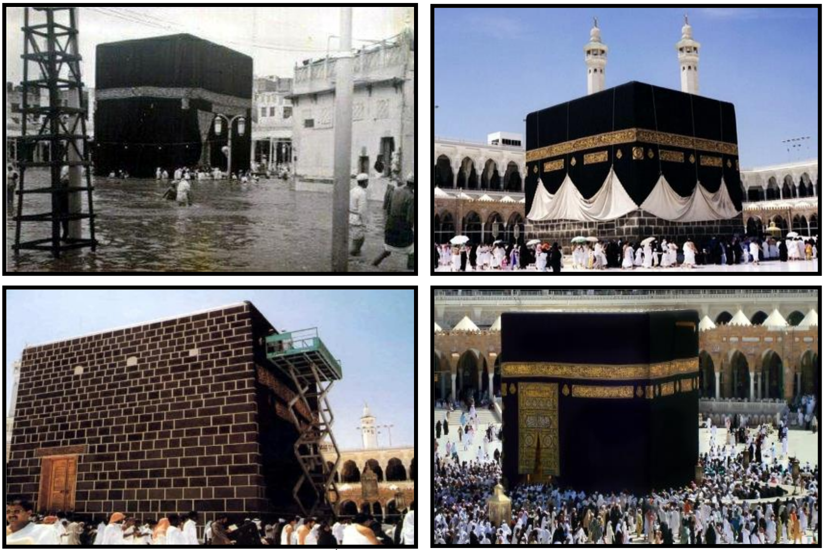

বাইতুল্লাহ - কাবা ঘর

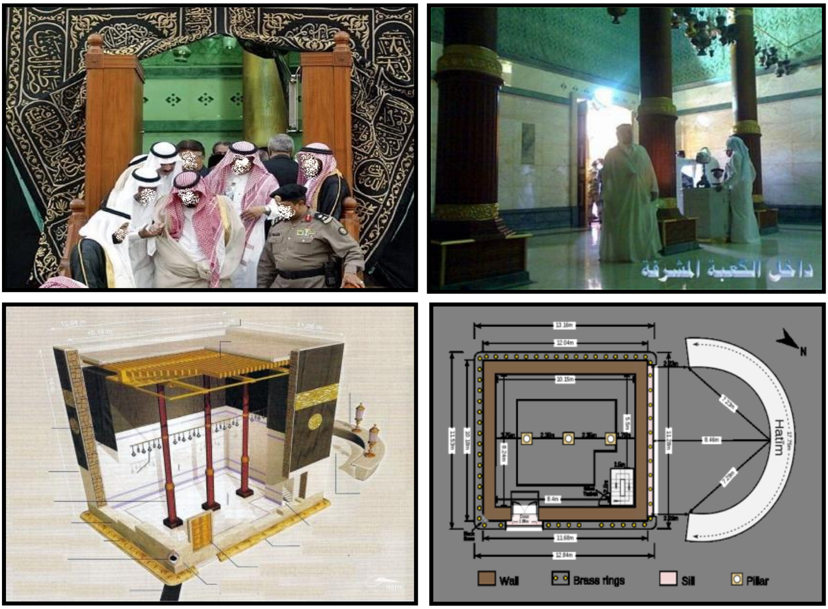

কাবা ঘরের অভ্যন্তরের ছবি

হজ্জের নির্দেশনা, গুরুত্ব ও পুরস্কার

- “এবং স্মরণ করো, যখন ইবরাহীমকে সে ঘরের (বাইতুল্লাহর) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারী, স্বলাতে দন্ডায়মান এবং রুকু-সিজদাকারীদের জন্য। এবং মানবজাতিকে হজ্জের কথা ঘোষণা করে দাও; তারা পায়ে হেঁটে ও শীর্ণ উটের পিঠে করে তোমার কাছে আসবে, তারা দুর-দুরান্তের পথ অতিক্রম করে আসবে (হজ্জ এর উদ্দেশ্যে)”। সুরা-আল হাজ্জ; ২২:২৬,২৭
- “..আর এতে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, যে মাকামে ইব্রাহিমে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যার সামর্থ্য রয়েছে (শারীরিক ও আর্থিক) তার এই কাবায় এসে হজ্জ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্য কর্তব্য (ফরজ), আর যদি কেউ এ বিধান (হজ্জ) কে অস্বীকার করে তবে; (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ বিশ্বজগতের কারো মুখাপেক্ষী নন”। সুরা-আলে ইমরান; ৩:৯৭
- “নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অর্ন্তগত, যে ব্যক্তি এই গৃহে হজ্জ ও উমরাহ করে তার জন্যে এই উভয় পাহাড়ের মাঝে প্রদক্ষিণ করা (সাঈ) দোষনীয় নয়, এবং কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে, আল্লাহ কৃতজ্ঞতাপরায়ন ও সর্বজ্ঞাত”। সূরা-আল বাকারা; ২:১৫৮
- “এবং আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরাহ পালন কর, ...”। সূরা-আল বাকারা; ২:১৯৬
- “হজ্জের মাসসমূহ সুনির্দিষ্ট। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হজ্জ আরোপ (যাওয়ার ইচ্ছা) করে নিলো, তার জন্য অশ্লীল আচরণ, পাপ-অন্যায় কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ করা বৈধ নয়। আর তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করে নাও (হজ্জ যাত্রার জন্য), বস্তুত: সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহভীতি ও ধর্মনিষ্ঠা) এবং হে জ্ঞানীরা, তোমরা আমাকে ভয় কর”। সূরা-আল বাকারা; ২:১৯৭
- “..আর যে সেখানে (হারাম এলাকায়) অন্যায়ভাবে দ্বীনবিরোধী পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করবে, তাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব”। সূরা-আল হাজ্জ; ২২:২৫
- ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “৫টি ভিত্তির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। ১.এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, আল্লাহ ছাড়া (হক) কোন মাবূদ নেই ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, ২.স্বলাত কায়েম করা, ৩.যাকাত আদায় করা, ৪.রমাদ্বানে সাওম পালন করা, ৫.বাইতুল্লাহয় হজ্জ পালন করা।” তিরমিযী-২৬০৯
- জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। কারণ আমি জানি না এ হজ্জের পর আমি আবার হজ্জ করতে পারবো কিনা”। মুসলিম-৩০২৮
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে, সে যেন দ্রুত তা সম্পাদন করে”। আবু দাউদ-১৭৩২

- মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হজ্জ একবার করা ফরয, যে ব্যক্তি একাধিকবার করবে তা তার জন্য নফল হবে"। আবু দাউদ-১৭২১
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তিনটি দল আল্লাহর মেহমান; আল্লাহর পথে জিহাদকারী, হজ্জকারী ও উমরাহ পালনকারী"। নাসাঈ-২৬২৫
- এক হাদীসে এসেছে, "উত্তম আমল কি এই মর্মে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞসা করা হল। উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। বলা হল, "তারপর কি?", তিনি বললেন, আল্লাহ পথে জিহাদ। বলা হল তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মাবরুর হজ্জ"। বুখারী-১৫১৯
- আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে হজ্জ/উমরাহ পালনের পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করবে সে তার পূর্ণ সওয়াব পাবে"। মিশকাতুল মাসাবিহ-২৫৩৯
- বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হজ্জ পালনে অর্থ ব্যয় করা আল্লাহর পথে (জিহাদে) ব্যয় করার সমতুল্য। এক দিরহাম ব্যয় করলে উহাকে সাতশত পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়"। মুসনাদে আহমদ-২২৪৯১
- ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর হজ্জ ও উমরাহ পালন কর কেননা আগুন যেভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহা থেকে খাঁদ দূর করে, তেমনি উহা তোমরা তোমাদের দারিদ্রতা ও পাপ মোচন করে দেয়"। নাসাঈ-২৬৩০, তিরমিযী-৮১০
- একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করে আয়েশা   বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিতো জিহাদকে সর্বোত্তম আমল বলেছেন। আমরা কি আপনাদের সাথে জিহাদ অভিযানে যাব না? তিনি বললেন, না, তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হল হজ্জ (তথা মাবরুর হজ্জ)"। বুখারী-১৫২০
- আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "বয়স্ক, দুর্বল, শিশু ও নারীর জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরাহ পালন করা "। নাসাঈ-২৬২৬
- ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং হজ্জ ও উমরাহ পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান। আল্লাহ তাদের ডেকেছেন, তারা সে ডাকে সাড়া দিয়েছে। অতএব, তারা আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তাই তাদের দিয়ে দিবেন "। ইবনে মাজাহ-২৮৯৩
- আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ পালন করল এবং নিজেকে গর্হিত পাপ কাজ ও সকল অশালীন কথা থেকে বিরত রাখল তাহলে সে হজ্জ থেকে এমন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে ফিরে আসবে যেমন সে তার জন্মের সময় ছিল"। বুখারী-১৫২১
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মাবরুর হজ্জের (কবুল হজ্জের) প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়"। বুখারী-১৭৭৩, নাসাঈ-২৬২৩

❧ হজ্জের শর্তাবলী ও যার উপর হজ্জ ফরয ☙

✪ হজ্জ একটি ফরয ইবাদাত, তবে কিছু শর্ত স্বাপেক্ষে। নিম্নোক্ত ৭/৮টি মৌলিক শর্ত পূরণ সাপেক্ষে হজ্জ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয; অর্থাৎ জীবনে অন্তত একবার পালন করা অত্যাবশ্যকীয়। মুসলিম-৩১৪৮

✪ শর্তগুলো হলো:

১. মুমিন মুসলিম হওয়া।
২. প্রাপ্তবয়স্ক/বালিগ হওয়া (ঊর্ধ্বে ১৫ বছর)।
৩. স্বাধীন বা মুক্ত হওয়া (কৃতদাস না হওয়া)।
৪. শারীরিকভাবে সুস্থ ও সক্ষম এবং মানসিক ভারসাম্য থাকা।
৫. হজ্জ সফরের সম্পূর্ণ খরচ বহনের সামর্থ্য থাকা।
৬. হজ্জ সফরের যাত্রাপথের নিরাপত্তা থাকা।
৭. মহিলার সঙ্গে স্বামী অথবা মাহরাম থাকা।

* হজ্জে থাকাকালীন সময়কালে পরিবারের ভরণপোষণের নিশ্চয়তা করা।

✪ নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে বাইতুল্লাহ যাওয়ার খরচ বহনের ক্ষমতা হয়ে গেলেই হজ্জ ফরয হয়ে যায়। এমনকি কারো যদি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি/বাড়ি/গাড়ি/দোকান থাকে, যে জমির ফসল বা বাড়ি/গাড়ি/দোকান ভাড়া না হলেও তার বছর চলে যায় তবে সেই জমি/বাড়ি/গাড়ি/দোকান বিক্রয় করে হজ্জে যাওয়া ফরয হবে বলে অনেক ফকীহগণ মত দিয়েছেন। অতএব বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায়, যার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে ব্যাংকে অথবা হাতে ৫/৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত জমা আছে তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে।

✪ একজন মহিলার মাহরাম হলেন তার পরিবার ও আত্মীয়ের মধ্যে এমন একজন পুরুষ যার সাথে ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক বিবাহ বৈধ নয়। (দাদা, নানা, বাবা, চাচা, মামা, শ্বশুর, ভাই, ছেলে, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, মেয়ের স্বামী, নিজের নাতি, দুধ বাবা, দুধ ভাই) আবু দাউদ-১৭২৬

✪ যদি কেউ কাউকে হজ্জ করার জন্য খরচ বা অর্থ (হালাল অর্থ) প্রদান করেন তবে তা গ্রহণ করা বৈধ। যদি উক্ত টাকায় হজ্জ পালন করা হয় তবে পরবর্তীতে তার উপর হজ্জ আর বাধ্যতামূলক হবে না; এমনকি পরবর্তীতে সে যদি আর্থিকভাবে সামর্থ্যবানও হয়।

✪ যদি কেউ নাবালেগ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে হজ্জে নিয়ে যায় তবে তা ঐচ্ছিক হজ্জ হিসেবে গণ্য হবে ও এই হজ্জের সাওয়াব তার অভিভাবক লাভ করবে। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সন্তানের উপর পুনরায় হজ্জ ফরয হবে, যদি সে আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান হয়। আবু দাউদ-১৭৩৬

- ✪ যে নারীর হজ্জ করার মত নিজস্ব সম্পদ রয়েছে তার উপর হজ্জ ফরয যদিও তার স্বামীর হজ্জ করার মত যথেষ্ট সম্পদ না থাকে। সে কোন বৈধ মাহরামকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ করে ফেলতে পারে। কোন মহিলার যদি বৈধ মাহরাম না থাকে তবে হজ্জে যাওয়া তার জন্য প্রযোজ্য বা ফরজ নয়। তবে সে কাউকে দিয়ে তার বদলি হজ্জ করিয়ে নিবে। যদি কোনো মহিলা বৈধ মাহরাম ছাড়া কাউকে পাতানো ভাই বানিয়ে বা কোন মহিলা দলের সাথে হজ্জে চলে যায় তাহলে সে বড় গুনাহের কাজে লিপ্ত হল এবং তার হজ্জ হবে না বলে অধিকাংশ উলামাগণ মত প্রকাশ করেছেন। আবু দাউদ-১৭২৩, ইবনে মাজাহ-২৮৯৮
- ✪ কোন ব্যক্তি টাকা ধার/কর্জ করেও হজ্জ পালন করতে পারবে, যদি সে সেই টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধ করার মতো সামর্থ্য রাখে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ধার/কর্জ করে হজ্জ করা জরুরী নয়।
- ✪ যদি কোনো ব্যক্তি সামর্থ্য থাকার পরও হজ্জ পালন না করেই মারা যায়, তাহলে অন্য যে কেউ তার পক্ষে বদলী হজ্জ করতে পারবে। এক্ষেত্রে বদলী হজ্জকারী সর্বপ্রথম সে তার নিজের হজ্জ পালন করেছে এমন হতে হবে।
- ✪ একটি ধারণা প্রচলিত আছে, যার ঘরে অবিবাহিত কন্যা রয়েছে সেই কন্যার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তার উপর হজ্জ ফরয নয়। আবার ব্যাংকে লোন থাকলে লোন পরিশোধ না করা পর্যন্ত হজ্জে যাওয়া ঠিক হবে না বলে অনেকে মনে করেন। এগুলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা।
- ✪ যে মুসলিমের উপর হজ্জ ফরজ হয়ে গেছে তার উপর উমরাহও ফরজ হয়ে যায়। যদিও অনেক উলামা উমরাহ পালন করাকে ওয়াজিব বলেছেন। যার হজ্জ করার মতো সামর্থ্য হয় নাই কিন্তু উমরাহ করার মতো সামর্থ্য হয়েছে এবং সে চাইলে বাইতুল্লাহ যিয়ারত করতে পারে শুধু উমরাহ করার উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে হজ্জ পালন করে নিতে পারে।
- ✪ অনেকে ভুল করে বলে থাকে যে, যে উমরাহ করেছে তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে যায়। কিন্তু হজ্জ সেই ব্যক্তির উপর ফরয নয় যার হজ্জ পালন করার মত যথেষ্ঠ সামর্থ্য হয় নাই, এমনকি সে যদি হজ্জের মাসেও উমরাহ পালন করে।
- ✪ যার উপর হজ্জ ফরজ হয়ে গেছে সেও চাইলে শুধু উমরাহ পালন করতে পারবে যদি সে অদূর ভবিষ্যতে হজ্জ করার বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প ও নিয়ত পোষন করে থাকে। তবে তার উমরাহ করার চেয়ে হজ্জ পালন করাই উত্তম।
- ✪ কেউ যদি হজ্জকে ইসলামের রুকন না বলে মনে করে কিংবা হজ্জ করা জরুরী নয়/প্রয়োজন নেই বলে মনে করে তবে সে কুফরী করল।
- ✪ বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ১,২৫,০০০ এর অধিক মানুষ হজ্জ করতে যায় এবং হজ্জ সফর সম্পাদন করতে ১৫-৪৫ দিন সময় লাগে। পৃথিবীর প্রায় ১৮৮টি দেশ থেকে প্রতি বছর ৩০-৩৫ লক্ষাধিক মুসলিম হজ্জ পালন করেন।

হজ্জ পালনে বিলম্ব করা ও তার পরিণাম

✪ অনেক মানুষ সামর্থ্য হওয়ার পরও মনে করে - কেন কম বয়সে/যৌবনে হজ্জ করবো ! হজ্জ করলে তো হজ্জ ধরে রাখতে হবে ! পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম অনুসরণ না করা পর্যন্ত তো হজ্জে যাওয়া ঠিক হবে না ! মেয়ে/ছেলের বিয়ে দিয়ে তারপর হজ্জে যাবো ! হজ্জ করার পর যদি কোন খারাপ কাজ করি তাহলে লোকেই বা কী বলবে !.. সুতরাং এখন জীবনকে উপভোগ করি, তারপর বৃদ্ধ বয়সে যখন কোনো কিছু করার থাকবে না তখন গিয়ে হজ্জ করে আসব। তখন আল্লাহ অবশ্যই আমার অতীতের সকল পাপ মাফ করে দেবেন এবং আমি ইনশা-আল্লাহ জান্নাতে যেতে পারবো। কি চতুর আর বুদ্ধিমান তারা চিন্তা করেছেন! কি ভেবেছে তারা, আল্লাহ কি তাদের অন্তরের বিষয় জানেন না ?
-হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের ক্ষমা করো ও হেদায়েত দান করো। আমরা যদি মনে করি, আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে চালাকি ও ধোকাবাজি করবো, তাহলে মনে রাখতে হবে এর মাধ্যমে আমরা আসলে আমাদের নিজেদেরকেই বোকা বানাচ্ছি, দোষী করছি এবং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবো।

✪ যারা সামর্থ্য হওয়ার পরও হজ্জকে মুলতবি করে রেখেছেন তাদের জন্য বড় সতর্কবাণী হলো; উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) বলেছেন, “যে ব্যক্তি হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পরিত্যাগ করল, সে ইয়াহুদি হয়ে মরুক অথবা নাসারা হয়ে মরুক - তাতে কিছু যায় আসে না”। বায়হাকী-৮৯২৩ (সনদ ত্রুটিযুক্ত)

✪ উমার ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) বলেছেন, “আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছু লোককে রাজ্যের শহরগুলিতে প্রেরণ করি এবং তারা খুঁজে দেখুক ঐ সমস্ত লোককে যাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালন করে না তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করা হোক। কেননা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ পালন করে না তারা মুসলিম নয়, তারা মুসলিম নয়”। সাঈদ ইবনে মনসুর-সুনান গ্রন্থে (অনির্ণীত)

✪ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে হজ্জ পালন করতে ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন দ্রুত তা পালন করে। কারণ পরবর্তীতে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বা সমার্থ হারিয়ে ফেলতে পারে বা কোন সমস্যায় জর্জরিত হতে পারে”। ইবনে মাজাহ-২৮৮৩

✪ কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দারাই হজ্জে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হজ্জের সামর্থ্য হওয়ার সাথে সাথেই হজ্জ পালন করা উচিত। কারণ মৃত্যু কখন চলে আসতে পারে তা জানা নেই। বাস্তবে এমন অনেক দেখা যায় হজ্জ করবো করবো করে আর হজ্জ করা হয়ে উঠে না অনেকেরই। অলসতা ও গাফিলতির কারণে একটি ফরয ইবাদত বাকি রেখে মৃত্যু বরন করলে আল্লাহর কাছে এর জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে এবং শাস্তি পেতে হতে পারে।

হজ্জ পূর্বপ্রস্তুতি : এজেন্সি নির্বাচন ও হজ্জ রেজিস্ট্রেশন

- হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করার পর প্রথম কাজ হলো দ্রুত রেজিস্ট্রেশন করা, কারণ একটু দেরিতে নিবন্ধন করায় হজ্জে যাওয়া ১ বছর পিছিয়ে যেতে পারে।
- সরকারি ব্যবস্থাপনায় অথবা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যে কোন সরকার অনুমোদিত বৈধ হজ্জ এজেন্সি/কাফেলার মাধ্যমে হজ্জের রেজিস্ট্রেশন করা যায়।
- হজ্জ সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকার ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন নির্দেশনা ও আপডেট পেতে চোখ রাখুন এই ওয়েবসাইটে - www.hajj.gov.bd
- বিগত বছরের হাজীদের কাছ থেকে সরকারি হজ্জ ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি হজ্জ এজেন্সির সেবা সম্পর্কে মতামত নিয়ে যাচাই বাছাই করতে পারেন।
- হজ্জের পূর্বপ্রস্তুতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি বৈধ ও ভালো হজ্জ এজেন্সি/কাফেলা নির্বাচন করা, কারণ এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।
- অ–অনুমোদিত বা লাইসেন্স–বিহীন বা ভায়া হজ্জ এজেন্সি থেকে সতর্ক থাকুন, কারণ এতে প্রতারিত হওয়ার বা যথাযথ সেবা না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- বেসরকারি কয়েকটি হজ্জ এজেন্সির খোঁজ নিন এবং তাদের হজ্জ প্যাকেজ ও সার্ভিস সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন। কারো পরিচিতিতে প্রভাবিত হবেন না।
- হজ্জ এজেন্সিকে নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া ভালো: হজ্জ এজেন্সির লাইসেন্স নং কত/কোন এজেন্সির মাধ্যমে যাওয়া হবে, হজ্জ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিনা, হজ্জ প্যাকেজ কত দিনের এবং খরচ কত, মক্কায় কতদিন থাকা আর মদিনায় কতদিন থাকা হবে, হজ্জ প্যাকেজ কি ফিতরা সিস্টেম (বাড়ি সিফটিং) নাকি ফিতরাবিহীন, মক্কা ও মদীনায় মসজিদের কতো নিকটবর্তী হোটেল নাকি ফ্লাটবাড়ী হবে তার সম্ভাব্য বিবরণ জানা, একরুমে কয়জন থাকার ব্যবস্থা হবে, বাড়ি কি পাহাড়ের উপর হবে কিনা, ৩ বেলা খাবার ব্যবস্থা কেমন হবে, কোন এয়ারলাইন্সে ফ্লাইট হবে, হজ্জের ফ্লাইট শুরুর হওয়ার কতো দিন পর ফ্লাইট হতে পারে, হজ্জের আগে মদীনা যাবে নাকি হজ্জ শেষ করে মদীনা যাবে, হজ্জের সময় মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় সম্ভাব্য তাবুর অবস্থান ও খাবারের ব্যবস্থা কেমন হবে, হজ্জের সময় কতটুকু হাঁটতে হবে, এজেন্সির মাধ্যমে হাদী করার ব্যবস্থা হবে কিনা, দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারত করার ব্যবস্থা থাকবে কিনা, জমজমের পানি কিভাবে দেশে আনা যাবে, কেউ দুর্বল/অসুস্থ থাকলে তার জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা কিভাবে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে জানা।
- যেসব হজ্জ এজেন্সি শিরক ও বিদআত মুক্ত বিজ্ঞ তাওহীদ ও সুন্নাহপন্থী আলেম দ্বারা পরিচালিত তাদের হজ্জ প্যাকেজ বেছে নেওয়া উত্তম। হজ্জ শুদ্ধ ও মকবুল হওয়ার জন্য এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হজ্জের অন্যান্য কিছু সুবিধা/ফ্যাসিলিটি ছাড় দিয়ে প্রয়োজনে এই বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম।

- নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা বেশি সস্তা হজ্জ প্যাকেজে প্রলুব্ধ হবেন না, কারণ কথায় বলে ‘সস্তার তিন অবস্থা’। পরে কষ্ট আর দূর্ভোগ সহ্য করতে হবে।
- আর ধনীরাও শুধু ৫/৪ ষ্টার হোটেলের হজ্জ প্যাকেজে প্রলুব্ধ হবেন না, কারণ এটা হলিডে ট্যুর নয়। বেশি স্বাচ্ছন্দ যেন ইবাদত থেকে গাফেল করে না দেয়।
- বর্তমানে হজ্জে যাওয়ার জন্য সৌদি সরকার নির্ধারিত কোটা পদ্ধতিতে সরকারের ই-হজ্জ সিষ্টেমে প্রায় ১ বছর পূর্বেই প্রাক-নিবন্ধন/প্রি-রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সরকারি অথবা বেসরকারি হজ্জ এজেন্সির মাধ্যমে।
- হজ্জের প্রি-রেজিস্ট্রেশনের জন্য ২ কপি পাসপোর্ট ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ (১৮ বছরের নীচে), মোবাইল নম্বর ও প্রাক নিবন্ধনের টাকা এজেন্সির মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিয়ে প্রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হয়।
- ব্যাংকে টাকা জমা হলে মোবাইলে ম্যাসেজ আসবে এবং ম্যাসেজে ট্রাকিং নং ও প্রি-রেজিস্ট্রেশন সিরিয়াল নং থাকে যা যত্ন করে সংরক্ষন করে রাখা প্রয়োজন।
- এই ট্রাকিং নং ও প্রি-রেজিস্ট্রেশন সিরিয়াল নং দিয়ে www.hajj.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রাক-নিবন্ধন নিশ্চিত হওয়া চেক করে দেখা যায়।
- পরবর্তীতে সরকারের নির্দেশনা/সারকুলার অনুযায়ী হজ্জ এজেন্সি যাবতীয় কর্মকান্ড যথাসময়ে অবহিত করবে এবং সম্পাদন করতে সহযোগীতা করবে।
- প্রি-রেজিস্ট্রেশন সিরিয়াল চলতি বছরে হজ্জে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হলে ও হজ্জের পুরো টাকা জমা সাপেক্ষে মোবাইলে ম্যাসেজ আসবে এবং PID/ পিলগ্রিম আইডি পাওয়া যাবে যা উক্ত ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করে দেখা যায়।
- হজ্জে যাওয়ার জন্য মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের মেয়াদ হজ্জের ভিসা করার পূর্বে নূন্যতম ৬ মাস থাকতে হবে অন্যথায় পাসপোর্ট নবায়ন করে নিতে হবে।
- হজ্জের ভিসা করার পূর্বে জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড বা হাসপাতালে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রতিষেধক টিকা নিতে হবে।
- বেসরকারি হজ্জ এজেন্সিগুলো হজ্জের সময় হাজীদের প্রতিশ্রুত সেবা দিতে পারে কিনা সেটাই মূল বিষয়। এজেন্সির প্রতি প্রত্যাশা কম রাখা ভালো। তারা ন্যূনতম কি সেবা দিতে পারবে আর কি পারবে না, তা যেন তারা পরিষ্কার খোলাখুলি আগেভাগে জানিয়ে দেয়। তাদের কথা আর কাজের যেন মিল থাকে এবং কোনো লুকোচুরি যেন না থাকে। তারা যেন এমন কোনো বিষয় গোপন না করে যা হজ্জের সময় আপনার কষ্ট বা ক্ষোভের কারণ হতে পারে। অনেক সময় বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে হজ্জ এজেন্সি তাদের প্রত্যাশিত কিছু সেবা নাও দিতে পারে, সেক্ষেত্রে এজেন্সির সঙ্গে খারাপ আচরণ করা ঠিক হবে না।
- যারা বছরের যে কোন সময় শুধু উমরাহ করতে যাবেন তারা সরকার অনুমোদিত যে কোন উমরাহ লাইসেন্সধারী এজেন্সির মাধ্যমে উমরাহতে যেতে পারেন। এজেন্সি যাবতীয় ভিসা, টিকেট, হোটেল বুকিং এবং সফরের ব্যবস্থাপনা করেন।

হজ্জ পূর্বপ্রস্তুতি : মানসিক ও শিক্ষামূলক প্রস্তুতি

- হজ্জের রেজিষ্ট্রেশনের পর থেকেই ধীরে ধীরে হজ্জের জন্য মনে মনে মানসিক প্রস্তুতি এবং শিক্ষামূলক প্রস্তুতি শুরু করতে হবে কারণ রেজিষ্ট্রেশনের পর থেকে ১ বছর মতো সময় পাওয়া যাবে নিজেকে হজ্জের জন্য প্রস্তুত করে নেওয়ার।
- হজ্জের প্রথম মানসিক ও শিক্ষামূলক প্রস্তুতি হলো; ঈমানকে তাওহিদী ঈমান এবং আক্বীদাকে ইসলামের স্বর্ণযুগের তথা পূর্বসূরী ব্যক্তিদের মতো বিশুদ্ধ করা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র মানহাজে বিশুদ্ধ আক্বীদা জ্ঞান শিক্ষা করা।
- ঈমান ও আমল ধ্বংসকারী সকল প্রকার ভ্রান্ত আক্বীদা, কুফরী, শিরক, তাগুত, মুনাফেকী ও বিদআত সম্পর্কে জানা এবং তা থেকে তাওবা করে মুক্ত হওয়া। কারণ ১টি মাত্র কুফরী ও শিরক সকল আমল ও ইবাদত নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।
- হজ্জের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা। কারণ নিয়তের উপর আমল নির্ভরশীল। খ্যাতি, হলিডে ট্যুর বা কারো মাহরাম হওয়ার জন্য হজ্জের নিয়ত করা যাবে না। একনিষ্ঠভাবে হজ্জ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের জন্য করতে হবে।
- হজ্জ কার মতো পদ্ধতিতে পালন করা হবে সে মানদন্ড বা নীতি আগে ঠিক করা। হজ্জ কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীদের পদ্ধতি মতো হবে ? নাকি হজ্জ কোন ইমাম সাহেব হুজুরের কথা মতো হবে বা কোন হজ্জ বইয়ের লেখা মতো হবে !
- হজ্জের ছোট-বড় সকল কাজ সহীহ সুন্নাহ/হাদীস মোতাবেক সামর্থ্য অনুযায়ী নিজস্ব জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য তৎপর হতে হবে। কোন কাজ কতো কম করে পার পাওয়া যায়, এমন চিন্তা করা যাবে না।
- হজ্জ মানেই মনে রাখতে হবে পয়সা দিয়ে কষ্ট কেনা ও অব্যবস্থাপনার আতিথেয়তা নেওয়া। হজ্জের জন্য ৩-৪ লক্ষ টাকা দিয়েছেন বলে যে সব ভালো ও সহজ হবে আর কোন কষ্ট হবে না তা কখনোই আশা করা যাবে না।
- হজ্জের এই সফর জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্জ সফর মনে করা। সুতরাং এই যাত্রাকে জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। এই হজ্জ যেন বাকি জীবনের কার্যকলাপ পরিবর্তনকারী হয় এমন ইচ্ছা পোষন করা।
- কবিরা গুনাহর বই থেকে দেখে নিজের সম্পাদিত অতীতের সকল বড় গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়া এবং গুনাহের লিষ্ট করে হজ্জে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং ওখানে গিয়ে ফের গুনাহের জন্য ইসতিগফার করা।
- নিজের চারিত্রিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা - মুখ, চোখ, হাত, পা ও কান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা। নিজকে সংযত ও মার্জিত করা। ধৈর্য্যশীল হওয়া, কষ্টের সময় নিজকে মানিয়ে নিতে, রাগকে দমন করতে ও ত্যাগ শিকারকারী হওয়া।
- সদা আল্লাহর স্মরণ ও যিকিরের মাধ্যমে অন্তরকে আন্দোলিত রাখার অভ্যাস করা। অন্তরে তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহভীতি ও ধর্মনিষ্ঠা আনয়ন করা।

- ✪ হজ্জের সফরে সকল অসুবিধা, বিপদ, কষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করতে হবে। আর ইবলিশ শয়তানের প্ররোচনা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। সব সমস্যা সমাধানের জন্য আগে একমাত্র আল্লাহর কাছে ধর্না দিতে হবে।
- ✪ হজ্জে গিয়ে মানুষের দেখাদেখি বা মানুষের মুখের কথা শুনে কোন কাজ না করার বিষয়ে সতর্ক থাকা। হজ্জে গিয়ে ইসলামের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখে আবেগে ভুল (শিরক/বিদআত) কিছু করা না হয়ে যায় সে বিষয়ে সজাগ থাকা।
- ✪ হজ্জ সফরে হাজীদের কমন কাজ হলো ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া ও গালাগালি করা এবং অন্যের নামে/এজেন্সির নামে গীবত চর্চা করা। তাই হজ্জ সফরে গিয়ে সংযত, উত্তম আচরণকারী ও বিনয়ী আল্লাহর এক বান্দা হতে হবে।
- ✪ হজ্জ সফরে ধৈর্য, ত্যাগ ও ক্ষমার চর্চা করতে হবে। সহযাত্রীদের কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। তাদের পক্ষ থেকে আগত যাবতীয় মন্দের জবাব ভালোর মাধ্যমে দিতে হবে। সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলতে হবে।
- ✪ হজ্জ সফরে পরোপকারী ও সাহায্যকারী মনোভব রাখতে হবে। সকল দেশের মুসলিম ভাই-ভাই মনে করতে হবে। অপর মুসলিম ভাইয়ের সুবিধা-অসুবিধা, বিপদ-আপদ নিজের মনে করে অপরের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।
- ✪ হজ্জে যাওয়ার পূর্বে ইসলামের মৌলিক কিছু আমলীয় বিষয় যেমন - পবিত্রতা, ওযু, গোসল, নামায ও প্রতিনিয়ত পালনীয় দু'আ-যিকির শিক্ষা করে যাওয়া। হজ্জে গিয়ে প্রয়োজনে আমলসমূহ যাচাই-বাছাই ও সংশোধনের উন্মুক্ত মানসিকতা রাখা।
- ✪ হজ্জে যাওয়ার আগে সাওয়াব কামাই/নেকী শপিংয়ের টার্গেট করা। কিভাবে হজ্জের পুরো সময়টিকে কাজে লাগিয়ে সবচেয়ে বেশি নেকী অর্জনকারী হওয়া যায় এবং নিষ্পাপ শিশু হয়ে ফেরত আসা যায় সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
- ✪ হজ্জ ও উমরাহ সম্পর্কে কয়েকটি দলিল ভিত্তিক সহীহ বই থেকে জ্ঞানার্জন করা এবং হজ্জের কিছু প্রয়োজনীয় দু'আ মুখস্থ করা। পূর্বে হজ্জ করেছে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে হজ্জের কিছু বাস্তবতার বিষয় সম্পর্কে জানা।
- ✪ হজ্জ সফরে অর্থ বুঝে পুরো কুরআন পড়ে খতম করার এবং কিছু নতুন সূরা বা দু'আ মুখস্থ করার টার্গেট করা। প্রতিদিন কি কি আমল, দু'আ ও ইবাদত করতে হবে তা মনে মনে স্থির করা এবং তা লিখে তালিকা করে নিয়ে যাওয়া।
- ✪ বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন দু'আ-অজিফার বই; যেগুলোতে বিশুদ্ধ হাদীসের দলিল নেই এবং বিভিন্ন স্বলাতের নিয়ত, বিভিন্ন দুরূদ, বিভিন্ন খতম ও লক্ষ-কোটি নেকীর ফযীলত বর্ণনা থাকে সেগুলো আমল করার জন্য পরিহার করা।
- ✪ মানুষজনকে সৎ কাজে আদেশ (আমর বিল মারুফ) ও মন্দ কাজে নিষেধ (নাহি আনিল মুনকার) এর মৌলিক দায়িত্ব হিকমত ও নম্রতার সাথে পালন করা।
- ✪ শেষ কথা হলো; হজ্জে যাওয়ার সময় পাথেয় হিসাবে সূরা বাকারা'র ১৯৭নং আয়াতকে অন্তরে করে নিয়ে যাওয়া !

হজ্জ পূর্বপ্রস্তুতি : বৈষয়িক ও শারীরিক প্রস্তুতি

- হজ্জের জন্য হালাল অর্থ নিশ্চিত করতে হবে। অবৈধ বা সুদ মিশ্রিত টাকায় করা হজ্জ কবুল হবে না। হজ্জে যাওয়ার পূর্বে বকেয়া দেনমোহরসহ অন্যান্য সকল প্রকার দেনা-পাওনা ও ক্ষতিপূরণ থাকলে তা পরিশোধ করে ফেলতে হবে।
- পুরুষদের যদি কোন বদ অভ্যাস/হারামের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভ্যাস থাকে; যেমন - ধুমপান, জর্দা, গুল, চুলে কালো কলপ, দাড়ি সেভ, স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার করা; তবে এগুলো পরিহার করার এক আদর্শ সময় হলো হজ্জ সফর।
- মহিলাদের যদি কোন বদ অভ্যাস/হারামের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভ্যাস থাকে; যেমন - ভ্রুপ্লাক করা, হেয়ার রিমুভার ব্যবহার, কৃত্রিম/পর চুল ব্যবহার, ঘরের বাইরে সুগন্ধি ব্যবহার করা; তবে এগুলো হজ্জ সফর থেকে পরিহার করা।
- নিজেকে শারীরিকভাবে সুস্থ ও সবল রাখতে হবে। (পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ঔষধ/চিকিৎসা গ্রহণ করা।)
- বেশি বেশি হাঁটাহাটির অভ্যাস করা কারণ হজ্জের সময় প্রচুর হাঁটতে হয়। একবারে নতুন সেন্ডেল না নিয়ে আগে তা পরে হাঁটাহাটি করে মানিয়ে নেওয়া।
- মহিলাদের মসজিদে জামাতে নামায/স্বলাত আদায়ের নিয়ম-কানুন শিখে নেওয়া খুব জরুরী। জানাযার স্বলাত এর নিয়ম ও জানাযার দু'আ শিখে নেওয়া।
- সরকারি অথবা বেসরকারি চাকুরিজীবিদের কর্মপ্রতিষ্ঠান থেকে হজ্জ ছুটি অনুমোদন এবং জিও/এনওসি পত্র সংগ্রহ করতে হবে।
- সৌদি রিয়ালের দাম বাড়ার আগে কম দামে রিয়াল অথবা ডলার কিনে রাখা উত্তম। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে চাইলে কার্ডে ডলার এনড্রোস করে নেওয়া।
- বয়স্ক ও বৃদ্ধ মানুষদের সিঁড়ি, লিফট ও এস্কেলেটরে চড়ার জন্য প্রস্তুতি থাকতে হবে, কারণ ওখানে প্রয়োজনের তাগিদে সেগুলো ব্যবহার করতেই হয়।
- ধার্মিক, সহায়ক, বিশ্বস্ত ও মনমানসিকতার মিল আছে এরকম ২/১ জনকে সঙ্গী হিসাবে হজ্জে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয় এবং তাদের সাথে একরুমে থাকা।
- হজ্জ সফরের পূর্বে পরিচিত হজ্জযাত্রীদের নিয়ে ইমো, মেসেন্জার, হোয়াটসএপ গ্রুপ করে নিলে সবার সাথে যোগাযোগ করা ও প্রস্তুতি নেওয়া সহজ হয়।
- বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনদের কাছে মিথ্যা কথা বলা, খারাপ আচরণ করা, হক নষ্ট করা ও তাদের কষ্ট দেয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।
- এটাই জীবনের শেষ যাত্রা হতে পারে, সুতরাং পবিরারের দায়িত্বশীল হলে পরিবারের জন্য একটি উইল বা ওসিয়তনামা করে রেখে যাওয়া।
- স্বামী-স্ত্রী হোটেলে এক রুমে থাকার চিন্তা করার চেয়ে আলাদাভাবে পুরুষ ও মহিলাদের সাথে শেয়ারিং রুমে থাকাই উত্তম, কারণ এতে মানুষের সাথে মেলা-মেশা হয়, সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যায় এবং জ্ঞান আদান-প্রদান হয়।

কিছু তথ্য জেনে রাখুন

হতে	পর্যন্ত	দূরত্ব (আনুমানিক)	সময় (আনুমানিক)
ঢাকা বিমানবন্দর	জেদ্দা বিমানবন্দর	৩২৫৩ মাইল/৫২৩৪ কি.মি	৬-৭ ঘণ্টা (বিমানে)
জেদ্দা বিমান বন্দর	মক্কা	৬৮ মাইল/১১১ কি.মি	১-২ ঘণ্টা (বাসে)
জেদ্দা বিমানবন্দর	মদীনা	২৪২ মাইল/৩৯০ কি.মি	৫-৬ ঘণ্টা (বাসে)
মক্কা	মদীনা	২৭১ মাইল/৪৩৭ কি.মি	৫-৬ ঘণ্টা (বাসে)
মক্কা	আরাফা	১৫ মাইল/২৫ কি.মি	-
মক্কা	মিনা	৭ মাইল/১২ কি.মি	৩০মি. - ১ঘণ্টা (বাসে)
মিনা	আরাফা	৯ মাইল/১৬ কি.মি	৩০মি. - ১ঘণ্টা (বাসে)
আরাফা	মুযদালিফা	৬ মাইল/১০ কি.মি	১৫মি. - ৩০মি. (বাসে)
মুযদালিফা	মিনা	৩ মাইল/৬ কি.মি	১০মি. - ১৫মি. (বাসে)

- ✪ ভ্রমণ রুট: ভারত > আরব সাগর > ওমান > আরব আমিরাত > সৌদি আরব
- ✪ আবহাওয়া তাপমাত্রা: মক্কা (১৯-৪৪ ডিগ্রি সে:), মদীনা (১২-৪৫ ডিগ্রি সে:)
- ✪ বাতাসে আদ্রতা: মক্কা (৩৩% - ৫৯%), মদীনা (১২% - ৩৮%)
- ✪ ঋতুকাল: গ্রীষ্মকাল (এপ্রিল-অক্টোবর), শীতকাল (নভেম্বর-মার্চ)
- ✪ সময়ের ব্যবধান: তিন ঘণ্টা (ঢাকায় সকাল ৯টা, মক্কায় তখন সকাল ৬টা)
- ✪ সৌদি রিয়াল রেট: ১ সৌদি রিয়াল = ২২-২৩ টাকা। (বাজারদর স্বাপেক্ষে)
- ✪ বিদ্যুৎ: ২২০ ভোল্ট
- ✪ রাস্তায় গাড়ি চলাচল: রাস্তার ডান পাশ/লেন দিয়ে
- ✪ সৌদি ফোন কোড: +৯৬৬ XXXXXXXXX

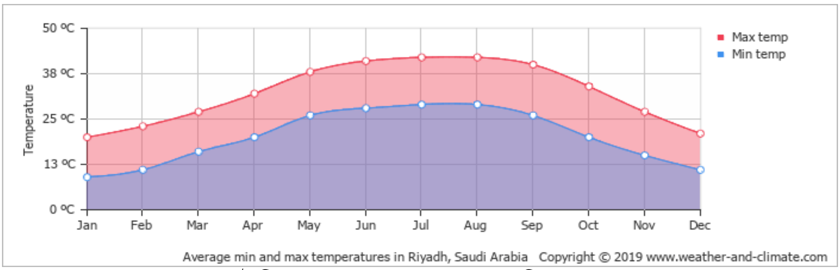

সৌদি আরবের আবহাওয়ার পরিসংখ্যান

কিছু যোগাযোগের ঠিকানা জেনে রাখুন

ঢাকা বাংলাদেশ হজ্জ অফিসঃ

ঠিকানাঃ হজ্জ অফিস, আশকোনা, এয়ারপোর্ট, ঢাকা।

ফোনঃ ডিরেক্টর (০২-৪৮৯৫৮৪৬২), সহকারী হজ্জ অফিসার (০২-৪৮৯৬২৩৯১), স্বাস্থ্য (০২-৭৯১২১৩২)

আইটি হেল্পঃ ৭৯১২১২৫, ০১৯২৯৯৯৪৫৫৫

জেদ্দায় বাংলাদেশি দূতাবাসঃ

ঠিকানাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কনস্যুলেট জেনারেল

পিও বক্স-৩১০৮৫, জেদ্দাহ ২১৪৯৭, সৌদিআরব।

অবস্থানঃ ৩ কিলোমিটার, পুরাতন মক্কা রোডের কাছে (মিতশুবিশি কার অফিসের পেছনে) নাজলাহ, পশ্চিম জেদ্দা, সৌদি আরব।

ফোনঃ +৯৬৬৫৬৩২৯৫৮৯৩ (সাখাওয়াত হোসেন, হজ্জ অফিসার)

জেদ্দায় বাংলাদেশ হজ্জ মিশনঃ

ঠিকানাঃ জেদ্দা ইন্টারনেশনাল এয়ারপোর্ট (বাংলাদেশ প্লাজার নিকটবর্তী)।

ফোনঃ+৯৬৬২৬৩৪২৭৩২, +৯৬৬২৬৯৬৮১৯১। ফ্যাক্সঃ০০-৯৬৬-২-৬৮৮৩২২০।

আইটি হেল্পঃ +৯৬৬৫৭৮২৭৫৩৪২। ইমেলঃ jeddah@hajj.gov.bd

মক্কায় বাংলাদেশ হজ্জ মিশনঃ

ঠিকানাঃ ইবরাহীম খলীল রোড, মিসফালাহ কার পার্কিং ও গ্রিনল্যান্ড পার্কের পাশে।

ফোনঃ +৯৬৬২৫৪১৩৯৮০,+৯৬৬৫৮০৭৪৫১২৮। ফ্যাক্সঃ০০-৯৬৬-২-৫৪১৩৯৮০

আইটি হেল্পঃ +৯৬৬৫৭৬৯১৭৯৬৭। ইমেলঃ makkah@hajj.gov.bd

মদীনায় বাংলাদেশ হজ্জ মিশনঃ

ঠিকানাঃ কিং ফাহাদ রোড (২১ নং গেট সোজা) দিয়ে বাঙালী মার্কেটের পরে।

ফোনঃ +৯৬৬০৪৮৬৬৭২২০, +৯৬৬৫৬০৭০৮৬৯১।

আইটি হেল্পঃ +৯৬৬৫৮১৪২৬১৯৮। ইমেলঃ madinah@hajj.gov.bd

মিনায় বাংলাদেশ হজ্জ মিশনঃ

ঠিকানাঃ ২৫/০৬২ সু-কুল আরব রোড ৬২, ৫৬, জাওয়হারাত রোডের সামান্তরালে।

ফোনঃ

হজ্জের প্রকারভেদ

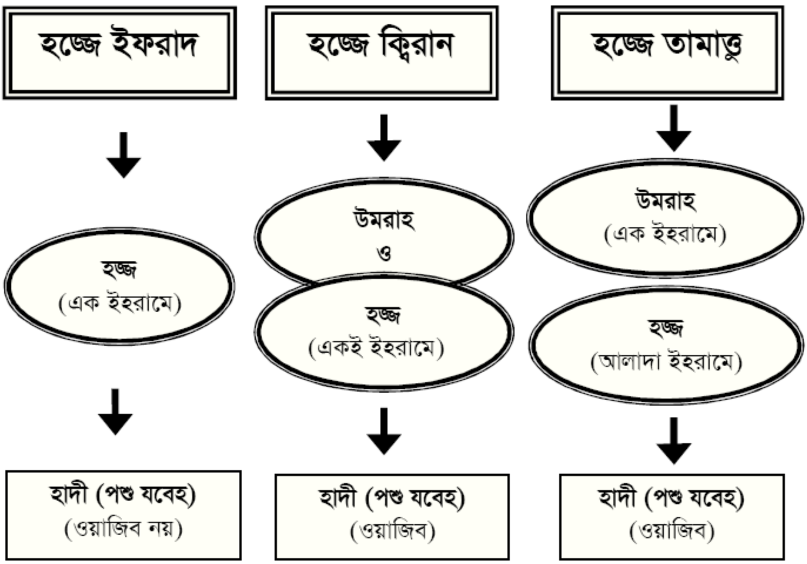

- এই বইয়ে হজ্জে তামাত্তু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষে ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।
- **বদলি হজ্জ:** কোন ব্যক্তি যদি ফরজ হজ্জ আদায় করতে অক্ষম হয় তবে কোন ব্যক্তিকে তার পক্ষ হতে হজ্জ (বদলি হজ্জ) পালন করার জন্য মনোনীত করতে পারে। এক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি ইতিপূর্বে নিজের হজ্জ পালন করেছে এমন হতে হবে। আবু দাউদ-১৮১১, ইবনে মাজাহ-২৯০৩
- আবু রাযিন আল আকিলি থেকে বর্ণিত; তিনি এসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে প্রশ্ন করে বললেন, আমার পিতা খুব বৃদ্ধ, তিনি হজ্জ ও উমরাহ পালন করতে পারেন না। সাওয়ারির উপর উঠে চলতেও পারেন না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরাহ করো। আবু দাউদ-১৮১০, নাসাঈ-২৬২১
- তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে বদলি হজ্জ কোন প্রকার হবে তা, যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে তিনি নির্ধারণ করে দিবেন। বদলি হজ্জ - ইফরাদ হজ্জ হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং উপরের হাদীসে হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের কথাই আছে। বদলি হজ্জ নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

হজ্জ সফর সামগ্রীর চেকলিষ্ট (পুরুষ ও মহিলা)

	পরিধেয় কাপড় সামগ্রী	
১	পুরুষদের সাদা ইহরাম কাপড় (সুতি/টাওয়েল)	২ সেট
২	ইহরাম কাপড় বাঁধার কোমর বেল্ট	১ টি
৩	পাঞ্জাবী/জুব্বা এবং পায়জামা/ট্রাউজার প্যান্ট (টাখনুর উপর)	৫/৬ সেট
৪	মহিলাদের পাতলা সুতি সালওয়ার-কামিজ জামা/ম্যাক্সি	৫/৬ সেট
৫	মহিলাদের বুরকা/জিলবাব ও হিজাব/খিমার	৩/৪ টি
৬	পুরুষদের টি-শার্ট/হাফ হাতা গেঞ্জি	২/৩ টি
৭	লুঙ্গি	২/৩ টি
৮	সেন্ডু গেঞ্জি	৪/৫ টি
৯	আন্ডারওয়্যার/জাঞ্জিয়া	৩/৪ টি
১০	গামছা/পাতলা টাওয়েল	১/২ টি
১১	সেন্ডেল (ইহরামকালীন ২ফিতা ও অন্য সময়ে চামড়ার সেন্ডেল)	২ জোড়া
১২	মহিলাদের লেডিস ন্যাপকিন ও পায়ের ছোট মোজা	
	আনুষাঙ্গিক মিশ্র সামগ্রী	
১৩	নূন্যতম ১৫০০ সৌদি রিয়াল ও কয়েক হাজার বাংলাদেশী টাকা	
১৪	বড় চাকাযুক্ত ট্রাভেল ব্যাগ (২৬/২৮ ইঞ্চি সাইজ)	১ টি
১৫	স্কুল ব্যাগ/ছোট কাঁধ ব্যাগ	১ টি
১৬	নাইলনের দড়ি (৭-৮গজ) (কাপড় শুকানো ও ব্যাগ বাঁধার জন্য)	১ পিস
১৭	ছোট ছাতা ও চশমা (এক্সট্রা)	১ টি
১৮	ছোট সাইজ বেড শীট	১ টি
১৯	মেলামাইন প্লেট ও গ্লাস/মগ	১ টি
২০	প্লাসটিক বক্স/মেলামাইন বাটি	২/৩ টি
২১	স্টীল চামচ/ওয়ান টাইম চামচ	২/৩ টি
২২	কাপড় ঝুলানোর হ্যাঙ্গার/কাপড়ের ক্লিপ	৪/৫ টি
২৩	বল সাবান/মিনি ডিটারজেন্ট প্যাকেট	১/৭ টি
২৪	ওডোনিল/এয়ারফ্রেসনার ও মার্কার পেন	১ টি
২৫	কিছু ১ ইঞ্চি স্টার স্ক্রু ও ছোট স্ক্রু ড্রাইভার (দড়ি টাঙ্গানোর জন্য)	৪/৫ টি
২৬	নেইল কার্টার ও রেজার/ট্রিমার	১ টি
২৭	ছোট তালা-চাবি ও সুই-সুতা	১ টি
২৮	কেঁচি ও চাকু/ছুরি	১ টি

২৯	ছোট ডায়েরী ও কলম	১/২ টি
৩০	সেফটিপিন ও ছোট কাপড়ের/পলিথিন ব্যাগ	৪/৫ টি
	প্রসাধন সামগ্রী	
৩১	সাবান (ছোট/বড়) ও সাবান কেস	১/২ টি
৩২	তেল, স্যাম্পু, লিপজেল, সান্সক্রিম, পাউডার,	১ টি
৩৩	বডিলোসন/ভ্যাসলিন	১ টি
৩৪	আতর/পারফিউম	১/২ টি
৩৫	চিরুনি ও টয়লেট টিস্যু	১/২ টি
৩৬	পেষ্ট ও ব্রাশ/মিসওয়াক	১ টি
৩৭	কটনবার, টুথপিক	২০ টি
	খাদ্য সামগ্রী	
৩৮	বিস্কুট, চানাচুর, চিড়া, গুড়, বাদাম	
৩৯	আঁচার, আদা, টি ব্যাগ, চিনি	
	ঔষধ সামগ্রী	
৪০	ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী পুরো সফরের ঔষধ	
৪১	এ্যান্টিবায়টিক জ্বর-কাশি (এজিথ্রমাইসিন/সিপ্রফ্লক্সাসিন)	১/২ পাতা
৪২	জ্বর এবং সর্দি ও কাশি এর ঔষধ	১/২ পাতা
৪৩	শরীর ও কোমর ব্যাথা এর ঔষধ	১/২ পাতা
৪৪	এসিডিটি ও পাতলা পায়খানা এর ঔষধ	১/২ পাতা
৪৫	এলার্জি এর ঔষধ	১/২ পাতা
৪৬	ফাঙ্গাস/ব্যাকটেরিয়া ক্রিম এর ঔষধ	১ টি
৪৭	ইনসুলিন ও ইউসুপগুল	
৪৮	স্যালাইন ও গ্লুকোজ	৮/১০ টি
৪৯	তুলা ও ব্যান্ডেজ	১ টি
৫০	ডায়েবেটিক্স ও ব্লাড প্রেসার মাপা মেশিন	১ টি
	ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী	
৫১	স্মার্ট মোবাইল ফোন ও চার্জার	১ টি
৫২	অতিরিক্ত একটি মোবাইল ফোন ও চার্জার (যদি নষ্ট/হারিয়ে যায়)	১ টি
৫৩	পাওয়ার ব্যাংক ও মিনি সাইজ ওয়াটার হিটার (চা এর পানি গরম)	১ টি
৫৪	এয়ার ফোন/হেড ফোন ও ইউএসবি মিনি ফ্যান	১ টি
৫৫	ইউনির্ভাসাল মাল্টিপিন কনর্ভাটার (ফ্ল্যাট ও গোল ২/৩ পিন)	১ টি
৫৬	মোবাইল এ্যাপস: imo, athan, Messenger, হজ গাইড	

- ✪ একটি সাধারণ পরামর্শ হলো : আপনার নাম, পাসপোর্ট নম্বর, হজ্জ আইডি নম্বর, মুয়াল্লিম নাম ও নং, যোগাযোগের মোবাইল নম্বর আপনার সকল ব্যাগে ইংরেজিতে মার্কার পেন দিয়ে বড় করে লিখে রাখবেন।
- ✪ যারা শুধু উমরাহ করতে যাবেন তাদের এতো বিশদ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। সাধারণত উমরাহ সফর ১০-১৫ দিনের জন্য হয়। সেই হিসাবে উপরের লিষ্ট থেকে প্রয়োজন মাফিক কিছু কম প্রস্তুতি নিলে আশা করা যায় হয়ে যাবে।

হজ্জ/উমরাহয় যাওয়ার সময় যেসব পরিহার করবেন

- ✖ শরীরে কোন প্রকার তাবিজ, কবজ থাকলে কিংবা গণক/জ্যোতিষ বা মাজার/দরগা বা কারো কাছ থেকে পাওয়া রোগ/ভয়/বিপদমুক্তির গলার ফিতা, হাতের ফিতা, পাথর আংটি থাকলে তা খুলে ফেলুন। কারণ এগুলো সব শিরক।
- ✖ টিনের ট্রাঙ্ক, ভারী স্যুটকেস, ভারী কম্বল, পানির বালতি, বদনা ইত্যাদি সাথে নেওয়া ঠিক হবে না।
- ✖ পুরুষরা সিগারেট, জর্দা, গুল, স্বর্ণের আংটি, স্বর্ণের চেইন, ব্রেসলেট (সবই হারাম) সঙ্গে নিবেন না। অলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষের নয়।
- ✖ রান্না করা খাবার ও পচনশীল অথবা গলে যেতে পারে এমন খাবার যেমন - কলা, চকলেট, দুধ ইত্যাদি সাথে না নেওয়া।
- ✖ পুরুষরা সিল্কের জামা বা পাঞ্জাবী, টকটকে লাল ও হলুদ রংয়ের কাপড় নিয়ে যাবেন না কারণ এগুলো পরিধানের বিষয়ে ইসলামী শরীয়তে নিষেধ আছে।
- ✖ মহিলারা শাড়ি পরে যাওয়া পরিহার করা উত্তম। ভারী অলঙ্কার সঙ্গে নিবেন না, হালকা কিছু গহনা পরতে পারেন।
- ✖ মহিলারা কোন প্রকার সুগন্ধি নিয়ে যাবেন না। মহিলাদের সুগন্ধি মেখে মসজিদে যাওয়া ও ঘরের বাইরে চলাচল করা নিষেধ ও বড় গুনাহের কাজ।
- ✖ আভিজাত্য ও ভাবগাম্ভীর্য প্রকাশ পায় কিংবা আকর্ষণীয় পোশাক সাথে না নিয়ে যাওয়া উত্তম। সাধারণ পোশাক পরে থাকা উত্তম।
- ✖ সেলফী স্টিক বা লাঠি, প্রফেশনাল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা সাথে না নেওয়া ভালো, কারণ এতে আপনার ইবাদতের মনসংযোগ নষ্ট হবে।
- ✖ চুলের কালো কলপ ব্যবহার, কৃত্রিম চুল বা পরচুলা পরে যাওয়া যাবে না। এগুলো ব্যবহার করা সম্পূর্ণরুপে হারাম।
- ✖ বড় ধাতব জাতীয় ও তরল পদার্থ যেমন - নখ কাটার মেশিন, কেঁচি, চাকু, বডিস্প্রে, লোসন, পাওয়ার ব্যাংক ইত্যাদি মেইন বড় লাগেজে রাখবেন।
- ✖ সাথে কোন প্রকার ধারালো বা আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা যাবে না।
- ✖ কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সাথে থাকলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

হজ্জ ও উমরাহর ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ'আত

- দীর্ঘ ১৪০০ বছর ধরে মক্কা-মদীনা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হজ্জ ও উমরাহর রীতিনীতি মৌখিক ও লিখিত আকারে মানুষের কাছে পৌঁছেছে। দুঃখের বিষয় হলো এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কিছু লোক হজ্জের কিছু রীতিনীতির মূলধারা বা নিয়ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং এটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।
- কিছু লোক মক্কা-মদীনার প্রতি ভালোবাসা ও আবেগের কারণে বিভিন্ন মনগড়া বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে ফেলেছে যা ইসলামি শরীয়াহ সম্মত নয়। কেউ কেউ হজ্জ ও উমরাহর কিছু রীতিনীতি ভুলভাবে বা তাদের মতো বুঝেছে এবং তারা তাদের সেই বোধ থেকেই হজ্জের রীতিনীতি পালন করছে। অনেকে হজ্জের সহজ বা হালকা কোন বিষয়কে অতি আবেগের দরুন কঠিন ও শক্ত করে দিয়েছে। আবার অনেকে বেশি পরহেজগারিতার দরুন হজ্জের পদ্ধতিতে নতুন কিছু রীতি ও বিভিন্ন নতুন দু'আ যোগ করেছে। সাধারণভাবে দেখলে এসব রীতিনীতি সব সঠিক ও ভালো মনে হবে এবং কোন ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।
- কিন্তু কথা হলো; কেন এসব ভ্রান্ত রীতি বা অতিরিক্ত রীতি পালন করবেন ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জে যা যা করেছেন তার থেকে বেশি কিছু করে আপনি কি বেশি সাওয়াব অর্জন করতে পারবেন বলে মনে করেন ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে যা করেছেন এবং করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে যতটুক শুদ্ধ ভাবে জানা যায় ততটুকুই জ্ঞান অনুসারে আমল করাই কি উত্তম নয় ? আপনি কি জানেন, ইবাদতে বা আমলে নতুন রীতি তৈরি অথবা নতুন কিছু যোগ করার ফলে আপনার ইবাদতই বাতিল হয়ে যেতে পারে; কেননা তা বিদআত !
- এখন প্রশ্ন আসতে পারে; রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হজ্জের নিয়ম-কানুন আমি কোথায় পাবো বা কিভাবে জানবো? উত্তর সহজঃ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ-র হজ্জ অধ্যায়ের হাদীসগুলো পড়ুন। সব হাদীসগ্রন্থ এখন বাংলায় অনুবাদ হয়ে গেছে। যদি সব হাদীস পড়ার মতো যথেষ্ট সময় না পান বা সকল হাদীস বই না থাকে তাহলে নির্ভরযোগ্য সুপরিচিত আলেমদের হাদীসের বিশুদ্ধ দলিলভিত্তিক লেখা বই পড়ুন। কয়েকটি বই পড়ে যাচাই করুন। হজ্জের শুদ্ধ রীতিনীতির সবকিছুই বিভিন্ন বই থেকে পেয়ে যাবেন।
- আরবের আলেমগণ যুগযুগ ধরে হজ্জ ও উমরাহর বিষয়ে বহু কিতাব লিখে যাচ্ছেন এবং হজ্জ ও উমরাহ করতে আসা আল্লাহর মেহমানদের কাছে বিনয়ের সাথে এসব ভুলত্রুটি ও বিদ'আত বিষয়গুলো তুলে ধরছেন এমনকি বিনামূল্যে বই বিতরণ করছেন এগুলো সংশোধন করার জন্য। আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত করছেন সে সংশোধন হচ্ছে আর যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে সে সন্দেহে পতিত হয়ে তার মতোই ভুলত্রুটি ও বিদ'আত করে যাচ্ছে।

✪ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, "তোমরা হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও আমার কাছ থেকে"। মুসলিম-৩০২৮

✪ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, "আমি যখন তোমাদের কোন কাজের আদেশ দেই তখন তা তোমরা সাধ্যানুযায়ী পালন করো। আর যখন কোন কাজ করতে নিষেধ করি, তখন তা পরিত্যাগ করো"। নাসাঈ-২৬১৯

✪ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন, "যে দ্বীনের মধ্যে এমন কাজ করবে যার প্রতি আমার নির্দেশনা বা অনুমোদন নাই তা প্রত্যাখ্যাত (বাতিল)"। বুখারী-২৬৯৭

✪ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সর্বোত্তম কালাম হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ নির্দেশনা হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের মধ্যে) নব-উদ্ভাবিত (বিদআত) বিষয়"। বুখারী-৭২৭৭

✪ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে। তোমরা (দ্বীনের) নবপ্রচলিত বিষয়সমূহ থেকে সতর্ক থাকো। কেননা নতুন বিষয় (বিদআত) গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা। তখন তোমরা আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকো এবং তদানুযায়ী অবিচল থাকো। তোমরা সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর"। তিরমিযী-২৬৭৬

✪ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সাবধান, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, কেননা তোমাদের পূর্বে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তাদের ধ্বংস করেছে"। নাসাঈ-৩০৫৭

✪ আল্লাহ তাআলা বলেন, "আজ তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতও পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকেই মনোনিত করলাম"। সূরা আল মায়েদাহ; ৫:৩

✪ ইসলামের যে কোনো ইবাদাত ও আমল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। কারো নতুন কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করার কোন সুযোগ ও অধিকার নেই। আমাদের শুধু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ তথা কর্মপদ্ধতি পদে পদে অনুসরণ করা দরকার।

✪ এই বইয়ে হজ্জ ও উমরাহর বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ ভুলক্রুটি ও বিদ'আত বিষয়গুলো সংযোজন করেছি কারণ এগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ না করলে হজ্জযাত্রীরা এগুলোকে হজ্জ ও উমরাহর সাধারণ রীতিনীতি হিসাবে মনে করতে পারেন। এই ভুলক্রুটি ও বিদ'আত বিষয়গুলো ড. আহমাদ ইবন উসমান আল-মাযইয়াদ এর 'হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট আকীদাগত ভুল-ভ্রান্তিসমূহ' বই এবং শাইখ মোহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানীর 'আহায্যুকা সাহিহুন' (আপনার হজ্জ শুদ্ধ হচ্ছে কি?) ও Innovations of Hajj, Umrah & Visiting Madinah. বই থেকে সংকলন করেছি।

হজ্জ যাত্রার পূর্বে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

- ✖ হজ্জ যাত্রার আগে মিলাদ দেওয়া, সংবর্ধনা দেওয়া, মিষ্টি বিতরণ করা, এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে কান্নাকাটি করা।
- ✖ হজ্জে যাওয়ার সময় আযান দেয়া বা সঙ্গীত বাজানো বা গজল গাওয়া।
- ✖ সুফীদের মতো ‘এক আল্লাহকে সঙ্গী করে’ একাই হজ্জ যাত্রায় রওনা হওয়া।
- ✖ একজন পুরুষ কোনো বেগানা মহিলা হজ্জযাত্রীর সঙ্গে তার মাহরাম হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া।
- ✖ হজ্জ সফরে বের হওয়ার আগে দরগা/মাজার যিয়ারত করে বের হওয়া বা ওলীবাবা/পীরবাবার দুআ বা আর্শিবাদ নিয়ে বের হওয়া।
- ✖ একজন মহিলা হজ্জযাত্রী কোনো অনাত্মীয়কে ভাই বা ধর্মের ভাই হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাকে মাহরাম করা।
- ✖ নারীর ক্ষেত্রে কোনো একটি মহিলা দলের সঙ্গে মাহরাম ছাড়াই হজ্জে যাওয়া এবং একইভাবে এমন কোনো পুরুষের সঙ্গে গমণ করা যিনি পুরো মহিলা দলের মাহরাম হিসেবে নিজেকে দাবি করেন।
- ✖ এ কথা মানা যে, হজ্জের পরিপূর্ণতা হচ্ছে নিজ ঘরে ইহরাম বাঁধা।
- ✖ হজ্জ যাত্রার নিয়ম মনে করে যাত্রা শুরুর পূর্ব মুহূর্তে ২ রাকাআত নফল স্বলাত পড়া এবং ১ম ও ২য় রাকাআতে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস নির্ধারিতভাবে তেলাওয়াত করাকে হজ্জের নিয়ম মনে করা। তবে যে কোন সফরে বের হওয়ার পূর্বে নফল স্বলাত পড়ে বের হওয়া সুন্নাত।
- ✖ হজ্জ যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে অথবা বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানোর পর উচ্চস্বরে যিক্‌র করা এবং উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলা।
- ✖ এ কথা বিশ্বাস করা যে, পায়ে হজ্জ করার সওয়াব ৭০ হজ্জ আর বাহনে হজ্জ করলে ৩০ হজ্জের সওয়াব।
- ✖ প্রতি যাত্রাবিরতিতে দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করা এবং এই কথা বলা, (হে আল্লাহ তুমি আমার জন্য এই যাত্রাবিরতির স্থানকে তোমার আশির্বাদপুষ্ট কর এবং তুমিই উত্তম আশ্রয়দাতা।)
- ✖ প্রচলিত জাল হাদীস : নিজের পিতা-মাতার দিকে স্নেহ ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালে এক হজ্জের সমান নেকী পাওয়া যায়।
- ✖ হজ্জে গিয়ে যদি আর ফেরা না হয় তাই যাওয়ার পূর্বে কোন ওয়ারীসকে সম্পত্তির কোন অংশ অগ্রীম লেখে দিয়ে যাওয়া।
- ✖ কিছু দেশের লোকেরা হজ্জে যাওয়ার আগে চেহারায় বা শরীরে উল্কি আকায় যাতে কোন ক্ষতি না হয় বা কোন নজর না লাগে।

হজ্জ সফরের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হওয়া

✪ হজ্জ ফ্লাইটের শিডিউল ও বিমানবন্দর হতে দুরত্বের উপর ভিত্তি করে আপনার হজ্জ এজেন্সি আপনাকে ফ্লাইটের দিন বিমানবন্দরে অথবা এক দুইদিন আগে ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে নিয়ে যাবেন। যেহেতু অধিকাংশ হজ্জযাত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন, তাই তাদেরকে কেন্দ্র করে এখানে একটি দৃশ্যপট চিন্তা করছি; ধরে নিচ্ছি প্রথমে আপনি ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে যাবেন।

	ঢাকা এয়ারপোর্ট / ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প প্রস্তুতি	
০১	পাসপোর্ট, ই-ভিসা, টিকেট, মেডিকেল কার্ড, বোর্ডিং কার্ড	
০২	হাতের ছোট ব্যাগে রিয়াল ও টাকা	
০৩	সরকারী চাকুরীজীবিদের জিও লেটার/বেসরকারীদের এনওসি	১ টি
০৪	পাসপোর্ট, ই-ভিসা, বোডিং কার্ড ও টিকেট এর ফটোকপি	২ সেট
০৫	চাকাওয়ালা ১টি বড় ট্রাভেল ব্যাগ (ওজন ১০-১৫ কেজি)	১ টি
০৬	১টি ছোট কাঁধ ব্যাগ (ওজন ৫-৭ কেজি)	১ টি

✪ হজ্জ সফর সামগ্রী চেকলিস্ট অনুযায়ী ব্যাগ গোছান; বড় আকারের একটি মেইন ব্যাগ হবে (ওজন ১০-১৫ কেজি) এবং ছোট আকারের একটি হাত ব্যাগ হবে (ওজন ৫-৭ কেজি)। মনে রাখবেন, নিজের ব্যাগপত্র নিজেকেই বহন করতে/টানতে হবে। আপনার ব্যাগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরও ৩টি জিনিস নিতে ভুলবেন না তা হল; ধৈর্য্য, ত্যাগ ও ক্ষমা ! সফরে পদে পদে এগুলোর প্রয়োজন পড়বে এবং প্রয়োজন মাফিক তা ব্যবহার/প্রয়োগ করবেন।

✪ বাড়ি থেকে বের হওয়া মাত্রই আপনার স্ট্যাটাস/মর্যাদা পরিবর্তন হয়ে আপনি হয়ে যাবেন আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া 'আল্লাহর মেহমান'। কিছুক্ষণ পর আরও একটি মর্যাদা যোগ হবে - 'মুসাফির'। আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে দেখে একজন কিন্তু অখুশি হয়ে যাবে ! সে আর কেউ নয় - ইবলিশ শয়তান। সে এখন থেকে পদে পদে চক্রান্ত করবে ও হামলা চালাবে কিভাবে আপনার হজ্জকে বানচাল করা যায়। তাই আপনি আগাম সতর্ক হয়ে যান এবং আরও একটি মর্যাদা অর্জন করে নিন, তা হলো - 'মুজাহিদ'। এই জিহাদ ইবলিশ শয়তানকে পরাজিত করার জিহাদ। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় শান্ত ও খুশি মনে পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিন। পরিবারের সকলের জন্য দু'আ করুন:

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهُ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

"আসতাওদি'উকুমুল্লা-হুল্লাযী লা তাযী'উ ওয়াদায়ী উহ"।

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হেফাজতে রেখে যাচ্ছি

যার হেফাজতে থাকা কেউই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না"। ইবনে মাজাহ-২৮২৫

✪ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আপনি নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতে পারেন:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

"বিসমিল্লাহি তাওক্কালতু আলাল্লাহ,
ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"।
"আল্লাহর নামে, সকল ভরসা তারই উপর এবং
আল্লাহর সহযোগিতা ছাড়া কারোর ভালো কর্ম করার এবং
খারাপ কর্ম থেকে ফিরে আসার সামর্থ্য নেই"। আবু দাউদ-৫০৯৫

✪ সিঁড়ি অথবা লিফটে করে উপরে ওঠার সময় বলুন 'আল্লাহু আকবার'। নামার সময় বলুন 'সুবহানাল্লাহ'। পরিবহনে ওঠার সময় বলুন 'বিসমিল্লাহ'। আসনে বসার সময় বলুন 'আলহামদুলিল্লাহ'। বুখারী-২৯৯৩

✪ রিকশা, ট্যাক্সি, কার, বাস, ট্রেন ও বিমানে আরোহন করে আপনি নিম্মোক্ত যাত্রা পথের দু'আটি পড়তে পারেন: তিরমিযী-৩৪৪৬

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَللّٰهُ أَكْبَر سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا
كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

"আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর,"
"সুবহানাল্লাযি সাখ্‌খারালানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনিন,
ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন"।
"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান"।
"পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি এ বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।
একে বশীভূত করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের
পালনকর্তার দিকে ফিরে যাবো"। সূরা-আল যুখরুফ; ৪৩:১৩-১৪, আবু দাউদ-২৬০২

✪ নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজে উঠে আপনি নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতে পারেন:

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাবব্বি লাগাফুরুর রহিম"।
"আল্লাহর নামেই এই বাহন চলাচল করে এবং থামে,
নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। সূরা-হুদ; ১১:৪১

✪ যারা দূর দূরান্ত থেকে আসবেন তারা বাস অথবা ট্রেন স্টেশনে এসে আপনার হজ্জ সফরের সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হবেন। তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। আপনার কাফেলার দলনেতা অথবা আমীরের নির্দেশনা মনযোগ দিয়ে

শুনবেন। অতঃপর ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প রওয়ানা হওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার ব্যাগপত্র নিয়ে পরিবহনে (বাস অথবা ট্রেন) উঠে পড়ুন।

- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন তিন এর অধিক ব্যক্তি কোন সফরের উদ্দেশ্যে বের হবে তখন তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নিবে। তাই সফরে দলনেতা/আমীরের নির্দেশনা শুনুন ও দলের শৃংখলা বজায় রাখুন।
- ভ্রমণ অবস্থায় আপনি রিলাক্স হয়ে বসুন। সম্ভব হলে হজ্জ বিষয়ে বই পড়ুন বা মনে মনে দু'আ ও যিক্‌র করুন। মুসাফিরের দু'আ আল্লাহ কবুল করেন। সফরে আপনি ঘুমাতে অভ্যস্থ হলে আপনি ঘুমিয়ে যেতে পারেন। অথবা আপনি আপনার অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে হজ্জ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। তবে সময় কাটানোর জন্য অযথা গল্পে লিপ্ত না হওয়াই ভালো।
- মুসাফীর অবস্থায় ভ্রমণে স্বলাত কসর করে আদায় করবেন। কসর স্বলাত আদায় এর নিয়মকানুন জেনে নিন এই বইয়ের **পৃষ্ঠা নং : ৮৪** থেকে।
- যাত্রাবিরতীতে বাহন থেকে নেমে অথবা সুযোগ না পেলে বাহনে বসা অবস্থায়ই স্বলাত আদায় করুন। যানবাহনে কিবলা কোন দিকে তা সূর্য দেখে বা কম্পাস দেখে বা জিজ্ঞাসা করে নির্ণয় করে নিবেন। তবে নির্ণয় করতে জটিলতা দেখা দিলে কোন এক সম্ভাব্য দিককে কিবলা নির্ধারণ করবেন।
- যাত্রা পথে কোথাও বিরতি/সাময়িক অবতরণ করে এই দু'আ পাঠ করলে সকল প্রকার সম্ভাব্য অনিষ্ট থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় রক্ষা পাওয়া যাবে:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আউযু বিকালিমাতিত তা-ম্মাতি মিন শাররি মা-খলাক্ব" মুসলিম-৬৭৭১

"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় কামনা করছি"।

ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প

- হজ্জ ক্যাম্প দূর হতে আগত হজ্জযাত্রীদের আশ্রয়কেন্দ্র। এখানে দলে দলে হজ্জযাত্রীরা এসে ১/২ দিন থাকেন এবং ফ্লাইটের শিডিউল অনুযায়ি হজ্জ ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান।
- আপনার হজ্জ এজেন্সি হজ্জ ক্যাম্পে আপনার থাকার জন্য ছোট ছোট ডরমেটরি রুম এর ব্যবস্থা করতে পারেন ২য়/৩য় তলায়। হজ্জ ক্যাম্পের নিচ তলা অফিসিয়াল কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- এখানে আপনার হজ্জ এজেন্সি হজ্জ ক্যাম্পের অফিস থেকে বিভিন্ন কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন ও হজ্জ ফ্লাইটের শিডিউল চেক করবেন। কেউ যদি টিকা না নিয়ে থাকেন তবে এখান থেকে টিকা নিতে পারেন।

- এখানে কিছু খাবার ক্যান্টিন ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। আপনি অথবা আপনার হজ্জ এজেন্সি এখান থেকে খাবার এর ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনি এখানে কিছু মানি এক্সচেঞ্জার পাবেন এবং চাইলে টাকা রিয়াল করে নিতে পারেন।
- এখানে মক্কা, মদীনা ও মিনার তাবুর মানচিত্র বিতরণ করা হয় যা সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। হজ্জ ক্যাম্পে থাকার সময় সতর্ক থাকুন কারণ এখান থেকে অনেকসময় টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী হারিয়ে অথবা চুরি হয়ে যায়।
- মনে রাখবেন হজ্জ ক্যাম্প একটি ধুমপান মুক্ত এলাকা, এখানে অপনার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা আপনার সাথে দেখা করতে পারেন নিচ তলায় তবে তাদের ২য়/৩য় তলায় ডরমেটরি রুম এ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না।
- এখানে অনেক সময় সৌদি মোবাইল সিমকার্ড (মোবিলি, জেইন, এসটিসি) পাওয়া যায় যা আপনি কিনতে পারেন আবার সৌদি গিয়েও কিনতে পারেন।

ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প - আশকোনা, এয়ারপোর্ট।

বোর্ডিং ও ইমিগ্রেশন

- হজ্জ যাত্রার প্রস্থান প্রক্রিয়ার কাজ (বড় ব্যাগ জমাকরন, বোর্ডিং পাস চেক ও ইমিগ্রেশন) ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প থেকে শুরু হতে পারে আবার বিমান বন্দর থেকেও শুরু হতে পারে, এটা নির্ভর করে বিমান কর্তৃপক্ষ ও সরকার এর সিদ্ধান্তের উপর। সাধারণত বাংলাদেশ বিমান এর প্রস্থান প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয় ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প থেকে এবং সৌদি এয়ারলাইনস এর কাজ শুরু হয় ঢাকা বিমানবন্দর থেকে।

- ✪ আপনি যদি ঢাকা শহরে থাকেন তবে আপনার এয়ারলাইন্স ফ্লাইট অনুযায়ী সরাসরি ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প অথবা বিমান বন্দর চলে যেতে পারেন। এখানে আমরা ধরে নিয়েছি আপনি প্রথমে ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে এসেছেন কারণ বেশিরভাগ হজ্জযাত্রী হজ্জ ক্যাম্প হয়ে বিমানে উঠেন।
- ✪ যখন ফ্লাইটের সময় নিকটবর্তী হবে - সাধারণত ফ্লাইটের ৬/৭ ঘন্টা আগে হজ্জ ক্যাম্পে ও বিমানবন্দরে বিমান এর বোর্ডিং ঘোষনা হবে তখন আপনি আপনার ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন।
- ✪ আপনার হজ্জ এজেন্সির পরিকল্পনা অনুসারে আপনি যদি প্রথমে মক্কায় যান তাহলে হজ্জ ক্যাম্প থেকে শুধু ইহরামের কাপড় পড়ে নিবেন। অতঃপর কোন প্রকার মৌখিক নিয়ত বা স্বীকৃতি বা তালবিয়াহ পাঠ করবেন না। এই বইয়ের **পৃষ্ঠা নং : ৫১-৫৮** থেকে ইহরামের বিধিবিধান বিস্তারিত জানতে পারবেন।
- ✪ আপনি যদি প্রথমে মদীনায় যান তাহলে ইহরামের কাপড় পরিধান করার দরকার নেই। সাধারণ কাপড় পরিধান করে যাবেন। যেহেতু বাংলাদেশ থেকে বেশিরভাগ হজ্জযাত্রী প্রথমে মক্কা যান ও উমরাহ পালন করেন তাই এখানে ধরে নিচ্ছি আপনি প্রথমে মক্কায় যাচ্ছেন।
- ✪ উত্তম হবে বিমানে আরোহনের পূর্বেই ইহরামের কাপড় পরে নেওয়া, যাকে সাধারণভাবে বলা হয় 'ইহরাম বাঁধা'। তবে এখন উমরাহ শুরু করার কোন মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া বা নিয়ত করা এবং কোন তালবিয়াহ পাঠ করবেন না। কেননা ইহরাম অবস্থা শুরু হওয়া তথা ইহরামের বিধিবিধান প্রযোজ্য হওয়া শুরু হবে যখন মীকাত এর কাছাকাছি পৌঁছাবেন এবং মৌখিক স্বীকৃতি দিয়ে তালবিয়াহ পাঠ শুরু করবেন, যাকে মূলত বলা হয় 'ইহরাম করা'। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছানোর পূর্বে ইহরাম বাঁধেন নাই ও তালবিয়াহ পাঠ করেন নাই। বুখারী-১৫২৫
- ✪ হজ্জ ক্যাম্পে অথবা বিমানবন্দরে আপনার গাইডের নির্দেশনা অনুযায়ী লাইন ধরে বিমান টিকেট ও পাসপোর্ট হাতে নিয়ে বোর্ডিং কাউন্টারে গিয়ে আপনার বড় ব্যাগটি জমা দিয়ে দিন। এখানে আপনার বিমান টিকেট ও বোর্ডিং কার্ড চেক করা হবে এবং আপনার লাগেজে স্টিকার লাগিয়ে বিমানের কার্গোতে জমা করা হবে। এখানে আপনাকে বোর্ডিং পাস ও বড় ব্যাগের ট্যাগ দেওয়া হবে। যত্নসহকারে বোর্ডিং পাস ও ট্যাগটি সংরক্ষণ করুন।
- ✪ এরপর ইমিগ্রেশন অফিসের দিকে অগ্রসর হউন এবং লাইনে দাঁড়ান। ইমিগ্রেশন অফিসার আপনার পাসপোর্ট চেক করবেন এবং সিল দিবেন, তিনি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন, আপনার অফিস পত্র (জিও/এনওসি) দেখতে পারেন। বর্তমানে হজ্জ প্রক্রিয়া সহজ করতে ঢাকা বিমানবন্দরে প্রি-এরাইভাল সৌদি ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হয়ে যাবে, ফলে সৌদি জেদ্দা এয়ারপোর্টে আর কোন

ইমিগ্রেশন এর মুখোমুখি হতে হবে না। এখানে ইমিগ্রেশন কাজ শেষ হলে হজ্জযাত্রী অপেক্ষা কক্ষে গিয়ে বসুন। মনে মনে দু'আ ও যিকির করুন। এরপর হজ্জ ক্যাম্পে হজ্জযাত্রী পরিবহন বাস এসে হাজীদের বিমানবন্দর নিয়ে যাবে।

ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প বোর্ডিং ও ইমিগ্রেশন অফিস

ঢাকা বিমানবন্দর

- বিমানবন্দরের ফ্লাইট-চেকইন সিকিউরিটি কাউন্টারে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আপনার বোর্ডিং পাস দেখিয়ে আপনার দেহ এবং ছোট ব্যাগপত্র চেক করিয়ে অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অপেক্ষা কক্ষে গিয়ে বসুন।
- বিমানবন্দরে হাজীদের জন্য আপ্যায়ন হিসাবে বিভিন্ন মহল থেকে খাবার ও পানিয় দেওয়া হয়। এগুলো গ্রহণ করতে পারেন।
- হজ্জের যাত্রায় আপনার সঙ্গে ছোট হাত ব্যাগ/সৈনিক ব্যাগ/কোমরের ব্যাগে টাকা, পাসপোর্ট, টিকেট, ওষুধ ও চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র রাখবেন। ছোট ব্যাগে কোন প্রকার মেটাল জিনিস, জেল-লোসন, বডি স্প্রে রাখবেন না।
- ফ্লাইটের সময় নিকটবর্তী হলে আবার শৃংখলাবদ্ধ হয়ে লাইনে দাঁড়াবেন এবং লাইন ধরেই বিমানে উঠে পড়বেন। একটি সর্তকতা; সবসময় দলবদ্ধ হয়ে সকল জায়গায় যাবেন এবং সকল কাজ করবেন। কখনই দলছাড়া হবেন না, দলছাড়া হলে আপনি হারিয়ে যেতে পারেন ও সমস্যায় পড়তে পারেন।

ঢাকা বিমানবন্দর

বিমানের ভেতরে

- বিমানে উঠে আপনার নির্দিষ্ট আসন অথবা যে কোন সিটে আসন গ্রহণ করুন। আপনার মাথার উপরের বক্সে আপনার ছোট হাত ব্যাগটি রাখুন।
- বিমানে উঠার পর আপনার পরিচিতজনদের ফোন করে আপনার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করুন ও এরপর মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে রাখুন অথবা উড্ডয়নের আগে এয়ারপ্লেন মোড দিয়ে রাখুন। আপনার সিটটি সোজা করে রাখুন এবং সিট বেল্ট বেঁধে নিন। এখন যাত্রা পথের দু'আটি পড়তে পারেন।
- বিমানের ক্রুদের ঘোষিত নির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বিমান ক্রু যখন যাত্রী সংখ্যা গণনা করবেন তখন আপনি সিটে বসে থাকুন।
- সাধারণত হজ্জ ফ্লাইটে বোয়িং ৭৪৭/৭৭৭ বিমান ব্যবহৃত হয়। এক একটি বিমান ৪৫০-৫৫০ জন যাত্রী বহন করতে পারে।
- বিমান উড্ডয়নের পর সিট বেল্ট খুলে সিটটি পিছনের দিকে হেলে দিয়ে আরাম করে বসুন অথবা ঘুমিয়ে যান। মনে মনে দু'আ ও যিক্‌র করুন।
- বিমান সাধারণত ৬০০ মাইল/ঘন্টা বেগে ভূপৃষ্ঠ হতে ৩০,০০০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে যাবে। সৌদি আরবের কিং আব্দুল আজিজ জেদ্দা বিমানবন্দর হজ্জ টার্মিনাল পৌঁছাতে ৬-৭ ঘন্টা সময় লাগে সাধারণত।
- বিমানের ১বার লাঞ্চ/ডিনার ও ১বার হালকা খাবার পরিবেশন করা হবে।

- ✪ বিমানের ওয়াশরুমে পানি খুবই সীমিত তাই পানি বেশি খরচ করবেন না। ওয়াশরুমে ওযু করবেন না এবং কমোডের ভিতরে টিস্যু ফেলবেন না।
- ✪ স্বলাতের জন্য বিমানে তায়াম্মুম করবেন। সিটে বসেই কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে স্বলাত পড়ে নিবেন।
- ✪ বিমান যখন মীকাতের কাছাকাছি চলে আসবে তখন বিমান ক্রুরা জানিয়ে দিবেন। যারা প্রথমে মক্কায় যাবেন তারা তখন মীকাত থেকে ইহরাম করবেন; উমরাহ শুরুর মৌখিক স্বীকৃতি দিবেন বা নিয়ত করবেন ও তালবিয়াহ পড়বেন। এরপরই উমরাহ অধ্যায় থেকে ইহরাম ও উমরাহ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
- ✪ জেদ্দা বিমানবন্দরে বিমান অবতরণের পর আপনি ছোট হাত ব্যাগ নিয়ে নিচে নেমে যাত্রীদের ওয়েটিং লাউঞ্জে/অপেক্ষা কক্ষে গিয়ে বসুন।

বিমানের ভিতরে

উমরাহ

উমরাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

- উমরাহ গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত; যার অর্থ কোনো স্থান দর্শন করা বা যিয়ারত করা। এটা 'তাওয়াফুল কুদুম' নামেও পরিচিত।
- ইসলামি শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বছরের যে কোনো সময় উমরার নিয়তে মীকাত থেকে ইহরাম করে মসজিদুল হারামে গমণ করে নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাকে উমরাহ বলা হয়।
- আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এক উমরাহ থেকে পরবর্তী উমরাহর মধ্যবর্তী সময়ে যা কিছু পাপ (সগিরা) কাজ ঘটবে তার জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত করে)"। বুখারী-১৭৭৩, নাসাঈ-২৬২২
- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "রমজান মাসে একটি উমরাহ আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায় করার সমান অথবা আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার ন্যায়"। বুখারী-১৮৬৩, মুসলিম-২৯২৯
- আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "বয়স্ক, দুর্বল, শিশু ও নারীর জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরাহ পালন করা "। নাসাঈ-২৬২৬
- ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং হজ্জ ও উমরাহ পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান"। ইবনে মাজাহ-২৮৯৩
- মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা থেকে শুরু করে তাওয়াফ, সাঈ ও হালাল হয়ে উমরাহ সম্পন্ন করতে ২-৩ ঘন্টা সময় লাগে মাত্র।

উমরাহর ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত

ফরয	ওয়াজিব	সুন্নাত
ইহরাম করা	মীকাত থেকে ইহরাম করা	হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা
তাওয়াফ করা	কসর/হলক্ব করা	পুরুষদের 'ইদতিবা', 'রমল' করা
সাঈ করা		ইয়েমেনী কোণ স্পর্শ করা
	* তাওয়াফের পর ২ রাকাআত স্বলাত পড়া	

△ কোন ফরয বাদ গেলে বা ধারাবাহিকতা লঙ্ঘন হলে উমরাহ বাতিল হয়ে যাবে ফলে পুনরায় নতুন করে ইহরাম করে উমরাহ পালন করতে হবে। এক বা একাধিক ওয়াজিব বাদ দিলে বা লঙ্ঘন হলে উমরাহ শেষ করে একটি দম (পশু জবেহ) দিতে হবে অথবা চাইলে পুনরায় নতুন করে ইহরাম করে উমরাহ পালন করে নিবে। কোনো একটি সুন্নাত ওজরবশত বাদ দিলে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে গেলে অসুবিধা নেই। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাত বাদ দেয়া মন্দ কাজ।

এক নজরে উমরাহ। (১➔২➔৩➔৪)

ইহরামের মীকাত

✪ মীকাত হলো সীমা। হজ্জ ও উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমণকারীদের কাবা ঘর হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমান দূরত্ব থেকে ইহরাম করতে হয়, ঐ জায়গাগুলোকে মীকাত বলা হয়।

✪ মীকাত দুই ধরনের - (১) মীকাতে যামানী (সময়ের মীকাত),
(২) মীকাতে মাকানী (স্থানের মীকাত)।

✪ হজ্জের মীকাতের সময় হলো ৩টি মাস; শাওয়াল, জিলক্বদ ও যিলহজ্জ মাস। তবে কিছু উলামাদের মতে এটি ১০যিলহজ্জ পর্যন্ত। উমরাহর মীকাতের সময় হলো বছরের যে কোনো সময়। সূরা-আল বাকারা; ২:১৯৭

✪ মীকাতের জন্য ৫টি নির্ধারিত স্থান রয়েছে: বুখারী-১৫২৪, মুসলিম-২৬৯৩

মীকাতের নাম	অন্য নাম	মক্কা থেকে দূরত্ব	যাদের জন্য প্রযোজ্য
যুল হুলায়ফা	আবিয়ারে আলী	৪২০ কিমি	মদীনাবাসী ও যারা এই পথ দিয়ে যাবেন।
আল জুহফাহ	রাবিগ	১৮৬ কি.মি.	সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন, মিশর, সুদান, মরক্কো ও সমগ্র আফ্রিকা।

ইয়ালামলাম	আস-সাদিয়া	১২০ কি.মি	যারা নৌপথে ইয়েমেন, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, মালয়েশিয়া, দঃ এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে আসবেন।
কারনুল মানাযিল	সাইলুল কাবির	৭৮ কি.মি.	কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান, ইরাক ও ইরান এই পথে।
যাতু ইরক	-	১০০ কি.মি	ইরাক (আজকাল পরিত্যক্ত)

✪ বাংলাদেশ থেকে যারা বিমান যোগে জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন তাদের নিকটবর্তী মীকাত হলো 'কারনুল মানাযিল' (সাইলুল কাবীর)। আর নৌপথ যোগে যারা জাহাজে ভ্রমণ করবেন তাদের মীকাত হবে 'ইয়ালামলাম'। তবে আজকাল নৌপথ বেশি ব্যবহৃত হয় না।

✪ যারা মীকাতের সীমানার ভিতরে বসবাস করেন তাদের অবস্থানই হল তাদের মীকাত। অর্থাৎ যে যেখানে আছেন সেখান থেকেই উমরাহ বা হজ্জের ইহরাম করবেন। তবে মক্কার হারাম এলাকার ভেতরে বসবাসকারী ব্যক্তি যদি উমরাহ করতে চান তবে তাকে হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে যেমন তানয়ীম তথা আয়েশা মসজিদে অথবা অনুরুপ কোথাও গিয়ে ইহরাম করবেন। বুখারী-১৫২৪

ইহরামের মীকাত

ইহরামের তাৎপর্য

- ইহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ - হারাম করা, সীমাবদ্ধ বা অনুমতিহীন। ইহরাম করার মাধ্যমে উমরাহ বা হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।
- হজ্জ ও উমরাহ পালন করার সময় ইহরাম বাঁধা তথা ইহরামের কাপড় পরা বাধ্যতামূলক। ইহরাম করা অবস্থায় নির্দিষ্ট কিছু কর্মকান্ড নিষিদ্ধ হয়ে যায়।
- ইহরাম অবস্থায় সকল পুরুষ একই রকমের পোশাক পরিধান করেন, যাতে করে ধনী-গরীবে ও রং-বর্ণে কোনো ভেদাভেদ না থাকে। ইহরাম মানুষের মাঝে জাতি, শ্রেণী ও সংস্কৃতির পার্থক্য দূর করে দেয়।
- পুরুষের ইহরামের পোশাক; সেলাইবিহীন দুই খন্ড সাদা কাপড়। যে এক খন্ড কাপড় দিয়ে শরীরের উপরের অংশ আবৃত করা হয় তাকে বলে 'রিদা', আর যে এক খন্ড কাপড় দিয়ে শরীরের নিচের অংশ আবৃত করা হয় তাকে 'ইজার' বলে।
- মহিলাদের ইহরামের আলাদা কোন পোষাক নেই। তারা সেলাইযুক্ত স্বাভাবিক যে কোন রংয়ের পোশাক পরিধান করতে পারেন যা হবে পবিত্র, শালীন ও ঢিলাঢালা তবে খুব রংচংয়ে ও আকর্ষণীয় পোষাক যেন না হয়। এবং ইসলামী শরীয়াহ অনুসারে অবশ্যই যথাযথ পর্দা করতে হবে।
- ইহরামের কাপড় সিল্ক অথবা যে পশুর গোশত হারাম তার পশম দিয়ে তৈরি করা না হয় এবং কাপড় এতটা স্বচ্ছ না হয় যাতে শরীর দেখা/বুঝা যায়।
- আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে প্রথমেই মক্কায় যান এবং উমরাহ পালন করেন তাহলে আপনি 'কারনুল মানাযিল' মীকাত থেকে ইহরাম করবেন। আর আপনি যদি প্রথমে মদীনা যান এবং পরে মদীনা থেকে মক্কায় যান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি মদীনার 'যুল হুলায়ফা' মীকাত থেকে ইহরাম করে মক্কায় আসবেন।

ইহরাম করার পদ্ধতি

- ইহরামের কাপড় পরিধানের আগে সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে নিন - নখ কাটা, লজ্জাস্থানের চুল পরিস্কার করা ও গোঁফ ছোট করা। তবে দাড়ি ও চুল কাটবেন না। পরিচ্ছন্নতার এই কাজগুলো করা মুস্তাহাব।
- এরপর গোসল করুন, আর গোসল করা সম্ভব না হলে ওযু করুন। ঋতুবতী মহিলারা গোসল করে ন্যাপকিন সহ ইহরামের কাপড় পরে নিবেন এবং ইহরামের সকল বিধি-বিধান পালন করবেন। তারা হজ্জ ও উমরাহর নিয়তে ইহরাম করে মক্কায় প্রবেশ করে ঋতু শেষ না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে প্রবেশ, কুরআন স্পর্শ, স্বলাত পড়া ও তাওয়াফ করবেন না। ঋতু শেষ হলে তাওয়াফ ও সাঈ করে উমরাহর বাকি কাজ শেষ করবেন। মুসলিম-২৭৯৯, নাসাঈ-২৭৬২

- পুরুষরা ইহরামের কাপড় পরার আগে চুলে তেল বা তালবীদ দিতে পারেন এবং শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধী ব্যবহার করতে পারেন; তবে ইহরামের কাপড় পরার পর পারবেন না। সুগন্ধী যেন আবার ইহরামের কাপড়ে না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। লেগে গেলে তা তিন বার ধুয়ে ফেলবেন। মহিলারা কখনই কোনো অবস্থাতেই সুগন্ধী ব্যবহার করবেন না। মহিলাদের সুগন্ধী ব্যবহার করে মসজিদে ও ঘরের বাইরে যাওয়া হারাম। বুখারী-১৫৩৬
- মহিলারা মুখমন্ডল এবং হাতের কব্জি খোলা রাখবেন। নেকাব দ্বারা মুখমন্ডল সবসময় ঢেকে রাখা যাবে না। তবে গায়ের মাহরাম পুরুষদের সামনে বা মাঝে গেলে তখন মুখমন্ডল আবৃত করতে পারবেন। আবু দাউদ-১৮২৫
- পুরুষরা ইহরামের কাপড় সুবিধা মত এমনভাবে পরবেন যাতে নাভির উপর থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত আবৃত হয়ে যায় এবং ইহরামের কাপড় দিয়ে কাঁধ ও শরীর ঢেকে থাকে। প্রয়োজনে বেল্ট ও সেফটিপিন ব্যবহার করুন।
- ইহরামের কাপড় পরা তথা 'ইহরাম বাঁধা'র জন্য আলাদা কোন স্বলাত নেই। উত্তম সুন্নাহ পদ্ধতি হলো; যে কোন ফরয স্বলাতের পূর্বে ইহরামের কাপড় পরা তারপর ফরয স্বলাত আদায় করা। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের ফরয স্বলাত আদায়ের পূর্বে ইহরাম বেঁধেছিলেন অতঃপর ইহরাম করেছিলেন। তবে অন্য সময় ইহরাম বাঁধলে ২ রাকাআত স্বলাত আদায় করা যেতে পারে। এই ২ রাকাআত স্বলাত কি ইহরামের স্বলাত না তাহিয়্যাতুল ওযুর স্বলাত নাকি সাধারণ নফল স্বলাত - এ ব্যাপারে উলামাদের মাঝে মতভেদ আছে। তবে বিশুদ্ধতম ও গ্রহণযোগ্য মত হলো, এটি তাহিয়্যাতুল ওযু বা সাধারণ নফল স্বলাত হিসাবে বিবেচিত হবে। ইহরাম বাঁধার পর যদি কোন স্বলাত না পড়া হয় বা সুযোগ না পাওয়া যায় তাতেও কোন সমস্যা নাই। স্বলাতের পর উমরাহ শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি বা নিয়ত না করে বিমানে উঠবেন, যেহেতু এখনো মীকাত পৌঁছেননি সেহেতু তালবিয়াহ পাঠ থেকে বিরত থাকুন। বুখারী-১৫৪৬, তিরমিযী-৮১৮
- মীকাতের কাছাকাছি যখন পৌঁছাবেন তখন ইহরাম করার তথা উমরাহ শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি বা নিয়ত করার জন্য প্রস্তুতি নিবেন। পুরুষরা শরীরে কোন কাপড় থাকলে তা খুলে রাখবেন, মাথা থেকে টুপি সরিয়ে ফেলবেন। তবে শীত নিবারনের জন্য গায়ে চাদর বা কম্বল ব্যবহার করতে পারেন। পায়ে এমন সেন্ডেল পড়ুন, যাতে পায়ের উপরের অংশের হাঁড়সমূহ মোটামুটি খোলা দেখা যায় এবং পায়ের গোড়ালী যেন উন্মুক্ত বা খোলা থাকে। ইবনে মাজাহ-২৯৩২
- মীকাতের নিকটবর্তী স্থান থেকেই উমরাহ শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি দিবেন ও তালবিয়াহ পাঠ শুরু করবেন অর্থাৎ ইহরাম করবেন; এমনটি করা **ওয়াজিব**। গভীর ঘুমের কারণে মীকাত পার হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে একটু আগেভাগেই ইহরাম করা যেতে পারে। মীকাতের কাছাকাছি বিমান পৌঁছলে বিমানের পাইলট

ও ক্রুরা ঘোষণা দিবেন। তাড়াতাড়ি ইহরাম করুন কারণ বিমান খুব দ্রুত মীকাত অতিক্রম করে চলে যাবে। অনেকে জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছে নিয়ত করেন ও তালবিয়াহ পাঠ শুরু করেন, যার কোন ভিত্তি নেই। মুসলিম-২৭০৬, তিরমিযী-৮১৮

✪ যখন মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছবেন তখন শুধু উমরাহ শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি দিবেন - হজ্জ এর নয়, যেহেতু তামাত্তু হজ্জ পালনকারী। এমনকি ঋতুবতী মহিলারা মীকাত থেকে উমরাহ শুরুর স্বীকৃতি দিবেন। আপনি বলুন:

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

"লাব্বাইকা উমরাহ"

"আমি উমরাহ করার জন্য হাজির"।

✪ এবার স্বশব্দে তাওহীদ সম্বলিত তালবিয়াহ পাঠ শুরু করুন এবং মসজিদে হারামে তাওয়াফ শুরুর আগ পর্যন্ত এই তালবিয়াহ পাঠ চলতে থাকবে।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা- শারিকা লাকা লাব্বায়িক,
ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'য়মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা- শারিকা লাক"।
"আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।
আমি হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির।
নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও তোমারই,
তোমার কোনো শরীক নেই"। বুখারী-১৫৪৯, মুসলিম-২৭০১, তিরমিযী-৮২৬

✪ উমরাহ সম্পন্ন করতে না পারার ভয় থাকলে (যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা বা অসুস্থতার কারণ দেখা দেয়) তবে এই দু'আটি পাঠ করবেন: মুসলিম-২৭৯৩

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

"ফা ইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা মাহিল্লী হায়ছু হাবাসতানি"।
"যদি কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই, তাহলে যেখানে তুমি আমাকে
বাধা দিবে, সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে"। আবু দাউদ-১৭৭৬

✪ তালবিয়াহ একটু হালকা উচ্চস্বরে পাঠ করা উত্তম। তবে তালবিয়াহ খুব উচ্চস্বরে বা দলবদ্ধ সমস্বরে পাঠ করবেন না যা অন্যদের সমস্যার কারণ হয়। আর মহিলারা তালবিয়াহ পাঠ করবেন নিচু স্বরে বা মনে মনে। এখন আপনার ইহরাম করা হয়ে গেছে, এই ইহরাম করার কাজটি ছিল **ফরয**। নাসাঈ-২৭৫৩

✪ তালবিয়াহর মাধ্যমে তাওহীদ চর্চা দৃশ্যমান। একে হজ্জের স্লোগান বলা হয়। তালবিয়াহ বেশি বেশি পড়া মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, ওজু, বে-ওজু;

সর্বাবস্থায় তালবিয়াহ পাঠ করা যায়। তালবিয়াহ পাঠ করা ব্যক্তির ডান ও বাম পাশের পাথর, গাছপালা, মাটি তালবিয়াহ পাঠ করে। ইবনে মাজাহ-২৯২১

✪ কেউ যদি মীকাত অতিক্রম করে ফেলেন কিন্তু ইহরাম করতে ব্যর্থ হন তাহলে তাকে আবার মীকাতের স্থানে ফিরে গিয়ে ইহরাম করতে হবে। যদি এটা করা সম্ভব না হয় তবে মীকাতের কথা মনে হওয়ার সাথে সাথেই ইহরাম করতে হবে। মীকাত থেকে ইহরাম করার ওয়াজিব এই নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে কাফ্ফারা স্বরুপ একটা দম (পশু যবেহ) অবশ্যই করতে হবে। এই পশুর গোশত সম্পূর্ণ মিসকিন ও গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। এই পশুর গোশত থেকে কোন অংশ নিজে গ্রহণ করা যাবে না।

ইহরাম অবস্থায় পুরুষরা

ইহরাম অবস্থায় নারীরা

ইহরাম ও তালবিয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

✖ উমরাহ্ করার নিয়ত থাকার পরও ইহরাম না করে মীকাত অতিক্রম করা।
✖ মীকাতের আগেই ইহরাম করা ও উচ্চস্বরে হজ্জ বা উমরাহর নিয়ত করা।
✖ এ কথা মানা, কথা না বলে মৌনতার সাথে হজ্জ-উমরাহ্ পালন করা উত্তম।
✖ যাত্রা শুরুর সময় বিমানবন্দরে পৌঁছেই ইহরাম করার আগেই তালবিয়াহ্ পাঠ শুরু করা, অথবা দল বেঁধে সমবেত কণ্ঠে তালবিয়াহ্ পাঠ করা।
✖ কোন এক নির্দিষ্ট নিয়মে ইহরামের কাপড় পরতে হবে এ কথা মান্য করা।
✖ ইহরামের কাপড় ডান বগলের নিচ দিয়ে এবং বাম কাঁধের উপর দিয়ে পরা।
✖ ইহরাম অবস্থায় তালবিয়ার স্থলে উচ্চস্বরে সমবেত কণ্ঠে তাকবীর পাঠ করা।
✖ তালবিয়ার আগে দুর্বল সনদ ‘আলহামদুল্লিাহ ইন্নি উরিদুল...’ দু‘আ পাঠ করা।
✖ ইহরাম বেঁধে আয়েশা/তা’নিম মসজিদে স্বলাত আদায় করতে যাওয়া।
✖ কিছু বইয়ের নির্দেশনা অনুসারে নির্দিষ্ট কিছু শর্তে বিশেষ ধরনের জুতা পরা।
✖ ইহরাম ছাড়া মীকাতে ঢুকে আয়েশা মসজিদে গিয়ে উমরাহর নিয়ত করা।
✖ ইহরামের কাপড় পরে এ কথা মানা যে সুরা-কাফিরুন ও সুরা-ইখলাস দিয়ে ইহরামের দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করতে হবে।
✖ ইহরাম করে মীকাতের ভেতরে প্রবেশের পর মীকাত সীমানার বাইরে যাওয়া।
✖ জেদ্দা বিমানবন্দরে প্রবেশের ও অবতরণের কথিত বানোয়াটি দু‘আ পাঠ করা।

ইহরাম অবস্থায় অনুমোদিত কার্যাবলী

✪ হাতঘড়ি, চশমা, হেডফোন, বেল্ট, মানিব্যাগ, শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে। মহিলারা আংটি ও গলায় চেইন পরতে পারবেন।
✪ ছাতা, বাস, গাড়ি তাবু ও সিলিংয়ের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া যাবে। লাগেজ, ম্যাট্রেস ইত্যাদি মাথায় বহন করা যাবে। নাসাঈ-২৮০১
✪ ইহরামের কাপড় বাঁধার জন্য সেফটিপিন ব্যবহার করা ও জখম/ আহত স্থানে ব্যান্ডেজ পরা যাবে। শিংগা লাগানো যাবে। নাসাঈ-২৮৪৬
✪ চশমা, ঘড়ি, টাকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহন করার জন্য সেলাইযুক্ত ছোট ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে।
✪ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পরিধানের ইহরাম কাপড় পরিবর্তন করা যাবে। ইহরামের কাপড় ধৌত করা যাবে।
✪ গোসল করা যাবে। অনিচ্ছাকৃত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে শরীরের কোনো চুল/লোম উঠে যাওয়া। মুসলিম-২৭৭৯
✪ পশু জবাই করা ও মাছ ধরা যাবে। মহিলারা পা মোজা পরবে।

- ✪ মানুষের জন্য ক্ষতিকর কোনো প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হলে তা তাড়িয়ে দেয়া বা আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনে হত্যা করা; যেমন- হিংস্র প্রাণী, বন্য কুকুর, ইঁদুর, কাক, সাপ, বিচ্ছু, চিল, টিকটিকি ইত্যাদি। নাসাঈ-২৮৩৫, তিরমিযী-৮৩৮
- ✪ আত্মরক্ষার জন্য চোর/ডাকাতকে আঘাত অথবা হত্যা করা।
- ✪ ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য শরীর আবৃত করার জন্য কম্বল, মাফলার ব্যবহার করা যাবে। ইহরামের কাপড় দিয়ে পা ঢেকে শোয়া যাবে।

ইহরামের পর যেসব বিষয় নিষিদ্ধ

- ✖ চুল, নখ ও দাড়ি কাটা (মাথায় চিরুনি করার সময় যদি কোনো চুল অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়ে যায় বা উঠে যায় অথবা ভুলক্রমে কেউ যদি নখ বা চুল কাটে, তাহলে সেটা ক্ষমাযোগ্য। তবে অসুস্থতা ও উকুনের কারণে যদি পুরো চুল ফেল দিতে হয় তবে ফিদইয়াহ দিতে হবে)। মুসলিম-২৭৬৭
- ✖ দেহে, কাপড়ে সুগন্ধী ও জাফরান ব্যবহার করা। সুগন্ধীযুক্ত সাবান, শ্যাম্পু ও পাউডার ব্যবহার করা। (ইহরাম করার আগের কোনো সুগন্ধী যদি দেহে থাকে তবে তাতে কোনো দোষ নেই, তবে কাপড়ের সুগন্ধী ধুয়ে ফেলতে হবে।) বুখারী-১৮৩৮, নাসাঈ-২৬৬৬, ২৭০২

- ✖ হারাম এলাকার মধ্যে কোনো গাছ কাটা, পাতা ছেঁড়া বা উপড়ে ফেলা। এটা হজ্জে আসা সকল মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সে ইহরাম অবস্থায় থাক বা না থাক। বুখারি-১৫৮৭, নাসাঈ-২৮৭৪
- ✖ হারামের সীমানার মধ্যে কোন ধরনের স্থলচর প্রাণী শিকারকরা বা বন্দুক তাক করা অথবা ধাওয়া করার মাধ্যমে শিকারে সহযোগিতা করা। এটাও হজ্জে আসা সকল মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সে ইহরাম অবস্থায় থাক বা না থাক। সূরা-মায়িদা ৫:৯৫-৯৬
- ✖ অন্যের হারিয়ে যাওয়া কোনো জিনিস বা পরিত্যক্ত কোনো বস্তু কুড়িয়ে নেয়া। তবে মূল মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে তুলে নেয়া যাবে। এটাও ইহরাম ও ইহরাম ছাড়া উভয় অবস্থার জন্যই প্রযোজ্য। নাসাঈ-২৮৭৪
- ✖ কোনো অস্ত্র বহন করা বা অন্য কোনো মুসলিমের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া, সংঘর্ষে জড়িয়ে যাওয়া অথবা খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করা। সূরা-বাকারা ২:১৯৭, বুখারী-১৮৩৪
- ✖ বিয়ে করা বা বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো বা অন্য কারো জন্য বিয়ের আয়োজন করা, হস্তমৈথুন করা, স্ত্রীকে উত্তেজনার সাথে আলিঙ্গন বা চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা বা মহিলাদের প্রতি এমন কোনো

ইঙ্গিত করা যা আকাঙ্খার উদ্রেক করে। নাসাঈ-২৮৪২

✖ মহিলারা ইহরাম অবস্থায় হাত মোজা ও নেকাব (মুখ ঢাকা) পরা। তবে সামনে কোনো বেগানা পুরুষ চলে আসলে মাথার কাপড়ের কিছু অংশ দিয়ে মুখ ঢাকতে পারেন। তিরমিযী-৮৩৩

✖ ইহরাম অবস্থায় পুরুষরা তাদের মাথায় ইহরামের কাপড় অথবা টুপি অথবা মাথায় কাপড় দিয়ে আবৃত করতে পারবে না। আর যদি অনিচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে কেউ মাথা ঢেকে ফেলে তাহলে মনে হওয়ার সাথে সাথে তা খুলে ফেলতে হবে। তবে এজন্য কোনো ফিদইয়া আদায় করতে হবে না। ইবনে মাজাহ-২৯২৯

✖ এছাড়া পুরুষরা ইহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় যেমন-জোব্বা, গেনজি, শার্ট, প্যান্ট, আন্ডারওয়ার পরা যাবে না। তিরমিযী-৮৩৩

✖ শরীরের কোনো অংশ বা দাঁত দিয়ে বেশি রক্ত প্রবাহিত হওয়া। সৌন্দর্য্যবর্ধন ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্য দামি হাতঘড়ি, আংটি, রোদ চশমা পরা, চোখে কাজল দেয়া ইত্যাদি কাজ মাকরূহ।

ইহরামের বিধান লঙ্ঘনের কাফফারা

✪ ইহরাম অবস্থায় কারো সঙ্গে যৌন সঙ্গম করলে তার ইহরাম ভেঙে যাবে। উমরাহ/হজ্জ সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে। তাকে কাফফারা হিসেবে মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে একটি দম (পশু জবেহ) করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আবার পুনরায় নতুন করে উমরাহ/হজ্জ করতে হবে।

✪ ইহরাম সংশ্লিষ্ট বিধিনিষেধের কোন বিষয় যদি ভুলক্রমে অথবা না জানার কারণে লঙ্ঘন হয় তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য। এর জন্য কোনো ফিদইয়া দিতে হবে না। এজন্য আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। সূরা-বাকারা ২:২৮৬, সূরা-আহযাব ৩৩:৫

✪ কেউ যদি কাউকে ইহরাম অবস্থায় কোনো একটি নিষিদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করে অথবা অন্য কোনো কারণে বাধ্য হয়ে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে তাহলেও তাকে কোনো ফিদইয়া দিতে হবে না।

✪ ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে তাতে ইহরাম নষ্ট বা ভঙ্গ হবে না। ফরয গোসলের মাধ্যমে নাপাক ধুয়ে পবিত্র হতে হবে।

✪ কেউ যদি সজ্ঞানে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে তাহলে ক্ষতিপূরণ স্বরুপ ফিদইয়া আদায় করতে হবে। সূরা-বাকারা ২:১৯৬

✪ দম : উমরাহর কোন এক বা একাধিক ওয়াজিব বাদ গেলে বা লঙ্ঘন হলে উমরাহ শেষ করে মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে একটি পশু (ছাগল/ভেড়া) জবেহ

দিতে হবে। অথবা পুনরায় নতুন করে ইহরাম করে উমরাহ্ পালন করে নিবে। দমের জন্য পশু (গরু, উঠ) ভাগে দেওয়া যায় না।

✪ ফিদইয়া : ইহরামের কোন বিধান লঙ্ঘন হলে মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি পশু যবেহ (ছাগল/ভেড়া) করে সম্পূর্ণ গোশত গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করবে অথবা ৩ দিন সিয়াম রাখবে অথবা ৬ জন গরীব-মিসকীন লোককে খাওয়াবে (প্রত্যেককে অন্তত অর্ধ সা'আ বা ১.২৫০ কেজি পরিমান খাবার দেয়া)। সূরা-বাকারা ২:১৯৬, আবু দাউদ-১৮৫৬

✪ ইহরাম করার পর কেউ যদি বাধাপ্রাপ্ত বা অসুস্থ হয় তবে একটি পশু যবেহ করে মাথার চুল মুড়িয়ে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। পরবর্তীতে আবার পূর্ণ হজ্জ/উমরাহ্ পালন করে নিবে। সূরা-বাকারা ২:১৯৬, আবু দাউদ-১৮৬২, বুখারী-১৮০৯

✪ মক্কার হারাম এলাকার সীমা: পূর্বে ১৬ কিলোমিটার (জুরানা), পশ্চিমে ১৫ কিলোমিটার (হুদায়বিয়াহ), উত্তরে ৭ কিলোমিটার (তানিম), দক্ষিণে ১২ কিলোমিটার (আদাহ), উত্তর-পূর্বে ১৪ কিলোমিটার (নাখালা উপত্যকা)।

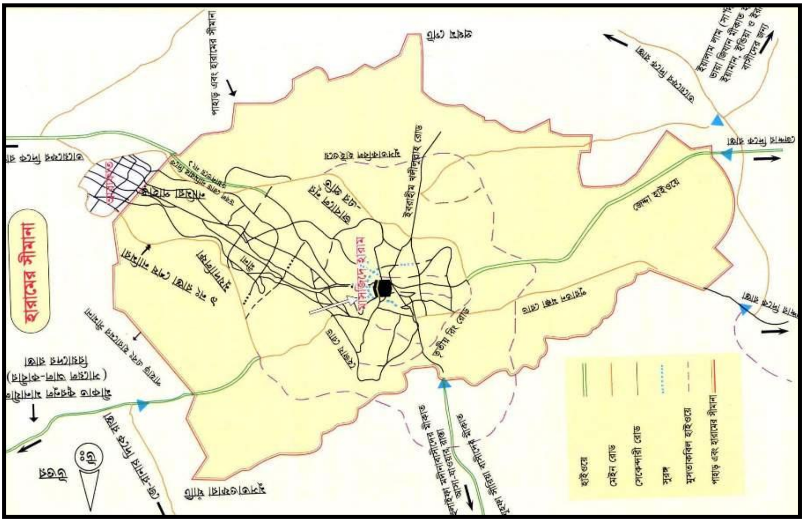

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা

ঌ জেদ্দা বিমানবন্দরঃ হজ্জ টার্মিনাল ৼ

- হজ্জ সফরের আলোচনায় ইতিপূর্বে আমরা জেদ্দা বিমানবন্দর পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম এরপর উমরাহর ইহরাম বিষয়ে আলোচনা করেছি, এখন আবার হজ্জ সফরের ধারাবাহিক আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।
- জেদ্দা বিমানবন্দরে বিমান থেকে অবতরণের পর আপনি ছোট হাত ব্যাগ নিয়ে নিচে নেমে যাত্রীদের ওয়েটিং লাউঞ্জে/অপেক্ষা কক্ষে গিয়ে বসুন। এখানে সৌদি কর্তৃপক্ষ সকলের পাসপোর্ট ও হেলথ কার্ড চেকে করে প্রয়োজনে টিকা বা ঔষধ দিয়ে থাকে। সৌদি এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ সকলের বড় লাগেজগুলো বিমান থেকে নিয়ে এয়ারপোর্ট টার্মিনালের বাইরে বাংলাদেশ প্লাজায় রেখে আসবে।
- পরবর্তীতে এয়ারপোর্ট টার্মিনাল থেকে বের হওয়ার সময় আরেকটি কাউন্টারে আপনার পাসপোর্ট চেক করা হবে এবং আপনার পাসপোর্টে প্রয়োজনীয় বাস ট্রাভেল স্টিকার লাগিয়ে দেয়া হবে। এসব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করুন।
- জেদ্দা বিমানবন্দরের বিভিন্ন কাউন্টারে যেসব সৌদি লোক কাজ করেন তারা খুব মন্থর গতিতে ও ধীরে কাজ করেন এবং আপনি কতক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন বা আপনি কতটা ক্লান্ত তারা এসব বিষয় বিবেচনা করেন না। কারণ তারা প্রতিদিন এমন হাজার হাজার হজ্জযাত্রীকে সেবা দিচ্ছেন। তাদেরও অনেক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হয়, কম্পিউটারে এন্ট্রি দিতে হয়, ডাটা ভেরিফাই করতে হয়, সীল/স্ট্যাম্প দিতে হয়। তাই আপনাকে সেখানে ধৈর্যশীল থাকার পরামর্শ দিব।

জেদ্দা বিমানবন্দর

জেদ্দা বিমানবন্দর : বাংলাদেশ প্লাজা

- বাংলাদেশ প্লাজা জেদ্দা বিমানবন্দরের বাইরে বাংলাদেশী হজ্জযাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্ধারিত একটি স্থান। এখানে বসে একটু বিশ্রাম করুন। তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকুন। আপনি যে ইহরাম অবস্থায় আছেন সেটা ভুলে যাবেন না।
- এখান থেকে সৌদি সিম কিনতে পারবেন। সিম কিনতে পাসপোর্ট ও ভিসার কপি দেখাতে হয় এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট দিতে হয়। যাদের স্মার্টফোন রয়েছে তারা টক টাইমের পাশাপাশি ইন্টারনেট প্যাকেজ কিনতে পারেন কারণ তাহলে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ ও ম্যাসেঞ্জার ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার হজ্জ গাইডের নাম্বার ও বেশ কয়েকজন হজ্জযাত্রীদের নাম্বার মোবাইলে সেভ করে রাখুন।
- জেদ্দা বাংলাদেশ হজ্জ মিশন অফিস এখানে অবস্থিত। এখানে আশেপাশে অনেক ক্যাফেটেরিয়া ও দোকান রয়েছে। পর্যাপ্ত ওয়াশরুম ও স্বলাতের স্থানও রয়েছে আশেপাশে।
- সৌদি হজ্জ কর্তৃপক্ষ আপনাদের পরিবহন জন্য বাস নির্ধারণ করবেন। বাস আসলে আপনার বড় লাগেজটি বাসের বক্স অথবা ছাদে দিয়ে দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে আপনার ব্যাগ ও লাগেজ আপনার বাসে ঠিকমতো উঠলো কিনা।
- বাসে উঠে বসুন। এবার বাস ড্রাইভার ও সুপারভাইজার সকল যাত্রীর পাসপোর্ট নিয়ে নিবেন। সব পাসপোর্ট সৌদি মুআল্লিম অফিসে জমা রাখা হবে। হজ্জ শেষে ফিরতি যাত্রার সময় আপনি পাসপোর্ট ফেরত পাবেন।
- সবসময় দলবদ্ধ হয়ে সকল কাজ করবেন। কখনই দলছাড়া হবেন না, দলছাড়া হলে আপনি হারিয়ে যেতে পারেন ও সমস্যায় পরতে পারেন।
- জেদ্দা থেকে বাস যাত্রা করে মক্কা পৌঁছাতে ২-৩ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। হাজ্জীদের আপ্যায়ন হিসাবে রাস্তায় চেকপোষ্টে নাস্তা ও পানি বিতরণ করা হয়, এগুলো গ্রহণ করুন। রাস্তায় তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকুন।

বাংলাদেশ প্লাজা

বাস সার্ভিস

মক্কায় পৌঁছানো ও আইডি কার্ড সংগ্রহ

- ✪ মক্কায় পৌঁছানোর পর পরিবহন বাস আপনাকে প্রথমেই নিয়ে যাবে মক্কা সৌদি মুআল্লিম অফিসে। সেখানে তারা আপনাকে কিছু উপহার দিবেন ও আপ্যায়ন করতে পারেন। আপনি তা সানন্দে গ্রহণ করুন।
- ✪ মুআল্লিম অফিস সকলের পাসপোর্ট পরীক্ষা এবং গণনা করবেন। তারা আপনার পাসপোর্ট রেখে দিবেন এবং এর পরিবর্তে পরিচয়ের জন্য আপনাকে হাতের ব্যান্ড ও হজ্জ পরিচয়পত্র (সাময়িক আইডি কার্ড) প্রদান করবেন। পরবর্তীতে ছবি সহ একটি স্থায়ী আইডি কার্ড প্রদান করা হবে।
- ✪ এই হাতের ব্যান্ড ও আইডি কার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে আপনার মক্কা মুআল্লিমের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর আরবিতে লেখা রয়েছে। আপনি যদি হারিয়ে যান তাহলে এটা আপনার মুআল্লিমকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।
- ✪ এরপর মক্কায় হোটেল/বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। হোটেলে অথবা ভাড়া করা বাড়িতে পৌঁছানোর সাথে সাথে আপনার রুমে উঠে পড়ুন। আপনার হজ্জ এজেন্সি আপনাদের আবাসনের জন্য বিভিন্ন রুম বরাদ্দ করে দিবেন।
- ✪ দেখা যায় অনেক হজ্জযাত্রী নিজের রুমের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেন না এবং তারা রুম পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। যদি সম্ভব হয় তাহলে পরিবর্তন করুন, আর তা না হলে বিষয়টি এখানেই ছেড়ে দিন। কিন্তু বিষয়টিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনি যা পেয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন।
- ✪ রুমে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, গোসল করুন ও খাবার গ্রহণ করুন। তবে এ সময়ে কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- ✪ আপনি যে ইহরাম অবস্থায় আছেন সেটা ভুলে যাবেন না, তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন। এরপর আপনার হজ্জ গাইড যে কোনো সময় সবাইকে একত্রিত করে পরবর্তী কাজ তাওয়াফ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন।
- ✪ হজ্জ সফরের যে ধারাবাহিক বর্ণনা এখানে করা হয়েছে তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে একটি বাস্তব সফর সম্পর্কে ধারনা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। গাইডে আলোচিত কোন বিষয় আপনার জন্য ব্যতিক্রম হতে পারে, এটি সম্পূর্ণ হজ্জ ব্যবস্থাপনা বা প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে। হজ্জের কিছু প্রক্রিয়া বছরান্তে পরিবর্তনও হতে পারে। আমি এক্ষেত্রে নতুন সংস্করণ দেয়ার চেষ্টা করবো। পাঠকবৃন্দের কাছে বিনীত অনুরোধ রাখবো আপনাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত জানিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন।

মক্কা আল-মুকাররমা

‘ সম্মানিত - মক্কা ’

মক্কার ও হজ্জের আইডি কার্ড

মক্কা নগরী

মসজিদ আল হারাম

মক্কা ও মসজিদুল হারামের ইতিহাস

- মক্কা আল্লাহর সম্মানিত শহর। কাবা'র মর্যাদার কারণে মক্কাকে সম্মানিত করা হয়েছে। সকল জনপদের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট প্রিয় এই শহর, যা মুসলিমদের কিবলা ও হজ্জের স্থান। স্বয়ং ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এই শহরের নিরাপত্তা, রিজিক ও মূর্তিপূজা থেকে হিফাজত থাকার বিষয়ে দু'আ করে গেছেন।
- এ পবিত্র শহরকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কয়েকটি নামে উল্লেখ করেছেন:
  ১) মক্কা ২) বাক্কা ৩) আল-বালাদ ৪) আল-কারীয়াহ ৫) উম্মুল কুরা
- "আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেথায় আসতো সর্বদিক থেকে প্রচুর জীবনোপকরণ..."। <u>সূরা-আন নহল ১৬:১১২</u>
- সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য আল্লাহ তাআলা মক্কার কসম করে বলেছেন; "শপথ করছি এই নগরের"। <u>সূরা-আল বালাদ ৯০:১</u>
- মক্কায় বসবাস উত্তম, এখানে নেকী ও ইবাদত উত্তম। ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে এখানে বেশ কিছু, রয়েছে কিছু দু'আ কবুলের স্থান। মক্কাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। মক্কায় কখনও মহামারী জাতীয় রোগ ছড়াবে না এবং দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। মক্কায় প্রবেশের সকল পথে আল্লাহর কিছু ফেরেশতা রক্ষী হিসাবে অবস্থান করছেন।
- আব্দুল্লাহ বিন আদী বিন আল-হামরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহর কসম, হে মক্কা! তুমি আল্লাহর সকল ভূমির চেয়ে উত্তম ও আমার নিকট অধিক প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের হওয়ার জন্য বাধ্য না করা হত তাহলে আমি কখনো বের হতাম না"। <u>তিরমিযী-৩৯২৫</u>
- কাবা ঘর ও এর চারপাশে তাওয়াফের জায়গা বেষ্টন করে যে মসজিদ স্থাপিত তা মসজিদুল হারাম নামে পরিচিত। কাবা ঘরের চারপাশে তাওয়াফের জায়গার মেঝেকে 'মাতাফ' বলা হয়। কাবা ঘরের তাওয়াফ শুরু করার কর্ণারটি হাজরে আসওয়াদ কর্ণার নামে পরিচিত। এর ডান পাশের কর্ণারটি ইরাকি কর্ণার, তার ডান পাশের কর্ণারটি শামি কর্ণার এবং তার ডান পাশের কর্ণারটি ইয়েমেনি কর্ণার নামে পরিচিত।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মসজিদে হারাম ব্যতীত আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী) স্বলাত অন্য স্থানে স্বলাতের চেয়ে ১ হাজার গুণ উত্তম, আর মসজিদে হারামে স্বলাত ১ লক্ষ গুণ উত্তম"। <u>বুখারী-১১৯০, নাসাঈ-২৮৯৮, ইবনে মাজাহ-১৪০৬</u>
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় কাবা ও মসজিদুল হারামকে কেন্দ্র করে এর চারপাশে অনেক বসতি গড়ে উঠেছিল যা পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান মুসল্লীদের জন্য স্বলাতের জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না।

- খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে প্রথমে হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) ও পরে উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) মসজিদের আশেপাশের জায়গা লোকদের কাছ থেকে ক্রয় করে এর সীমা বর্ধিত করেন ও প্রাচীর দিয়ে দেন। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) মসজিদের পূর্বদিকে এবং আবু জাফর মনসুর পশ্চিমদিকে ও শামের দিকে প্রশস্থ করেন। এবং পরবর্তীতে বেশ কয়েকজন মুসলিম শাসকদের আমলে মসজিদুল হারামের সীমা বর্ধিত হয় ও সংস্কার সাধিত হয়।
- এরপর প্রায় এক হাজার বছর মসজিদের সীমা বর্ধিত করার কোন কাজ করা হয় নাই। অতঃপর ১৩৭০ হিজরীতে সৌদি বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন আব্দুর রহমান আল সাউদ এর আমলে মসজিদের জায়গা ছয় গুণ বৃদ্ধি করে আয়তন হয় ১,৮০,৮৫০ বর্গমিটার। এ সময়ে মসজিদে মার্বেল পাথর, আধুনিক কারুকার্য, নতুন মিনার সংযোজন করা হয়। সাফা মারওয়া দোতলা করা হয়। ছোট বড় সব মিলিয়ে ৫১টি দরজা তৈরি করা হয় মসজিদে।
- এরপর সৌদি বাদশা ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ প্রশস্তকরণের কাজে হাত দেন। তিনি মসজিদ দোতলা করেন ও ছাদে স্বলাতের ব্যবস্থা করেন। তিনি মসজিদের আধুনিকায়নের জন্য অনেক কাজ করেন।
- হারামের প্রশস্তকরণের কাজ ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু পুণরায় মুসল্লিদের এক ইমামের পিছনে একত্রিত করাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাযহাব বিভক্তির চরম গোঁড়ামির কারণে একসময় মসজিদে চার মাযহাবের চারটি আলাদা মুসল্লা গড়ে উঠেছিল। এক আযানের পর চার আলাদা জায়গায় চার মাযহাবের লোকদের চারটি আলাদা জামাআত হতো। যার ফলে মুসলিম উম্মাহর মাঝে দ্বন্দ্ব, ফাটল ও বিবিধ নতুন প্রথার প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু পরে আলে সাউদ এর আমলে সকল মুসলিমকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সালাফে সালেহীনদের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ও সকল মুসলিমদের এক ইমামের পিছনে একতাবদ্ধ হয়ে স্বলাত আদায়ের পূর্বপন্থায় ফিরিয়ে আনেন।
- সর্বশেষ ২০১০ খৃ. সৌদি বাদশাহর তত্বাবধানে মসজিদুল হারামের তাওয়াফ ও মূল মসজিদ প্রশস্তকরণের দায়িত্ব পায় সৌদি বিন লাদেন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। এখনও এই প্রশস্তকরণের কাজ প্রতিয়মান। এই কাজ শেষ হতে ২০২০-২১ খৃ. সাল লাগবে আশা করা যায়। বর্তমানে প্রায় ৩০ লক্ষাধিক মুসল্লি একত্রে স্বলাত আদায় করতে পারেন এবং আশা করা যায় এই কাজ শেষ হলে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক মুসল্লি একত্রে স্বলাত আদায় করতে পারবেন। ২০১৯ ইং সালে মক্কা-মদিনা দ্রুত চলাচলের জন্য হারামাইন এক্সপ্রেস ট্রেন সার্ভিস এর ব্যবস্থা করা হয়।
- মক্কা ও মসজিদুল হারাম এর ইতিহাস বিস্তারিত জানতে 'পবিত্র মক্কার ইতিহাস : শাইখ শফীউর রহমান মোবারকপুরী' বইটি পড়ুন।

তাওয়াফের তাৎপর্য

- তাওয়াফের সাধারণ অর্থ হলো - বায়তুল্লাহ আবর্তন করা বা চক্কর দেওয়া।
- কাবা ঘরের চারপাশে শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৭ বার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়। কাবা ঘর তাওয়াফ করার নেকী অপরিসীম।
- পৃথিবীর বুকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত কাবা ঘরই ছিল প্রথম ঘর। পৃথিবীর আর কোনো ঘরকে তাওয়াফ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশনা দেননি। তাওয়াফের সময় করা দু'আ আল্লাহ কবুল করেন।
- আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাইল-কে আদেশ দিয়েছিলাম যেন তাঁরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাহকারীদের জন্য পবিত্র করে রাখে"। সূরা-আল বাকারা, ২:১২৫
- তাওয়াফকে স্বলাতের ন্যায় বলা যায়। পার্থক্য শুধু তাওয়াফের সময় কথা বলা বৈধ। তবে প্রয়োজন ব্যতীত কথা না বলাই উত্তম। তিরমিযী-৯৪৮
- বিশ্বজগতের এক বৃহৎ শক্তির চারদিকে সকল ছোট বস্তু আবর্তন করছে বা মহান আল্লাহর নিদর্শন ও নিয়ামতের চারপাশে মানুষের বিচরণ করছে বা এক আল্লাহ কেন্দ্রিক মানুষের জীবন বা এক আল্লাহ নির্ভর জীবনযাপনে অঙ্গিকারবদ্ধ একজন মুমিন - এসব কিছুর প্রতীক তাওয়াফ। তাওয়াফ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাওহীদি স্বীকৃতি বুঝায়।
- যদিও ইসলামের বেশিরভাগ উত্তম কাজ ডান থেকে শুরু বা ডান থেকে বামে করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কাবা ঘর তাওয়াফ করতে বলা হয়েছে বাম ধার ধরে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং দেহের রক্ত চলাচল বাম থেকে ডানে হয়।
- হজ্জ ও উমরাহ উভয় ইবাদতের জন্যই তাওয়াফ করা বাধ্যতামূলক। হজ্জ বা উমরাহ পালনকারীকে যে কোনো উপায়ে পায়ে হেঁটে অথবা হুইল চেয়ারে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হয়। নাসাঈ-২৯২৫
- ঋতুবতী মহিলাদের তাওয়াফ করা নিষেধ; তারা অপেক্ষা করবেন। ঋতু শেষে ফরজ গোসল দিয়ে ফের কোন মীকাতে না গিয়ে (যেহেতু ইহরাম করেই এসেছেন) তাওয়াফ করে নিবেন অতঃপর সাঈ করবেন। বুখারী-১৬৫০
- কাবা ঘর সংলগ্ন একটি স্থান রয়েছে যার নাম হাতিম/হিজর - কাবা ঘরের উত্তর দিকে কাবা সংলগ্ন অর্ধ-বৃত্তাকার এই উঁচু দেয়ালটি কাবা ঘরেরই অংশ। এই হাতিমের মধ্য দিয়ে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ হবে না।
- তাওয়াফ সাধারণত ৪ ধরনের। যথা - তাওয়াফুল কুদুম (প্রথম/উমরাহর তাওয়াফ), তাওয়াফুল ইফাদাহ/ যিয়ারাহ (হজ্জের ফরয তাওয়াফ), তাওয়াফুল বিদা (হজ্জের বিদায় তাওয়াফ) ও নফল তাওয়াফ (ঐচ্ছিক তাওয়াফ)।

তাওয়াফের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও টিপস

কাজ	হতে	পর্যন্ত	প্রতি আবর্তন ও সর্বমোট দূরত্ব (আনুমানিক)
কাবা তাওয়াফ (মাতাফ - প্রধান ফ্লোরে)	হাজরে আসওয়াদ	হাজরে আসওয়াদ	০.২৮ কি.মি ও ১.৯৬ কি.মি
কাবা তাওয়াফ (মসজিদের ১ম ও ২য় তলায়)	হাজরে আসওয়াদ	হাজরে আসওয়াদ	০.৫৬ কি.মি ও ৩.৯২ কি.মি.

- যদি হজ্জ শুরুর ৭-১০ দিন আগে মক্কায় প্রবেশ করেন তবে তাওয়াফে প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে পড়তে পারেন। এজন্য মসজিদের দুই তলা দিয়ে উমরাহর প্রথম তাওয়াফ করা ভাল। তাছাড়া সাধারণত এশার স্বলাতের ১ ঘন্টা পরে বা মধ্যরাতে বা সকাল ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে তাওয়াফ করা ভালো। এতে আপনি স্বলাতের সময়ে তাওয়াফ করা, সূর্যের তাপ ও অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে পারবেন।
- তাওয়াফের পূর্বে পানি কম করে পান করলে ভাল হয়। তাওয়াফের আগে টয়লেট/বাথরুম সেরে নেওয়া উত্তম। সঙ্গে মাসনুন দু'আ-র বই নেওয়া যায়।
- তাওয়াফ করার সময় সেন্ডেল বহন করার জন্য ছোট কাপড়ের ব্যাগ/কাধ ব্যাগ সঙ্গে নিবেন। মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে সাথে নিবেন অথবা সাইলেন্ট মোডে দিয়ে রাখবেন। আপনার হোটেল বা বাড়ির ঠিকানা কার্ড সঙ্গে নেবেন। হজ্জ আইডি কার্ড ও হাতের ব্যান্ড সঙ্গে রাখুন।
- তাওয়াফের সময় ভিড়ের মধ্যে শান্ত থাকবেন। দরকার হলে কারো হাত ধরে রাখবেন। তাড়াহুড়া করে বা ঠেলাঠেলি করে তাওয়াফ করতে গিয়ে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে কষ্ট দেবেন না।
- সবাই দলবদ্ধ হয়ে তাওয়াফ করার চেয়ে ছোট ছোট দল হয়ে তাওয়াফ করাই উত্তম। কারণ সবার গতি এক নয় আর মনযোগ আল্লাহর যিকির করার চেয়ে দলের প্রতি থাকবে বেশি। তবে হারিয়ে যাওয়ার খুব ভয় থাকলে কথা ভিন্ন।
- তাওয়াফের প্রথম দিনই হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার চেষ্টা করবেন না। সাথে মহিলা থাকলে খুব কাবা ঘর ঘেঁষে/কাছ দিয়ে তাওয়াফ করতে যাবেন না।
- যখনই আযান শুনবেন তখনই তাওয়াফ/সাঈ বন্ধ করে দিয়ে স্বলাতের প্রস্তুতি নিবেন। স্বলাত আদায় করে যে পর্যন্ত তাওয়াফ/সাঈ করছিলেন সেখান থেকেই আবার শুরু করে বাকিটা সম্পন্ন করবেন।

মসজিদুল হারামে প্রবেশ ও কাবা তাওয়াফ

- এবার তাওয়াফের জন্য প্রস্তুতি নিন। তাওয়াফের পূর্বে পবিত্র হওয়া আবশ্যক। তাওয়াফের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। তবে শুধু ওযু করলেও চলবে। ওযু ছাড়া বা হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয নয়। ইহরামের বিধি-নিষেধ স্মরণ রাখবেন এবং বেশি বেশি তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকবেন। বুখারী-১৬৪২
- মসজিদুল হারামে যাওয়ার রাস্তা চিনে রাখতে চেষ্টা করুন। এতে করে আপনি যদি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন অথবা হারিয়ে যান তাহলে সহজেই বাসা বা হোটেলে ফিরে আসতে পারবেন। অসুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষদের তাওয়াফ ও সাঈ করার জন্য মসজিদের বাইরে বিনামূল্যে হুইল চেয়ার সার্ভিস পাওয়া যায় জমজম টাওয়ারের সামনে মহিলাদের ৪নং ওয়াশরুমের পাশে এবং কিং আব্দুল আজিজ এক্সটেনশন মসজিদের সামনে ওয়াশরুমের পাশে।
- বাবুস সালাম গেট দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা উত্তম। তবে মসজিদ সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে এটি এখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যামানার সেই গেট নয়। অতএব আপনি যে কোনো গেট দিয়েই প্রবেশ করতে পারেন। তবে তাওয়াফ শুরু করার জায়গায় সহজে পৌঁছানোর জন্য সাফা পাহাড়ের পাশের গেট দিয়ে প্রবেশ করলে সহজ হয়। মসজিদে প্রবেশের আগে সেন্ডেল খুলে শেলফে রাখুন অথবা সঙ্গে ছোট ব্যগে নিয়ে নিতে পারেন।

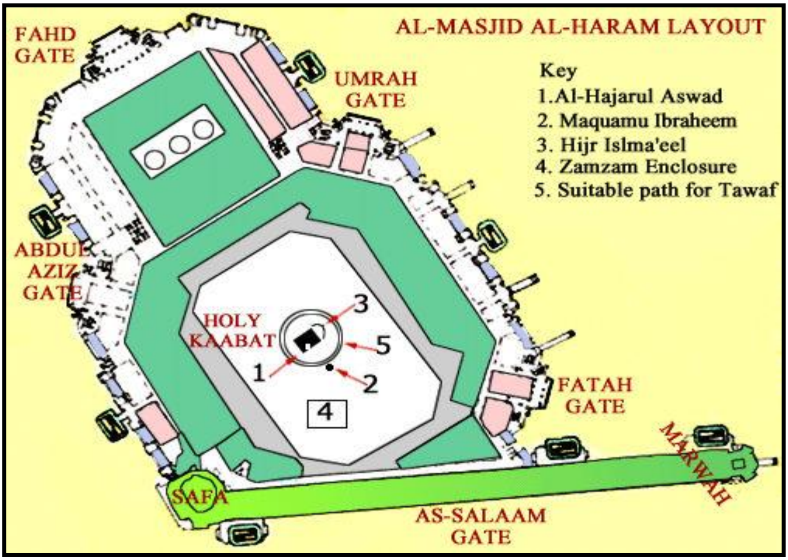

মসজিদুল হারামের প্রধান গেটসমূহ

✪ ডান পা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করুন এবং এই দু‘আ পাঠ করুন:

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

“বিসমিল্লাহি ওয়াসস্বলাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রহমাতিকা”। নাসাঈ-৭২৯

“আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। স্বলাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর। হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা উম্মুক্ত করে দিন”।

✪ উমরাহর নিয়তে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে ‘তাহিয়্যাতুল মসজিদ’ স্বলাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জ ও উমরাহর নিয়তে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সরাসরি তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু অন্য কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে ২ রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ স্বলাত আদায় না করে মসজিদে যেন কেউ না বসে; তবে কোন স্বলাতের ইকামত হয়ে গেলে সেই স্বলাতে শামিল হয়ে যাবে। এই নিয়ম পৃথিবীর সকল মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বুখারী-৪৪৪

✪ মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে কাবার উদ্দেশ্যে যেতে যেতে তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকুন। যখনই কাবা ঘর চোখে পড়বে তখনই তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে তাওয়াফের প্রস্তুতি নিন। কাবা ঘর চোখে পড়া মাত্রই জোরে তাকবির দেওয়া বা দু হাত তুলে দু‘আ করা সহিহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়। তবে বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলে মনে মনে সাধারণভাবে দু‘আ করতে সমস্যা নেই। তাওয়াফ শুরু করার মনে মনে নিয়ত করবেন। নিয়তের জন্য মুখে কিছু বলতে হবে না, অন্তরের ইচ্ছা পোষণ করাই যথেষ্ট। এই তাওয়াফ করা উমরাহর **ফরয** কাজ।

✪ তাওয়াফ শুরুর হাজরে আসওয়াদ কর্ণার যাওয়ার আগে পুরুষরা ইহরামের কাপড়ের এক প্রান্ত ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর দিবেন এবং ডান কাঁধ ও বাহু উম্মুক্ত করে দিবেন। একে বলা হয় ‘ইদতিবাহ’। সাত চক্করেই এমনটি রাখা **সুন্নাত**। মেয়েদের কোন ইদতিবাহ নেই। এই ইদতিবাহ শুধুমাত্র উমারাহর তাওয়াফের সময় করতে হয়। আর অন্য কোন তাওয়াফের সময় ইদতিবাহ করতে হয় না। আবু দাউদ-১৮৮৪, তিরমিযী-৮৫৯

✪ এবার তাওয়াফ শুরুর স্থানে তাওয়াফকারীদের স্রোতে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করুন। স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। কারণ এতে বিপরীত দিক থেকে আসা লোকের স্রোতে আঘাত পেতে পারেন ও আপনি তাওয়াফকারীদের তাওয়াফে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেন।

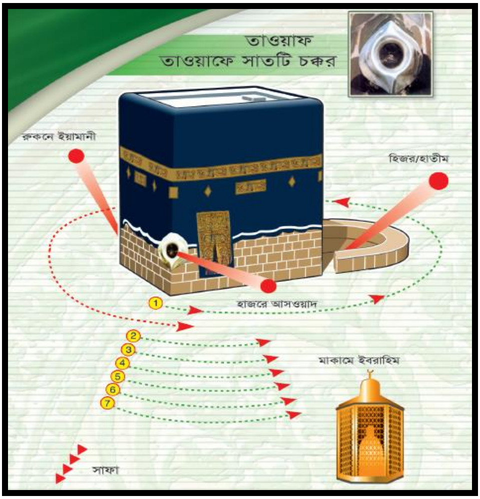

কাবা তাওয়াফ

- ✪ তাওয়াফকারীদের সাথে চলতে চলতে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে লক্ষ্য করুন হাজরে আসওয়াদ এর কোন/কর্ণার বরাবর মসজিদুল হারামের দেওয়ালে সবুজ রংয়ের আলোর বাতি দেওয়া আছে। এই সবুজ বাতি ও হাজরে আসওয়াদের কোন বরাবর পৌঁছলে বা তার একটু আগেই সম্ভব হলে একটু থেমে বা চলতে চলতেই হাজরে আসওয়াদ এর দিকে মুখ করে শুধু ডান হাতের তালু উঁচু করে হাজরে আসওয়াদের দিকে সোজা ধরে বলুন:

بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ

"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার"।

"আল্লাহর নামে, আল্লাহ সবচেয়ে বড়"।

- ✪ তাকবীর বলার পর আপনার ডান হাত নিচে নামিয়ে নিন ও রমল (দ্রুত পদক্ষেপে বীরত্ব প্রকাশ) করে চলতে শুরু করুন। হাতে কোন চুমু খাবেন না। অনেককে লক্ষ্য করবেন এক/দুই হাত উঁচু করে তাকবীর বলছেন ও হাতে চুমু খাচ্ছেন, এমনটি করা সঠিক সুন্নাত নিয়ম নয়। বুখারী-১৬১২
- ✪ হাজরে আসওয়াদ পাথর স্বর্শ ও চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করা উত্তম ও এমনটি করা **সুন্নাত**। তবে যদি চুমু খেতে না পারেন তাহলে ডান হাত দিয়ে পাথরটি স্পর্শ করে আপনার হাতে চুমু দিয়ে তাওয়াফ শুরু করতে পারেন। কিন্তু হজ্জ মৌসুমে অতিরিক্ত ভিড় ও ধাক্কাধাক্কির কারণে হাজরে আসওয়াদ এর ধারে কাছেই যাওয়া যায় না, তাই আপনাকে দূর থেকে ইশারা করেই তাওয়াফ শুরু করার পরামর্শ দিব। পরবর্তীতে আপনি যখন নফল তাওয়াফ করবেন তখন

যতদূর সম্ভব ধাক্কাধাক্কি না করে ও কাউকে কষ্ট না দিয়ে হাজরে আসওয়াদ পাথর চুম্বন করার চেষ্টা করতে পারেন।

- ✪ হাজরে আসওয়াদ পাথর স্পর্শের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, এই পাথর স্পর্শ করলে গুনাহসমূহ (সগীরা গুনাহ) সমূলে মুছে যায় ও এই পাথর হাশরের ময়দানে সাক্ষী দিবে যে ব্যক্তি তাকে স্পর্শ করেছে। ইবনে মাজাহ-২৯৪৪
- ✪ এবার কাবাকে হাতের বামে রেখে আবর্তন/চক্কর দিতে শুরু করুন। হাজারে আসওয়াদ কর্ণার এর সবুজ বাতি থেকে শুরু করে কাবা ঘরের ইরাকি কর্ণার, হাতিম, শামি কর্ণার, ইয়েমেনি কর্ণার পার করে ফের হাজরে আসওয়াদ কর্ণার এর সবুজ বাতি পর্যন্ত হাঁটা শেষ হলে এক চক্কর শেষ হলো। এমন করে আরও ছয় চক্কর দিতে হবে। এভাবে সাত চক্কর সম্পন্ন হলে তাওয়াফ শেষ হয়ে যাবে।
- ✪ শুধুমাত্র পুরুষরা চক্করের শুরুতে দৃঢ়তার সাথে বীর বেশে প্রথম তিন চক্কর সম্পন্ন করবেন অর্থাৎ; একটু দ্রুত ও ক্ষুদ্র কদমে বুক টান করে জগিং করে/'রমল' করে চক্কর সম্পন্ন করবেন তবে রুকনে ইয়েমেনি থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হবে, এমনটি করা **সুন্নাত**। তবে ভিড়ের কারণে রমল করা সম্ভব না হলে কোনো সমস্যা নেই, আপনি স্বাভাবিকভাবেই হাঁটবেন। এই রমল করা শুধুমাত্র উমরাহর তাওয়াফের জন্য প্রযোজ্য। আর অন্য কোন তাওয়াফের সময় রমল করতে হয় না। চতুর্থ চক্কর থেকে আপনি আবার স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে শুরু করবেন এবং এই ধারা বজায় রাখবেন সপ্তম চক্কর পর্যন্ত। মহিলাদের কোন রমল নেই। বুখারী-১৬০২, নাসাঈ-২৯৪১
- ✪ তাওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দু'আ নেই। কিছু কিছু বইতে দেখবেন; প্রথম চক্রের দু'আ, দ্বিতীয় চক্রের দু'আ.. লেখা থাকে। কুরআন হাদীসে এধরনের চক্রভিত্তিক দু'আর কোন দলীল নেই। তাওয়াফরত অবস্থায় আপনি ইচ্ছে করলে কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ, যিকর, ইসতিগফার করতে পারেন আপনার নিজের ইচ্ছা মত। আল্লাহর প্রশংসা করুন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দুরূদ পড়ুন। সব দু'আ যে আরবীতে করতে হবে তার কোন বাধ্যকতা নেই, যে ভাষা আপনি ভালো বোঝেন ও আপনার মনের ভাব প্রকাশ পায় সে ভাষাতেই দু'আ করুন। তবে মনে রাখবেন; আওয়াজ করে, জোরে শব্দ করে বা দলবদ্ধ হয়ে কোন দু'আ পাঠ করা সুন্নাত নিয়ম এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এতে অন্যদের মনযোগও নষ্ট হয়। দু'আ করবেন আবেগ ও মিনতির সাথে মনে মনে। তাওয়াফের সময় তাওহীদকে জাগ্রত করুন। তাওয়াফের সময় এদিক ওদিক তাকাতাকি ও ঘুরাঘুরি না করে একাগ্রচিত্তে বিনয়ের সাথে তাওয়াফ করা। খুব বেশি প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাওয়াফের সময় কথা না বলাই শ্রেয়। এই বইয়ের শেষে **পৃষ্ঠা নং : ১৯৯** এ কুরআন ও হাদীস থেকে বেশ কিছু দু'আ সংযোজন করা হয়েছে যা তাওয়াফের সময় পড়তে পারেন। বুখারী-১৬২০

✪ তাওয়াফ করার সময় পুরুষ ও মহিলা একত্রিত হয়ে একই জায়গায় তাওয়াফ করতে হয় তাই তাওয়াফ করার সময় বেগানা পুরুষ মহিলার গায়ের সাথে ধাক্কা বা স্পর্শ লাগতে পারে তাই আপনাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে এবং এই বিষয়গুলো সর্বাত্নক এড়িয়ে চলতে হবে। অবস্থা বুঝে একটু ভিড় এড়িয়ে তাওয়াফ করা উত্তম। কিছু লোক বা দল তাওয়াফের সময় একে অন্যের হাত ধরে ব্যারিকেড/বৃত্ত বানিয়ে সেই বৃত্তের মাঝে মহিলাদের নিরাপত্তা দেয়ার চেষ্টা করেন। এমন করা ঠিক নয় কারণ এতে অন্যদের তাওয়াফ ব্যাহত হয়। দলনেতা একটি ছোট পতাকা বা ছাতা নিয়ে সামনে থাকতে পারেন এবং অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করতে পারেন অথবা একে অন্যের হাত ধরে ছোট ছোট দল করে তাওয়াফ করতে পারেন। বুখারী-১৬১৮

✪ তাওয়াফরত অবস্থায় প্রতি চক্করে ইয়েমেনী কর্ণারে পৌঁছানোর পর আপনি ডান হাত অথবা দুই হাত দিয়ে কাবার ইয়েমেনী কর্ণার শুধু স্পর্শ করবেন (এমনটি করা **সুন্নাত**), তবে ভিড়ের কারণে এটা করা সম্ভব না হলে কোন সমস্যা নেই। আপনি চক্কর চালিয়ে যাবেন। ইয়েমেনী কর্ণারে দূর থেকে হাত উঠিয়ে ইশারা করবেন না বা চুম্বন করবেন না বা আল্লাহু আকবারও বলবেন না। বুখারী-১৬০৯

কাবা ঘর পরিচিতি

✪ প্রত্যেক চক্করে ইয়েমেনী কর্ণার থেকে হাজারে আসওয়াদ কর্ণার এর মাঝামাঝি স্থানে থাকাকালে এই দু'আ বারবার পাঠ করা সুন্নাত: আবু দাউদ-১৮৯২

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়াক্বিনা আযাবান নার"।

"হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন"। সূরা-আল বাকারা, ২:২০১

- ✪ প্রথম চক্কর শেষ করে হাজরে আসওয়াদ কর্ণার পৌঁছার পর আবার আগের মতো করে দূর থেকে ডান হাত উঁচু করে তাকবীর দিয়ে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুন। এক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' না বলে শুধু বলবেন 'আল্লাহু আকবার'। এমনটি পরবর্তী সকল চক্করের শুরুতে বলুন। বুখারী-১৬১৩, ১৬৪৪
- ✪ এভাবে উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী সাত চক্কর শেষ করবেন। সাত চক্কর শেষ হলে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দেওয়া ঠিক নয়। হাত উঠিয়ে ইশারাও নেই। কারণ তাকবীর বলার নিয়ম প্রতি চক্কর এর শুরুতে, শেষে নয়। এভাবে আপনার তাওয়াফ সম্পন্ন করবেন। তাওয়াফ শেষে মাতাফ থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে কোন ফাঁকা স্থানে অবস্থান গ্রহণ করুন।
- ✪ তাওয়াফ শেষ হওয়া মাত্রই পুরুষরা তাদের ডান কাঁধ ইহরামের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবেন। এবার আপনি 'ইদতিবাহ' থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

তাওয়াফের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্যনীয়ঃ

- ✪ তাওয়াফ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য নিম্নের ১০টি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক: ১. অন্তরে তাওয়াফের নিয়ত করা, ২. পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করা, ৩. স্বশরীরে তাওয়াফ করা, ৪. পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর পর্যন্ত সতর ঢাকা থাকা, ৫. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা, ৬. সাত চক্কর পূর্ণ করা, ৭. কাবাকে হাতের বাম পাশে রেখে তাওয়াফ করা, ৮. তাওয়াফের মাঝে দীর্ঘ বিরতি না দেওয়া, ৯. কাবা ঘরের মসজিদের সীমানার ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করা, ১০. জাগ্রত অবস্থায় তাওয়াফ করা। এই শর্তগুলোর কোন একটি ছুটে গেলে তাওয়াফ বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনরায় নতুন করে তাওয়াফ করতে হবে।
- ✪ তাওয়াফের সময় যদি ওযু ভেঙ্গে যায় তখন সম্ভব হলে মসজিদের ভেতরে বা বাইরে দ্রুত ওযু করে আবার তাওয়াফ শুরু করবেন। যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকেই আবার শুরু করবেন। কিন্তু যদি বাইরে ওযু করতে গিয়ে বেশি সময় ক্ষেপন করে ফেলেন তবে পুনরায় নতুন করে তাওয়াফ শুরু করা উত্তম।
- ✪ খুব বেশি দরকার না হলে তাওয়াফের মাঝে থামা অথবা তাওয়াফের মাঝে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। যদি বেশি সময় ক্ষেপন করে ফেলেন তবে আবার পুনরায় নতুন করে তাওয়াফ শুরু করবেন।

- ✪ কয়টি চক্কর শেষ করেছেন, ৩টি না ৪টি! এমন যদি মনে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে কমসংখ্যক ৩টিকে সঠিক ধরে তাওয়াফ চালিয়ে যাবেন। ৭ চক্কর এর ১ চক্কর কম হলে তাওয়াফ সম্পূর্ণ হবে না। দলবদ্ধভাবে থাকলে যিনি তাওয়াফের সংখ্যার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবেন তার কথায় আস্থা রেখে তাওয়াফ করা।
- ✪ মহিলারা হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করবেন না। বেগানা পুরুষদের থেকে সতর্ক থেকে ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তাওয়াফ করতে চেষ্টা করবেন। যদি স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে মহিলারা ঔষধ খেয়ে ঋতু বন্ধ করে তাওয়াফ/উমরাহ করতে পারেন। কোন কোন মহিলার ঋতু বন্ধ হওয়ার পরও রোগজনিত কারণে লাল, হলদে বা মেটে রংয়ের রক্ত অনিয়মিতভাবে বের হতে থাকে। এটা রক্তপ্রদর রোগ বা ইস্তিহাদা। এ অবস্থায়ও স্বলাত, সিয়াম, তাওয়াফ করা যাবে।
- ✪ তাওয়াফ করার সময় কোনো স্বলাতের আযান বা ইকামত হলে সঙ্গে সঙ্গে সতর (কাঁধ ও শরীর) ঢেকে নিয়ে স্বলাত পড়ে নিবেন এবং পরে যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকে আবার ইদতিবাহ করে তাওয়াফ শুরু করবেন। বেশি সময় ক্ষেপন না করে তাড়াতাড়ি তাওয়াফ শুরু করবেন।
- ✪ সবসময় কাবার দিকে সোজা মুখ করে তাকিয়ে তাওয়াফ না করা। আবার তাওয়াফের সময় কাবার দিকে পিঠ প্রদর্শন করে ঘুরে না থাকা। তবে প্রয়োজনে সাময়িকভাবে উক্ত কাজগুলো হয়ে গেলে সমস্যা নেই।
- ✪ মনে রাখবেন, হজ্জের সময় কাবা ঘরের দেয়ালে আম্বর ও সুগন্ধী দেয়া হয়। সুতরাং কেউ কাবার দেয়াল স্পর্শ বা জড়িয়ে ধরবেন না, কারণ এতে আপনার ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধী লেগে যেতে পারে। মাক্বামে ইবরাহীম এর দেয়ালও স্পর্শ বা জড়িয়ে ধরবেন না।
- ✪ কোন কোন লোকের রোগজনিত কারণে ঘনঘন প্রস্রাব ঝরে ও গুহ্যদ্বার দিয়ে বাতাস বের হয় যা সে বুঝতে পারে না, এমন রোগীর ক্ষেত্রে এগুলো বের হলেও তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। কারণ এটা একটা রোগ এবং এর নিয়ন্ত্রণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। তবে তাওয়াফরত অবস্থায় হুইল চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়া যাবে না। তাওয়াফরত অবস্থায় কোন ক্ষতদিয়ে বা শরীর থেকে যদি রক্ত বের হয় তবে তাতে তাওয়াফের কোন ক্ষতি হবে না।
- ✪ উমরাহ শেষ করে পরবর্তীতে যখন নফল তাওয়াফ করবেন তখন প্রতি তাওয়াফ শেষ করে দুই রাকাআত নফল স্বলাত আদায় করতে হবে এই বিষয়টি মনে রাখবেন। নফল তাওয়াফ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আমল যা অন্য কারো জন্য/পক্ষে বা নামে করা যায় না আবার তাওয়াফ করে কারো জন্য বখশিয়ে দেওয়া যায় না।

মাক্বামে ইবরাহীম ও জমজম পানি

✪ তাওয়াফ শেষে আপনি সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমে পেছনে যেতে পারেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে স্বলাত পড়েছেন। এখানে গিয়ে বলুন:

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"ওয়াত্তাখিযূ মিম মাক্বামি ইবরাহীমা মুসল্লা"।

"ইবরাহীমের দন্ডায়মান স্থানকে ইবাদতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো"।

সূরা-আল বাকারা, ২:১২৫, বুখারী-১৬২৭, ইবনে মাজাহ-২৯৬০

✪ সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করুন। কিন্তু যদি মাক্বামে ইবরাহীমের চারপাশ দিয়ে মানুষজন তাওয়াফ করতে থাকে তবে তাদের তাওয়াফে বাধা না দিয়ে মসজিদুল হারামের যে কোনো স্থানে দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করুন। এ স্বলাতের প্রথম রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-ইখলাস পড়া **সুন্নাত**। তিরমিযী-৮৬৯

✪ এই দুই রাকাআত স্বলাত ওয়াজিব নাকি সুন্নাত তা নিয়ে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আরেকটি বিষয়, মাকরুহ সময় পরিহার করে এই স্বলাত আদায় করা উত্তম। এই স্বলাতের পর দুই হাত উঠিয়ে দু'আ করার কোন দলীল হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই স্বলাত তাওয়াফের কোন অংশ নয় বরং এটি একটি আলাদা স্বতন্ত্র ইবাদত। বুখারী-১৬১৬, ১৬২৩, ১৬২৮

✪ মসজিদুল হারামে স্বলাত পড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে, পুরুষ নারী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বা পুরুষ সরাসরি নারীর পেছনে দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় না করা। এমন করা জায়েয নয়।

মাক্বামে ইবরাহীম

- ✪ এবার জমজম কুপের পানির ট্যাপ বা কন্টেইনারের কাছে গিয়ে একটু পানি পান করুন এবং কিছু পানি মাথায় ঢালুন। এখানে জমজমের পানি দাঁড়িয়েই পান করুন, কারণ এভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পান করেছেন এবং তিনি মানুষদের সাথে কথা বলছিলেন। জমজমের পানি কয়েক ঢোকে পান করা উত্তম। খুব তীব্র ঠান্ডা পানি পান না করে নরমাল (Not cold) পানি পান করুন। নাসাঈ-২৯৬৪
- ✪ জমজম কুপের পানি পবিত্র পানি। পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম পানি। আল্লাহর ইচ্ছায় কিয়ামত পর্যন্ত এই পানি প্রবাহমান থাকবে। বিগত ৪০০০ বছরে এর পানির স্তর বিন্দু পরিমান নিচে নেমে যায় নি। এই পানি ক্ষুধা নিবারক ও রোগের শেফা করে। জমজমের পানি পান করার আগে মনে মনে দু'আ ও উপকার লাভের আশায় পান করলে তা অর্জিত হবে ইনশা-আল্লাহ। ইবনে মাজাহ-৩০৬২
- ✪ এবার সাঈ করার জন্য সাফা পাহাড়ের দিকে রওনা হোন।

জমজম পানি

৯ তাওয়াফের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ'আত ৬

- ✖ অনেকে মনে করেন তাওয়াফের জন্য গোসল করা বাধ্যতামূলক।
- ✖ মহিলাদের কোন স্পর্শ যাতে না লাগে সেজন্য মোজা পরা বা একজাতীয় সেন্ডেল পরা অথবা হাত আবৃত করা।
- ✖ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ স্বলাত পড়া।
- ✖ হাজরে আসওয়াদে তাওয়াফের তাকবীরের সময় উভয় হাত উঁচু করা এবং শব্দ করে হাতে চুমু খাওয়া অতঃপর হাত কপালে ও বুকে স্পর্শ করা।
- ✖ ৭ চক্করের জন্য ৭ টি আলাদা আলাদা দু'আ মুখস্থ করে পাঠ করা।
- ✖ সম্মিলিত বা দলবদ্ধভাবে তাওয়াফ করার সময় দলনেতার নেতৃত্বে জোরে জোরে পুরুষ ও মহিলা একসাথে দু'আ পাঠ করা।
- ✖ প্রচলিত যয়ীফ হাদীস; (আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিন ১২০টি রহমত নাযিল করেন। ৬০ টি তাওয়াফকারীদের জন্য..)
- ✖ ইয়েমেনী কর্ণার স্পর্শ করার সময় রুমাল বা কাপড়ের নিচ প্রান্ত ধরে স্পর্শ করা

- ✖ কালো পাথর স্পর্শ করার সময় বলা; (হে আল্লাহ আপনার প্রতি বিশ্বাস থেকে এবং আপনার গ্রন্থের সত্যায়ন থেকে..)
- ✖ কালো পাথর স্পর্শ করার সময় বলা; (হে আল্লাহ আমি আপনার থেকে গর্ব ও দারিদ্র এবং দুনিয়া ও আখিরাতের অমর্যাদা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)
- ✖ তাওয়াফ করার সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা (স্বলাতের মত করে)।
- ✖ কাবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলা; (হে আল্লাহ, এই ঘর আপনার ঘর এবং এই পবিত্র এলাকা আপনার, এর নিরাপত্তার দায়িত্বও আপনার..) এবং এরপর মাক্বামে ইবরাহীমে দিকে নির্দেশ করে বলা; (এটা তার স্থান যিনি জাহান্নামের আগুন থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।)
- ✖ রমল করার সময় এই দু'আ পাঠ করা বাধ্যতামূলক মনে করা; (হে আল্লাহ একে আপনি কবুল হজ্জ হিসেবে গ্রহণ করুন, সকল গুনাহ মাফ করে দিন।)
- ✖ ক্যামেরা হাতে নিয়ে তাওয়াফ করা ও ভিডিও করা। তবে মোবাইল বা ট্যাব হাতে নিয়ে কুরআন বা দু'আ পড়লে আপত্তি নেই।
- ✖ শেষের চার তাওয়াফের সময় এই দু'আ পাঠ করা আবশ্যক মনে করা; (হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা ও দয়া করুন, ক্ষমা করুন যা আপনি জানেন।)
- ✖ শামি কর্ণারে ও ইরাকী কর্ণারে চুম্বন করা বা হাত দিয়ে স্পর্শ করা।
- ✖ কাবা ঘর ও মাক্বামে ইবরাহীমের দেয়াল জামা-কাপড় দিয়ে মোছা বা হাত বুলানো ফযীলত ও বরকতের আশায়।
- ✖ যয়ীফ হাদীস; (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতাগণ তাওয়াফকারীদের অভিনন্দন জানান।)
- ✖ বৃষ্টির মধ্যে এই উদ্দেশ্য তাওয়াফ করা যে সকল গুনাহ পানিতে ধুয়ে যাবে।
- ✖ অপরিষ্কার কাপড় বলে তাওয়াফ থেকে বিরত থাকা এবং জমজমের পানি দিয়ে গোসল করা পাপ মোচনের আশায়। কবরের আযাব থেকে বাঁচার প্রত্যাশায় জমজমের পানি দিয়ে ইহরামের কাপড় ধুয়া।
- ✖ জমজমের পানি পান করার পর অবশিষ্ট পানি আবার জমজম কুপে ফেলে বলা; (হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ভরণপোষণের পর্যাপ্ত যোগান, দরকারি জ্ঞান এবং সকল ধরনের রোগ থেকে উপশম কামনা করছি।)
- ✖ বরকত লাভের আশায় জমজমের পানিতে দাড়ি, কাপড় ও টাকা ভিজানো।
- ✖ অনেক ঢোকে জমজমের পানি পান করা এবং প্রতি ঢোকে কাবার দিকে তাকানো
- ✖ একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন; আল্লাহ তাআলা কাবার ভিতরে অবস্থান করেন না বা আমরা মুসলিমরা কাবা ঘরের উপাসনা করি না বা কাবা থেকে কোন বরকত-ফয়েজ হাসিল করা যায় না। কাবা হচ্ছে 'কিবলা' - যা মুসলমানদের ইবাদতের দিক নির্ণায়ক। আমরা মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে ঐক্কের লক্ষ্যে কাবার দিকে মুখ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি।

সাঈ'র তাৎপর্য

- সাঈ অর্থ; সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে হাঁটা বা দৌড়ানো।
- কাবা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সাফা পাহাড় এবং পূর্ব-উত্তর দিকে মারওয়া পাহাড় অবস্থিত। এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সাঈ করার স্থানকে মাস'আ বলা হয়। দুই পাহাড়ের উপর গম্বুজ নির্মিত আছে।
- বেজমেন্ট/প্রথম তলা/দ্বিতীয় তলা/ছাদের উপরও প্রয়োজনে সাঈ করা যায়। তবে সাফা মারওয়ার মাস'আ এলাকার বাইরে দিয়ে সাঈ করা যাবে না।
- প্রাচীন সাফা ও মারওয়া পাহাড় কাঁচের ঘেরা দিয়ে সংরক্ষিত আছে। সাঈ করার সময় এই পাহাড় দেখা যায়। সাঈ'র সময় দু'আ কবুল হয়।
- হাজেরা (আলাইহাস সালাম) ও ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) এর ইসলামি ইতিহাসের স্মরণে সাঈ করা। এটা আল্লাহ তাআলার প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, সংগ্রাম ও ধৈর্য্যের সাদৃশ্য ঘটায়।
- পায়ে হেঁটে অথবা হুইল চেয়ারে করে সাঈ করা যাবে। হুইল চেয়ারে সাঈ করার জন্য মাঝখানে একটি রাস্তা নির্ধারণ করা আছে। সাঈ করার জন্য ওযু করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে মুস্তাহাব। সাঈ করার মধ্যবর্তী স্থানে একটি সবুজ আলো চিহ্নিত স্থান আছে যেখান দিয়ে শুধু পুরুষদের দ্রুত হাঁটতে হয়।
- তাওয়াফের পরপরই সাঈ করতে হবে। তাওয়াফের আগে সাঈ করা যাবে না। কেউ ভুলে আগে সাঈ করে ফেললে উমরাহর ফরজের ধারাবাহিকতা নষ্ট করার কারণে উমরাহ বাতিল হয়ে যাবে।
- সাঈ করার সময় সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে অথবা মারওয়া থেকে সাফা পাহাড়ে গিয়ে কিছুটা বিশ্রাম করা অনুমোদিত, এমনকি সেটা যদি সাঈ করার মধ্যবর্তী অবস্থায়ও হয়। মাঝে জমজমের পানিও পান করা যাবে।
- প্রথমে সাফা পাহাড় থেকে শুরু করে সোজা মারওয়া পাহাড়ে হাঁটা শেষ হলে এক পাল্লা বা দূরত্ব গণনা করা হয়। আবার মারওয়া পাহাড় থেকে সাফা পাহাড় হাঁটা শেষ হলে দুই পাল্লা বা দূরত্ব গণনা করা হবে। সাঈ সম্পন্ন করার জন্য এভাবে সাত পাল্লা হাঁটতে হবে অর্থাৎ সপ্তম পাল্লা শেষ হবে মারওয়া পাহাড়ে।
- ঋতুবতী মহিলারা সাঈ করতে পারবেন, কারণ সাঈ এলাকা মসজিদুল হারামের কোনো অংশ নয়। তবে মসজিদুল হারামের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না। সাঈ করা উমরাহর একটি **ফরয** কাজ। বুখারী-১৬৪৩

কাজ	হতে	পর্যন্ত	প্রতি আবর্তন ও সর্বমোট দূরত্ব (আনুমানিক)
সাঈ	সাফা পাহাড়	মারওয়া পাহাড়	০.৪২ কি.মি ও ২.৯৪ কি.মি

সাঈ'র পদ্ধতি

- সাঈ করবেন এই মর্মে মনে মনে নিয়ত বা ইচ্ছা পোষণ করুন। সাঈ করতে যাবার পূর্বে হাজরে আসওয়াদ পাথর 'ইস্তিলাম' (চুম্বন-স্পর্শ) করা উত্তম তবে ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে কোন সমস্যা নেই, সরাসরি সাফা পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে পড়ুন। তবে এ সময় হাজরে আসওয়াদ পাথরের দিকে হাত তুলে ইশারা করা বা তাকবীর বলার কোন বিধান নেই। নাসাঈ-২৯৭৪
- সাফা পাহাড়ে যতটুকু সম্ভব উঠে বা কাছাকাছি পৌঁছে এই দু'আটি শুধুমাত্র এখন একবারই পড়ুন: সূরা-আল বাকারা, ২:১৫৮, তিরমিযী-৮৬২, নাসাঈ-২৯৭৪

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ

"ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আয়িরিল্লাহ"।

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম।"

- এবার কাবা ঘরের দিকে মুখ করে মুনাজাত করার মত দুই হাত উঠিয়ে এই দু'আটি তিনবার পাঠ করুন: নাসাঈ-২৯৭১

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ – لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ –

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ - أَنْجَزَ وَعْدَهُ -وَنَصَرَ عَبْدَهُ

وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হামদু,
ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমিতু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, আনজাযা ওয়াদাহু
ওয়া নাসারা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু"।

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান। তিনি একক,
তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।
তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সর্বশক্তিমান।
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই।

তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং দুষ্কর্মের সহযোগীদের পরাস্ত করেছেন"। নাসাঈ-২৯৭৪

✪ পদ্ধতি এমন হবে যে, প্রথমে তিন তাকবীর দিবেন অতঃপর উক্ত দু'আটি একবার পাঠ করে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্যান্য আরও কিছু দু'আ করবেন। ফের উক্ত দু'আটি পড়ে আবার অন্যান্য কিছু দু'আ পড়বেন। শেষ আর একবার এভাবে দু'আ পড়বেন। অর্থাৎ তিন বার এভাবে করবেন। নাসাঈ-২৯৭২

✪ দু'আ শেষ করে মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলতে শুরু করুন। এখানে কাবাকে উদ্দেশ্য করে তাওয়াফের মত হাত উঠিয়ে তাকবীর বলা কিংবা হাতের তালুতে চুম্বন করার কোনো নিয়ম নেই। নাসাঈ-২৯৮১

✪ সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ের দিকে হাতের ডানের রাস্তা দিয়ে দলে দলে হাঁটা শুরু করুন। সাঈ করার সময় তাওয়াফের মতো দু'আ করতে পারেন। আপনি ইচ্ছে করলে কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ, যিকর, ইসতিগফার করতে পারেন আপনার নিজের ইচ্ছা মত। আওয়াজ করে, জোরে শব্দ করে বা দলবদ্ধ হয়ে কোন দু'আ পাঠ করার বিধান নেই।

✪ সাফা পাহাড় থেকে কিছু দূর এগিয়ে উপরে সবুজ আলোর লম্বা বাতি দেখবেন। এই সবুজ আলোর জায়গাটুকুতে শুধু পুরুষরা রমল এর মত জগিং করে দৌড়াবেন। সবুজ আলো অতিক্রম করার পর আবার স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন। সাঈ করার সময় যতবারই এই সবুজ আলোর জায়গার মধ্য দিয়ে যাবেন ততবার রমল করবেন। কিন্তু মহিলা এখানে দৌড়াবেন না বরং সবসময় স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন। বুখারী-১৬১৭,১৬৪৯, ইবনে মাজাহ-২৯৮৮

✪ সবুজ আলোর জায়গাটুকুতে দৌড়ানোর সময় এই দু'আটি পড়ুন:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"রাব্বিগফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আ'আযযুল আকরাম"

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বাধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত।" ইবনে শায়বাহ-৩/৪২০, তাবারানী-৮৭০

✪ সাফা থেকে হেঁটে মারওয়া পাহাড় এসে পৌঁছলে ১ পাল্লা বা দূরত্ব সম্পন্ন হল। মারওয়া পাহাড়ে যতটুকু সম্ভব উঠে বা মারওয়া পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আবার কাবার দিকে মুখ করে দুই হাত উঠিয়ে উপরোক্ত বড় দু'আটি ৩বার পড়ুন; ঠিক একই পদ্ধতিতে যেমন সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। শুধু এখন ৩ তাকবীর দিবেন না। এবার পুনরায় মারওয়া থেকে সাফার দিকে হাঁটা শুরু করুন এবং মাঝখানে সবুজ জায়গাটুকুতে দৌড়ে পার হোন। মারওয়া থেকে হেঁটে সাফা পাহাড়ে পৌঁছলে ২ পাল্লা বা দূরত্ব সম্পন্ন হল। এভাবে আরও ৫ পাল্লা সম্পন্ন করার পর মারওয়া পাহাড়ে এসে সাঈ শেষ করবেন। কেউ যদি সাফা

মারওয়ার দুই প্রান্তে গিয়ে কোন দু'আ না পড়ে শুধু ঘুরে চলে আসে তবুও তার সাঈ হয়ে যাবে তবে সে দু'আর সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। নাসাঈ-২৯৮৫

- ✪ সাঈ করার সময় কোনো স্বলাতের ইকামত হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বলাত আদায় করে নিবেন এবং যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকে ফের শুরু করবেন। সাঈ করার সময় প্রয়োজন ব্যতিরেকে কথা না বলাই শ্রেয়। তবে সাঈ করার সময় প্রয়োজনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া বা পাশে নল থেকে জমজম এর পানি পান করা জায়েয। এই বইয়ের শেষে **পৃষ্ঠা : ১৯৯** এ কুরআন ও হাদীস থেকে বেশ কিছু দু'আ সংযোজন করা হয়েছে যা সাঈ করার সময় পড়তে পারেন।

সাঈ (নিচ তলা)

সাঈর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্যনীয়:

- ✪ সাঈ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য নিম্নের ৭টি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক: ১. অন্তরে সাঈর নিয়ত করা, ২. স্বশরীরে সাঈ করা, ৩. প্রথমে তাওয়াফ ও পরে সাঈ করা, ৪. সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় গিয়ে ৭ পাল্লা পূর্ণ শেষ করা, ৫. সাফা ও মারওয়ার পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা, ৬. সাঈ করার স্থানেই সাঈ করা, ৭. জাগ্রত অবস্থায় সাঈ করা। এই শর্তগুলোর কোন একটি ছুটে গেলে সাঈ বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনরায় নতুন করে সাঈ করতে হবে।
- ✪ সাঈ শেষ করে মসজিদুল হারাম এর মধ্য দিয়ে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিয়ে বের হোন এবং নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করুন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিক"।

"হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি"। নাসাঈ-৭২৯

কসর/হলক্ব

- সাঈ শেষ করার পর মাথার সব অংশ থেকে সমানভাবে ছোট করে চুল ছেঁটে (কসর) ফেলতে পারেন। তবে পুরো মাথা মুড়ানো বা সেভ করা (হলক্ব) উত্তম কাজ। টাক মাথার লোকও খালি মাথা ক্ষুর বা ব্লেড দিয়ে সেভ করে নিবে।
- আল্লাহ বলেন, "তোমরা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মাথা মুন্ডন করে ও চুল কেটে নির্ভয়ে অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ কর।" সূরা-আল ফাতাহ; ৪৮:২৭
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হে আল্লাহ, মাথা মুন্ডনকারীদের মাফ করে দাও। সাহাবীরা বললেন, চুল কর্তনকারীদের? তিনি বললেন, হে আল্লাহ, মাথা মুন্ডনকারীদের মাফ করে দাও। তারা বললেন, চুল কর্তনকারীদের? তিনি তৃতীয়বার বললেন, হে আল্লাহ, মাথা মুন্ডনকারীদের মাফ করে দাও। এরপর বললেন, চুল কর্তনকারীদের মাফ করে দাও।" বুখারী-১৭২৮
- মহিলারা সমস্ত মাথার চুল একসাথে ধরে চুলের অগ্রভাগ থেকে ১ ইঞ্চি পরিমাণ চুল কেটে ফেলবে। মহিলাদের মাথা মুড়ানোর (হলক্ব) কোন বিধান নেই।
- উমরাহর সময় কসর/হলক্ব করা **ওয়াজিব**। প্রয়োজনে নিজের চুল নিজে কেটে ফেলা যায়। কিংবা একে অন্যের চুল কেটে ফেলা যায় এক্ষেত্রে চুল কর্তনকারীর চুল আগে কাটা হওয়া লাগবে এমন কোন শর্ত বা নিয়ম নেই। নাসাঈ-২৯৮৭
- হজ্জ নিকটবর্তী হলে উমরাহকারীর জন্য মাথা মুন্ডনের চেয়ে চুল কাটা উত্তম। অতঃপর হজ্জ শেষে মাথা মুন্ডন করে নিবে।
- মসজিদুল হারামের আশেপাশে পুরুষদের অনেক চুল কাটার সেলুন পাওয়া যাবে। ১০-১৫ রিয়াল এর মধ্যে চুল কাটার কাজ হয়ে যায়।
- নাপিতকে ডান দিক দিয়ে চুল কাটা শুরু করতে বলুন। মহিলারা বাসায় একে অপরের চুল কাটাতে পারে বা কোন পুরুষ কোন মহিলার চুল কেটে দিতে পারে
- চুল কাটার মাধ্যমে আপনার ইহরামের সকল নিষেধাজ্ঞা শেষ হলো। এবার ইহরামের কাপড় খুলে ফেলবেন ও গোসল করে নিতে পারেন। আপনার উমরাহও সম্পন্ন হয়ে গেল। এখন আপনি সাধারণ পোশাক পরতে পারেন।
- আল্লাহ তাআলা যে আপনাকে উমরাহ সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেছেন সে জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানান।

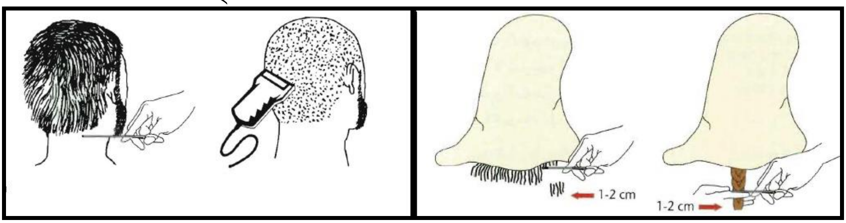

কসর/হলক্ব

সাঈ'র ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ'আত

✖ সাঈর প্রতি কদমে ৭০ হাজার সাওয়াব লেখা হবে এই আশায় ওযু করে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ শুরু করা।
✖ সাফা/মারওয়ার পাহাড়ের কাছে পৌঁছানোর আগেই ঘুরে চলে যাওয়া।
✖ সাঈ করার সময় অনেকে সাফা-মারওয়ার দিকে হাত উঁচু করে দু'আ করেন।
✖ সাফা থেকে নামার সময় নির্দিষ্ট এই দু'আ করা; হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকান্ড রাসূলের সুন্নাত সমর্থিত করে দিন ও দ্বীনের উপর রেখেই মৃত্যু দিন।
✖ সাঈ করার সময় নির্দিষ্ট দু'আ; (হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন এবং আমার যেসব বিষয় আপনি জানেন তা গোপন করুন।)
✖ ১৪ বার চক্কর দিয়ে সাঈ শেষ করা। উমরাহ করে পরে এমনি সাঈ করা।
✖ ঋতুবতী মহিলারা তাওয়াফ না করেই আগে সাঈ করে ফেলা।
✖ সাঈ শেষ করে দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করা।
✖ স্বলাতের ইকামাত হওয়ার পরও সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ চলমান রাখা।
✖ দলের সামনে দলনেতা কর্তৃক দু'আ উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা এবং সে অনুসারে দলের সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে সেই দু'আ পাঠ করা।
✖ একে অন্যের বা নিজেই কাঁচি দিয়ে মাথার বিভিন্ন অংশ থেকে সামান্য কিছু চুল কেটে ফেলা বা চুল বক্সে সংরক্ষণ করে রাখা।
✖ একটি সতর্কতা: তাওয়াফ বা সাঈ করার সময় হুইল চেয়ার থেকে সতর্ক থাকবেন কারণ অনেকে জোরে হুইল চেয়ার চালিয়ে এসে পায়ের পিছনে ঠোকা লাগিয়ে দেন ফলে পা জখম বা কেটে রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উমরাহ করার পর যা করতে পারেন

✪ উমরাহ সম্পন্ন করার পর থেকে হজ্জ এর পূর্ব পর্যন্ত আর কোন হজ্জ বিষয়ক কর্মকান্ড নেই। উমরাহ সম্পন্ন করার পর যতো বেশি পারেন মসজিদুল হারামে ফরয ও নফল স্বলাত আদায় করুন এবং সম্ভব হলে বেশি বেশি নফল তাওয়াফ করুন। তবে আর কোন পৃথক সাঈ করতে যাবেন না। নাসাঈ-২৯৮৬

✪ হজ্জ এজেন্সি একদিন বাসে করে মক্কার নিকটবর্তী কিছু ইসলামিক ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখিয়ে নিয়ে আসবে আবার আপনারা চাইলে গাড়ি ভাড়া করে দূরবর্তী দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখে আসতে পারেন। মহিলারা মাহরাম ছাড়া বাইরে কোথাও একাকী কেনাকাটা বা ঘুরাঘুরি করতে যাবেন না। হজ্জযাত্রীদের তায়েফ, জেদ্দা ও মক্কার সীমানার বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। এসময় ব্যাংক থেকে হজ্জের জন্য হাদীর টিকেট কিনে ফেলতে পারেন।

হজ্জ/উমরাহ সফরে কসর স্বলাতের বিধান

- হজ্জ ও উমরাহযাত্রীদের মাঝে এই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন ও সংশয় দেখা যায় কারণ বিভিন্নজন বিভিন্ন মত দিয়ে থাকেন। বিষয়টি দ্বিমত হওয়ার মতই কারণ কসর স্বলাতের বিষয়ে সকল হাদীসগুলো একত্রিত করে গবেষণা করলে দেখা যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীদের চর্চায় শুধু একধরনের আমল ছিল না। মূল কথা হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথা বা কাজের মাধ্যমে কোন এক প্রকার আমলকে সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করে দিয়ে যাননি। এর মধ্যেই হিকমত নিহিত আছে। প্রায় সব হাদীসগুলোর বর্ণনায় দেখা যায় - সাহাবীরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সফরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কিভাবে স্বলাত/নামায পড়তে দেখেছেন অথবা সাহাবীরা সফরে কেমনভাবে কসর করে স্বলাত পড়েছেন তার বর্ণনা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রত্যেক সফরের স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন।
- কসর স্বলাতের দুটি মূল বিষয় হচ্ছে - দূরত্ব এবং সময়। হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যার দূরত্ব ও বিভিন্ন সময়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। অতএব কোন একটিকে নির্ধারিত করে সেটিই সঠিক এমন কথা বলার অবকাশ নেই। তাহলে অন্য হাদীসগুলোকে অস্বীকার করা হয়ে যায়। ইসলাম মানুষের জন্য কল্যাণকামী ও বাস্তবতামূখী জীবনবিধান। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য দ্বীনকে সহজ করে দিয়েছেন এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার জন্য বলেছেন। একারণেই জমহুর ফকীহ এবং আলেমগণ সুন্নাহর আলোকে এমন মত দিয়েছেন যে - কোন ব্যক্তি দূর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করে তার পরিচিত লোকালয়/অঞ্চল থেকে বের হয়ে যখন যাত্রাপথে অপরিচিত এলাকায় প্রবেশ করবে তখন থেকে সে মুসাফির বলে গন্য হবে এবং কসর স্বলাত তার উপর প্রযোজ্য হবে। এবং সফরকালে কোথাও কিছু দিন অবস্থান করে যদি ফেরত আসার নিয়ত থাকে তবে সে ততদিন মুসাফির হিসাবে গন্য হবে, যদি না সে সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থানের ইচ্ছা পোষণ করে। তবে তার জন্য ভিন্ন কথা রয়েছে। অতএব উক্ত মাসআলার আলোকে যে কেউ সফরে এলাকা ও সময়ের ভিত্তিতে কসর কারার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিস সাওয়াব।
- কসর স্বলাত আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড় যা তিনি বান্দাকে উপহার দিয়েছেন। তাই আল্লাহর উপহার গ্রহণ করা উচিত এবং এক্ষেত্রে বেশি পরহেজগারিতা দেখানো বর্জন করাই হবে একজন মুমিনের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। সফরে ৫ ওয়াক্ত স্বলাতের আগে ও পরের সুন্নাত স্বলাতগুলো বর্জন করাই সুন্নাত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে কখনোই ফজরের পূর্বে দুই রাকাআত সুন্নাত ও এশার পরে বিতর ছাড়া কোন সুন্নাত স্বলাত পড়তেন না। সকল ৪ রাকাআত বিশিষ্ট ফরজ স্বলাতগুলো (যোহর, আসর, এশা) সংক্ষেপ করে ২ রাকাআত পড়েছেন এবং ফজর ও মাগরিব স্বলাত যথারীতি ২ ও ৩ রাকাআত পড়েছেন। তাই সফরে একাকী স্বলাত পড়লে কিংবা

সফরসঙ্গীরা একত্রে জামআত করলে কসর করে পড়া উত্তম। আর যদি কোন মুকিম বা স্থানীয় ইমামের পিছনে জামআতে সামিল হওয়া হয় তবে ইমাম যা পড়ছেন তাই অনুসরণ করতে হবে। মুসাফির অবস্থায় প্রয়োজনে যোহর-আসর কে একত্রিত করে যোহর বা আসরের সময় পড়া যায়। আবার মাগরিব-এশাকে একত্রিত করে মাগবির বা এশার সময় পড়া যায়। এই পদ্ধতিকে 'জামাআন কাসরান' বলা হয়। অবশ্য আমাদের দেশে এর চর্চা খুবই কম লক্ষ্য করা যায়।

- ✪ তবে সফরে চাইলে অন্যান্য নফল স্বলাত সুবিধা ও ইচ্ছামত পড়া জায়েয। সুন্নাত স্বলাত না পড়ার ঘাটতি পূরনের চিন্তা মাথায় রেখে আবার নফল স্বলাত পড়া ঠিক হবে না। যেহেতু উমরাহ ও হজ্জ সচারাচর সফরের মতো নয় বরং এটি ব্যতিক্রমী একটি ফযীলতময় সফর। এই সফরে হারামের মসজিদগুলোতে স্বলাতের নেকীর পরিমান অনেক বেশি সেহেতু হজ্জ ও উমরাহ সফরে আল্লাহর মেহমানগণ সকল সুন্নাত ও নফল স্বলাত পড়তে পারেন ইচ্ছা করলে। এখানে হজ্জ বা উমরাহযাত্রী হয়ে যতদিন অবস্থান করবেন ততদিন মুসাফির অবস্থায় আছেন। এটাই সুন্নাহর আলোকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও উত্তম মত।
- ✪ আমাদের লোকসমাজে ফরজ, সুন্নাত ও নফল স্বলাতের বিষয়ে একটি ব্যতিক্রমী ধারনা বিরাজমান আছে। বিষয়টি একটু পরিস্কার ও সহজ করার প্রয়োজন অনুভব করছি। প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত স্বলাতের ২+৪+৪+৩+৪=১৭ রাকাআত ফরজ স্বলাত হলো মূল স্বলাত যা আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর ফরজ করেছেন। হাশরের মাঠে সর্বপ্রথম এই ১৭ রাকাআত স্বলাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি ঘাটতি পরে তবে অন্যান্য নফল/সুন্নাত স্বলাত দ্বারা পূরণ করা হবে। শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া এই ১৭ রাকাআত স্বলাত মসজিদে গিয়ে জামাআতে পড়া পুরুষদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বা ওয়াজিব। কেউ যদি সারা জীবন কোন সুন্নাত ও নফল না পড়ে শুধু এই ১৭ রাকাআত ফরজ স্বলাত পড়ে এবং তা কবুল হয় তবে হাশরের মাঠে সে স্বলাতের হিসাবে পার পেয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ। অনেকেই স্বলাত পড়ে না এই চিন্তায় যে স্বলাতে গেলে কত সময় লাগবে ফরজ, সুন্নাত ও নফল স্বলাত পড়তে। অনেকে বলে, এশার স্বলাত নাকি ১৫/১৭ রাকাআত ! এতো স্বলাত কষ্ট করে পড়ার চিন্তায় স্বলাতই বাদ দিয়ে দিয়েছে। অথচ কেউ যদি একটু বুঝাতো যে ৪ রাকাআত ফরজ স্বলাতটুকু পড়লেই পার পেয়ে যাবে তবে এই দেশের মসজিদগুলোতে নামাযীর সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পেত। আফসোস...। এই ১৭ রাকাআত স্বলাত জামআতে পড়তে সর্বোচ্চ ৪৫ মিনিট লাগে মাত্র। অর্থাৎ ২৪ ঘন্টার মধ্যে আল্লাহর (স্বলাতের) জন্য বরাদ্দ মাত্র ৪৫ মিনিট সময়। আমরা কি দিচ্ছি এই সময় আল্লাহকে !? কেমন কৃতজ্ঞ বান্দা হলাম তবে আমরা !?

- এই ১৭ রাকাআত ফরজ বাদে বাকি সকল স্বলাত হলো ঐচ্ছিক বা নফল স্বলাত। অর্থাৎ স্বলাত পড়লে নেকী, না পড়লে কোন গুনাহ নেই। বিতর স্বলাতের বিষয় নিয়ে যদিও কিছু মতভেদ আছে। মূল কথা হলো, ফরজ স্বলাত বাদে সকল স্বলাতের নাম হলো 'নফল' আর কিছু নফল স্বলাতের গুরুত্বের কারণে তার মান হলো 'সুন্নাত'। ৫ ওয়াক্ত স্বলাতের আগে ও পরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সচারাচর যে ১২ রাকাআত স্বলাতগুলো সবসময় পড়তেন সেগুলো আমরা সুন্নাত হিসাবে জানি। অনেকে সুন্নাতে রাতেবা বা সুন্নাতে মুআক্কাদা ইত্যাদি নামে ডেকে থাকেন। এই স্বলাতগুলোর গুরুত্ব ও ফজিলতের কারণে এর মান বৃদ্ধি পেয়েছে তাই সুন্নাত নামে ডাকা হচ্ছে কিন্তু স্বলাতটি মূলত ঐচ্ছিক বা নফল। মূল কথা হলো সকল সুন্নাত স্বলাত হলো নফল স্বলাত আবার সকল নফল স্বলাতই সুন্নাত, কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পালন করা প্রতিটি আমলই হলো তাঁর সুন্নাত। শেষ কথা; সুন্নাত ও নফল দুটি আলাদা স্তরের স্বলাত নয়, বরং একই স্তরের যা মূলত নফল।
- আল্লাহর তাআলার নিকটবর্তী হওয়ার এবং আমলনামাকে সমৃদ্ধ করার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হলো নফল স্বলাত। নফলকে মোটেই কম গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত নয়। বরং বেশি বেশি নফল পড়া উচিত। ইচ্ছাকৃতভাবে নফল বর্জন করে থাকা মোটেই কাম্য নয়। তবে ফরজ এর হক্ব আদায়ের পর সম্ভব হলে নফল পড়তে হবে। সমাজে এমন অনেক নামাযী দেখা যায় যাদের ফরজের খবর নাই কিন্তু তারাবীহর স্বলাত পড়া নিয়ে মহা ব্যস্ত হয়ে যায়। এগুলো হলো আমাদের অজ্ঞতা। আর সকল সুন্নাত বা নফল স্বলাত মসজিদে পড়ার চেয়ে বাড়িতে পড়া অধিক ফযিলতের কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন করতেন।

এক হজ্জ/উমরাহ সফরে একাধিক উমরাহ করা

- এই বিষয়টি নিয়েও বর্তমান সময়ে হজ্জযাত্রীদের মাঝে অনেক প্রশ্ন এবং এর চর্চা দেখা যায়। অনেকে হজ্জ করে দেশে এসে বলেন ৫/৭ টা উমরাহ করেছেন ! আপনি হজ্জে গেলে দেখবেন অনেকে উমরাহ সম্পন্ন করার পর বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নানি, ছেলে, মেয়ের নামে একাধিক উমরাহ করেন আয়েশা মসজিদ গিয়ে ইহরাম করে। আবার কেউ কেউ একই দিনে ২/৩ টি করে উমরাহ করেন। উমরাহ নিঃসন্দেহে একটি নেকীর ইবাদত কিন্তু এমনভাবে গণহারে উমরাহ যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাদের জামানায় কেউ করে থাকেন কিংবা তারা অনুমোদন দিয়ে থাকেন তবে আপনিও নিঃসন্দেহে তা করতে পারেন।
- কিন্তু সকল হাদীসগ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে এক সফরে একাধিক উমরাহ করার কোন নথী খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী হজ্জ সফরে এসে আয়েশা মসজিদ গিয়ে উমরাহ করেছেন এমন কোন দলিল পাওয়া

যায় না। বরং তামাত্তু হজ্জকারীদেরকে উমরাহ আদায়ের পর হালাল (সাধারণ পোশাক পরে) অবস্থায় থাকতে বলা হয়েছে হজ্জ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। তাই উচিত হবে এক সফরে অন্যের জন্য নফল উমরাহ করার নিয়ত বা উদ্দেশ্যে হারামের অথবা মীকাতের সীমানার বাইরে না যাওয়া। বরং বেশি তাওয়াফ করাই উত্তম। দেখা গেছে এমন একাধিক উমরাহ পালন করতে গিয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন হজ্জের পূর্বে। তখন হজ্জ সম্পাদন করাটাই কষ্টকর হয়ে যায়।

- ✪ সাহাবায়ে কেরাম কখনই এক সফরে একের অধিক উমরাহ করেন নাই তবে তাঁরা বছরে একাধিকবার উমরাহ পালন করতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনে ৪ বার উমরাহ পালন করেছেন। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা) বছরে ৩টি পর্যন্ত উমরাহ করেছেন।
- ✪ এক হাদীসে এসেছে, "তোমরা পরস্পর হজ্জ ও উমরাহ আদায় করো। কেননা এ দুটি দারিদ্রতা ও গুনাহ বিমোচন করে দেয়।" সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এক উমরাহ আদায়ের পর তাদের মাথার চুল বড় হয়ে কালো হয়ে যাওয়ার পর আবার উমরাহ করতেন, তার আগে করতেন না।
- ✪ অপর এক হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা) হজ্জের পর উমরাহ আদায় করেছিলেন কারণ তিনি হায়েজ অবস্থায় ছিলেন হজ্জের পূর্বে। তখন তিনি আগে উমরাহ করতে পারেন নাই। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে হজ্জের পর উমরাহ করার অনুমতি দেন। এ থেকে বুঝা যায় হজ্জের পর উমরাহ পালন করা যায় তাও শুধুমাত্র বিশেষ কারণে মহিলাদের জন্য। বুখারী-১৫১৮
- ✪ অপর একটি বিষয় হলো বর্তমানে হজ্জ সফরের অংশ হিসাবে প্রায় সকলে মদিনায় যান আবার মদিনা থেকে মক্কায় ফেরত আসেন বা অনেকে তায়েফ ঘুরতে যান আবার মক্কায় ফেরত আসেন। আর শুধু উমরাহযাত্রীরা সৌদিআরবের অন্যান্য জায়গায় ঘুরতে যেতে পারেন জেনারেল অথরিটি ফর ট্যুরিজম অ্যান্ড ন্যাশনাল হেরিটেজ ইন কিংডম অব সৌদি আরাবিয়ার অনুমোদিত ট্রাভেল অপারেটরের মাধ্যমে এবং তারা আবার অনেকে মক্কায় ফেরত আসেন। এমন ক্ষেত্রে কেউ চাইলে একটি নফল উমরাহ করতে পারেন কারণ যেহেতু এই ঘুরতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল উমরাহ করার জন্য নয় বরং সাধারণ ঘুরতে যাওয়া বা কোন স্থান যিয়ারতের উদ্দেশ্যে। তাই মক্কায় ফেরত বা প্রবেশ করার সময় নিকটবর্তী মীকাত সীমানা থেকে ইহরাম করে অপর একটি উমরাহ করার বিষয়ে অধিকাংশ উলামা জায়েয মত দিয়েছেন। আবার প্রয়োজনে ইহরাম না করে (যদি উমরাহ করার নিয়ত না থাকে) মক্কায় প্রবেশ করার বিষয়েও উলামারা মত দিয়েছেন, যাতে কোন গুনাহ হবে না তবে ইহরাম করে প্রবেশ করে একটি উমরাহ করা উত্তম। এক্ষেত্রে হজ্জ সফরে এসে করা প্রথম উমরাহটি হজ্জে তামাত্তুর উমরাহ হিসাবে বিবেচিত হবে। পরবর্তী উমরাহগুলো স্বতন্ত্র নফল উমরাহ বলে গণ্য হবে। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিস সাওয়াব।

স্বলাতীর সুতরা বিষয়ে ধারনা

- মক্কা ও মদীনার মসজিদ দুটিতে লক্ষ্য করা যায় মানুষজন অবলীলায় স্বলাতীর মুসল্লা/জায়নামায ও সুতরার মধ্য দিয়ে চলাফেরা করছে। অবশ্য যাদের সঠিক জ্ঞান আছে তারা সতর্কতার সাথে চলাফেরা করেন যদিও বেশিরভাগ মানুষই বেখেয়াল এবং অজ্ঞ। একটি দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে হারামাইনের মসজিদ দুটিতে বিশাল জনসমাগমের কারণে অনেকে স্বলাতীর মুসল্লা/সুতরার মধ্য দিয়ে চলাফেরা করাকে শিথিল ভাবছেন। আমাদের দেশ থেকে যারা প্রথম উমরাহ বা হজ্জ করতে যান তাদের কাছে বিষয়টি অবাক করার মতো এবং খারাপ মনে হয়। কারণ আমাদের দেশে আমরা শিরক, কুফরী, বিদআত, সুদকে যত না ভয় পাই ও গুনাহের কাজ মনে করি তার চেয়ে বেশি মসজিদে নামাযীর সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়াকে মহা পাপ মনে করি এবং তা এড়িয়ে চলি। অবশ্য সকল ছোট-বড় গুনাহের কাজকে এড়িয়ে যাওয়াই মুমিনের কর্তব্য। তবে ইসলাম যেখানে যতটুকু সর্তকতার কথা বলেছে সেখানে ততটুক সর্তকতা অবলম্বন করাই যথেষ্ট। অনেক সময় অতি সর্তকতা/ পরহেজগারীতা ইসলামের সহজ ও সাধারণ বিষয়কে কঠিন করে ফেলে।
- একজন স্বলাতীর দন্ডায়মান অবস্থা থেকে তার সামনে তিন হাত পরিমান জায়গা (সিজদা পর্যন্ত) হলো তার স্বলাতের মুসল্লা। এই জায়গাটুকুর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার বিষয়ে নিষেধ আছে। এর বাইরে সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে ইনশা-আল্লাহ গুনাহ হবে না এবং স্বলাতীর জন্য স্বলাতে বাধা ও মনসংযোগের কোন ব্যাঘাত হবে না কারণ স্বলাতীর দৃষ্টি থাকে তার সিজদার জায়গা পর্যন্ত এবং স্বলাতের সকল কাজ সিজদার জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ। নাসাঈ-৭৪৯
- জামআতের স্বলাতে ইমামের সুতরাই সকল মুকতাদীর সুতরা। অর্থাৎ জামআত চলাকালীন মুসল্লীর মুসল্লার মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলেও কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু যখন কেউ একাকী স্বলাত পড়বে তখন তার দায়িত্ব হবে তার সামনে কিছু সুতরা হিসাবে সেন্ডেল, ব্যাগ, টুপি, কাপড়, কাঠদন্ড দিয়ে নেওয়া। এক্ষেত্রে সুতরা এক হাত/হাফ হাত উচুঁ হওয়া জরুরী নয়। কেউ যদি দেখে বুঝে স্বলাতীর সুতরার মধ্য দিয়ে ইচ্ছাকৃত অতিক্রম করে তবে সে গুনাহগার হবে। তাই সুতরার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে উদ্দত ব্যক্তিকে স্বলাতী হাত দিয়ে প্রয়োজনে বাধা দিবে। আর কেউ যদি ভুলক্রমে লক্ষ্য না করে সুতরার মধ্য দিয়ে চলে যায় তবে তা হয়তো ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। তাই যখন দেখবেন কেউ একাকী স্বলাত পড়ছে তখন চলাফেরার জন্য যতটা সম্ভব বিকল্প পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন অথবা তার সিজদার জায়গার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে চলে যান। ওয়াল্লাহু আয়লামু বিস সাওয়াব। বুখারী-৪৯৩, ৫০৯, মুসলিম-১০২৬, নাসাঈ-৭৫০

মক্কায় দৈনন্দিন আমল

- হজ্জ ও উমরাহ যাত্রীদের জন্য এই বিষয়ে খুব কম গাইড বইয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে। কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ মক্কার এই পবিত্র হারামের জমীনে অবস্থান করা প্রতিটি মুহুর্ত অনেক মূল্যবান এবং প্রতিটি আমল অত্যন্ত দামী। পরে দেশে ফিরে গিয়ে অনেকে আফসোস করেন; হায় হায় কি সময় পার করে আসলাম.. যদি ঐ ঐ আমলগুলো করতাম ! এখানে আল্লাহর কাছে করা দু'আ কবুলের সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং এখানে করা বিবিধ আমলের নেকীও আল্লাহর কাছে অনেক বেশি হিসাবে গৃহীত হবে ইনশা-আল্লাহ। আপনি মক্কায় এসেছেন নেকী শপিং বা আমল কেনাকাটা করার জন্যই ! আর এই শপিং করতে কোন টাকা লাগে না। শুধু জানতে হবে কোথায়, কখন, কি কি আমল করতে হবে। আগেভাগে এগুলো না জেনে গেলে ও প্রস্তুতি না নিয়ে গেলে কিভাবে করবেন এই শপিং ? উমরাহ করতে লাগে মাত্র ২-৩ ঘন্টা আর পরে হজ্জ মূলত ৫/৬ দিন। তো সফরের বাকি দিনগুলো কিভাবে পার করবেন আর কি করবেন ? এই বিষয়ে লক্ষ্য করেছি সাধারণ মানুষজন একদম বেখবর, কোন পরিকল্পনা নাই। একারণেই এই দীর্ঘ অধ্যায় রচনা করেছি যাতে হাজীসাহেবগণ মক্কায় কর্মবিহীন এই অবসর দিনগুলোতে এমন কিছু আমল শিখবেন আর চর্চা শুরু করবেন যাতে বাকি জীবন সেই আমল চর্চাগুলো ধরে রাখতে পারেন। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমিন।
- সাধারণত দেখা যায় বাংলাদেশী হজ্জযাত্রীরা মক্কায় পৌঁছে উমরাহ শেষ করার পর ১০-২০ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। তারপর হয়তোবা মদীনায় যাওয়া হয় অথবা হজ্জ শুরু হয়ে যায়। এই দীর্ঘ সময় মক্কায় অবস্থান করা আমাদের দেশী হজ্জযাত্রীদের বেশিরভাগের চিত্র আগে আপনার সামনে তুলে ধরি। বেশিরভাগ কাফেলা বা মুয়াল্লিম হজ্জযাত্রীদের উমরাহ শেষ করানোর পর সবাই কোন পথ দিয়ে মসজিদে যাবেন, কোথায় বাথরুম টয়লেট আছে, কেউ হারিয়ে গেলে কি করবেন, কোথায় কি কেনাকাটা করবেন এগুলো চিনিয়ে দেন। অতঃপর তারা হাজীসাহেবদের ৩ বেলা খাওয়া-দাওয়া যেন ঠিকমত হয়, মক্কায় জিয়ারার ব্যবস্থা করা, অসুস্থ হয়ে গেলে হজ্জ মিশন অফিস বা হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া, মদীনা যাওয়ার বাস ঠিক করা ইত্যাদি বিবিধ ব্যবস্থাপনায় কাজ করে যান।
- আর হজ্জযাত্রীরা ৫ ওয়াক্ত স্বলাতে দলবেঁধে মসজিদে যান, স্বলাত শেষে হোটেলে ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করেন আর ঘুমান, দেশের আত্মীয়স্বজনদের সাথে ফোনে কথা আর কথা চলে, হোটেল রুমে টিভি দেখা চলে, শপিংমলে ঘোরাঘুরি আর কেনা-কাটা করেন, কেনাকাটায় কে জিতলো আর কে ঠকলো এই নিয়ে গবেষণা চলে, হোটেলে কত রকমের আজগুবি গল্প-গুজব আর গীবত চলে,

রাজনৈতিক গল্প আর নিজের ছেলে-মেয়ে ও বাড়ি-গাড়ির গর্বভরা গল্প চলে, এমনকি পান-জর্দা ও তাস খেলার আসর বসে, হোটেলে মহিলাদের পর্দাবিহীন ঘোরাঘুরি আর অট্ট হাসা-হাসির গল্প চলে, অবাধে পুরুষ মহিলা রুমে যাতায়াত চলে, হোটেলের রুমের এসি কম-বেশি করা নিয়ে মনোমালিন্য চলে, খাওয়া-দাওয়ার মান নিয়ে সমালোচনা চলে, বাথরুম আগে-পরে যাওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে, কাপড় ধুয়া আর শুকানো নিয়ে ঝামেলা চলে, প্রতিদিন ক্লিন সেভ করা আর প্রায় চুলে কালো কলপ করা নিয়ে কথা চলে, ঘুমের সময় অন্যের মোবাইলে ফোন আসলে বিরক্ত লাগে, কেউ টয়লেট-বাথরুম করতে বেশি সময় নিলে মনে রাগ উঠে, হোটেল রুম বা বাথরুম অপরিস্কার ও গন্ধ করে রাখলে এক অপরকে কথা শোনানো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোই হলো বাস্তবতা যার কিছু আপনি নিজে গেলে হয়তোবা ওখানে দেখতে পাবেন।

✪ আর মসজিদের ভিতরে হজ্জযাত্রীদের দেখবেন চিল্লাচিল্লি করে কথা বলে এমনকি অনেকে ঝগড়া করে, ফোনে জোরে জোরে কথা বলে, ফোনে ভিডিও কল দিয়ে মসজিদের ভিতরে ঘোরাঘুরি করে এমনকি তাওয়াফ করে, বল্গাহীনভাবে সেলফি আর ছবি তোলে, মসজিদের ভিতরে যত্রতত্র শুয়ে গভীর ঘুম যায়, প্যান্ট বা পায়জামা টাখনুর নিচে পরিধান করে থাকে, এমন পাতলা সুতি সাদা পান্জাবী পরিধান করে যাতে শরীর দেখা/বুঝা যায়, শরীর/পোষাকের দুর্গন্ধ নিয়ে স্বলাত পড়ে, মসজিদে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষ দেখে, বসে বসে মানুষদের কাবা ঘর তাওয়াফ করতে দেখে, কাবা ঘর সোজা স্বলাতে দাঁড়িয়ে কাবার দিকে তাকিয়ে বা এদিক সেদিক তাকিয়ে স্বলাত পড়ে, চোখ বন্ধ করে স্বলাত পড়ে, মুখ বন্ধ করে অর্থাৎ ঠোঁট না নাড়িয়ে মনে মনে সূরা পড়ে স্বলাত পড়ে, ১০০ কি.মি বেগে স্বলাত পড়ে, মুরগীর ঠোক দেওয়ার মতো রুকু ও সিজদাহ করে অর্থাৎ তা'দিলে আরকান করে না, স্বলাতরত মানুষদের সুতরার মধ্য দিয়ে অবাধে চলাফেরা করে, মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ স্বলাত না পড়ে বসে যায়, জানাযার স্বলাত চলা অবস্থায় জানাযা বাদ দিয়ে সুন্নাত বা নফল স্বলাত পড়ে, বেশিরভাগ মহিলারা জানাযার স্বলাতই পড়ে না, সামনে কাতার খালি রেখে পিছনে দাঁড়ায়, কাতারে ফাঁকা ফাঁকা হয়ে দাঁড়ায়, মসজিদের ভিতরে প্রবেশ না করে সবসময় বাইরের চত্বরে স্বলাত পড়ে, স্বলাতের মধ্যে দৃষ্টি উপরে/আকাশের দিকে তাকায়, স্বলাতের মধ্যে মুখ হা করে বড় করে খুলে এমনকি শব্দ করে হাই তোলে, স্বলাতে দাঁড়িয়ে হাতের আঙ্গুল ফুটায়, স্বলাতে অযথা ও অতিরিক্ত নড়াচড়া এবং কাপড় ঠিক করে, পুরুষরা নোজ মাস্ক পরে অর্থাৎ মুখ ঢেকে ও জামার হাত গুটিয়ে স্বলাত পড়ে, শারীরিক/দাঁড়িয়ে সামর্থ্য থাকা সত্বেও সুন্নাত বা নফল স্বলাত বসে বসে পড়ে, পুরুষ-মহিলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্বলাত পড়ে, তন্দ্রাবস্থায় ও প্রসাব-পায়খানার

চাপ নিয়ে স্বলাত পড়ে, মহিলারা মাথার চুল, গলা ও পা খোলা রেখে স্বলাত পড়ে তথা পরিপূর্ণ পর্দা করে না, কিছু মহিলা ফ্যাশন বোরখা ও টাইট ফিটিং বোরখা পরে, কিছু মহিলা মেকআপ করে ও লিপষ্টিক দেয়, মাথায় স্টাইল করে হিজাব পরে, মহিলাদের গহনা তথা হাতের চুড়ি ও পায়ের নুপুরের শব্দ শোনা যায়, মহিলারা পারফিউম মেখে ঘোরাঘুরি করে ও মসজিদে যায়, অনেকে দৌড় দিয়ে গিয়ে স্বলাতের শুরু ধরে/রুকু ধরে, স্বলাতের মাকরুহ সময়ে নফল স্বলাত পড়তে থাকে, ইকামত হয়ে জামাআত শুরু হয়ে যায় তবুও অনেকে সুন্নাত স্বলাত পড়ে যাচ্ছে, স্বলাতের মধ্যে অনবরত মোবাইল রিং বাজতে থাকে যা বন্ধ করে না, সিজদায় কুকুরের মতো হাত বিছিয়ে সিজদা করে, নাক মাটিতে না লাগিয়ে তথা সাত অঙ্গের মাধ্যমে পরিপূর্ণ সিজদা করে না, ইমামের সিজদায় যাওয়ার তাকবীর শোনার আগেই সিজদার জন্য ঝুকে যায়, স্বলাতে পরে এসে ইমামকে সিজদা অবস্থায় পেলে সিজদায় সামিল না হয়ে ইমামের দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে, ইমামের সালাম ফিরানো শেষ করার আগেই সালাম ফিরিয়ে স্বলাত শেষ করে ফেলে, শর্টকার্ট/অপরিপূর্ণভাবে ওযু করে, প্রসাব করে কুলুক নিয়ে টয়লেটে ৪০ কদম হাঁটাহাটি/লাফালাফি করে, কিবলার দিকে থুথু/পানের পিক ফেলে, মসজিদের চত্তর পার করেই সিগারেট ধরায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোই হলো বাস্তবতা। হজ্জযাত্রীদের সংশোধন ও কল্যাণের জন্যই এই কথাগুলো বলতে হচ্ছে।

✪ এখন উপরের এই ভুল-ক্রুটির বিষয়গুলো হওয়ার কারণ কি ? এক; হজ্জ ও উমরাহ্ সফরের যাবতীয় মানসিক প্রস্তুতি ও বাস্তবতার বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্বে থেকে দিকনির্দেশনা না পাওয়া। দুই; সফরে গিয়ে করণীয় আমল বা সময়কে কাজে লাগানোর বিষয়ে সচেতন না হওয়া এবং তিন; সর্বোপরি ইসলামের সাধারণ মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা। এখন এর জন্য দায়ী কে ? প্রথমত: আপনি নিজে, দ্বিতীয়ত: আপনার কাফেলা। হজ্জে যাওয়ার আগে স্বভাবতই পুরুষরা চাকুরী বা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত মানুষ, আর মহিলারা ঘর-সংসার। কোনমতে দৌড় দিয়ে হজ্জে চলে যায় আর হজ্জ থেকে ফিরে এসেই আবার দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যাওয়ার আগে তেমন কোন মানসিক প্রস্তুতি নেই বা জ্ঞানার্জন নেই এজন্য এসেও কোন পরিবর্তন নেই। এক অন্তরসার শূন্য হলিডে ট্যুর হয়ে গেল। হজ্জ কাফেলার কথা আর কি বলবো ! সবাই তো সার্ভিস-সার্ভিস আর লস-লস বলে কিন্তু ভিতরে ঠিকই লাভের হিসাব করে। লাভ তো অবশ্যই করবে কিন্তু যে মানুষগুলোকে নিয়ে হজ্জে যাওয়া হলো তাদের মানসিক প্রস্তুতি এবং ঈমান, আমল, আখলাক পরিশুদ্ধ করার জন্য কোন কিছুই কি করার ছিল না ! এমন কিছু হজ্জ কাফেলা দেখেছি যারা হজ্জে যাওয়ার পূর্বে হজ্জযাত্রীদের নিয়ে প্রস্তুতিমূলক এক/দুই দিন পুরো দিনব্যাপী তালিম বা প্রশিক্ষণ

দেন এবং পুরো হজ্জ সফরজুড়ে প্রতিদিন বিষয়ভিত্তিক ইসলামি ক্লাস নেন, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব করেন, ক্লাস নোট দেন, হোম ওয়ার্ক দেন এবং সফর শেষে পরীক্ষা নিয়ে পুরস্কার দেন ! ঠিক যেন এক ট্রেনিং প্রোগ্রাম বা শিক্ষা সফর !

- ✪ মক্কায় অবস্থানকালে আমল ও নেকীর কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগীতা করা উচিত। আর এমন সঙ্গীর সাথে থাকা ভালো যে নেক আমল করতে অগ্রগামী ও অন্যকে নেক আমলে উৎসাহিত করে। নেক আমলে প্রতিযোগীতা করা জায়েয যা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন। আপনি যখন জানবেন আপনার রুমের এক ভাই আজকে ৪টা তাওয়াফ করেছেন। তখন আপনি মনে মনে হিংসা করে ভাববেন কাল আমি ইনশা-আল্লাহ ৫টা তাওয়াফ করবো। এই হিংসা করাও জায়েয। এটি আসলে একটি ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে সাহাবীরা এমন কতো আমল নিয়ে হিংসা আর আমলের প্রতিযোগীতা করতেন গোপনে গোপনে। তবে আমল করে এসে সবাইকে বলে বেড়ানো যাবে না তাহলে আবার রিয়া (লোক দেখানো অহংকার/গর্ব) হয়ে যেতে পারে। আর রিয়া থেকে খুব সাবধান, কারণ রিয়া আমলসমূহেকে ধ্বংস করে দেয়। আবার নিজের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য বিবেচনা করে প্রতিযোগীতায় নামতে হবে। সাধ্যের বাইরে বেশি ইবাদত করতে গিয়ে নিজেকে অসুস্থ্য ও ক্লান্ত করে ফেলা যাবে না যেন পরবর্তীতে অন্যান্য ফরজ ইবাদত পালন করা কষ্টকর হয়ে যায়। এমন পরিকল্পনা বা টার্গেট করা উচিত যে; আপনি মক্কায় এই ১০-২০ দিন অবস্থানকালে প্রতিদিন নির্দিষ্ট কিছু আমল করবেন যা সবচেয়ে নেকীপূর্ণ এবং প্রতিদিন ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন।
- ✪ এবার আসুন পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন আমলের কিছু দিকনির্দেশনা বিষয়ে আলোচনা করি:
- ✪ প্রথমত, প্রতিদিন ভোররাতে মসজিদে গিয়ে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল লাইল স্বলাত আদায় করা। মোবাইলে এলার্ম দিয়ে তাহাজ্জুদের আযানের (ফজরের আযানের ১ ঘন্টা আগে) আগে উঠে মসজিদে গিয়ে ২/৪/৬/৮ যে কয় রাকাআত পারেন তাহাজ্জুদ স্বলাত পড়ুন। দেখা যায়, হোটেলের রুমে যে আগে বাথরুম করে ওযু করে পোষাক পরে রেডি হয়ে যায় তিনি তার সঙ্গী সাথীদের রেডি হওয়ার জন্য ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করেন তারপর একসাথে মসজিদে রওয়ানা হন। অথচ এতক্ষণে মসজিদে গিয়ে ২/৪ রাকাআত তাহাজ্জুদ পড়া হয়ে যেত ! তাই অন্যদের জন্য অপেক্ষা না করে নিজের স্বার্থের কথা ভেবে তাড়াতাড়ি একা বের হয়ে যাওয়া উত্তম। আপনারা সকলে মিলে আগেভাগে ঠিক করে রাখতে পারেন মসজিদের কোথায় গিয়ে বসবেন বা পরে একসাথে কোথায় মিলিত হবেন। তবে সাথে অসুস্থ ও দুর্বল সাথী থাকলে একসাথে তাদের সহযোগীতা করে মসজিদে নিয়ে যাওয়া ভালো। উহাও উত্তম নেকী হিসাবে সাব্যস্ত হবে ইনশা-আল্লাহ।

- সকালে মসজিদে যাওয়ার সময় ভালো মতো বাথরুম করে পেট খালি করে যাওয়া উচিত কারণ মসজিদে পরবর্তী ৩-৪ ঘন্টা অতিবাহিত করতে হবে। সাথে ২/৩টি ছোট ৫০০ মিলি পানির খালি বোতল ও শুকনো কিছু খাবার ও ফল যেমন-বিস্কুট, কেক, খেজুর, কলা, আপেল ইত্যাদি নিয়ে যাবেন সাময়িক ক্ষুধা নিবারনের জন্য। খালি বোতল এজন্য নিবেন যেন মসজিদ থেকে ফেরার সময় বোতল ভর্তি করে জমজম পানি নিয়ে রুমে আসতে পারেন তাহলে সবসময় জমজম পানি পান করতে পারবেন। এই খালি বোতল নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি প্রতি ওয়াক্তে স্বলাতের সময় অনুসরণ করলে মক্কায় অবস্থান করা পূর্ণ সময় জমজমের বরকতময় পানি পান করার সুযোগ লাভ করতে পারবেন।
- একটি পরীক্ষিত ও লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো মসজিদে একসাথে পরিচিত কয়েকজন বসলে বা স্বামী-স্ত্রী বসলে গল্প ও অপ্রয়োজনীয় কথা হয় বেশি। মানুষ দেখানো আমল করার সম্ভাবনাও থাকে। তাই কিছু কিছু আমল করার সময় একাকী থাকাই উত্তম। আপনাকে কেউ চিনে না আর আপনিও কাউকে চিনেন না, এতো লোকের মাঝে নিজে যখন একা আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবেন স্বলাতের জন্য বা আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে দু'আ করবেন; দেখবেন এক অন্য রকম অনুভূতি কাজ করবে নিজের মাঝে। তখন ইবাদতে মনোযোগ বেশি দিতে পারবেন। তাই সকালে তাহাজ্জুদের সময় সম্ভব হলে একাকী থাকার চেষ্টা করুন কারণ এই সময়টি বেশি বেশি ইবাদতের জন্য উপযুক্ত।
- জীবনের সবচেয়ে সেরা তাহাজ্জুদ স্বলাত পড়ার চেষ্টা করতে হবে। স্বলাতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিরাত বা বড় সূরা পড়বেন। বড় সূরা মুখস্থ না থাকলে পরপর কয়েকটি ছোট ছোট সূরাই মিলিয়ে ধীরে ধীরে সুন্দর তিলাওয়াত করে পড়বেন। অতঃপর লম্বা ও দীর্ঘ রুকু ও সিজদা করবেন। রুকু ও সিজদার তাসবীহগুলো ৫/৬/৭/৮/৯.. বার করে ধীরে ধীরে পড়বেন। অতঃপর সিজদায় আল্লাহর কাছে যা দু'আ করার আছে, যা চাওয়ার আছে তা করবেন। আরবীতে সম্ভব না হলে প্রয়োজনে সিজদায় মাতৃভাষায় দু'আ করুন যা বিশ্বের অধিকাংশ ফাতওয়া বোর্ড ও আলেমগণ মত দিয়েছেন। সিজদায় দু'আর সাথে একটু চোখের পানি আনার চেষ্টা করুন। অতঃপর বৈঠকে তাশাহুদ ও দরুদের পরে সালাম ফিরানোর আগেও আবার দু'আ করে সালাম ফিরান। ২ রাকাআত তাহাজ্জুদ স্বলাত পড়তে অন্তত ১০-১৫ মিনিট সময় ব্যয় করুন। দেখবেন মনে অনেক প্রশান্তি নেমে আসবে ইনশা-আল্লাহ। একটা বিষয় মনে রাখবেন, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন 'আহসান আমল'; উত্তম/সুন্দর আমল করার জন্য। 'আকসার আমল'; বেশি আমল বলেন নি - কারণ আল্লাহর কাছে কোয়ান্টিটি-র (পরিমান) চেয়ে কোয়ালিটি (গুণমান) পছন্দ। এভাবে ফজরের আজানের আগ পর্যন্ত ২,২,.. রাকাআত করে যে কয় রাকাআত পারেন তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল লাইল পড়ুন।

✪ ফজরের আযানের যখন আর ৫-৭ মিনিট বাকি তখন ১/৩ রাকাআত বিতর স্বলাত পড়ে নিন। এবার যখন আযান শুরু হবে তখন আযানের সাথেসাথে আযানের জবাব দিন। মুয়ায্যিন আযানে যা বলছেন ঠিক তাই বলতে হবে শুধু ‘হাইয়্যা আলাস সালাহ’ ও ‘হাইয়্যা আলাল ফালাহ’ এরপর ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলতে হবে। এই আযানের জবাব দেওয়ার অভ্যাস আজীবনের জন্য গড়ে তুলুন। প্রত্যেক স্বলাতের আযান শুনলেই এরপর থেকে আযানের জবাব দিবেন সাথে সাথে। আমরা দেখা যায় অবজ্ঞায় ও বেখেয়াল হয়ে কথা বলি আযানের সময় অথচ কি বিশাল নেকী ও ফযীলত থেকে আমরা বঞ্চিত হই। আযান শেষ হওয়ার পরপরই স্বলাতের শেষে সচারাচর পাঠ করা দুরূদে ইবরাহীম পাঠ করুন এবং আযানের একটি দু‘আ আছে তা পাঠ করুন। এই দু‘আটি মুখস্থ থাকা জরুরী। দু‘আটি হচ্ছে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَا

نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ.

“আল্লাহুম্মা রববা হাযিহিদ দা‘ওয়াতিত তাম্মাহ, ওয়াস সালা তিল ক্বাইমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাহ, ওয়াব‘আছহু মাক্বামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া‘আদতাহ।” বুখারী-৬১৪।

✪ এবার এই আযানের জবাব ও দু‘আ পড়ার সহীহ ও বিশুদ্ধ ফযীলত শুনুন - রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “তোমরা যখন মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শোন তখন সে যা বলে তোমরা তাই বলো। অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করো। কেননা, যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ প্রার্থনা কর। কেননা ওয়াসীলাহ জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমি হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওয়াসীলাহ প্রার্থনা করবে হাশরের ময়দানে তার জন্য আমার শাফায়াত করা ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) হয়ে যাবে।” মুসলিম-৭৩৫,৭৩৬।

উল্লেখ্য, উক্ত দু‘আর মধ্যে ও শেষে কিছু বাড়তি কথার সংযোজন লক্ষ্য করা যায় যা নিতান্তই দুর্বল ও জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে এবং তা আমলযোগ্য নয়।

✪ এবার ফজরের ফরজ স্বলাতের পূর্বের দুই রাকাআত সুন্নাত পড়ে নিন। উত্তম ও সুন্নাহ হলো সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস দ্বারা এই স্বলাত পড়া। এবার দু‘আ করার জন্য ৫-১০ মিনিট সময় পেয়ে যাবেন ফরজ স্বলাতের আগে। এখন দু‘আ

কবুলের স্পেশাল সময়। মনে রাখবেন, প্রত্যেক স্বলাতের আযান ও ইকামতের মাঝের সময়টি হলো দু'আ কবুলের সময়। এসময়ের দু'আ প্রত্যাখান করা হয় না। এটি শুধু এই মক্কার মসজিদের আযানের জন্য নয় বরং সমগ্র পৃথিবীর যে কোন জায়গার আযান ও ইকামতের মাঝের সময়টি হলো দু'আ কবুলের খুবই ফযীলতপূর্ণ সময়। অথচ এই বিষয়টি আমরা জানিও না আমলও করি না। পাশাপাশি আরও একটি বিষয় বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মহামহিম আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর নিকটবর্তী প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং তিনি ঘোষনা করতে থাকেন; কে আছো এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছো এমন, যে আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছো এমন, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।" বুখারী-১১৪৫। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ নিজে আপনার নিকটবর্তী হয়ে আপনাকে ডাকছেন, আপনি কি তাঁর ডাকে সারা দিবেন না ? আপনি এই যে এতক্ষণ তাহাজ্জুদ পড়লেন আর সিজদায় দু'আ করলেন আর এখন আবার আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন এই পুরো সময়টি জুড়ে আল্লাহ প্রথম আসমানে এসে আপনাকে দেখছেন ও আপনার কথা শুনছেন। ও আল্লাহর মেহমানগণ, এমনভাবে আল্লাহকে ডাকুন যেন তিনি আপনার ডাকে সাড়া দেন। এটাই সময়।

✪ আমরা বাঙালি জাতিরা আসলে ভালোমতো নিজেরা দু'আ করতে জানি না, এটা আমাদের ব্যর্থতা স্বীকার করতেই হবে কারণ আমরা হুজুর ভাড়া করে দু'আ-মুনাজাত করাই আর আখেরী মুনাজাত ধরি। আমরা ভাবি; আমি গুনাহগার বান্দা আল্লাহ হয়তো আমার কথা শুনবে না কিন্তু হুজুরেরা তো আল্লাহওয়ালা মানুষ, তারা আল্লাহর কাছে আমার কথা বললে আল্লাহ শুনবেন ! আমরা নিজেদেরকে অবমূল্যায়ণ করে রেখেছি। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন এই আযান ও ইকামতের মাঝে কতো দেশের কতো সাধারণ লোক বসে কিংবা দাঁড়িয়ে দুই হাত প্রসারিত করে আকাশের দিকে তুলে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে কেঁদে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কিভাবে দু'আ করছে। তারা জানে কখন কিভাবে আল্লাহকে ডাকতে হয়। আমরা বাঙালিরা অবশ্য এসময় স্বলাত শুরু হওয়ার আগে ঝিমায় ঝিমায় একটু ঘুম দিয়ে নেই অথবা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে অন্যদের দু'আ করা দেখি। এই বইয়ের **পৃষ্ঠা নং : ১০৩** এ দু'আর আদব ও সুন্নাহ পদ্ধতি এবং দু'আ কবুলের সময় ও স্থানসমূহ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

✪ এরপর ফজরের স্বলাতের ইকামত হয়ে গেলে যথারীতি ফজর স্বলাত জামাআতের সাথে আদায় করুন। এরপর আবার প্রস্তুতি নিন দীর্ঘ শপিং শুরু করার ! ইমামের সালাম ফিরানোর পরপরই বেশকিছু তাসবীহ, দু'আ ও যিকির আছে সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত যা করতে হবে। এই তাসবীহ, দু'আ ও যিকিরগুলো

এখন থেকে প্রত্যেক ফরজ স্বলাতের সালাম ফিরানোর পরপরই করার অভ্যাস গড়ে তুলুন আজীবনের জন্য। এটাই সর্বোত্তম সুন্নাহ পদ্ধতি। অশেষ নেকী ফযীলত নিহীত আছে এর মধ্যে। এই তাসবীহ, দু'আ ও যিকিরগুলো করতে আনুমানিক ৫-৬ মিনিট সময় লাগবে। এই বইয়ের **পৃষ্ঠা নং : ২১৩** থেকে জেনে নিন প্রত্যেক ফরজ স্বলাতের সালাম ফিরানোর পর কি কি দু'আ ও যিকির করতেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

- এই মাসনূন দু'আ ও যিকির করার মাঝে জানাযার স্বলাত হতে পারে। জানাযা আদায় করে দু'আ ও যিকিরসমূহ শেষ করুন। **পৃষ্ঠা নং : ১০৭** এ জানাযার নামাজের পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। জানাযার পর স্বলাতের বৈঠকের জায়গায় বসেই তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ ও কুরআন তেলাওয়াত করে এবং বেশকিছু সকাল ও সন্ধ্যার যিকির আছে যেগুলো পাঠ করে পার করতে হবে পরবর্তী ১ ঘন্টা সময়। সূর্য পূর্ণ উদয় হওয়া পর্যন্ত এই দু'আ ও যিকির জারি রাখতে হবে। হিসনুল মুসলিম মোবাইল এ্যাপসের যিকর-ঘুম অধ্যায়ের ২৭ নং (সকাল ও বিকালের যিকরসমূহ) ধারাবাহিকভাবে সবগুলো পড়তে পারেন। অথবা "তাফসীরুল উশরিল আখীর মিনাল কুরআনিল কারীম" বইয়ের ১৬৩-১৬৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সকল দু'আ-যিকিরগুলো পড়তে পারেন। **পৃষ্ঠা নং : ২১৬** থেকে জেনে নিন সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত সকাল ও বিকালে পঠিতব্য দু'আ ও যিকিরসমূহ।
- লক্ষ্য রাখতে হবে, সূর্য উদয় হওয়া থেকে শুরু করে ১৭/১৮ মিনিট পর অর্থাৎ সূর্য পূর্ণ উদয় হওয়ার পর ২ রাকাআত যোহা/ইশরাক (নফল) স্বলাত পড়তে হবে। দেখবেন মসজিদে সময়ের ঘড়িতে ইশরাক লিখে সময় দেওয়া আছে। ঐ ইশরাক সময় হলো সূর্য উদয় হওয়ার সময়। তার সাথে আরও ১৭/১৮ মিনিট যোগ করে নিবেন। আপনার সাথে যদি স্বলাতের সময়ের মোবাইল এ্যাপস থাকে তবে তো আর কোন সমস্যা নেই, সহজেই বুঝতে পারবেন।
- অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এই যোহা/ইশরাক স্বলাত তো আগে কখনো পড়ি নাই, স্বলাতের নিয়ত কি পড়বো!? **উত্তর:** নিয়ত পড়ার বিষয় না বরং নিয়ত হলো করার বিষয়। আর কলব বা অন্তরের ইচ্ছাই হলো মূলত নিয়ত। নিয়ত করা ফরজ। প্রত্যেক কাজের ফল নিয়ত (ইচ্ছা/সংকল্প) এর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ আপনার অন্তরের নিয়তের বিষয়ে পূর্ণ অবগত আছেন। বিভিন্ন স্বলাতে বিভিন্ন নিয়ত ও নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে পড়ার বিষয়ে কোথাও কোন একটি হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না কোন হাদীসগ্রন্থে স্বলাতের শুরুতে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়াকে বিশ্বের প্রায় সকল উলামা বিদআত বলেছেন। তাই আপনি শুধু মনে মনে চিন্তা করুন; এখন আমি ২ রাকাআত ইশরাক পড়বো অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিয়ে স্বলাত শুরু করুন। ব্যস হয়ে গেল।

ইসলাম কত সহজ, আর আমরা ইসলামকে কঠিন বানিয়েছি বিভিন্ন মুখস্থ নিয়ত পড়া, জায়নামাজের দু'আ পড়া ইত্যাদি সব নিয়ম বানিয়ে।

- এবার ফযীলত; রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সকাল হতেই তোমাদের প্রত্যেকের শরীরের প্রতিটা অস্থির জন্য সাদাকাহ দেওয়া অবশ্য দায়িত্ব। অতএব প্রতিটা তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বলা সাদাকাহ, প্রতিটা তাহমীদ অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ বলা সাদাকাহ, প্রতিটা তাহলীল অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সাদাকাহ, প্রতিটা তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা সাদাকাহ। নেক কাজের নির্দেশ করা সাদাকাহ। মন্দ কাজের নিষেধ করা সাদাকাহ। আর এসবের পরিবর্তে যোহার দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করে নেওয়া যথেষ্ট।" মিশকাতুল মাসাবিহ-১৩১১। এবার আরও বড় এবং বেশি ফযীলত দেখুন; রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের স্বলাত জামআতে আদায় করে তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিকির করে, তারপর দুই রাকাআত নামায আদায় করে - তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি উমরাহর সাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হজ্জ ও উমরাহর সাওয়াব)।" তিরমিযী-৫৮৬।
- ইশরাক স্বলাত পড়া হয়ে গেলে অতঃপর ১টি নফল তাওয়াফ করার জন্য এখন তাওয়াফের ফ্লোর মাতাফে চলে আসুন। সাধারণত দেখা যায় এশরাকের পর তাওয়াফের ভীড় কম থাকে। এ সময়ে ৭ চক্কর দিয়ে ১টি তাওয়াফ শেষ করতে ৩০-৪০ মিনিট সময় লাগতে পারে। অবশ্য হজ্জ এর সময় নিকটবর্তী হলে তখন ১টি তাওয়াফ করতে ১ ঘন্টাও লেগে যায়। তাওয়াফ একাকী করুন অথবা সাথে মহিলা থাকলে সাথে নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে করুন। মানুষজনের সাথে পাল্লা দিয়ে হেঁটে হেঁটে বা ঠেলা-ঠেলি করে আগে যাওয়ার তাড়না নিয়ে তাওয়াফ না করা উত্তম। প্রশান্তির সাথে দু'আ-যিকির ও তিলাওয়াত করতে করতে স্বভাবিকভাবে হেঁটে হেঁটে তাওয়াফ করুন। তাওয়াফে চোখের পানি নিয়ে আসুন। এই নফল তাওয়াফে কোন ইযতেবা নেই, রমল নেই উমরাহর প্রথম তাওয়াফ করার মতো। শুধুই সাধারণ ভাবে হাঁটা। বাকি তাওয়াফ করার অন্যান্য সকল নিয়ম প্রযোজ্য হবে উমরাহ'র তাওয়াফ করার মতো। তাওয়াফ শেষে ২ রাকাআত নফল স্বলাত পড়তে হবে। এখন যদি শরীরে সামর্থ্য থাকে তবে চাইলে আরও ১/২ টি তাওয়াফ করা যেতে পারে। তাওয়াফ করার নেকী অপরিসীম। দেশে ফিরে এসে স্বলাত অনেক পড়া যাবে কিন্তু এই তাওয়াফ আর করা যাবে না। তাই একটু কষ্ট করে তাওয়াফ করার চেষ্টা করতে পারেন। যেহেতু তখনো তাওয়াফের ফ্লোরে সূর্যের তেমন আলো পড়ে নাই এবং লোকের ভীড় কম থাকে তাই তখনই তাওয়াফ করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এবার তাওয়াফ ও স্বলাত শেষ করে খালি বোতলগুলো জমজমের পানি ভরে নিয়ে এবং

নিজে পেট ভর্তি করে জমজমের পানি পান করে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। এভাবে দৈনন্দিন আমলের সকালের প্রথম পর্ব সম্পন্ন হলো।

- হোটেলে এসে সকালের চা-নাস্তা খেয়ে এবার একটা ঘুম দিন অথবা বিশ্রাম নিন। সম্ভব হলে সকাল ৮.৩০/৯.০০ টার পর ২ রাকাআত যোহা/চাশতের স্বলাত পড়ুন। এরপর আবার সম্ভব হলে সূর্য মধ্যম আকাশে পৌঁছনোর আগে অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার একটু আগে ফের ২ রাকাআত যোহা/আউয়াবিনের স্বলাত পড়ুন। যোহার স্বলাতের ফযীলত বর্ণনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এক স্বলাতের পরে আরেক স্বলাত যার মধ্যবর্তী সময়ে কোন গুনাহ হয়নি, তা ইল্লীয়্যিনে (উচ্চ মর্যাদায়) লিপিবদ্ধ করা হয়।" আবু দাউদ-১২৮৮। এই সুন্নাহ আমলগুলো আমাদের একদম অজানা ও অপ্রচলিত। এই মৃত সুন্নাহগুলো জানুন এবং পালন করে তা জীবিত করুন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাতকে জীবিত করলো এবং লোকেরা তদানুযায়ী আমল করলো, সেও আমলকারীদের সমপরিমান পুরস্কার পাবে এবং তাতে আমলকারীদের পুরস্কার আদৌ হ্রাস পাবে না..।" ইবনে মাজাহ-২০৯।
- যোহরের স্বলাতের সময় মসজিদে প্রবেশ করে আযান না হয়ে থাকলে অবশ্যই ২ রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ স্বলাত পড়ে অতঃপর মসজিদে বসতে হবে। এই সুন্নাহ আমলটির চর্চা আমাদের মাঝে একদম নাই বললেই চলে বরং আমরা এর বিপরীত আমল করি। অর্থাৎ আগে মসজিদে ঢুকে একটু বসি তারপর উঠে স্বলাত পড়ি অথচ এমন করা সুস্পষ্ট হাদীসের বিপরীত কাজ। যে কোন মসজিদে প্রবেশ করলে আগে মসজিদের হক্ব আদায় করে (২ রাকাআত স্বলাত পড়ে) বসতে হবে, এমনটাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ; যদি না কোন ফরজ স্বলাতের ইকামত/জামাআত শুরু হয়ে যায়। এমনকি স্বলাতের মাকরুহ সময়ে ও জুমআর খুতবা চলাকালিন মসজিদে প্রবেশ করা সাহাবীকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ২ রাকাআত স্বলাত পড়ে তারপর বসতে বলেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করে নেয়।" বুখারী-৪৪৪, মুসলিম-৭৩০। অতএব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত হিসাবে এখন থেকে এই চর্চা গড়ে তুলুন বাকি জীবনের জন্য। যদি আযান হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করে যোহরের ৪ রাকাআত সুন্নাত পড়া শুরু করে দেওয়া হয় তবে উক্ত স্বলাত দ্বারাই তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হয়ে যায়। আর আলাদা তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার প্রয়োজন নাই। যোহরের আযান ও ইকামতের মাঝে দু'আ কবুলের সময় হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করা।
- আরও একটি আমল করতে পারেন - তাহিয়্যাতুল ওযুর ২ রাকাআত স্বলাত পড়ুন। এটিও একটি মৃত সুন্নাত। মাঝেমাঝে ওযু করার পর ২ রাকাআত স্বলাত পড়ুন। এসব ছোট ছোট আমলকে মোটেই তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। না জানি

কোন আমলের ওসিলায় আল্লাহ আপনার উপর খুশি হয়ে যান, না জানি কোন আমলের ওসিলায় আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দেন। তাহিয়্যাতুল ওযুর ফযীলত নিয়ে একটি হাদীস শুনুন - রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার অনুরুপ ওযু করে স্বলাতের জন্য মসজিদের দিকে যায় এবং তাঁর মসজিদে যাওয়া যদি স্বলাত ব্যতীত অন্য কোন কারণে না হয় তবে তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" মুসলিম-৪৩৬। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিরাজে করে যখন উর্ধ্বগগণে গিয়ে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন তখন তিনি জান্নাতের ভিতরে বেলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) এর পায়ের হাঁটার শব্দ শুনতে পেয়েছেন। পরবর্তীতে এসে তিনি বেলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি এমন কি আমল করো যার কারণে তোমার পায়ের হাঁটার শব্দ আমি জান্নাতে শুনতে পেলাম। বেলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) বলেছিলেন, আমি তো তেমন ব্যতিক্রমী আমল কিছু করি না, তবে আমি যখন ওযু করি তখন সবসময় ২ রাকাআত তাহিয়্যতুল ওযুর স্বলাত পড়ি।

- ✪ যোহরের স্বলাতের পর হোটেলে ফিরে এসে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে একটু শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে বা সংক্ষিপ্ত ঘুম দেওয়া যেতে পারে। এরপর আসরের স্বলাতের জন্য প্রস্তুতি। এমন প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে একেবারে আসর, মাগরিব ও এশা পড়ে হোটেলে ফেরা হবে। কারণ এই স্বলাতগুলোর মাঝে সময় কম থাকে। প্রতি ওয়াক্তে বারবার হোটেলে যাওয়া আসা করলে যাওয়া-আসাতে অনেক সময় চলে যায়। আর দিনের ২য় পর্বের দৈনন্দিন আমল করার বিষয় আছে। তাই সেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আসরের স্বলাতের সময় বের হতে হবে। আসরের স্বলাতের পর থেকে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ, ইসতিগফার ও কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে এবং **পৃষ্ঠা নং : ২১৬** থেকে সকাল ও বিকালের যিকিরগুলো করে পার করতে হবে পরবর্তী ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময়। বিশেষ করে জুমআর দিন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টুকু দু'আ কবুলের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। এসময় বেশি বেশি দুরূদ পড়ুন ও দু'আ করুন আল্লাহর কাছে। আসর থেকে মাগরিবের মাঝে চাইলে ১টি তাওয়াফও করে ফেলা যেতে পারে যেহেতু এসময় সূর্যের তাপ কমে যায় এবং ভীড় কিছুটা কম থাকে। তবে মাগরিবের পর থেকে তাওয়াফের চাপ বাড়তে থাকে।
- ✪ ইতিপূর্বে হজ্জের পূর্বপ্রস্তুতির সময় বলা হয়েছিল সাথে করে কবীরাহ গুনাহের লিষ্ট করে নিয়ে আসার জন্য। জীবনে করা কবীরাহ গুনাহের বিষয়ে একাকী তাওবা ইসতিগফার করার উত্তম সময় এটি। নিজের গুনাহের বিষয় গোপনীয় রাখতে হবে এবং কারো কাছে তা প্রকাশ করা যাবে না। মক্কায় মদীনায় এবং হজ্জের সময় মিনা ও আরাফায় কবীরাহ গুনাহের থেকে তাওবা ইসতিগফার করবেন। এই বইয়ের **পৃষ্ঠা নং : ১০৫** এ তাওবা ও ইসতেগফারের পদ্ধতির বিষয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

- ✪ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সময় জ্ঞান অন্বেষণে ও পড়াশুনায় ব্যয় করা যেতে পারে। মসজিদের দ্বিতীয় তলার লাইব্রেরীতে অথবা মসজিদের যে কোন জায়গায় বসে কুরআন অধ্যয়ন করা। মসজিদের কিং ফাহাদ গেট (৭৯ নং গেট) এর ডানপাশের সিড়ি দিয়ে উপরে দ্বিতীয় তলায় উঠে গেলে একটি লাইব্রেরী দেখতে পাবেন। সেখানে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রচুর বই, অডিও, ভিডিও দেখতে পাবেন যেগুলো নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করতে পারেন। লাইব্রেরী সকলের জন্য উম্মুক্ত। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা সময় নির্ধারণ করে রাখা আছে। বাংলা বইও আছে বেশ কিছু ওখানে। লাইব্রেরীতে দারুস সালাম প্রকাশনীর বাংলা কুরআন ও হাদীসগ্রন্থসমূহ পেয়ে যাবেন।
- ✪ আগেই অবগত করেছিলাম এই পুরো হজ্জ সফরে টার্গেট রাখতে হবে পুরো কুরআনের অর্থ বুঝে পড়ে খতম দিতে হবে। অতএব সেভাবে প্রতিদিন কয়েক পৃষ্ঠা করে বুঝে কুরআন পড়তে হবে। মসজিদের ভিতরে প্রায় বুক শেলফে মদিনার কিং ফাহাদ প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপানো ২ খন্ডের বাংলা অর্থসহ আবু বকর জাকারিয়া'র সংক্ষিপ্ত তাফসীর দেখতে পাবেন। সেটি নিয়েও পড়তে পারেন। আবার যেসব নতুন সূরা ও দু'আ মুখস্থ করার টার্গেট নিয়ে এসেছেন সেগুলো মুখস্থ করতে পারেন। এছাড়াও মসজিদের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় বাংলা/উর্দু/ইংরেজী/আরবী ভাষায় হালাকা বা আলোচনা হয়। যে ভাষার আলোচনা আপনার বুঝার সামর্থ্য আছে সেখানে বসে কিছুক্ষণ আলোচনা শুনুন। কিছু না বুঝলেও কিছুক্ষণ বসে দেখুন আরবের আলেমগণ কিভাবে ও কেমন আলোচনা করেন। কুরআনের ও দ্বীনের আলোচনায় বসলে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা বেষ্টন করে থাকেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হতে থাকে। অতএব এই সুযোগগুলো গ্রহণ করুন।
- ✪ আসর ও মাগরিবের স্বলাতের পর দেখবেন মসজিদের ভিতরে ও বাইরে বেশ কিছু বুথ থেকে ফ্রি বই ও লিফলেট বিতরণ করছে বিভিন্ন ভাষার। ওখানে গিয়ে শুধু বলুন 'বাংলা'। বাংলা বই থাকলে আপনাকে কয়েক কপি দিয়ে দিবে। বই না থাকলে পরে আবার অন্য সময় গিয়ে খোঁজ করুন। কিছু সুপ্রসিদ্ধ বই "হাজ্জীদের সম্বল", "হিসনুল মুসলিম", "তাওহীদ সংরক্ষণ", "তাওহিদী দূর্গ", "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর আক্বীদা", "হজ্জ, উমরাহ ও মসজিদে রাসূল যিয়ারাহ গাইড" ইত্যাদি পাবেন। "তাফসীরুল উশরিল আখীর মিনাল কুরআনিল কারীম" এই বইটি অবশ্যই সংগ্রহ করবেন। ইসলামের মৌলিক জ্ঞান ও আমলসমূহ ও প্রচুর সহীহ দু'আ পাবেন এই বইটিতে। মক্কা লাইব্রেরী (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথিত জন্মস্থান) থেকে আসর-মাগরিব স্বলাতের পর প্রচুর পরিমানে বই বিতরণ করে। এছাড়াও ওখানে আশেপাশে অনেক বইয়ের দোকানে দারুস

সালাম প্রকাশনীর ছাপানো বাংলায় বেশ কিছু ভালো ভালো বই পাবেন যা ক্রয় করে পড়তে পারেন।

- এশার স্বলাতের পর বিতর স্বলাত পড়বেন না যেহেতু ভোররাতে তাহাজ্জুদ পড়বেন। কারণ বিতর হলো রাতের শেষ স্বলাত যা তাহাজ্জুদ পড়ার পর পড়বেন। এশার পর চাইলে একটা তাওয়াফ করে হোটেলে ফিরতে পারেন। এশার পর অন্তত ১ ঘন্টা তাওয়াফের ভীড় থাকে। এই ভীড়ের মধ্যে তাওয়াফ করে ফেলতে পারেন। সাধারণত এশার পর ধীরে ধীরে সবাই রাতের খাবার খাওয়ার জন্য মসজিদ ছেড়ে চলে যায়। হোটেল কাছাকাছি হলে রাতের খাবার খেয়ে এসে একটা তাওয়াফ করতে পারেন। তখন একদম হালকা পাবেন তাওয়াফের ভীড়। রাতে ঘুমানোর পূর্বে ঘুমানোর সুন্নতি আমল ও বিবিধ যিকির করার মাধ্যমে ঘুমাতে যান যেন রাতের পুরো ঘুমটি ইবাদত হিসাবে পরিগনিত হয়। ঘুমানোর পূর্বের আমলগুলো আপনার জন্য হোম ওয়ার্ক হিসাবে দিয়ে দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, এভাবে যদি অন্তত আপনি দিন অতিবাহিত করার পরিকল্পনা করেন তবে আশা করা যায় আপনি সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং উত্তম আমল দ্বারা দিন অতিবাহিত করেছেন। আমি আপনাকে আরও বেশি আমল করতে নিষেধ করছি না। আপনি যদি সাধ্যমত আরও অন্য কিছু বা বেশি কিছু আমল করতে পারেন তবে অবশ্যই করবেন। সুন্নাহর আলোকে উত্তম পন্থা হলো - কম আমল কিন্তু বিশুদ্ধ আমল এবং প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে করা।
- নিম্নে কিছু ব্যতিক্রমী আমলের কথা উল্লেখ করছি যা করার পরিকল্পনা রাখতে পারেন। যেমন - (১). এক রাত ও এক দিন (২৪ ঘন্টা) মসজিদে ইতেকাফ করতে পারেন। ইতেকাফ এর নিয়তে প্রস্তুতি নিয়ে মাগরিবের আযানের আগে মসজিদে প্রবেশ করে পর দিন মাগরিবের পর মসজিদ থেকে বের হবেন। ইতেকাফকালীন সময়ে অধিক পরিমান সময় নিয়ে মসজিদে অবস্থান করে বেশি বেশি আমল করতে পারবেন। মহিলারাও মসজিদে ইতেকাফ করতে পারেন। (২). সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম বা রোজা রাখতে পারেন। দেখবেন অনেক লোক এই দুইদিন রোজা রাখে এবং মসজিদে মাগরিবের আগে প্রচুর ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়। (৩). স্বলাতুল কুসূফ (সূর্যগ্রহণ) ও খুসূফ (চন্দ্রগ্রহণ) এর স্বলাত পড়া। যদি আপনার সফরের মাঝে কোন গ্রহণ হয় তবে দেখবেন ঐ সময়ে দীর্ঘ ২ রাকত স্বলাত জামাআতে পড়া হয়। ২ রাকাআত স্বলাত পড়তে ৪৫-৬০ মিনিট সময় নিয়ে থাকে সাধারণত। এই স্বলাতের নিয়ম কিছুটা ভিন্ন। এমন বিরল সুন্নাহ পালন করার সুযোগ পেলে অবশ্যই তা গ্রহণ করবেন। আবার ইসতিসকার স্বলাত (বৃষ্টি প্রার্থনা) পড়ার সুযোগ পেলে অবশ্যই পড়বেন। (৪). সামর্থ্য থাকলে একটি চেয়ার বা কয়েক কেজি খেজুর বা কিছু মিসওয়াক কিনে মসজিদের ভিতরে বা বাইরে লোকজনের মাঝে বিতরণ করুন।

এটা একটি সাদাকাহ হিসাবে বিবেচিত হবে। কত লোককে দেখবেন এমন কাজ করছে ওখানে। (৫). জমজম পানি ও টিস্যু বিতরণ করুন তাওয়াফরত বা সাঈরত মানুষদের মাঝে। আপনি গেলেই দেখবেন এমন তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র কাজ করছে কত আল্লাহর বান্দা ওখানে অথচ খোঁজ নিয়ে দেখুন কত বড় পেশাজীবি বা অর্থসম্পদের মালিক সেই মানুষগুলো। (৬). মসজিদ থেকে সংগ্রহ করা অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত বই ও লিফলেট আপনি মানুষের মাঝে বিতরণ করুন। এর মাধ্যমে আপনি দ্বীনের প্রচার ও দাওয়াহর কাজে সামিল হয়ে অশেষ নেকি অর্জন করতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ। (৭). মসজিদে প্রথমবার এসে অনেক বয়স্ক মানুষ দল ছাড়া হয়ে হারিয়ে যায়। দেখা যায় তারা মসজিদে ঘোরাফেরা করে মানুষের কাছে ঠিকানা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এমন কাউকে পেলে যথাসাধ্য তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন। (৮). প্রত্যেক ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। সর্বদা পাক পবিত্রতা অবলম্বনের জন্য ওযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা উত্তম। পরিচিত কি অপরিচিত সকলের সাথে বেশি বেশি সালাম আদান-প্রদান করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। (৯). আপনি দৈনন্দিন যে আমলগুলো করছেন তা অন্যদের শিক্ষা দিন। উদ্দেশ্য হবে আপনি কি আমল করেন তার প্রচার করা না বরং আপনি অন্যদের কোন আমলগুলো এখানে করলে বেশি বেশি সাওয়াব অর্জন করা যাবে সেই বিষয়ে তাগীদ দিবেন। আপনার কাছ থেকে জেনে কেউ উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই আমলগুলো করলে তার করা আমলের নেকীর ভাগ আপনিও পেতে থাকবেন। (১০). দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্মের ক্ষেত্রে কিছু সুন্নাহ আমল ও দু'আ চর্চা শুরু করুন। যেমন - ঘুম থেকে উঠার পর দু'আ, বাথরুম প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ, পানাহারের শুরু ও শেষে দু'আ পড়া, পোষাক পরিধানের দু'আ, ঘর থেকে বের হওয়া ও প্রবেশের সময় দু'আ, হাঁচিদাতা ও শ্রোতার জন্য দু'আ, ঘুমাতে যাওয়ার সময় দু'আ ইত্যাদি। (১১). পাশাপাশি আপনি দৈনন্দিন পড়াশুনার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করছেন তা অন্যদের সাথে শেয়ার করুন, ইসলামের বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করুন। নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও দ্বীনমুখি হওয়ার বিষয়গুলো নিয়ে আপোষে আলোচনা করুন।

✪ উপরোক্ত যে আমলগুলো জানলেন ও করলেন তা শুধু এই কয়দিন মক্কার জন্য নয় বরং হজ্জের সফরে মদিনায় অবস্থান করা দিনগুলোর জন্য এমনকি হজ্জ শেষে বাকি জীবনের দিনগুলোতে এই একই আমলগুলো প্রতিনিয়ত করার জন্য আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করুন এবং দেশে ফিরে এসে আমলগুলো করার বিষয়ে সচেষ্ট হন। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমিন !

দু'আর আদব ও সুন্নাহ পদ্ধতি এবং দু'আ কবুলের সময় ও স্থানসমূহ

- দু'আ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দু'আই ইবাদত। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সকল আবেদন ও চাওয়া ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আর বিষয়ে তাগিদ দিয়ে আরও বলেছেন; ছোট ছোট প্রয়োজন পূরণের জন্য তোমরা আল্লাহর দরজায় কড়া নাড়, এমনকি তা যদি জুতার ফিতা চাওয়ার মত সামান্য বিষয় হয়। দু'আ মুমিনের ভাগ্যকে পরিবর্তন করার একমাত্র হাতিয়ার। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার করা দু'আকে অত্যাধিক পছন্দ করেন। যে আল্লাহর কাছে চায় না আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে মুসলিমই দু'আ করবে, তাতে কোন গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় না থাকলে আল্লাহ তাকে ৩টি জিনিসের কোন একটি অবশ্যই দান করবেন: ১. আল্লাহ হয় তার দু'আ খুব শীঘ্রই কবুল করবেন, ২. তার দু'আ পরকালের জন্য সঞ্চিত করে রাখবেন প্রতিদান হিসাবে, ৩. দু'আয় সে যতটা লাভের প্রত্যাশা করেছিল, তার আমল থেকে ততটা খারাবি দূর করে দেওয়া হবে। আহমদ-১০৭০৯।
- **দু'আর আদব :** আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে খালেস অন্তর দিয়ে দু'আ করা। সুন্নাহ পদ্ধতি অনুযায়ী দু'আ করা। একাগ্রচিত্তে দু'আ করা। সম্ভব হলে ওযু করার পর দু'আ করা। সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায় দু'আ করা। কাকুতি-মিনতী এবং ভয়-ভীতি সহকারে দু'আ করা। একাকী দুই হাত প্রসারিত করে তুলে দু'আ করা। মৃদু-নমনীয় স্বরে দু'আ করা। কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা। হাদীসে যেসব দু'আ ৩ বার করে করতে বলা হয়েছে সেগুলো ৩ বার পুনরাবৃত্তি করা। ছোট-বড় সবকিছুই আল্লাহর কাছে চাওয়া। আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকৃতি দেওয়া। আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ বা নিজের কোন নেক আমলের ওসীলায় দু'আ করা। দু'আ কবুল হবে এমন আস্থা রাখা। বারবার দু'আ করা ও দু'আ পুনরাবৃত্তি করা।
- **দু'আর পদ্ধতি :** প্রথমত; দু'আর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও বড়ত্বের কথা বলা, আল্লাহর তাওহীদের স্বীকৃতি দেওয়া এবং আল্লাহর গুনবাচক কিছু নাম দিয়ে আল্লাহকে ডেকে দু'আ শুরু করা উত্তম। যেমন - সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু করা ভালো। অথবা বলা - "সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।" এরপর কালেমা শাহাদাত (আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) বা কালেমা তাওহীদ (লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহদাহু, লা শারীকালাহু, লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর) পাঠ করা। অতঃপর আল্লাহর স্বীকৃত ৯৯টি নামের

মধ্যে কিছু নাম যেমন - ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া রাজ্জাক, ইয়া গাফফার, ইয়া রব্বাল আলামিন ইত্যাদি বলা।

- ✪ দ্বিতীয়ত; এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দুরূদ পাঠ করা। উত্তম হলো দুরূদে ইবরাহীম পাঠ করা যা আমরা স্বলাতে পাঠ করি।
- ✪ তৃতীয়ত; নিজে গুনাহগার ও নাফসের উপর জুলুমকারী তা স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ছোট ও নত হওয়া। যেমন বলা - "রব্বানা জ্বলামনা আন ফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়াতার হামনা লানা কুনান্না মিনাল খ্বসিরিন।" অথবা বলা- "আস্তাগফিরুল্লাহ হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, ওয়া আতূবু ইলাইহ।" বা দু'আ মাসূরা পড়া - আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী জুলমান...।
- ✪ এরপর নিজের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং আল্লাহর কাছে যাবতীয় আকাংক্ষার বিষয় চাওয়া। প্রথমে নিজের জন্য অতঃপর পিতা-মাতা ও পরিবার, অতঃপর আত্নীয় ও প্রতিবেশী, অতঃপর সমাজ, রাষ্ট্র এবং পরিশেষে পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য দু'আ করা। শুধু দুনিয়া বা আখিরাতের জন্য নয় বরং উভয় জগতের জন্য দু'আ করা। ভান করে হলেও দু'আর সময় চোখের পানি নিয়ে আসার চেষ্টা করা। দু'আর শেষ প্রান্তে এসে আবার দুরূদ পাঠ করা আল্লাহর প্রশংসা করা এবং সব শেষে দু'আ কবুলের আবেদন জানিয়ে দু'আ শেষ করা।
- ✪ **দু'আর সতর্কতা :** আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা কবরের নিকট না চাওয়া। আল্লাহর কাছেও চাওয়া আবার পাশাপাশি অন্য কোন কিছুর কাছে চাওয়া যা তার দেওয়ার সামর্থ্য নাই। কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা কবরকে এমনকি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মাধ্যম/ওসীলা সাব্যস্ত করে দু'আ না করা। উচ্চস্বরে দু'আ না করা। দু'আ কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করা ও অধৈর্য হওয়া যাবে না। দু'আ কবুল হলো না মনে করে হতাশাগ্রস্থ হওয়া ও দু'আ করা বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, নিজের ও সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু'আ না করা। অবান্তর, অমূলক ও বাড়াবাড়িপূর্ণ কোন দু'আ না করা। কোন গুনাহ বা পাপ কাজের জন্য দু'আ না করা। নিজের মৃত্যুর বা শাস্তি পাওয়ার জন্য দু'আ না করা। আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দু'আ না করা। কারো দ্বারা মাজলুম হওয়া ব্যতীরেকে তার উপর বদদু'আ করা। হালাল উপার্জন ব্যতীরেকে দু'আ কবুল হয় না।
- ✪ **দু'আ কবুলের সময় ও অবস্থা :** সিজদারত অবস্থায়। স্বলাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর আগে। আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে। ফরজ স্বলাতের পর। জুমআর দিন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। বৃষ্টিবর্ষণের সময়। মোরগের ডাক দেওয়ার সময়। সুরা ফাতিহা শেষে আমিন

বলার সময়। ইফতারের পূর্বে। রমাজান মাসে কদরের রাতে। যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে। জমজম পানি পান করার সময়। মুসাফির অবস্থায়। জিহাদরত অবস্থায়। মাজলুম বা অত্যাচারিত অবস্থায়। বিপদগ্রস্থ বা নিরুপায় অবস্থায়। রোজাদার অবস্থায়। অসুস্থ রোগীর নিকট দু'আ অবস্থায়। হজ্জ ও উমরাহ পালন করা অবস্থায়। অসাক্ষাতে এক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য দু'আ করলে। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ এবং পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দু'আ।

- **দু'আ কবুলের স্থানসমূহ :** কাবা ঘরের ভিতরে। কাবা ঘরের হাতীমে। তাওয়াফ করার স্থান মাতাফে। সাঈ করার স্থান মাসআতে। হাজরে আসওয়াদ ও কাবা ঘরের দরজা এর মাঝের স্থান মুলতাজমে। বাইতুল্লাহতে। মাকামে ইবরাহীমের পিছনে। জমজম পানির কুপ এর কাছে। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে। আরাফার ময়দানে। মুযদালিফার ময়দানে। মিনার ময়দানে। জামারাতে।

তাওবা বা ইসতিগফার করার পদ্ধতি

- বান্দার গুনাহ মাফের জন্য কিংবা পাপ কাজ থেকে ফিরে আসার জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ তাআলা তাওবা কবুলকারী। তিনি তাওবাকারীকে পছন্দ করেন। বান্দার ছোট ছোট সগীরা গুনাহ আল্লাহ বিভিন্ন ভালো নেকীর/সাওয়াবের কাজের মাধ্যমে অথবা দুঃখ/কষ্ট/অসুস্থতার মাধ্যমে দুনিয়াতে পাপ মোচন করে দেন। কিন্তু কবীরাহ গুনাহ তাওবা ছাড়া আল্লাহ মাফ করেন না। ৭০-১০০টি পর্যন্ত কবীরাহ গুনাহের বিষয় আছে। প্রতিটি কবীরাহ গুনাহের জন্য আলাদা আলাদাভাবে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। এক তওবায় সকল কবীরাহ গুনাহের ক্ষমা চাওয়া যায় না কারণ প্রত্যেক গুনাহর বৈশিষ্ট্য, ব্যপকতা ও সম্পৃক্ততা ভিন্ন। আমাদের সমাজে অনেকে গুনাহ করে মুখে শুধু তাওবা তাওবা বলে আর দুই গালে হাত দিয়ে বাড়ি দেয়। এসব হলো অজ্ঞতা এবং ধর্মকে হাস্যকর বানানোর কাজ। অনেকে মারা যাওয়ার সময় হুজুর ডেকে তাওবা পড়ানো হয়। অথচ তাওবা করার বিষয়, পড়ানোর বিষয় নয়। যার তাওবা তাকে নিজে করতে হবে। তবে কেউ কারো জন্য আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করতে পারে। কেউ যদি কোন প্রকার হারাম বা গুনাহের বিষয়কে নিয়ে তাচ্ছিল্য রুপে মজা করে বা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে অথবা কোন গুনাহের বিষয়কে গুনাহ না মনে করে ভালো বা সাধারণ বিষয় মনে করে তবে সে কুফরী করলো। সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।
- **তাওবার শর্ত ও পদ্ধতি :** গুনাহ থেকে তাওবা করার জন্য ৪টি শর্ত পূরণ করা প্রযোজ্য। শর্তগুলো হলো : (১). গুনাহ সম্পাদন স্বীকার করে গুনাহ থেকে বিরত

থাকা, (২). গুনাহর জন্য অনুতপ্ত হওয়া, (৩). পরবর্তীতে আবার গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা এবং সবশেষে, (৪). আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এই উপরোক্ত তাওবার শর্তগুলো বান্দা ও আল্লাহর হক্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যদি এমন গুনাহ হয় যার মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তি সম্পৃক্ত অর্থাৎ কেউ অত্যাচারিত হয়েছে, কাউকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কারো হক্ব নষ্ট করা হয়েছে তবে আল্লাহ সেই গুনাহ ক্ষমা করবেন না যতক্ষন না ঐ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে। তাই অন্য ব্যক্তির সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে উক্ত ৪ শর্তের সাথে আরও একটি শর্ত পুরণ করতে হবে তা হলো : (৫). অত্যাচারিত বা মাজলুম ব্যক্তির কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আবার কোন ব্যক্তির হক/অর্থ/দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করে থাকলে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং তাকে পাওয়া না গেলে তার ওয়ারিশদের নিকট তা ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি কাউকে না খুঁজে পাওয়া যায় তবে তার নামে দান-সাদকা করে দিতে হবে ও সবশেষে আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

✪ আল্লাহ তাআলা তাওবাকারী প্রত্যেক বান্দার অন্তরের নিয়ত ও মনের খবর জানেন এবং তিনি পরম দয়ালু ও অসীম ক্ষমাশীল। কোন গুনাহের বিষয় যদি সুনির্দিষ্টভাবে মনে না থাকে তবে আল্লাহর কাছে নিজের অজ্ঞতা ও ভুলে যাওয়ার বিষয় স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করা যাবে। গুনাহ ক্ষমা করার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর হাতে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যহ ৭০ এর অধিক; অন্য বর্ণনায় প্রত্যহ ১০০ বার তাওবা-ইসতিগফার এর দু'আ পড়তেন।

✪ তাওবার সবচেয়ে ছোট দু'আ : "আস্তাগফিরুল্লাহ/আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলাইহ।" এটা ছাড়াও এই দু'আ বলা যায় - "আসস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, ওয়া আতূবু ইলাইহ।" প্রকাশ থাকে যে, ইসতিগফার এর অপর একটি দু'আ যা প্রচলিত আছে এরুপ - ...রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউ..। উক্ত দু'আটি নিতান্তই দুর্বল হাদীস যা আমলযোগ্য নয়।

✪ ইসতেগফারের সবচেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো সাইয়েদুল ইসতিগফার। এই দু'আটি মুখস্থ করে হজ্জ ও উমরায় যাওয়া খুব জরুরী। দু'আটি হলো -

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

"আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানী,
অ আনা আব্দুকা অ আনা আলা আহদিকা অ অ'দিকা মাসতাতা'তু,
আউযুবিকা মিন শার্রি মা সানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলায়য়্যা

অ আবূউ বিযামবী ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহু লা য়্যাগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।"
"হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি, তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে, তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।"

✪ এবার এই দু'আ পড়ার সহীহ ও বিশুদ্ধ ফযীলত বর্ণনা করছি - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইসতিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতি হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইসতিগফার পড়বে আর ভোর হওয়ার আগেই যে মারা যাবে, সে জান্নাতি হবে।" বুখারী-৬৩০৬। এই দু'আটি ফজর ও মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে পড়া উত্তম।

জানাযার স্বলাতের পদ্ধতি

✪ জানাযার স্বলাতের নিয়ম সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো - প্রথমত জানাযার স্বলাত পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য একই পদ্ধতি। এই স্বলাতে কোন রুকু ও সিজদাহ নেই। আমাদের দেশের মহিলাদের বিশেষ করে জানাযা পড়ার তেমন কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এ কারণে তারা ওখানে জানাযাকে গুরুত্ব দেন না এবং পড়েন না। অথচ এই জানাযার স্বলাতের যে কি পরিমান নেকী আপনি জানলে হতবাক হয়ে যাবেন। হারামাইনের মসজিদসমূহে ফরজ স্বলাতে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুয়াযি্‌যন জানাযার ঘোষনা দেন। অতঃপর ইমাম কাবা ঘরের সামনে থেকে রওয়ানা হয়ে ইসমাইল গেট এর স্কেলেটর দিয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠে মাইয়্যাতকে সামনে রেখে জানাযার স্বলাত পড়া শুরু করেন।

✪ জানাযার স্বলাতের শুরুতে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ইমাম প্রথমে একবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলে অনুরুপ তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধতে হবে। অতঃপর আউযুবিল্লাহ... ও বিসমিল্লাহ... বলে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। সানা পড়ার বিষয়ে অপর একটি দুর্বল মত আছে কিন্তু সূরা ফাতিহা পড়া অধিকতর শুদ্ধ ও উত্তম। বুখারী-১৩৩৫, নাসাঈ-১৯৮৭, আবু দাউদ-৩১৯৮, তিরমিযী-১০২৭। অতঃপর ইমাম দ্বিতীয় তাকবীর দিলে আবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিতে হবে। পরবর্তী ২য়, ৩য়, ৪র্থ তাকবীরের সময় হাত উঠানো বা হাত না উঠানোর দুই বিষয়েরই বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান আছে। অতএব যে কোনটির উপর আমল করা যেতে পারে। তবে হাত উঠানো অধিকতর উত্তম ও শুদ্ধ। দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদে

ইবরাহীম পাঠ করতে হবে। অতঃপর আবার তৃতীয় তাকবীর দিতে হবে। এরপর মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার দু‘আ পড়তে হবে। মুখস্থ থাকলে পড়ুন নতুবা চুপ থাকুন। অতঃপর ইমাম চতুর্থ তাকবীর দিয়ে ডানে একবার সালাম ফিরালে শুধু একবার ডানে সালাম ফিরিয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে স্বলাত শেষ করতে হবে।

✪ উল্লেখ্য যে, ডানে-বামে দুই পাশে সালাম ফিরানোর বিষয়েও বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান আছে। অতএব যেখানে যে ইমাম যেটি পালন করবে আপনি তার অনুসরণ করুন। এখানে শুধু একপাশে সালাম ফিরায় কারণ ঐ দুই ধরনের হাদীসের মধ্যে তারা একপাশে সালাম ফিরানোকে বেশি শুদ্ধ মনে করেন। লক্ষ্য রাখবেন ইমাম যেহেতু একপাশে সালাম ফিরাবেন সেহেতু ইমামের অনুসরণে আপনিও শুধু ডান পাশে সালাম ফিরাবেন। দুই পাশে নয়। এবার জানাযার স্বলাতে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জানাযার দু‘আটি জেনে নিন -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

“আল্লাহুম মাগফির লি হায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা, ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা,
ওয়া সগীরিনা ওয়া কাবীরিনা, ওয়া যাকারীনা ওয়া উনসানা।
আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফা’আহয়িহি ‘আলাল ইসলাম,
ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু ‘আলাল ঈমান।
আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তুদ্বিল্লানা বা’দাহু।” আবু দাউদ-৩২০১।

✪ সহীহ মুসলিম এর ২১২১ নং হাদীসে আরও একটি দু‘আ আছে যা পড়াও উত্তম। এবার জানাযার স্বলাতের ফযীলত - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি মৃতের জন্য স্বালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক ক্বীরাত্ব, আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দুই ক্বীরাত্ব। জিজ্ঞেস করা হলো, দুই ক্বীরাত্ব কি? তিনি বললেন, দুটি বিশাল পর্বত সমতুল্য (সাওয়াব)।” বুখারী-১৩২৫, মুসলিম-২০৮২।

✪ এই পর্বত মদীনার উত্তরে উহুদ পর্বতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উহুদ পাহাড় কয়েকটি পর্বতের সমন্বয়ে প্রায় ৭ কিলোমিটার লম্বা ও ৩ কিলোমিটার চওড়া। ভূমির উপর উচ্চতা ১ হাজার মিটারের চেয়ে উচুঁ ও ভুমির নিচে গভীরতার পরিমান অজানা। অতএব জানাযার স্বলাতের পূর্ণ ১ উহুদ পর্বত সমান নেকী নিতে চাইলে ঐ দু‘আটি মুখস্থ করে ফেলাই উত্তম।

❧ মক্কায় ইসলাম নিয়ে গবেষণা ☙

✪ আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশীয় বাংলার ইসলাম আর মধ্যপ্রাচ্য-আরব উপকূলের মদীনার ইসলাম নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করুন। একটু ভালো করে দেখুন ও লক্ষ্য করুন সব মিল আছে তো, নাকি কোন পার্থক্য দেখা যায়। যেগুলো বিষয় মিল আছে সেগুলো তো ভালো, কিন্তু যেগুলো মিল নাই সেগুলো নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনার বিষয়তো অবশ্যই আছে। কিছু আমলীয় পার্থক্য এবং নতুন কিছু বিষয় আপনি ওখানে অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যেগুলো নিয়ে গবেষণা ও জ্ঞানার্জন করার খোরাক আপনার সামনে আগেভাগে দিয়ে দিলাম। যেমন - ফজরের স্বলাত এখানে এতো আগে শুরু করে কেন ! যোহর-আসর স্বলাতের আযান এতো আগে দেয় কেন ! অনেকে মাগরিবের ফরজ স্বলাতের আগে ২ রাকাআত স্বলাত পড়ে কেন ! এখানে মসজিদে সুন্নাত স্বলাত না পড়ার জন্য নিষেধ করে কোন লাল বাতি নাই কেন ! মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা নিষেধ এমন কোন সাইনবোর্ড নাই কেন ! ইকামতের বাক্যগুলো এখানে দুইবারের পরিবর্তে একবার করে বলে কেন ! ইকামতের পর ইমাম আরবীতে সবসময় কি যেন বলে স্বলাত শুরু করে কেন ! কিছু লোক ইকামতের সময় মিসওয়াক করে স্বলাত শুরু করে কেন ! এখানে স্বলাতে রুকু ও সিজদা করতে এতো সময় নেয় কেন ! ফরজ স্বলাত শেষ করার পর হাত তুলে কোন সম্মিলিত মুনাজাত নাই কেন ! সকল ফরজ স্বলাত শেষে সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদিদের দিকে ঘুরে বসেন কেন ! মসজিদে কোন মিলাদ বা হালকায়ে যিকির হয় না কেন ! জুমআর ওয়াক্ত শুরুর আগে একটা আযান দেয় কেন ! জুমআর স্বলাতের আগে ৪ রাকাআত কাবলাল জুমআ স্বলাতের সময় দেয় না কেন ! জানাযার আগে লোকটি কেমন ছিলো তা জিজ্ঞাসা করে না কেন ! জানাযার পরে কোন মুনাজাত করে না কেন ! অনেক মানুষ টুপি ছাড়া স্বলাত পড়ে কেন ! অনেক মানুষ শুধু ফরয স্বলাতের পরে সুন্নাত না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে যায় কেন ! অনেকে ফরয স্বলাত পড়ে জায়গা পরিবর্তন করে সুন্নাত স্বলাত পড়ে কেন ! অনেকে সুন্নাত বা নফল পড়তে পড়তে ইকামত হয়ে গেলে সুন্নাত স্বলাত ছেড়ে দিয়ে জামআত ধরে কেন ! অনেক মানুষ স্বলাতে হাত বাঁধার পরও হেঁটে সামনের কাতার পূরণ করে কেন ! অনেকে ফরজ স্বলাত চলাকালিন সময়ে কাতারের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে যায় কেন ! লোকজন ছোট বাচ্চা কোলে নিয়ে স্বলাত পড়ে কেন ! অনেকে স্বলাতের বৈঠকে বসে ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল সবসময় উঠিয়ে/নাড়াতে থাকে কেন ! অনেকে স্বলাতের শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক করে (নিতম্বের উপর) বসে কেন ! অনেকে সুন্নাত বা নফল স্বলাত পড়ার সময় মুসল্লা/সুতরার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া লোককে হাত দিয়ে বাধা দেয় কেন !

মসজিদের ভিতরে বাইরে দেয়ালে কোথাও আল্লাহু-মুহাম্মাদ পাশাপাশি লেখা নাই কেন ! এখানে ছোট বাচ্চারা মসজিদে এতো ছুটোছুটি আর খেলাধুলা করছে কিন্তু কেউ বকা দিচ্ছে না কেন ! অনেকে মসজিদে কারো পায়ে পা লাগলে আমাদের দেশের মত অতিআদবের সাথে হাত দিয়ে সালাম করে হাতে চুমু খায় না কেন ! মসজিদে এতো মহিলা স্বলাত পড়তে আসে কেন ! অনেক মহিলারা আবার পুরুষের মতো সিজদাহ করে কেন ! অনেক মহিলা এতো গরমের মধ্যে পায়ে মোজা পরে স্বলাত পড়ে কেন ! অনেকে পায়ে জুতা-সেন্ডেল পরে মসজিদে হাঁটা-চলা করছে ও জুতা-সেন্ডেল পরে স্বলাত পড়ছে কেন ! অনেকে বিতরের স্বলাতের মধ্যে হাত তুলে দু'আ করে কেন ! এখানে ওয়াক্তের শুরুতেই আযান দিয়ে দেয় কেন ! আযানের সাথে সাথে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় কেন ! কতো মানুষ কাবা ঘরের দিকে পা দিয়ে বসে-শুয়ে আছে কেন ! অনেক মানুষ হাপ হাতা জামা ও জুব্বা পরে স্বলাত পড়ে কেন ? মসজিদে এখানে এতো কুরআন, তাফসীর ও হাদীসের কিতাব রাখা কিন্তু কোন আমলের ফযীলতের কিতাব নাই কেন ! অনেকে ফরজ স্বলাতের জামআতের পর ছোট ছানি জামআত পড়ার সময় ফের ইকামত দেয় কেন ! কতো মানুষ কতভাবে স্বলাত পড়ছে - কতো মানুষ বুকের উপর হাত বাঁধছে আবার কেউ হাত ছেড়ে দিয়ে আছে ! কতো মানুষ জোরে আমিন বলছে ! কতো মানুষ রাউফুল ইয়াদাইন করছে - কিন্তু কারো সাথে কারো কোন দ্বন্দ্ব নাই কেন ! এগুলো সামান্য কিছু সচারাচর চোখে পরা বাহ্যিক আমলীয় পার্থক্য বা নতুন বিষয় তুলে ধরলাম। বিশ্বাস বা আক্বীদাগত কোন পার্থক্য উল্লেখ করলাম না।

- ✪ আমাদের দেশে গতানুগতিক প্রচলনের বিপরীতে ও অদেখা উপরের বিষয়গুলো নিয়ে যদি বেশিরভাগ কাফেলার বড় হুজুর বা মুফতি সাহেবকে প্রশ্ন করা হয় তবে তিনি খুব সাধারণভাবে সাধারণ জ্ঞানের মানুষকে হয়তো বলবেন - 'ওরা ওদের নিয়ম/মাযহাব মানে আর আমরা আমাদের মাযহাব মানি' অথবা 'ওদের টাও ঠিক আর আমাদের টাও ঠিক' অথবা 'ওদের টা ভুল আর আমাদেরটা ঠিক'! এমন কথা শুনে আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে হুজুরের উত্তর মেনে নিবো। অবশ্য আমাদের এভাবে অপরের কথা শোনা নির্ভরশীল জ্ঞান হওয়ার কারণে ব্রেইন ওয়াশ হয়ে আছে এবং আমাদের আক্কেল দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে অনেক আগে। অন্যের প্রতি অন্ধ ও অগাধ বিশ্বাসের কারণে আমরা সেই ভাবেই জানি ও বুঝি যা আমাদের বারবার শুনানো ও বুঝানো হয়েছে।
- ✪ কিন্তু মনে এই প্রশ্ন একবারও আসে না - ওদের নিয়ম আর আমাদের নিয়ম বলে আবার কি ! ইসলাম তো ঐক্য, সব এক নিয়ম হবে। আমরা তো একটাই দল, একটাই জাতি এবং আমাদের মাযহাব (মত) একটাই হওয়ার কথা। আমাদের আল্লাহ এক, কুরআন একটাই ও নবীও একজনই। তবে ইসলামের মধ্যে ও

মুসলিমদের মধ্যে এমন ৪ মাযহাব বিভক্তি আর কত দল ও তরিকার বিভক্তি কেন ? ইসলামকে নিয়ে ও মুসলিমদের মধ্যে দলাদলি ও বিভেদ করার অনুমতি কি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছেন বা করতে বলেছেন ? কি বলে আপনার বিবেক ? একটা কথাই শুধু বলবো, যারা ঈমানের বিষয় ছাড়া ইসলাম ও মুসলিমদের মাঝে দলভেদ ও পার্থক্যের কথা বলে ইসলাম তাদের থেকে মুক্ত। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোন দায়িত্বই তোমার উপর নেই। তাদের ফয়সালা আল্লাহর হাতে, তখন তিনি তাদের বিস্তারিত বলবেন, তারা কে কি করেছিল।" সূরা আল আরাফ; ৭:১৫৯।

✪ কিছু পার্থক্যের বিষয়গুলো হয়তো দুটো পদ্ধতি বা নিয়ম ঠিক হতে পারে। তবে এতো পার্থক্যের বিষয়গুলো সবতো আর দুটোই ঠিক হতে পারে না। ওখানে দেখা যায় বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে আমল করছে। এসব দেখেই তো আমরা ধোকা খেয়ে আছি সাধারণ কিছু ইসলামের জ্ঞান না থাকার কারণে। ভাবছি যে যার মতো আমল করলে কোন সমস্যা নাই, সবাই ঠিক। আমরা যদি কোন দল/মত এর দিকে পক্ষপাতিত্ব না করে খোলা মন দিয়ে এবং একটু বিবেক খাটিয়ে পড়াশুনা করতাম ও সবার কথা শুনতাম এবং একটু গভীরে গবেষণা করতাম তবে সব বিষয় পরিস্কার হয়ে যেতো কোনটি সঠিক আর কোনটি ভেজাল/বেঠিক। আমরা দুনিয়াবী কত বিষয় জানি বুঝি কিন্তু ধর্মের বিষয়ে নিজেদের একদমই কোন জ্ঞান নেই কেন ? সাধারণত মানুষের বিবেক কিন্তু নিরপেক্ষ, কোনটা শুদ্ধ কোনটা অশুদ্ধ তা ঠিকই বোঝে। বুঝতে পারার পরও ঐ যে এতো দিনের অনুসরণ করা এক মাযহাবের নিয়মের গোড়ামি ও অন্ধঅনুকরণের শয়তানের ধোকার পাল্লায় পরে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যাচ্ছি আমরা বেশিরভাগ মানুষ। আমরা আমাদের চারপাশের মানুষদের দেখাদেখি সবকিছু পালন করাতে অভ্যস্ত হয়ে আছি ।

✪ আমরা যদি ভাবি আমরা সঠিক এবং তারা (আরবরা) ভুল ও পথভ্রষ্ট, তবে এই বিষয় নিয়ে বিশদ গবেষণা ও পর্যালোচনার বিষয়। তবে সাধারণ জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেকের আলোকে প্রাথমিক কিছু বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। আমাদের বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের বংশের কয়েক পূর্বপুরুষ পিছনের দিকে গেলে দেখা যাবে কেউ মুসলিম ছিল না। আল্লাহর অশেষ করুনায় কোন এক পূর্ব পুরুষের ইসলাম কবুলের কারণে আমরা ইসলাম পেয়েছি। তবে এখনও আমাদের ভৌগলিক সীমানার চারপাশে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম বসবাস করছে এবং আমরা তাদের থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে আসছি শত শত বছর ধরে। এখন আমাদের দাবি হলো আমরা তাদের থেকে বেশি ভালো ইসলাম জানি, বুঝি ও পালন করি যাদের পূর্বপুরুষরা ১৪০০ বছর ধরে দ্বীন ইসলামের

উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হাজার বছর ধরে তারা ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি লালন করে আসছে ! আমাদের দাবি কেমন যুক্তিসংগত - কি বলে আপনার বিবেক ?

- এবার আরেকটি সাধারণ বিবেক খাটানোর বিষয়। আমাদের হক্ব ও অধিক জ্ঞানী হওয়ার দাবি যেহেতু, সেহেতু নিশ্চয়ই আমাদের ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার মান তাদের চেয়ে অনেক ভালো। নিশ্চয়ই আমাদের দেশে সাধারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ইসলামি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বেশি !? নিশ্চয়ই আমাদের দেশে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখাপড়া করতে বাইরের দেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রী আসে ! নিশ্চয়ই আমাদের দেশে ইসলামি শিক্ষার উপর পিএইচডি/ডক্টরেড ডিগ্রী দেওয়া হয় ! কি বলে আপনার বিবেক ? আসলে আমরা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে কখনোই ভালোভাবে মূল্যায়ন করি নাই এবং বর্তমানে এর মান বর্হিবিশ্বের তুলনায় যে কোন অবস্থায় তাও জানি না।
- এছাড়া আরও একটা সাধারণ বিবেক খাটানোর বিষয়। আমরা যখন অসুস্থ হই তখন ডাক্তার দেখাই ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ নেই। আমরা যেহেতু সচেতন ও জ্ঞানবান সেহেতু এখন আর হাতুড়ি ডাক্তার না দেখিয়ে এমন কোন ভালো ডাক্তারকে দেখানোর চেষ্টা করি যে ভালো জায়গা থেকে পড়াশুনা করা, যার বিদেশ থেকে ডিগ্রী আছে, যে ভালো জায়গায় কর্মরত আছে। বর্তমানে আমরা তাদেরকেই জ্ঞানী ও শিক্ষিত মনে করি যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় মেধার সাথে কৃতকার্য। তো এই একইভাবে আমরা কি চিন্তা করি এবং কাজ করি যখন আমাদের ধর্মীয় পরামর্শের দরকার হয় ! আমরা কি আদেও ধর্মীয় পরামর্শকের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই করি ! আদেও কি দেখি সে কি বিদেশ থেকে কোন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী অর্জন করেছে কিনা ! আবার দেখা যায় এক ডাক্তার এক কথা বলে আবার অন্য ডাক্তার অন্য কথা বলে, তাই বলে কি আমরা অন্ধের মতো এক ডাক্তার দেখাই নাকি অন্য ডাক্তারের কথাও বিবেচনা করি এবং যাচাই করি ! তো একই বিষয় ধর্মের ক্ষেত্রে করি না কেন ! ধর্মের বিষয় আসলেই আমাদের একটাই সাধারণ যুক্তি চলে আসে - আমরা সাধারণ মানুষ এতো কিছু বুঝি না.. এককেজন একেক কথা বলে.. তাই একজনের কথাই শুনি (যেটা আমার সুবিধামত মনে হয়/ যেটা বাপ-দাদাদের থেকে দেখে আসছি/ যেটা বেশিরভাগ লোক করছে) ! এর নামই হলো ধর্মীয় জ্ঞানবিমুখতা যা ঈমান হারানোর কারণ ও অন্তরে মুনাফেকীর লক্ষণ।
- একটি কথা প্রচলিত আছে - কুয়োর ব্যাঙ ভাবে সে সবচেয়ে বড় পানির মধ্যে বসবাস করে। কিন্তু সে কখনো পুকুর, বিল, নদী বা সাগর দেখে নাই। ইসলাম তো মহাসাগর। আমাদের অবস্থা কুয়ার ব্যাঙের মতো নাতো ! অল্প জ্ঞানে ও ছোট পরিধির মধ্যে থেকে আমরা নিজেদেরকে মহা জ্ঞানী ভাবছি নাতো ! আমরা আসলে বেশি আবেগী ও লৌকিক ইসলাম পালন করি কিন্তু ইসলাম বলে

জ্ঞানচর্চা ও বিশুদ্ধ দলিল প্রমানের ভিত্তিতে ইসলাম পালন করতে। ইসলামের অনেক বিষয় না জানার কারণে বা না দেখার কারণে পরে কোথাও এক সময় দেখলে নতুন বিষয় মনে হয় ও ফিতনা মনে হয়। কত সুন্নাহ, কত আমল এখনো যে আমাদের অজানা ও অদেখা তা আমরা নিজেরাই জানি না। তাই, অনেক সুন্নাতকে ফিতনা মনে করছি আর বিদআতকে সুন্নাত মনে করছি। আল্লাহ আমাদের হেদায়েত নসীব করুন ও দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন।

✪ আপনার এই সফরের উদ্দেশ্য শুধু হজ্জ ও উমরাহ করার সফর নয় বরং ইসলামকে কাছ থেকে দেখা, চেনা ও জানার সফর। ইসলামের ঐক্য, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব দেখার সফর। ইসলামের সৌন্দর্য ও ইসলামি পরিবেশ দেখার সফর। আপনি এসেছেন ইসলামের গোড়ায় সূত্রে হেড কোয়াটারে, যেখান থেকে ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। ইসলামের মূল ধারা বা খাঁটি ইসলাম বলে যদি কিছু খুঁজতে চান তবে এখানেই খুঁজে পাবেন। আপনি যদি প্রকৃত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম সম্পর্কে জানতে চান ও দেখতে চান তবে কি আমেরিকা ও ইউরোপের উক্ত ধর্মাবলম্বীদের দেখে চিনবেন ও জানবেন নাকি তাদের শিকড় ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকা চলে যাবেন ? দেখা যায় হেডঅফিসে ধর্মের একরুপ আর ব্রাঞ্চ অফিসে ধর্মের কিছুটা অন্যরুপ ! তবে কোনটিকে আসলরুপ ধরে নিবেন ? কি বলে আপনার সাধারণ বিবেক ? কেউ যদি ভাবে গোড়ার সব ভুল আর দূরের সবাই ঠিক তবে বুঝতে হবে তার চিন্তা চেতনা বিগড়ে গেছে।

✪ ইতিহাস থেকে দেখা যায় আমাদের কাছে ইসলাম পৌঁছেছে ইরাক→ইরান→আফগানিস্তান→পাকিস্তান→ভারত হয়ে। মানুষের মুখের কথার মাধ্যমে ৫০০০ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে আসতে আসতে ইসলাম তার কিছুটা স্বরুপ হারিয়েছে এবং এটা হওয়া স্বাভাবিক বিষয় ছিল। ইসলামের অন্তত প্রকৃত কিছু জ্ঞান ও ইসলাম চর্চা দেখতে হলে মক্কা ও মদিনার উলামাদের ও সাধারণ মানুষদের দিকে তাকাতে হবে। তবে অন্ধের মতো তাদের থেকে সবকিছু গ্রহণ নয় বরং কুরআন ও সুন্নাহের বিশুদ্ধ দলিলের ভিত্তিতে যতটুকু মিল পাওয়া যাবে ততটুকু গ্রহণ করতে হবে এবং বাকিটা বর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলামের মাপকাঠি হলো কুরআন ও সুন্নাহ, মক্কা ও মদিনাও নয়।

✪ উপরে উল্লেখিত বিবিধ পার্থক্যের/নতুন বিষয়গুলো জানার জন্য আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারি - মক্কায় মসজিদুল হারামে বেশ কিছু আরবী/ বাংলা/ ইংরেজী/ উর্দু/ মালয়/ ফারসী ভাষি আলেম দেখতে পাবেন যারা আরব, মিশর, তুরস্ক, লেবানন, জর্ডান, সিরিয়ার বিভিন্ন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া করা। তারা বিভিন্ন দেশের হাজ্জীদের প্রশ্ন ও মাসালার উত্তর দিয়ে থাকেন মসজিদের ভিতরে বা বাইরে ছোট ছোট প্রশ্নোত্তর বুথ থেকে। তারা মসজিদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত মসজিদে বিভিন্ন শিক্ষা ও দাওয়াহ কার্যক্রমের কাজ করে

থাকেন। তাদেরকে আপনি উপরের পার্থক্যের/নতুন বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করুন। দেখবেন তাঁরা যে কোন প্রশ্নের উত্তর নিজের মন গড়া বা শুধু যুক্তির ভিত্তিতে নয় বরং বিনয়ের সাথে সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে দলিলের ভিত্তিতে উত্তর দিবেন। তাঁরা মুখস্থ সব হাদীস বলবেন, তাঁরা পূর্ববর্তী বড় বড় ইমামদের মতামত উল্লেখ করবে এবং মতবিরোধপূর্ন বিষয়গুলোর মধ্যে কোনটি কুরআন ও সুন্নাহের কাছাকাছি ও উত্তম মত তা উল্লেখ করবেন। মসজিদের ৭৫ নং গেট এর ভিতরে একপাশে দেখবেন একটি বড় বুথ আছে মাসআলা প্রশ্নোত্তর, ফ্রি বই বিতরণ ও ভিডিও চিত্র নির্দেশনা দেখানোর জন্য।

- ✪ কিছু লোককে দেখবেন তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মক্কা-মদীনাকে খুব মুহাব্বত করে কিন্তু তারা এই মক্কা-মদীনার ইসলাম, ইলম ও আমলকে পছন্দ করে না এবং একে ফিতনা মনে করে। তারা হিন্দুস্থানী ভূখন্ডের ইসলাম ও আলেমদেরকে খুব ভালোবাসে আর হক্কানী মনে করে। তারা কথায় কথায় আরবদের ভুল আর দোষ ধরে বেড়ায় ও বিভিন্ন নামে গালি দেয়। এমনকি অনেকে জামাআতে ইমামের পিছনে স্বলাতও পড়ে না। তারা হজ্জযাত্রীদের মক্কা-মদীনা থেকে বিতরণ করা ফ্রি বাংলা বইগুলো নিতে নিষেধ করে এবং বলে ঐ বইগুলোতে ভুল আছে বা আমাদের নিয়মের না ! অথচ তারা মক্কা-মদীনার ইসলামের ভুলক্রুটি খন্ডন করে না কিংবা আরবের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে গিয়ে আলেমদের ভুলক্রটিগুলো সংশোধন করে দিয়েও আসে না; অথচ তারা এখন প্রায় প্রতি বছর হজ্জ ও উমরাহ করতে যায়। আসলে বিষয় হলো - আরবদের সাথে কথা বলবে কিভাবে, আরবী তো ভালোভাবে বলতে জানে না ও বোঝেও না ! খালি দূর থেকে বড় বড় গল্প আর জ্ঞানের আস্ফালন করে বেড়ায় এবং নিজেদের হক্ব এবং হক্কানী বলে দাবি করে বেড়ায়।
- ✪ বস্তুত তাদের অন্তরের উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষদেরকে ইসলামের জ্ঞানার্জন থেকে দূরে রাখা, মানুষজনকে একটি মাযহাবের বেড়াজালে অন্ধভাবে আবদ্ধ করে রাখা ও মক্কা-মদীনার ইসলাম গ্রহণ করতে না দেওয়া। অন্যথায় তাদের এতদিনের করে আসা ধর্মকে নিয়ে অনেক ধরনের ব্যবসা ও অপকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে এবং লোকসমাজে তাদের সমালোচনা হবে ও তাদের আসলরুপ প্রকাশ পাবে। ইসলামের কিছু বিষয় নিয়ে মতের পার্থক্য হতেই পারে তাই বলে এই মতপার্থক্যের কারণে মুসলিমদের মাঝে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং একে অপরের প্রতিপক্ষ ও গোমরাহ মনে করা মোটেই কাম্য নয়। সকল মুসলিম তো পরস্পর ভাই-ভাই এবং একটি দেহ স্বরুপ।
- ✪ আরবদের দালালি করছি না বা সৌদিআরব সরকার যে সব ভালো কোন ভুল নাই তাও বলছি না। শাসক আর যাজক কিন্তু দুটি ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন বিষয়। ইসলামের জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাজক তথা আলেম সমাজ এর অনুসরণের পক্ষে কথা

বলছি মাত্র। কারণ সাধারণ বিবেক এই কথাই বলে আরবী শিখতে ও জানতে হলে এবং ইসলামের কিছু জানতে হলে আরবের আলেম সমাজ থেকে গ্রহণ করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ তথা দলিল ও প্রমানের ভিত্তিতে। যদি তাদের থেকে সঠিক ইসলাম না পাই তবে হাশরের মাঠে আল্লাহর কাছে বলতে পারবো - আল্লাহ, আমি সাধারণ মানুষ, এই ফেতনার যুগে সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি ইসলামের গোড়া থেকে যাচাই-বাছাই করে ইসলাম শেখার ও মানার। আমার ভুল হলে আমাকে ক্ষমা করো এবং তাদের বিচার আগে করো। আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দিয়েছেন হজ্জ ও উমরাহ করতে এসে সব দেখেছেন ও জেনেছেন। এরপর আপনি কি উত্তর দিবেন আর কি যুক্তি দেখাবেন আল্লাহর কাছে আপনার জন্য তা আপনি ঠিক করে রেখেন।

✪ মক্কা ও মদীনার হারামের জমীন এর মর্যাদা ও ফযীলত এবং মদীনার ইলমের বিষয়ে বেশ কিছু হাদীস পাওয়া যায়। ইসলাম এই আরব জমিন থেকে খুব অল্পসংখ্যক লোকের মাধ্যমে ছড়িয়েছে এবং আবার অল্পসংখ্যক লোকের মাঝে ফিরে আসবে। শেষ জামানায় কিয়ামতের পূর্বে ঈমান মদীনায় ফিরে আসবে ঠিক যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে। বুখারী-১৮৭৬। মানুষ হন্যে হয়ে দ্বীনের জ্ঞান খুঁজবে কিন্তু মদীনার আলেমদের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ দ্বীনের আলেম কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাকেম-৩০৭, মিশকাতুল মাসাবীহ-২০৬। মক্কার ও মদীনার হারামের জমীন ও সেখানের ইসলাম স্বয়ং আল্লাহর তত্বাবধায়নে। এই জমীন তাওহীদের জমীন হিসাবে সর্বশেষ ইসলাম কায়েম থাকবে আল্লাহর ইচ্ছায় কিয়ামত পর্যন্ত। এক তাওহীদের কারণে আল্লাহ এই অন্ধকার মরু প্রান্তরকে এমন খনিজ গুপ্তধন সম্পদ দান করেছেন যার দ্বারা এই জাতি পৃথিবীতে উপরে উঠে গেছে। মদীনা ও মদীনাবাসীদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বরকতের দু'আ করে গেছেন। বুখারী-১৮৮৫। এই জমীনে অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা কখনোই স্থায়ী বসবাস করতে পারবে না। এই জমীন তাদের উৎখাত করে দিবে যেমন কামারের অগ্নিচুলা লোহার মরিচা দূর করে দেয়। বুখারী-১৮৭১। এই হারামের জমীনে কখনো মহামারি রোগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। বুখারী-১৮৮১। যে মদীনাবাসীর সাথে ষড়যন্ত্র ও প্রতারনা করবে সে লবণ পানিতে গলে যাওয়ার ন্যায় গলে যাবে। বুখারী-১৮৭৭। যে মদীনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে বা মদীনা ত্যাগ করবে সে কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। বুখারী-১৮৭৫। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই জমীনে ঈমান ও সুন্নাতের আমল কায়েম থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই জমীনে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই জমীনে রহমত, কল্যাণ ও মর্যাদা দান করা হয়েছে। বিনীত অনুরোধ করবো, হজ্জ ও উমরাহ শেষে দেশে ফিরে আসার সময় খেজুর, জমজম পানি ও বাজার করে আনার সাথে সাথে ঐ জমীন থেকে ইসলামকে দেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করি।

মসজিদুল হারাম সম্পর্কিত কিছু তথ্য

- সম্পূর্ণ মসজিদে এসির ব্যবস্থা আছে। তবে কিছু জায়গায় এসির ব্যবস্থা নেই যেমন মাতাফ ও মসজিদের ছাদে।
- কিং ফাহাদ গেটের দুই পাশের সিড়ি দিয়ে মসজিদের নিচে বেসমেন্ট ফ্লোরে যাওয়া যেখানে স্বলাত পড়ার ব্যবস্থা আছে।
- মসজিদুল হারামের গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার সময় খেয়াল রাখবেন গেটের উপরে সবুজ আলো ‘Entry’ অথবা লাল আলো ‘No Entry’ লেখা আছে কিনা যা প্রবেশ করা যাবে কি যাবে না নির্দেশ করে।
- মসজিদের ভেতরে ও বাইরে মহিলাদের স্বলাতের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা আছে, কিন্তু দেখা যায় জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে মহিলারা পুরুষের স্বলাতের স্থানে দাঁড়িয়ে যান।
- মসজিদের ভিতরে ও বাইরে চত্বরে সব জায়গায় মেঝেতে কাতারের দাগ দেওয়া আছে। স্বলাতের সময় ঐ কাতারের দাগে দাঁড়ালে কিবলামুখি হওয়া হয়ে যায়।
- মারওয়া গেট থেকে উমরাহ গেট পর্যন্ত মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ ও অপর মসজিদ বিল্ডিং সংযোজন এর কাজ চলছে যা কিং আব্দুল আজিজ এক্সপানশন।
- মসজিদুল হারামের ভিতরে প্রবেশের জন্য ৯০টিরও অধিক গেট রয়েছে। মসজিদের দুই তলায় আরোহনের জন্য সিড়িঁ ও এস্কেলেটরের ব্যবস্থা আছে। সাফা ও মারওয়ার পাশে লিফটের ব্যবস্থাও আছে।
- মসজিদের ভেতরে সবসময়ই রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের কাজ করা হয়। প্রায়ই কিছু না কিছু অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবর্তনের কাজ লক্ষ্য করা যায়।
- মসজিদের ভেতরে ও বাইরে পান করার জন্য জমজমের পানি সম্পূর্ণ উম্মুক্ত এবং মক্কা লাইব্রেরীর পাশে থেকে বড় বোতলে কুপের পানি নিয়ে আসা যায়।
- মসজিদের ভেতরে অসংখ্য বুকশেলফ রয়েছে, সেখান থেকে ইচ্ছে করলে কুরআন মাজীদ নিয়ে তেলাওয়াত করতে পারবেন।
- মসজিদে কিং ফাহাদ গেট ও কিং আব্দুল আজিজ গেটের ভিতরে দিকে ছোট ছোট ইসলামি হালাকা বা আলোচনার করার জায়গা দেখা যায়।
- টয়লেট ও ওযু করার ব্যবস্থা মসজিদের বাইরে বেসমেন্ট ফ্লোরে। মসজিদের ভেতরে ওযু করার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও সংখ্যায় কম।
- মারওয়া পাহাড়ের পাশে বেজমেন্ট ওয়াশরুমের ছাদের উপর হারানো ও পাওয়া জিনিসের খোঁজ নেয়ার অফিস আছে এবং জমজম টাওয়ারের সামনে মহিলাদের ৪নং ওয়াশরুমের পাশেও আছে।
- মসজিদের আশেপাশে হাদী টিকিট ক্রয়ের জন্য কিছু ব্যাংকের বুথ পাবেন। হাদীর টিকিট কিনার ইচ্ছা থাকলে আগেভাগে কিনে ফেলুন।

- ✪ মসজিদের বাইরে বেশ কিছু লাগেজ লকার পাবেন। যেখানে দামী ও মূল্যবান সমাগ্রী রাখতে পারেন।
- ✪ সাফা মারওয়ার পাশে শিয়াব বনি হাশিম রোডে লাশ পরিবহনের অ্যাম্বুলেন্স অপেক্ষমান থাকে। জানাযার পর এখান দিয়ে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়।
- ✪ তাওয়াফ ও সাঈ করার জন্য মসজিদের বাইরে বিনামূল্যে হুইল চেয়ার সার্ভিস পাওয়া যায় জমজম টাওয়ারের সামনে মহিলাদের ৪নং ওয়াশরুমের পাশে এবং কিং আব্দুল আজিজ এক্সটেনশন মসজিদের সামনে ওয়াশরুমের পাশে। এছাড়া ভাড়াভিত্তিক হুইল চেয়ার পাওয়া যায় সবুজ/মেরুন রংয়ের কোটি পড়া মানুষদের মাধ্যমে। মসজিদের ভিতরে মোবাইল চার্জ করার জন্য চার্জ বোর্ড আছে।
- ✪ মসজিদের প্রতি গেটে নিরাপত্তাকর্মী থাকেন ও সন্দেহজনক ব্যাগ চেক করেন। তারা সাধারণত বড় ব্যাগ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে দেন না।
- ✪ মসজিদের ভেতরে সবসময় নীল/সবুজ পোশাক পরিহিত পচ্ছিন্নতাকর্মীরা কাজ করেন; তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিক।
- ✪ মসজিদের অধিকাংশ মেঝে কার্পেট দিয়ে আবৃত থাকে। কিছু অংশের মেঝে থাকে উম্মুক্ত। হজ্জের সময় কাছাকাছি হলে সব কার্পেট তুলে রাখা হয়।
- ✪ প্রায় প্রত্যেক ওয়াক্তের ফরয স্বলাতের পর জানাযার স্বলাত হয়। ইসমাইল গেট এর পাশে মাইয়্যাতকে এনে রাখা হয়। তাই ফরয স্বলাতের পর হুট করে সুন্নাত স্বলাতে না দাঁড়িয়ে জানাযার স্বলাত পড়ুন।
- ✪ মসজিদ নতুন প্রশস্তকরণ অংশ যা কিং আব্দুল আজিজ মসজিদ বিল্ডিং নামে পরিচিত সেখানে লোকজনের ভিড় তুলনামুলক কম হয়। কিন্তু ঐ অংশের নির্মাণশৈলী অত্যন্ত চমৎকার ও মনমুগ্ধকর।
- ✪ মোবাইলের এফএম রেডিও ও হেড ফোন ব্যবহার করে জুমআর দিন ইংরেজি (১০০) বা উর্দু (৯০) চ্যানেলে অনুবাদিত খুতবা লাইভ শোনা যায়।
- ✪ মসজিদুল ভিতরে ৭৫নং গেট ও সাফা পাহাড়ে ও বাইরে ফ্রি বই বিতরণের কিছু ছোট ছোট বুথ আছে যেখান থেকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়।
- ✪ কিং ফাহাদ গেটের দুই পাশের সিড়ি দিয়ে মসজিদের নিচে বেসমেন্ট ফ্লোরের ভিতরে এবং মারওয়া পাহাড়ের পাশে বেসমেন্ট ওয়াশরুমের উপরে কুরআন বিতরণ অফিসে প্রতিদিন সকাল ৭-৯টা পর্যন্ত ফ্রি কুরআন বিতরণ করা হয়।
- ✪ মসজিদুল হারাম সম্পর্কে আরও ধারণা নিতে সৌদি হারামাইন টিভি চ্যানেল দেখতে পারেন, সেখানে ২৪ ঘণ্টা কাবা থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।
- ✪ মসজিদুল হারামের বর্তমান ইমামদের নামসমূহ - ১. আব্দুর রহমান আস সুদাইস, ২. সালেহ আল হুমাইদ, ৩. সাউদ আস সুরাইম, ৩. মাহের আল মুআইকিলি, ৪. আব্দুল্লাহ আল জুহানি, ৫. বানদার বালিলাহ, ৬. ফাইসাল গাজ্জাবী (হাফিযাহুমুল্লাহু তা'আলা)।

প্রবেশ গেট নির্দেশনা, হারানো ও পাওয়া জিনিসের অফিস,
লাগেজ লকার, জমজম পানি নল

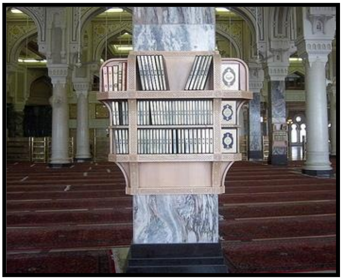

ওযু ব্যবস্থা, এস্কেলেটর,
হাদী টিকিট বিক্রি বুথ, বই শেলফ

মসজিদুল হারামের প্রচলিত অনিয়ম, ভুলত্রুটি ও বিদ'আত

- ✖ মসজিদের ভেতরে নারী-পুরুষ পাশাপাশি বসেন, স্বলাত পড়েন। অনেক পুরুষ তার স্ত্রীর হাত ধরে, কাঁধে হাত দিয়ে মসজিদের বাইরে এমনভাবে ঘুরে বেড়ান যেন তারা হলিডে বা অবকাশ যাপনে এসেছেন!
- ✖ মসজিদের ভেতরে খোলা পরিবেশে নারী ও পুরুষেরা ঘুমান। এবং ঘুমের সময় তাদের পর্দার ব্যাপারে খেয়াল থাকে না। অনেকে গভীর ঘুমের পর ওযু ছাড়াই স্বলাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। অথচ গভীর ঘুমে ওযু ভেঙ্গে যায়।
- ✖ মসজিদের প্রবেশদ্বারের ভেতরে ঢুকে দরজার সামনে অনেকে বসে পড়েন, এতে অনেক মানুষ সেই দরজা দিয়ে ঢুকতে ও বের হতে সমস্যায় পড়েন। হজ্জযাত্রীদের ভিড় সামলানোর জন্য মসজিদুল হারামের ব্যবস্থাপনা ভালো হওয়া সত্ত্বেও তাদের হিমশিম খেতে হয়।
- ✖ জুতা ও সেন্ডেল রাখার পর্যাপ্ত শেলফ থাকা সত্ত্বেও অনেকে মসজিদের ভেতরে যত্রতত্র জুতা-সেন্ডেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখেন।
- ✖ অনেকেই জানেন না মসজিদে নারী পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কিংবা মহিলার সরাসরি পেছনে পুরুষের দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় করা জায়েয নয়।
- ✖ অনেকেই ভালোভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান না এবং ভালোভাবে কাতার সোজা করেন না ও সামনের কাতার আগে পূরন করেন না।
- ✖ অনেক পুরুষের কাপড় টাখনুর নীচে দেখা যায় এবং অনেকে তসবীহ মালা বা মেশিন তসবীহ (অনুউত্তম) দিয়ে তসবীহ করছেন।
- ✖ অনেক বৃদ্ধ মহিলা ও পুরুষের এস্কেলেটরে চড়ার অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে পড়ে গিয়ে নিজেরা আহত হন এবং অন্যকে আহত করেন।
- ✖ দেখবেন অনেকে সঠিকভাবে ওযু করতেও জানেন না। অনেকে ইহরাম অবস্থায় তাদের হাঁটু ও নাভী বের করে সতর খোলা রাখেন।
- ✖ অনেকে ইহরাম অবস্থায় মসজিদুল হারামের বাইরের চত্বরে ধুমপান করেন।
- ✖ স্বলাত শেষ করে অনেকে মসজিদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করে থাকেন, এর ফলে অনেক মুসল্লি বের হতে পারেন না।
- ✖ অনেকে তাওয়াফের মাতাফে এবং মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে স্বলাতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েন ও তাওয়াফকারীদের তাওয়াফে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন।
- ✖ অনেকে জমজমের পানি পান করার স্থানে জমজমের পানি দিয়ে ওযু করেন।
- ✖ অনেকে মসজিদের আদব রক্ষা করেন না; উচ্চস্বরে কথা বলেন গল্প করেন।
- ✖ অনেকে মসজিদের ভেতরে খাওয়া-দাওয়া করে অপরিস্কার করে ফেলেন।
- ✖ জুতা বা সেন্ডেল হারিয়ে গেলে অন্যের জুতা-সেন্ডেল নিয়ে যান অনেকে।

✖ অনেক মহিলা সঠিকভাবে পর্দা করেন না। অনেকে আবার আকর্ষণীয় হিজাব পরেন। অনেকে স্বলাতের সময় পা, মাথা, চুল অনাবৃত রেখে স্বলাত পরেন।

✖ মসজিদের ভেতরে অনেকে জুতা ও ব্যাগ অরক্ষিত অবস্থায় খোলা জায়গায় ফেলে রাখেন তাই পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা এসে সেসব পানি দিয়ে ভিজিয়ে ফেলেন।

✖ তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার জন্য অনেকে ধাক্কাধাক্কি, বলপ্রয়োগ ও বৈরি আচরণ করেন। অথচ তা মোটেই কাম্য নয়।

✖ অনেক মহিলা আবেগের তাড়নায় পুরুষদের মাঝেই ধাক্কাধাক্কি করে হাজরে আসওয়াদ চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তা অনুচিত ও গুনাহের কাজ।

✖ অনেকে আবার কাবার দেয়াল ও গিলাফ জড়িয়ে ধরে বিলাপ করে কান্নাকাটি করেন। তবে মুলতাযম এ গিয়ে দু'আ করা জায়েয আছে।

✖ অনেকে কাবা ও মাক্বামে ইবরাহীমের দেয়াল স্পর্শ করেন, চুমু খান এবং পরিধানের কাপড়, রুমাল ও টুপি ঘষতে থাকেন।

✖ অনেকে কেঁচি ও ব্লেড দিয়ে কাবার গিলাফের সুতা কাটে ও মসজিদের মেঝের ভাঙ্গা পাথর সংগ্রহ করে বরকত লাভের ও তাবীজ বানানোর জন্য।

✖ স্বলাত শেষ হওয়ার পরপরই অনেকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া শুরু করেন, ঠিক একই সময়ে বাইরে থেকে অনেকে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এতে করে মারাত্মক অরাজগতা ও চাপ সৃষ্টি হয়।

✖ অনেকে শপিং মলে ঘুরাঘুরি, কেনাকাটা ও ফুড কোর্ট এ খাওয়া দাওয়া করে সময় অপচয় করেন যা ইবাদতের মনযোগ ও একাগ্রতা নষ্ট করে।

✖ অনেকে টানা দ্রুত বেগে নফল স্বলাত আদায় করে যাচ্ছেন, কারণ তার সারা জীবনে যা নামায কাজা করেছেন তা তুলে ফেলছেন এখানে এবং আগামীতে যদি নামায কাজা হয়ে যায় তাও অগ্রীম পড়ে রাখছেন আগেভাগে!

✖ অনেকের মাঝে এমন আবেগ-ভক্তি ও ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, কাবা ঘরের দিকে পিছন দিক ফিরে বসা ও পিছন ফিরে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না আবার কাবা ঘরের দিকে পা দিয়ে বসা ও ঘুমানো যাবে না।

✖ অনেকে মসজিদুল হারামকে 'হেরেম শরীফ' বলে ডেকে থাকেন যা নিতান্তই ভাষাগত একটি ত্রুটি। শুধু হারাম বললেই যথেষ্ট এবং শুদ্ধ।

✖ অনেকে মসজিদের নিকটবর্তী মক্কার মাআল্লা কবরস্থানকে 'জান্নাতুল মাআল্লা' বলে ডেকে থাকেন, এটাও একটি ত্রুটি। এমনভাবে কোন কবরস্থানকে জান্নাত বলা যায় না বা কবরের সকল অধিবাসী যে জান্নাতী হবে তার নিশ্চয়তা নেই।

✖ অনেকে শুধু উমরাহ করতে গিয়ে উমরাহকে 'উমরাহ-হজ্জ' বলে ডেকে থাকেন যা একটি ত্রুটি। শুধু উমরাহ করলে এর সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই আর হজ্জ করলে এর সাথে উমরাহ করা হয়ে যায়।

৯ মক্কায় কেনা-কাটা ৬

- ✪ অতিরিক্ত টাকা নিয়ে হজ্জে যাবেন না বা সেখানে গিয়ে বেশি কেনা-কাটা করায় লিপ্ত হবেন না। কেনা-কাটা করলে লাগেজের ওজনের বিষয় মাথায় রেখে কেনা-কাটা করুন। যদি পরিবার ও আত্নীয়-স্বজনের জন্য কোন সাধারণ কিছু উপহার বা নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনতে চান তবে তা হজ্জের আগেই কিনে ফেলুন। কেননা, হজ্জের সময় যত কাছাকাছি হয় জিনিসপত্রের দাম ততো বেড়ে যায়। হজ্জের পরেও কিছু দিন দাম বাড়তি যায়, তারপর ধীরে ধীরে দাম কমে।
- ✪ মসজিদে হারামের আশেপাশে পাবেন বেশ কিছু শপিং মল। জমজম টাওয়ারে পাবেন কিছু ব্যয়বহুল ব্যান্ডের দোকান। জমজম টাওয়ারের বেসমেন্টে পাবেন কিছু মধ্যম মানের দোকান। জমজম টাওয়ারের পাশে লাগোয়া আল সাফওয়া টাওয়ার শপিংমলও ও বিন দাউদ মল কেনাকাটার জন্য ভালো। হারামের চারপাশের শপিং সেন্টারগুলোও একটু ব্যয়বহুল। তবে কিছু দূরে মাআল্লা কবরস্থানের পাশে পাইকারি ও সস্তায় পণ্য কেনার জন্য বেশ কিছু মার্কেট ও শপিং মল পাবেন। এছাড়া উত্তর আজিজিয়ায় এক রাস্তায় পাশাপাশি অনেকগুলো বড় সুপার শপ মল পাবেন, যেমন- Family International Complex, Bawarith Plaza, Top Ten, Al Jawhara Mall ইত্যাদিতে সস্তায় সকল ধরনের পণ্য কেনার জন্য যেতে পারেন। মনে রাখবেন, পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্টতম স্থান হলো মেলা জাতীয় বাজার। তাই বাজারে কেনাকাটায় বেশি সময় নষ্ট করবেন না।
- ✪ আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মদীনার তুলনায় মক্কায় সবকিছুর দাম একটু বেশি। এখানে অনেক দোকানে বাঙালি বিক্রয়কর্মী দেখতে পাবেন। আপনি সহজেই তাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারেন। তবে একটা দুঃখের বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি এবং আমার মতো অনেকেরই এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বাঙালি বিক্রয়কর্মীরাই বাঙালিদের কাছে জিনিসপত্রের বেশি দাম চান ! এমনকি অনেক বাঙালি বিক্রয়কর্মী নিজেদের বাঙালি পরিচয় পর্যন্ত দিতে চান না, কারণ এতে যদি আপনি তার সঙ্গে বেশি দামাদামি শুরু করে দেন ! আবার এর উল্টো দেখা যায়, অনেকে দেশি দেশি বলে ডেকে, ভালো কথা বলে দাম বেশি রাখে।
- ✪ তবে একটি বিষয় আপনার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হবে এবং দেখে ভালোই লাগবে সেটা হলো - এখানে যে কোনো স্বলাতের আযান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব দোকান বন্ধ হয়ে যায়। স্বলাতের সময় সে দেশে কোনো বেচা-কেনা হয় না। ক্রেতা-বিক্রেতা স্বলাতের সময় শপিং মলে থাকলেও স্বলাতে দাঁড়িয়ে যান। স্বলাত শেষ হলে আবার বেচা-কেনা শুরু হয়ে যায়।
- ✪ শেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো: মক্কা থেকে পারলে তাওহীদ ও তাকওয়াকে ক্রয় করে অন্তরে গেঁথে নিয়ে আসেন !

মক্কায় ঐতিহাসিক স্থানসমূহ যিয়ারাহ

- আপনার হজ্জ এজেন্সি যে কোন একদিন যিয়ারাহ ট্যুরের ব্যবস্থা করতে পারে এবং আপনাদের সকলকে নিয়ে বাস ভাড়া করে মক্কার কাছাকাছি ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে ঘুরতে নিয়ে যেতে পারে। আপনি অবশ্যই এই ট্যুরটি উপভোগ করবেন। মক্কার চারদিকে ঘুরে দেখার এটাই আপনার সুযোগ। আপনি একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন, মক্কার জমজম টাওয়ার অনেক দূরদূরান্ত থেকেও দেখা যায়। মক্কার চারপাশে আপনি বেশ কিছু পাহাড় ও সুরঙ্গ সড়ক দেখতে পাবেন।
- কিছু জিয়ারাতের স্থান খুব কাছে, ইচ্ছা করলে পায়ে হেঁটেই দেখে আসতে পারেন, যেমন - রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথিত জন্মস্থান, জিন মসজিদ, মাআল্লা কবরস্থান (মারওয়া থেকে ২০ মিনিট হাঁটার পথ)। তবে পরামর্শ হলো একা একা কোথাও যাবেন না এবং কয়েকদিন মক্কায় থাকার পর স্থানগুলোতে যাবেন।
- এছাড়া ফজরের স্বলাতের পর লক্ষ্য করবেন কিছু মাইক্রোবাস অথবা প্রাইভেট কার ড্রাইভার ' যিয়ারাহ, যিয়ারাহ' বলে ডাকবে। তারা আপনাকে কিছু স্থান ঘুরে দেখাবে। সবচেয়ে ভালো হয় ছোট ছোট দল করে ঘুরতে বের হওয়া, কারণ ড্রাইভার জনপ্রতি ২০/৩০ রিয়াল ভাড়া দাবি করে থাকে। সমস্যা হলো এসব বেশিরভাগ ড্রাইভাররা (বাঙ্গালী, ভারতীয়, পাকিস্থানী) বিভিন্ন যিয়ারাহর জায়গার উল্টা-পাল্টা ও অতিরঞ্জিত ইতিহাস বর্ণনা করে এবং বিভিন্ন আমল করার কথা বলে থাকে যা ইসলামি শরীয়াহ সম্মত নয়। এসব স্থান ভ্রমণ করার সময় অবশ্যই আপনার হজ্জ পরিচয়পত্র ও হোটেলের ঠিকানা সঙ্গে রাখুন। অনেক সময় রাস্তায় পুলিশ আপনার হজ্জের পরিচয়পত্র চেক করতে পারে।
- মক্কা থেকে দূরবর্তী স্থান - জেদ্দা ও তায়েফ দলগতভাবে কার/মাইক্রো রিজার্ভ করে ঘুরতে যেতে পারেন। জনপ্রতি ৮০/১০০ রিয়াল করে ভাড়া লাগতে পারে। জেদ্দা সমুদ্র সৈকত ও তায়েফ (আল হাদা) এর আকাঁবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা খুবই রোমাঞ্চকর। তায়েফে বুড়ির বাড়ির নামে যা কিছু শুনবেন সব ভুয়া ও মিথ্যা।
- মক্কার কোন স্থান যিয়ারাহ করার মধ্যে বিশেষ কোন নেকী বা ফযীলত নেই। যিয়ারতের স্থানে গিয়ে বিশেষ কোন আমল বা দু'আ নেই। শুধু মসজিদ হলে দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ স্বলাত পড়া ও কবরস্থান হলে কবরবাসীর জন্য দু'আ করা। অনেক মানুষ যিয়ারতের স্থানগুলোতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে শিরক ও বিদআত জাতীয় কাজ করে ফেলেন। তাই সতর্ক থাকা বাঞ্চনীয়। যিয়ারতের উদ্দেশ্য হবে অতীত স্থান ও নিদর্শনসমূহ অবলোকনের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাস জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। মনে ইসলামি চেতনা জাগ্রত করা ও ঈমানকে মজবুত করা। যারা যুগে যুগে ইসলামের জন্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে গত হয়ে গেছেন তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা।

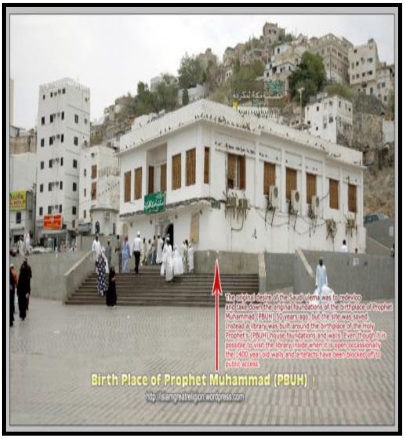

মক্কা লাইব্রেরী : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর (কথিত) জন্মস্থান, যদিও তা সঠিকভাবে প্রমাণিত নয়। মসজিদুল হারামের খুবই নিকটে অবস্থিত। মারওয়া পাহাড় থেকে অদূরে শিআবে আলী প্রবেশমুখে অবস্থিত।

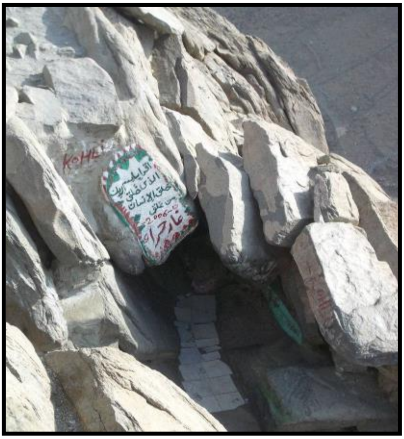

জাবালে নূর/হেরা গুহা - এই পাহাড়ের গুহায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে চিন্তা মগ্ন থাকতেন এবং এখানে প্রথম কুরআন ওহী হিসাবে নাজিল হয়। উচ্চতা ৬৩৪ মি.। পাহাড়ের চূড়া উটের কুজের মতো।

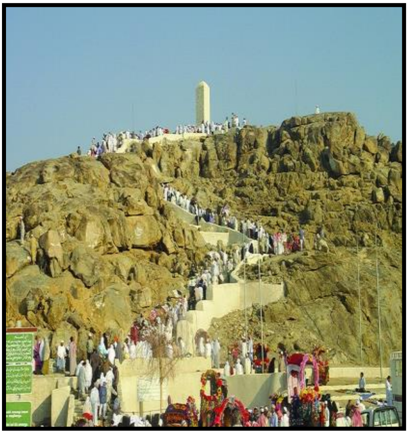

জাবালে আরাফা - আরাফার ময়দানে অবস্থিত পাহাড় যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জের ভাষণ দেন।

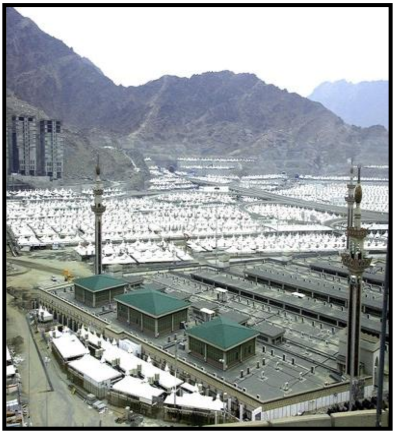

খাইফ মসজিদ - মিনায় অবস্থিত। জামরাত এর খুব কাছে অবস্থিত। ৭০ জন নবী এখানে স্বলাত আদায় করেছেন।

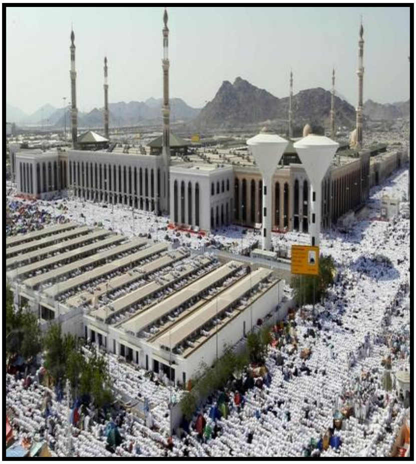

নামিরা মসজিদ - আরাফায় অবস্থিত। মসজিদের কিছু অংশ আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থিত। আরাফা দিবসে ইমাম এখানে খুতবা দেন।

জাবালে সাওর - এই পাহাড়ের গুহায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা থেকে মদীনা হিযরত করার সময় আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ও লুকিয়ে ছিলেন। হারাম থেকে ৪ কি.মি দূরে অবস্থিত। উচ্চতা ৭৪৮ মি.।

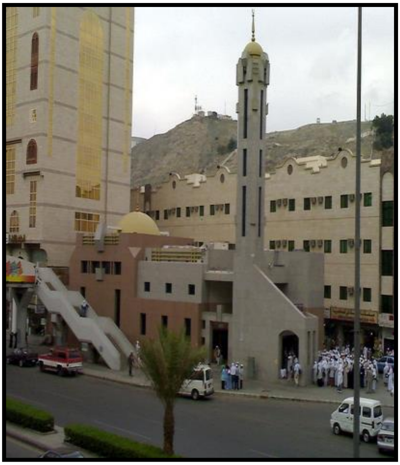

জিন মসজিদ - মসজিদুল হারামের অদূরে অবস্থিত। এখানে জিনেরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কুরআন তিলাওয়াত শুনতে এসেছিল এবং কথা বলেছিল।

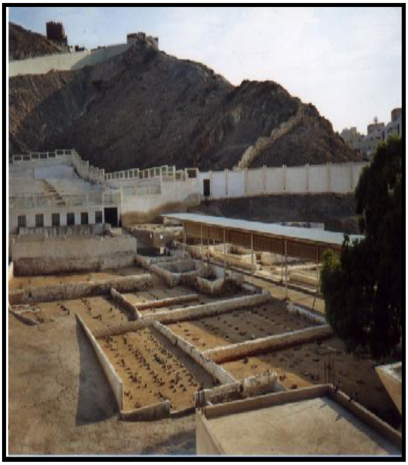

মাআল্লা কবরস্থান - মক্কার ঐতিহাসিক কবরস্থান। জিন মসজিদের পাশে অবস্থিত। খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এর কবর আছে এখানে।

কিসওয়াহ ফ্যাক্টরী - কাবার গিলাফ তৈরীর কারখানা। পুরাতন জেদ্দা রোডে অবস্থিত।

মক্কা ইসলামী যাদুঘর - কাবার গিলাফ তৈরীর কারখানার পাশে অবস্থিত। পুরাতন জেদ্দা রোডে অবস্থিত।

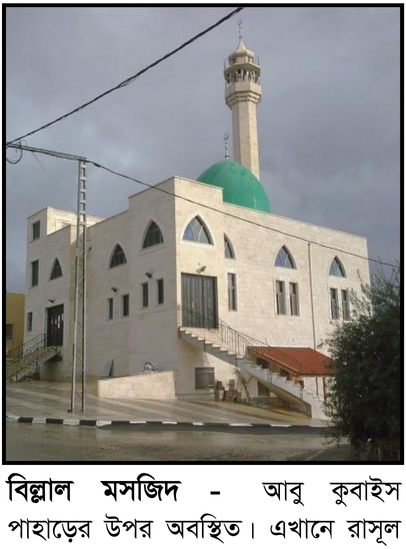

বিল্লাল মসজিদ - আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাঁদকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন।

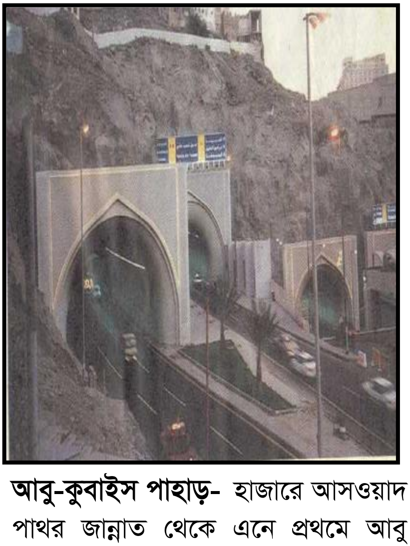

আবু-কুবাইস পাহাড়- হাজারে আসওয়াদ পাথর জান্নাত থেকে এনে প্রথমে আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর রাখা হয়েছিল। বর্তমানে এর উপর বাদশার বাড়ি রয়েছে। পাশেই আজইয়াদ পাহাড় অবিস্থত।

হজ্জ

Perform
HAJJ.com

Perform
HAJJ.com
Muslim's Pilgrimage to Mecca

৵ হজ্জের ফরয (হজ্জে তামাত্তু) ৶

- ✪ ইহরাম করা; ইহরাম বেঁধে হজ্জ শুরুর স্বীকৃতি দেওয়া ও তালবিয়াহ পড়া।
- ✪ আরাফায় অবস্থান করা; ৯ যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।
- ✪ তাওয়াফুল ইফাদাহ বা যিয়ারাহ করা; হজ্জের ফরয তাওয়াফ করা।
- ✪ সাফা-মারওয়া সাঈ করা; হজ্জের ফরয সাঈ করা।

△ হজ্জের ফরয কাজগুলো ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নির্দিষ্ট স্থানে ও অনুমোদিত সময়ের মধ্যে পালন করতে হবে। কোনো একটি ফরয বাদ গেলে (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) হজ্জ সম্পন্ন হবে না। হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। কোন ক্ষতিপূরণ বা দম দিয়ে লাভ হবে না। পরবর্তীতে পুনরায় নতুন করে হজ্জ করতে হবে।

৵ হজ্জের ওয়াজিব (হজ্জে তামাত্তু) ৶

- ✪ ইহরামের মীকাত; মীকাত থেকে ইহরাম করা।
- ✪ আরাফায় অবস্থান করা; ৯ যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা।
- ✪ মুযদালিফায় অবস্থান করা; ১০ যিলহজ্জ মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা।
- ✪ কংকর নিক্ষেপ করা; জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা।
- ✪ হাদী জবেহ করা; একটি পশু যবেহ করা।
- ✪ কসর বা হলক্ব করা; চুল ছোট করে ছেঁটে ফেলা অথবা মাথা মুন্ডন করা।
- ✪ মিনায় অবস্থান করা; তাশরীকের রাতগুলোতে মিনায় রাত্রিযাপন করা।
- ✪ তাওয়াফে বিদা করা; হজ্জ শেষে মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা।

* পরিস্থিতি বা ওজর সাপেক্ষে কিছু বিষয়ের ছাড় বা ব্যতিক্রম রয়েছে *

△ হজ্জের এক বা একাধিক ওয়াজিব যদি বাদ পড়ে (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) তবে হজ্জ বাতিল হবে না। কিন্তু এজন্য হজ্জ সম্পাদন শেষ করে কাফফারা হিসাবে মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে একটি পশু জবেহ করে দম হিসাবে সম্পূর্ণ গোশত গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে। অন্যথায় হজ্জ ত্রুটিযুক্ত থেকে যাবে তথা হজ্জ মকবুল হবে না। বিনা ওজরে হজ্জের কোন একটি ওয়াজিব ইচ্ছা করে বাদ দেওয়া বড় গুনাহের কাজ। দম দেওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর তাআলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থণা করা বাঞ্চণীয়।

* হজ্জের ফরয ও ওয়াজিব (অত্যাবশ্যকীয়) বিষয়সমূহ বিশ্বের জমহুর উলামাগণের কুরআন ও হাদীসের দলিল ভিত্তিক মতামতের আলোকে সংকলিত *

হজ্জের সুন্নাত (হজ্জে তামাত্তু)

- হজ্জের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুন্নাতগুলো হল:
- ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করা।
- পুরুষের ক্ষেত্রে দুই খন্ড সাদা ইহরামের কাপড় পরা।
- ৮ যিলহজ্জ যোহর থেকে ৯ যিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা।
- ছোট ও মধ্যম জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ পাঠ করা।

△ হজ্জের কোনো একটি সুন্নাত ওজরবশত বাদ দিলে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে গেলে অসুবিধা নেই। দম দেওয়া জরুরী নয়। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাত বাদ দেওয়া মন্দ কাজ।

হজ্জের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতের বিষয়ে সচেতনতা

- বর্তমানে মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন মত ও দল বিভক্তির কারণে লক্ষ্য করা যায় হজ্জযাত্রীরা হজ্জের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত বিষয়গুলো তাদের নিজ নিজ মত বা দলের ফিকহী মাসআলার আলোকে নির্ধারণ করে পালন করছেন। উদাহরণ স্বরুপ; মিনায় ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ রাতে অবস্থান করা; কিছু ফোকাহা বলছেন এটা ওয়াজিব! আবার কিছু ফোকাহা বলছেন এটা সুন্নাত! আবার সাফা-মারওয়া সাঈ করা কিছু ফোকাহা বলছেন ফরয আবার কেউ বলছেন ওয়াজিব !
- এর ফলে সাধারণ হজ্জযাত্রীরা যারা হজ্জ সম্পর্কে খুব বেশি পড়াশোনা করেননি বা তেমন কোন জ্ঞান নেই তারা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যান এবং তারা যে এজেন্সির সাথে হজ্জ করতে এসেছেন অন্ধের মতো তাদের সবকিছু পালন করেন। হাজীদের উদ্দেশ্যে বার্তা হলো; এটা আপনার হজ্জ, আপনার ফরয ইবাদাত, আপনি অর্থ ব্যয় করেছেন, হয়তোবা জীবনে একবারই এটা পালন করবেন.. ধরুন, হজ্জ পালন করে আসার পর জানতে পারলেন হজ্জে আপনি একটি বিধান লঙ্ঘন/ভুল করেছেন, তখন আপনার কেমন লাগবে ? এজন্য কি উত্তম নয় নিজে জ্ঞানার্জন করা ও সর্তকতা অবলম্বন করা ও নিরাপদ মাসআলা অনুসরণ করা ?
- এই বইয়ের শুরুতে বলেছিলাম, হজ্জ হতে হবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীদের মতো যার বর্ণনা হাদীস গ্রন্থসমূহের সুস্পষ্ট বিদ্যমান, অন্য কারো ফাতওয়া/মত মতো হজ্জ করা যাবে না। তাই হজ্জ পালনের আগে হজ্জ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। হজ্জ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বই থেকে জানুন এবং সে বইকে বিশুদ্ধ হাদীসের দলিলের আলোকে মিলিয়ে যাচাই করুন। আমার লেখা গাইডও যাচাই

করুন। অন্ধের মতো এটা পড়ে অনুসরণ করবেন না। আপনার বিবেক, জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দিয়ে সঠিক উপায়ে আপনার হজ্জ পালন করার চেষ্টা করুন।

- ✪ হজ্জে যাওয়ার আগে হজ্জে কি কি কর্মকান্ড সম্পাদন করতে হবে সে সম্পর্কে মনে মনে নিশ্চিত হতে হবে। হজ্জের কোন গুরুত্বপূর্ন আমল আপনার জ্ঞান/বুঝ অনুসারে যদি এজেন্সি/আমীরের সাথে না মিলে বা সঠিক মনে না হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রথমত এজেন্সিকে হিকমতের সাথে বুঝাতে বা নসীহত করতে হবে এবং সর্বশেষ প্রয়োজনে আমীরের আনুগত্য আদবের সাথে পরিহার করে নিজ জ্ঞান অনুসারে আমল করতে হবে। ইনশাআল্লাহ আপনাকে কেউ কোন বিধান পালন করার জন্য ওখানে চাপ/জোর প্রদান করবে না। তবে কোন বিষয় নিয়ে এজেন্সির সাথে কথা বলতে গিয়ে বিরোধ বা কথা কাটাকাটি করা যাবে না।
- ✪ মক্কা ও মদীনায় আপনার নিজ জ্ঞান ও বিবিধ মাসআলা সঠিক কি না তা প্রশ্ন করে যাচাই করে নেওয়ার পন্থা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। মক্কা ও মদীনায় বেশ কিছু ইসলামিক জ্ঞান আদান-প্রদান বুথ পাবেন যেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী বিদ্বান আলেম/শাইখ ব্যক্তি পাবেন যাদেরকে প্রশ্ন করে আপনি আপনার মনের সন্দেহ দূর করতে পারবেন। তাঁরা আপনার সাথে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস অনুসারেই কথা বলবেন এবং বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের মতামত উল্লেখ করে এর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে যথার্থ ও উত্তম তাও বলে দিবেন।
- ✪ আপনি যদি নিজ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে হজ্জের কোন বিধানে কোন ভুল করে ফেলেন, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সে ভুল ওয়াজিব পর্যায়ের হলে কাফফারা হিসাবে একটি দম দিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা আপনার মনের খবর জানেন - আপনি যে এখলাসের সাথে সঠিক নিয়মে সবকিছু করতে চেয়েছিলেন এবং আপনার জ্ঞান অনুসারে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন আল্লাহ তা জানেন। তাই আপনি যদি একনিষ্ঠভাবে ক্ষমা চান তাহলে ইনশা-আল্লাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন, কারণ তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

হিজরী ক্যালেন্ডারের দিবা-রাত্রি ধারনা

- ✪ অনেকেই হজ্জের দিনগুলোর (৮, ৯, ১০.. যিলহজ্জ) কথা বলতে গিয়ে ইংরেজী দিন-রাত্রির হিসাবের সাথে হিজরী দিন-রাত্রির হিসাব মিলিয়ে গুলিয়ে ফেলেন। তাই এই মূল ধারনাটি আগেভাগেই পরিস্কার করে নেওয়া ভালো।
- ✪ ইংরেজী ক্যালেন্ডার হিসাবে রাত ১২টা পর থেকে দিন শুরু ধরা হয়। অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা হয় - প্রথমে ৬ ঘন্টা রাত্রি, পরে ১২ ঘন্টা দিন ও পরে ৬ ঘন্টা রাত্রি।
- ✪ আর হিজরী ক্যালেন্ডার হিসাবে সূর্যাস্তের পর থেকে দিন শুরু ধরা হয়। অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা হয় - প্রথমে ১২ ঘন্টা রাত্রি ও পরে ১২ ঘন্টা দিন।

হজ্জের প্রস্তুতি সামগ্রীর চেকলিষ্ট (পুরুষ ও মহিলা)

০১	ছোট কাঁধ/হাত ব্যাগ (ওজন সর্বোচ্চ ৪-৫ কেজি)	১ টি
০২	৫০০-৬০০ রিয়াল ও হজ্জ ও দু'আর বই	১ টি
০৩	এক্সট্রা ইহরাম কাপড়	১ সেট
০৪	ছোট সাইজ বেড শীট ও গামছা/পাতলা টাওয়েল	১ টি
০৫	পাঞ্জাবী-পায়জামা ও লুঙ্গি ও টিশার্ট-ট্রাউজার প্যান্ট	২/৩ সেট
০৬	সুতি সালওয়ার-কামিজ বা জামা/ম্যাক্সি	২/৩ সেট
০৭	বুরকা/জিলবাব ও হিজাব/খিমার	২/৩ টি
০৮	প্লেট-গ্লাস ও হ্যাঙ্গার/কাপড়ের ক্লিপ	১/২ টি
০৯	ছোট ছাতা ও এক্সট্রা সেন্ডেল ও চশমা	১ টি
১০	পাওয়ার ব্যাংক ও মাল্টিপিন কনর্ভাটার	১ টি
১১	ব্রাশ ও সাবান ও টিস্যু ও ভ্যাসলিন ও সান্সক্রিম ও আতর	১ টি
১২	খেজুর ও কিছু শুকনো খাবার ও পানির বোতল	
১৩	এক্সট্রা ছোট কাপড়ের/পলিথিন ব্যাগ	১/২ টি
১৪	রেজার/ট্রিমার ও মুযদালিফায় রাতে শোয়ার ম্যাট	১ টি
১৫	মিনা তাবু কার্ড ও মিনা ম্যাপ ও আইডি কার্ড	১ টি
১৬	৫-৬ দিনের প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ সামগ্রী	

গুগল ম্যাপ থেকে হজ্জের স্থানসমূহের সীমানা

৮ যিলহজ্জ : তারবীয়াহ দিবস

- ৮ যিলহজ্জে করণীয় : সূর্যোদয়ের পর হোটেল (মক্কা/আজিজিয়া/শির্শা) থেকে হজ্জের ইহরাম করে যোহরের পূর্বে মিনায় যাওয়া। মিনার তাবুতে দিন ও রাত্রি যাপন করা এবং ৫ওয়াক্ত স্বলাত মিনায় কসর করে আদায় করা। ইবনে মাজাহ-৩০০৪
- ৮ যিলহজ্জ ইহরাম বাঁধার আগে আপনার ব্যাগ গুছিয়ে নিন। ছোট একটি ব্যাগ নিবেন যাতে সহজেই ব্যাগটি বহন করতে পারেন। কারণ এই ব্যাগ নিয়ে কয়েক মাইল হাঁটতেও হতে পারে। হোটেলে বড় লাগেজে মূল্যবান জিনিসপত্র ও অতিরিক্ত টাকা-পয়সা রেখে তালা দিয়ে ঘরে রেখে যান অথবা সৌদি মুআল্লিম অফিসে জমা দিয়ে রশিদ/মেমো নিয়ে রাখুন।
- ৮ যিলহজ্জ ইহরামের কাপড় পরিধানের পূর্বে সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে ফেলুন - নখ কাটা, লজ্জাস্থানের চুল পরিস্কার করা, গোঁফ ছোট করা। তবে দাড়ি ও চুল কাটবেন না। পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো করা মুস্তাহাব। উক্ত কাজগুলো অবশ্য ১ যিলহজ্জ এর আগে সেরে নিতে হবে। ইহরামের কাপড় পড়ার আগে গোসল করুন, আর যদি গোসল করা সম্ভব না হয় তাহলে ওযু করুন। ঋতুবতী মহিলারা গোসল করে ন্যাপকিনসহ সাধারণ কাপড় পরে নিবেন এবং হজ্জ এর সকল বিধিবিধান পালন করবেন। তবে ঋতু শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুধু মসজিদে প্রবেশ, কুরআন স্পর্শ, স্বলাত পড়া ও তাওয়াফ করা যাবে না। ঋতু শেষ হলে তাওয়াফ ও সাঈ করবেন ও স্বলাত পড়বেন। মুসলিম-২৭৯৯, নাসাঈ-২৭৬২
- পুরুষরা ইহরামের কাপড় পরার আগে চুলে তেল বা তালবীদ দিতে পারেন এবং শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধী ব্যবহার করতে পারেন; তবে ইহরাম বাঁধার পর পারবেন না। সুগন্ধী যেন আবার ইহরামের কাপড়ে না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। লেগে গেলে সে জায়গা ৩বার/ভালো করে ধুয়ে ফেলবেন। মহিলারা কখনই কোনো অবস্থাতেই সুগন্ধী ব্যবহার করবেন না। মহিলাদের সুগন্ধী ব্যবহার করে মসজিদে ও ঘরের বাইরে যাওয়া হারাম। বুখারী-১৫৩৬
- মহিলারা মুখমন্ডল এবং হাতের কব্জি খোলা রাখবেন। নেকাব দ্বারা মুখমন্ডল সবসময় ঢেকে রাখা যাবে না। তবে গায়ের মাহরাম পুরুষদের সামনে বা মাঝে গেলে তখন চাইলে মুখমন্ডল আবৃত করতে পারবেন। আবু দাউদ-১৮২৫
- পুরুষরা ইহরামের কাপড় সুবিধামত এমনভাবে পরবেন যাতে নাভির উপর থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত আবৃত হয়ে যায় এবং ইহরামের কাপড় দিয়ে কাঁধ ও শরীর ঢেকে যায়। ইহরাম বাঁধার জন্য সেলাইযুক্ত বেল্ট ব্যবহার করা যাবে।
- উত্তম সুন্নাহ পদ্ধতি হলো কোন ফরয স্বলাতের পূর্বে ইহরামের কাপড় পরা ও ফরয স্বলাত আদায় করা এবং সাওয়ারীর উপর উঠে তারপর ইহরাম করা তথা হজ্জ শুরু করার নিয়ত করা বা স্বীকৃতি দিয়ে তালবিয়াহ পাঠ শুরু করা। আর

কোন ফরয স্বলাতের সময় না হলে ওযু করে ইহরামের কাপড় পরে সাধারণ নফল বা তাহিয়্যাতুল ওযুর ২ রাকাআত স্বলাত পড়া। এবং উক্ত স্বলাতের পর ইহরাম করা মুস্তাহাব। যদি কোন ফরয স্বলাতের পর ইহরাম করা হয়, তাহলে আর কোন স্বলাতের প্রয়োজন নেই। অন্য সময় ইহরাম বাঁধলে ২ রাকাআত স্বলাত আদায় করা যেতে পারে। যদি কোন সমস্যা বা পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ওযু করা বা স্বলাত আদায় করা না হয় বা সুযোগ না পাওয়া যায় তাতে কোন সমস্যা নেই। শুধু ইহরামের কাপড় পরে হজ্জ শুরু করার নিয়ত বা স্বীকৃতি দিয়ে তালবিয়াহ পাঠ শুরু করা যাবে।

- ✪ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পালনীয় নিয়ম অনুযায়ী সুন্নাহ হলো ৮ যিলহজ্জ মক্কায় ফজরের স্বলাত আদায় করার পর সকালে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। কিন্তু বর্তমানে ২৫-৩০ লক্ষ হজ্জযাত্রী যদি সকাল বেলায় ৯-১০ হাজার গাড়ি/বাস নিয়ে মিনার দিকে ৭-৮ কি.মি রাস্তা যাওয়ার চেষ্টা করেন তবে কেমন যানজট আর অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।
- ✪ তাই সৌদি মুআল্লিমগণ সৌদি আলেমগণের ফাতাওয়ার আলোকে ৮ যিলহজ্জ মধ্যরাত হতেই হজ্জযাত্রীদের মিনায় নিয়ে যাওয়া শুরু করেন। এই কাজটি সুন্নাতের খেলাফ তবে যেহেতু ওজরবশত করা হচ্ছে সেহেতু হজ্জের কোন ক্ষতি হবে না। মধ্যরাত থেকে পরবর্তী দিন সকাল পর্যন্ত হজ্জযাত্রীদের ধীরে ধীরে মিনায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাই জেনে নিন কখন মিনায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন আপনার সৌদি মুআল্লিম। সে অনুযায়ী ইহরাম বাঁধার প্রস্তুতি নিন। যাত্রা শুরু করার ২-৩ ঘন্টা আগে ইহরাম বাঁধার প্রস্তুতি শুরু করা উত্তম।
- ✪ মক্কা/মীনার কাছাকাছি আপনার হোটেল বা বাসা থেকে ইহরামের কাপড় পরবেন এবং এখান থেকেই আপনি হজ্জের জন্য ইহরাম করবেন। এমনটি করা **ওয়াজিব**। ইহরাম করার জন্য আপনাকে এখন কোন মীকাতে যেতে হবে না। হারামের সীমানার ভিতরের স্থানীয় লোকেরাও তাদের নিজ নিজ আবাসস্থল থেকে হজ্জের জন্য ইহরাম করবেন। শুধুমাত্র যারা মীকাতের বাইরে থেকে আসবেন তারা মীকাত থেকে হজ্জের ইহরাম করে প্রবেশ করবেন। বুখারী-১৫২৪
- ✪ ইহরামের কাপড় পরে যখন গাড়ি/বাসে উঠে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া শুরু করবেন তখন হজ্জের ইহরাম করবেন অর্থাৎ হজ্জ শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি বা নিয়ত করবেন। এমনকি ঋতুবতী মহিলারাও গোসল করে ন্যাপকিন বেঁধে হজ্জের ইহরাম করবেন।
- ✪ হজ্জের ইহরাম করতে বলুন:

لَبَّيْكَ حَجًّا

"লাব্বাইকা হাজ্জাহ"

"আমি হজ্জ করার জন্য হাজির"।

- ✪ এবার স্বশব্দে তাওহীদ সম্বলিত তালবিয়াহ পাঠ শুরু করুন এবং ১০ যিলহজ্জ জামারাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত তালবিয়াহ পাঠ করুন।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বায়িক,
ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাক"।
"আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।
আমি হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির।
নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও তোমারই,
তোমার কোনো শরীক নেই"। বুখারী-১৫৪৯, মুসলিম-২৭০১, তিরমিযী-৮২৬

- ✪ হজ্জ সম্পন্ন করতে না পারার ভয় থাকলে (যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা বা অসুস্থতার কারণ দেখা দেয়) তবে এই দু'আটি পাঠ করবেন: তিরমিযী-৯৪১

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

"ফাইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা মাহিল্লী হায়ছু হাবাসতানি"।
"যদি কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই, তাহলে যেখানে তুমি আমাকে
বাধা দিবে, সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে"। আবু দাউদ-১৭৭৬

- ✪ তালবিয়াহ হালকা উচ্চস্বরে পাঠ করা উত্তম। তবে তালবিয়াহ খুব উচ্চস্বরে অথবা সমস্বরে পাঠ করবেন না যা অন্যদের অসুবিধা বা বিরক্তির কারণ হয়। আর মহিলারা তালবিয়াহ পাঠ করবেন নিচু স্বরে অথবা মনে মনে। তালবিয়াহ বেশি বেশি পড়া মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, ওজু, বে-ওজু; সর্বাবস্থায় তালবিয়াহ পাঠ করা যায়। এখন আপনার হজ্জের ইহরাম করা হয়ে গেছে, এই ইহরাম করার কাজটি ছিল **ফরয**।
- ✪ মনে রাখবেন এখন আপনি ইহরাম করা অবস্থায় আছেন। এখন আপনার উপর ইহরামের সকল বিধি-বিধান প্রযোজ্য। ইহরাম অবস্থায় কি কি কাজ অনুমোদিত আর কি কি কাজ নিষিদ্ধ তা **পৃষ্ঠা নং : ৫৫** থেকে দেখে মনে রাখুন।
- ✪ ইহরাম করার পরে ৮ যিলহজ্জ কাবা ঘর তাওয়াফ বা সাফা-মারওয়া সাঈ করার ব্যাপারেও কোনো নির্দেশনা হাদীসে কোথাও পাওয়া যায় না। তাই এমন অতিরিক্ত কিছু ভিত্তিহীন আমল নেকীর আশায় করতে যাওয়া ঠিক হবে না।
- ✪ হজ্জের শুরুতেই ইবলিশ শয়তান খুব সক্রিয় হয়ে যায় ও হাজীদের হজ্জকে নষ্ট করার জন্য সকলের মনে দ্বন্দ্ব, বিভেদ, রাগ, ক্ষোভ, অহংকার, গীবত, বেপর্দা, গোমরাহী, ভ্রষ্টতা ও গায়রে সুন্নাহ কাজে লিপ্ত করতে কুমন্ত্রনা দিতে থাকে।

- ✪ আপনি যখন হজ্জ সফরের জন্য আপনার বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন তখন আপনাকে কিন্তু ৩টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ব্যাগে নিতে বলা হয়েছিল ! ধৈর্য্য, ত্যাগ ও ক্ষমা ! আপনার হজ্জকে সফল করার জন্য এখন এই ৩টি বিষয় প্রয়োগ করা খুব বেশি প্রয়োজন পড়বে। হজ্জের দিনগুলোতে এজেন্সির বিভিন্ন দলের লোকের সাথে একসাথে থাকতে হয় তাই অনেক সময় অনেক কথা ও কাজে মতপার্থক্য হয়। তাই রাগারাগি বা কথা কাটাকাটি না করে ধৈর্য্যের সাথে চলতে হবে।
- ✪ হজ্জ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে কিছু তথ্য আপনাকে জানাতে চাই যাতে আপনি এই সার্বিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বুঝতে পারেন। হজ্জের পূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন হজ্জ এজেন্সিগুলো হজ্জের বিভিন্ন সেবা বিষয়ে চুক্তি করেন সৌদি সরকার কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিভিন্ন সৌদি মুআল্লিম এর সাথে। কিন্তু এই হজ্জ এজেন্সির কাজের পরিধি সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে অবস্থানকালে এই হজ্জ এজেন্সি হোটেল ভাড়া, ভিসা, বিমান টিকিট এর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যখনই সৌদিআরবে যাবেন তখন এই হজ্জ এজেন্সি আবার সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরশীল সৌদি মুআল্লিমের উপর। বাস সার্ভিস, খাওয়া-দাওয়া, হোটেল, মিনার তাবু ইত্যাদি সৌদি মুআল্লিম এর ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। একজন সৌদি মুআল্লিম ৫/১০টি এজেন্সি ম্যানেজ করেন। তাই অনেক সময় আপনার এজেন্সি তার দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেন না সৌদি মুআল্লিমের কারণে। যেমন উদাহরনঃ সৌদি মুআল্লিম আপনাদের হজ্জ গাইডকে বলবেন, আপনার সকল হাজীদের প্রস্তুত হতে বলেন, মিনায় যাওয়ার বাস আসবে রাত ২টায়। এরপর দেখবেন ৫টা বেজে গেছে কিন্তু বাসের খবর নেই ! আপনি দোষ দিবেন গাইডকে, কিন্তু গাইডের কোন কিছু করার নেই। গাইড খুব জোর মুআল্লিমকে একটু ফোন করবেন, খবর নিবেন, একটু অনুরোধ করবেন এই যা।
- ✪ ৮ যিলহজ্জ বাসে করে আপনার এজেন্সি দলসহ মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন এবং আশা করা যায় ১-২ ঘন্টার মধ্যেই তাবুতে পৌঁছে যাবেন। অনেকে পায়ে হেঁটে প্যাডেস্ট্রিয়ান টানেলের (সুরঙ্গ পথ) রাস্তা দিয়ে মিনায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। যদি তাবু জামারাতের কাছাকাছি হয় ও সাথে পূর্বে হজ্জ করা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক থাকে তবে তার সাথে পায়ে হেঁটে যেতে পারেন। তবে বেশি দূরের পথ পায়ে হেঁটে না যাওয়াই উত্তম, কারণ এতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। রাস্তায় চলতে চলতে তালবিয়াহ পাঠ অব্যাহত রাখুন। সবসময় দলবদ্ধ হয়ে থাকুন। এ সময় অনেক লোক দলছাড়া হয়ে হারিয়ে যায়। তাই সাবধান থাকুন। তাবুতে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন ও খাবার গ্রহণ করুন।
- ✪ মিনায় তাবুতে আউয়াল ওয়াক্তে সকল স্বলাত কসর করে আদায় করতে হবে। এই কসর করা কোন সফরের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং এটি হজ্জের কসর। হজ্জের দিনগুলোতে (৮-১৩ যিলহজ্জ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার ভিতরের ও মীকাতের

বাইরের থেকে আসা লোকদের নিয়ে কসর করে সকল স্বলাত পড়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি মুকিম ও মুসাফিরের মধ্যে স্বলাতের কোন পার্থক্য করেননি অর্থাৎ মক্কার স্থানীয় লোকদের আলাদাভাবে পূর্ণ স্বলাত পড়ার কোন নির্দেশনা দেননি। এমন কসর করে স্বলাত পড়া সুন্নাত। সকল চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয স্বলাতসমূহকে দুই রাকাআতে সংক্ষিপ্ত করে কসর করে পড়া (মাগরিব ও ফজর ব্যতীত)। মাগরিব ও ফজর যথারীতি তিন ও দুই রাকাআত করে পড়তে হবে। কসর অবস্থায় কোন সুন্নাত/নফল স্বলাত আদায়ের প্রয়োজনীয়তা নেই । বরং এ সময় সুন্নাত না পড়াই সুন্নাত। তবে মিনায় অবস্থানকালে স্বলাত কাযা করে অথবা দুই ওয়াক্তের স্বলাতকে একত্রে জমা করে পড়া যাবে না। শুধুমাত্র ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত এবং এশার পরে এক/তিন রাকাআত বিতর স্বলাত আদায় করা যাবে। তাবুর ভিতরে সকলে মিলে গ্রুপ জামাআত করা উত্তম অথবা খাইফ মসজিদের কাছাকাছি তাবুর অবস্থান হলে মসজিদে গিয়ে জামাআতে স্বলাত আদায় করা যায়। বুখারী-১৬৫৭, আবু দাউদ-১৯১১, তিরমিযী-৮৮২

- ✪ কিছু মানুষ উপরের মাসআলার বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন মত পোষন করেন ও তারা মিনায় সকল স্বলাত কসর না করে পূর্ণ আদায় করেন কারণ তারা কসর স্বলাত এর দূরত্ব ও সময়ের বিষয়ে নির্দিষ্ট একটি মত অনুসরণ করেন। এই বিষয়ে তারা হাদীস থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা সাহাবীদের করা কোন আমলকে দলিল হিসাবে দেখাতে পারেন না বরং তারা তাদের ইমামদের ফিকহী মাসআলার আলোকে আমল করেন। এমন ক্ষেত্রে আপনার জন্য করণীয় কি তার দিকনির্দেশনা ইতিপূর্বে দিয়ে দিয়েছি। আপনি যদি সুন্নাহর আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা সাহাবীদের মতো হজ্জ করতে চান তবে প্রয়োজনে কসরবিহীন জামাআত পরিত্যাগ করে একাকী বা কয়েকজনে মিলে কসর করে জামাআত করে স্বলাত আদায় করুন। বিষয়টি নিয়ে কারো সাথে দন্দ্ব বা কথা কাটাকাটি না করে হিকমত ও বিনয়ের সাথে নিজ নিজ আমল পালন করুন।
- ✪ ৯ যিলহজ্জ সূর্যোদয় পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। তারপর আরাফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। মিনায় অবস্থান করে স্বলাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলিল, ইসতিগফার, দু'আ ও যিক্‌র করা ছাড়া আর বিশেষ কোন কাজ নেই। তালবিয়াহ পাঠ অব্যাহত রাখুন। মিনায় অবস্থান করা সাদা-সিধে জীবন যাপনের প্রতীক। তাবুর মধ্যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অথবা গল্পগুজব ও ঘুরাঘুরি না করে মিনার এই মূল্যবান সময়গুলোকে কাজে লাগানো উত্তম।
- ✪ ইহরাম অবস্থায় ইহরামের কোন বিধান লঙ্ঘন হলে পরবর্তীতে ফিদইয়া দিতে হবে এবং হজ্জ সম্পাদনে বাধাপ্রাপ্ত হলে উমরার অনুরুপ ফিদইয়া দিয়ে হালাল হওয়ার কাজ করতে হবে।

মিনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য

- মিনার তাবুগুলো স্থায়ী, সারা বছর টাঙ্গানো থাকে কিন্তু কোন ব্যবহার হয় না। শুধু হজ্জের সময় ৫-৬ দিন ব্যবহারের জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত সৌদি মুয়াল্লিমদের বরাদ্দ দেওয়া হয় হজ্জ ব্যবস্থাপনার জন্য।
- ৮ যিলহজ্জ মিনার প্রথম দিনে রাস্তাঘাট ও তাবুতে খুব ভিড় থাকে। অনেক লোকজন মিনার প্রথম দিনে দল ছাড়া হয়ে হারিয়ে যায়।
- মিনার সকল তাবুতে এয়ার কন্ডিশন/এয়ার কুলার সুবিধা রয়েছে। একটি তাবুতে প্রায় ৪০-৫০ জন হজ্জযাত্রী থাকতে পারে। প্রত্যেকের জন্য হাতের এক কুনুই মাপের ছোট ম্যাট্রেসের বিছানা, বালিশ ও কম্বল দেওয়া থাকে।
- টয়লেট ও ওযুর ব্যবস্থা খুবই সীমিত/অপর্যাপ্ত। টয়লেটে যাওয়ার জন্য প্রায় সবসময় ৫-১০ জনের পিছনে ২০-৩০ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আর এখানে বাথরুমে গোসল করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
- মোবাইল ফোন চার্জ করার জন্য তাবুর খুঁটিতে ২/৩ পিনের মাল্টিপ্লাগ এর ব্যবস্থা আছে অবশ্য এর সংখ্যা খুব সীমিত/অপর্যাপ্ত। হজ্জের আইডি কার্ড ও তাবু কার্ড সবসময় আপনার সাথে রাখা উচিত।
- আপনার তাবু নাম্বার, রোডের নাম ও নং এবং জোন নং জেনে রাখুন। কারণ মিনায় হারিয়ে যাওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার। মিনার একটি ম্যাপ সংগ্রহ করে তাবুর লোকেশন চিনে রাখুন অথবা গুগল ম্যাপে লোকেশন পিন করে রাখুন।
- আপনার সৌদি মুআল্লিম মিনায় দুই/তিনবেলা খাবারের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া তাবুর বাইরে মেইন রোডের পাশে কিছু জায়গায় অস্থায়ী খাবারের দোকান পাওয়া যাবে। সেখান থেকে খাবার কিনে খাওয়া যায়।
- তাবুর বাইরে কন্টেইনার জারে খাবার পানি পাওয়া যাবে। কিছু বোতলে করে খাবার পানি ধরে রাখুন। পানির সংকট দেখা দেয় অনেক সময়।
- হজ্জের সময় মিনায় ও আরাফায় আকাশে হেলিকপ্টার টহল দিতে থাকে। রাস্তায় অনেক গাড়ি থেকে পানি, জুস, লাবান ও শুকনো খাবার বিতরণ করা হয় হাজীদের আপ্যায়ন হিসাবে। রাস্তায় পুলিশ টহল ও এম্বুলেন্স গাড়ি থাকে প্রচুর।
- হজ্জ পালনের স্থানসমূহের এলাকা অর্থাৎ মিনা, আরাফা ও মুযদালিফা উচুঁ সাইনবোর্ড দ্বারা চিহ্নিত করা থাকে। যেমন মিনায়ঃ Mina starts here, Mina ends here. আরাফায়ঃ Arafah starts here, Arafah ends here.
- বর্তমানে মিনায় জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মুযদালিফার একাংশ মিনা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মিনায় দুই তলা বিশিষ্ট খাট ও তাবু ব্যবহার শুরু হয়েছে।
- এই মিনাতেই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ঈসমাইল (আলাইহিস সালাম) কে যবেহ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন ও ইবলিশ শয়তান জামারাত এলাকায় তাঁকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেছিল।

✪ মিনা ৭টি জোনে বিভক্ত এবং মিনায় ৩টি রেল স্টেশন আছে। মিনায় ৩টি সেতু বা ব্রিজ আছে : বাদশাহ খলিদ ব্রিজ ১৫ নং, বাদশাহ আব্দুল্লাহ ব্রিজ ২৫ নং ও বাদশাহ ফয়সাল ব্রিজ ৩৫ নং। মিনার বড় রাস্তাগুলো হলো : বাদশাহ ফয়সাল ৫০ নং রোড, আলজাওহারাত ৫৬ নং রোড, সুক্কুল আরব ৬২ নং রোড, কিং ফাহাদ ৬৮ নং রোড।

মিনা তাবুর খুঁটি/পোল নং, রোডের নাম ও নং এবং জোন নং

মিনায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ'আত

✖ মিনার তাবুতে জায়গা দখল করা নিয়ে বা এসি সোজা ভালো জায়গা পাওয়ার জন্য একে অন্যের সাথে মনোমালিন্য হয়ে থাকে।

✖ ইহরাম পরে তাবুর বাইরে গিয়ে অনেকে সিগারেট খাচ্ছে, ২-৪ জন মিলে তাস খেলছে, সেলফী তুলছে ও অনেকে ব্লগ ভিডিও ক্লিপ বানাচ্ছে হজ্জ অভিজ্ঞতার।

✖ তাবুতে অনেকে স্পীকার লাগিয়ে ওয়াজ করেন, দলবদ্ধ হয়ে মিলাদ পড়েন, উচ্চস্বরে দলবদ্ধ যিক্র করেন যা অন্যদের যিক্র ও ইবাদতে বিঘ্ন ঘটায়।

✖ অনেকে মিনায় কসর করে স্বলাত আদায় না করে পূর্ণ স্বলাত আদায় করেন এবং জুমআবার হলে তাবুর ভিতরে খুতবা দিয়ে জুমআর স্বলাত আদায় করেন।

✖ মিনার তাবুর আশেপাশের নিম গাছ বা অন্য গাছের ডাল ভেঙ্গে মিসওয়াক করে অনেকে। অনেক পুরুষ মানুষ গিয়ে মহিলা টয়লেট দখল করে বসেন।

- ✖ তাবুতে অনেকে আলোচনা করেন; যাদের অনেকেরই ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই এবং তারা কোনো পীর/সূফি/তরীকার দিকে দাওয়াত দেন।
- ✖ তাবুতে অনেকে অনির্ভরযোগ্য দু'আ-অযিফা, ফাযায়েল ও আমলের বিভিন্ন বই পড়েন বা বয়ান করেন যাতে অনেক জাল ও যয়ীফ হাদীস আছে।
- ✖ অনেক তাবুর মধ্যে ২/৩টি গ্রুপ হয়ে যায়। এক গ্রুপ হজ্জের বিষয়ে একরকম ফাতাওয়া দেয় আবার আরেক গ্রুপ অন্যভাবে ফাতাওয়া দেয়। এতে তাবুর মধ্যে সাধারণ মানুষ পড়ে যায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে এবং শুরু হয়ে যায় বিভেদ।
- ✖ অনেকে সময় কাটানোর জন্য অনর্থক গল্পগুজবে মেতে উঠেন, আশেপাশে ঘুরাঘুরি করেন আবার অনেকে শুধু ঘুমিয়ে সময় কাটান।
- ✖ অনেকে মোবাইল ব্রাউজিং করে, চ্যাট করে ও ভিডিও কল করে ঘুরে ঘুরে সময়গুলোকে নষ্ট করেন। অনেকে ফ্রি খাবার সংগ্রহের তালে থাকেন।
- ✖ অনেক পুরুষ ঘন ঘন মহিলা তাবুতে গিয়ে তাদের পরিচিত মহিলাদের সাথে দেখা করেন, যা অন্য মহিলাদের পর্দার বেঘাত ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- ✖ মহিলারা তাবুর বাইরে বেপর্দা চলাফেরা করছেন ও চিল্লাচিল্লি করে ডাকা-ডাকি করছেন ও উচ্চস্বরে কথা বলছেন তাবুর ভিতরে।
- ✖ অনেকে আবার খাবার পানি দিয়ে ওযু করে, প্লেট-গ্লাস ধুয়ে খাবার পানির সঙ্কট তৈরি করেন। অনেকে ডাস্টবিনে আবর্জনা না ফেলে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলেন।
- ✖ অনেকে মিনা থেকে পাথর ও বালি-মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে যান বরকত লাভের আশায় বা তাবিজ বানিয়ে ব্যবহার করার জন্য।

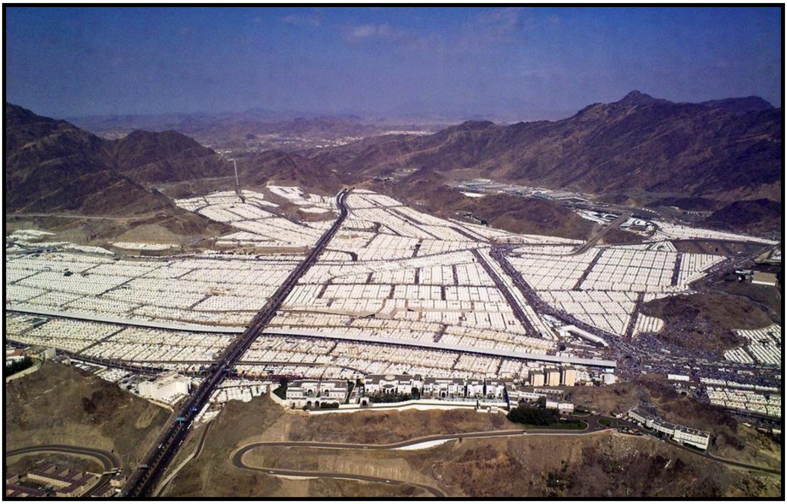

মিনা - তাবুর শহর

মিনা তাবু

মিনা তাবুর ভিতরের চিত্র

৯ যিলহজ্জ : আরাফা দিবস

✪ ৯ যিলহজ্জে করণীয় : সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় গমণ করে দ্বিপ্রহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা এবং দু'আ, যিকির, ইসতিগফার করা। আরাফায় যোহর-আছর স্বলাত একসাথে পর পর কসর করে আদায় করা এবং সূর্যাস্তের পর আরাফা ত্যাগ করে মুযদালিফায় গমণ করা।

✪ এই দিবস সবচেয়ে রহমতপ্রাপ্ত দিবস কারণ এই দিনে আল্লাহ তাঁর ক্ষমাশীলতা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। আরাফার ময়দান হারামের সীমানার বাইরে অবস্থিত। আরাফার চর্তুদিকে সীমানা নির্ধারণমূলক উঁচু ফলক/সাইনবোর্ড রয়েছে। ১০.৪ কি.মি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত আরাফা ময়দান। মসজিদুল হারাম থেকে প্রায় ২২ কি.মি দূরে অবস্থিত আরাফার ময়দান। এই আরাফার ময়দানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষন দিয়েছিলেন। আরাফার ময়দান চারপাশে বড় বড় পাহাড়ে ঘেরা, মাঝে অনেকটুকু সমতলভূমি ও ছোটখাটো টিলা পাহাড় আছে। বুখারী-১৭৪০

✪ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক হাদীসে বলেছেন, "হজ্জ হলো আরাফায়"। নাসাঈ-৩০১৬

✪ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আরাফা দিবস ব্যতীত আর কোনো দিবস নাই যেদিন আল্লাহ তাঁর অধিক বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন এবং এই দিন তিনি বান্দাদের নিকটবর্তী হন এবং ফেরেশতাদের সামনে বান্দাদের নিয়ে গর্ব করে বলেন, 'তারা কি উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে/তারা আমার কাছে কী চায়?"। মুসলিম-৩১৭৯, নাসাঈ-৩০০৩

✪ ইবলিশ শয়তান এই দিনে মুমিন মুসলিম বান্দাদের আল্লাহকে স্মরণ, দু'আ, যিকির ও ইসতিগফার দেখে সবচেয়ে বেশি হীন ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। শয়তান অত্যধিক ক্রোধান্বিত ও দিশেহার হয়ে যায়।

✪ ৯ যিলহজ্জ মিনায় ফজরের স্বলাত আদায়ের পর আরাফার উদ্দেশে রওনা হওয়া সুন্নাত। এসময় একাকি অথবা ছোট দল হয়ে পায়ে হেঁটে আরাফায় যাওয়ার চেয়ে বাসে যাওয়া উত্তম। ফজরের স্বলাতের পর থেকে তাকবীরে তাশরীক পড়া শুরু করুন এবং ১৩ যিলহজ্জ আসরের স্বলাত পর্যন্ত পড়ুন। প্রতি ফরয স্বলাতের পর উচ্চস্বরে এটি পড়ুন: বুখারী-১৬৫৯, মুসলিম-২৯৮৯, আবু দাউদ-১৯১৩

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ"।

"আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই,
আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য"।

- ✪ বর্তমানে হজ্জযাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে ৯ যিলহজ্জ মধ্যরাত থেকে আরাফায় নিয়ে যাওয়া শুরু হয় (মিনার মতো)। এটিও সুন্নাতের বিপরীত তবে যেহেতু সমস্যার কারণে এ কাজ করা হয় এবং আপনি যেহেতু হজ্জ ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল তাই এই সুন্নাতটি ছুটে গেলে হজ্জের কোন ক্ষতি হবে না। এমন ক্ষেত্রে মিনায় আর ফজরের স্বলাত পড়া হবে না যাতে কোন সমস্যা নেই।
- ✪ আরাফার সীমানার ভিতর প্রবেশ করে উত্তম হলো নামিরা মসজিদে ইমামের খুতবা শোনা এবং যোহরের আযানের পর যোহরের আউয়াল ওয়াক্তেই যোহর-আসর স্বলাত কসর করে ইমামের পিছনে জামাআতে আদায় করা। তবে যেহেতু সকল লোকের একত্রে মসজিদে নামিরায় একত্রিত হওয়া সম্ভব নয় তাই আরাফার ময়দানের যে কোন স্থানে তাবুতে অবস্থান গ্রহণ করে জামাআত করে স্বলাত আদায় করে নেওয়া। মহিলারা একাকি স্বলাত পড়ে নিবেন।
- ✪ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো; নিশ্চিতভাবে আরাফার সীমানার ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় হজ্জ হবে না। আরাফার ময়দানের চর্তুদিকে সীমানা-নির্ধারণমূলক উঁচু ফলক বা সাইনবোর্ড রয়েছে যা আপনাকে অবস্থান নির্ণয়ে সাহায্য করবে। নামিরা মসজিদের সামনের দিকের কিছু অংশ আরাফার সীমানার বাইরে, তাই সেখানে সবসময় অবস্থান করা যাবে না। আরাফার ময়দানে প্রবেশের পর যদি ভুলক্রমে আরাফার সীমানার বাইরে চলে যাওয়া হয় বা কোন কারণে যদি আরাফার সীমানার বাইরে যেতে হয় তবে সূর্যাস্তের পূর্বেই আবার আরাফার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। ইবনে মাজাহ-৩০১২
- ✪ এখানে স্বলাত আদায়ের নিয়ম হলো; যোহরের আউয়াল ওয়াক্তেই এক আযান ও দুই ইকামাতে যথাক্রমে যোহর (২ রাকাআত ফরয) ও আসর (২ রাকাআত ফরয) কসর করে পর পর আদায় করা। এই দুই স্বলাতের আগে, মধ্যে ও পরে কোনো সুন্নাত বা নফল স্বলাত না পড়া। বুখারী-১৬৬২, আবু দাউদ-১৯১৩
- ✪ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই মক্কার মুকিম ও মুসাফিরদের নিয়ে কসর করে পরপর স্বলাত আদায় করেছেন। তিনি মুকিম ও মুসাফিরদের জন্য আলাদা কোন নিয়মের কথা উল্লেখ করেন নাই। নামিরা মসজিদের ইমামও এই ভাবেই স্বলাত পড়ান। কিন্তু এই স্বলাত দুটি পড়ার বিষয় নিয়ে দেখবেন তাবুর ভিতরে মতভেদ দেখা দিবে। ৩ ধরনের ফাতাওয়া শুনবেন - ১. এই দুই স্বলাত পৃথক পৃথক সময়ে (যোহর ও আসরের সময়ে) কসরবিহীন পড়তে হবে, ২. এই দুই স্বলাত পরপর পড়া যাবে তবে কসর করে না, ৩. নামিরা মসজিদের ইমামের সাথে পড়লে পরপর কসর করে আর তাবুতে আলাদা জামআতে করে পড়লে পৃথক পৃথক সময়ে কসর বা কসরবিহীন পড়তে হবে। উপরের তিন পদ্ধতির আমলের দলিল হাদীস থেকে বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীদের করা কোন আমলকে দলিল হিসাবে কেউ দেখাতে পারবেন না বরং তারা তাদের ইমামদের ফিকহী

মাসআলার আলোকে ফিকহের কিতাব থেকে আমল করার দলিল দিবেন। ইতিপূর্বে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর আলোকে হজ্জ করার জন্য করণীয় কি তা আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি। বিষয়টি প্রত্যেকের সুচিন্তিত বিবেক ও জ্ঞানের উপর অর্পণ করে দিলাম। আরাফার দিনটি যদি জুমআর হয় তবে জুমআর স্বলাত পড়ার দরকার নেই তবে কসর স্বলাত আদায় করতে হবে। মিশকাতুল মাসাবিহ-২৬১৭

✪ আরাফার দিবসের সিয়াম/রোজা পূর্বের এক বছরের ও পরের এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। তবে এ রোজা হাজীদের জন্য নয়, বরং যারা হজ্জ করতে আসেননি তাদের জন্য। আপনার পরিবারবর্গকে দেশে এই দিনে রোজা রাখতে বলুন। হাজীদের জন্য আরাফার দিনে রোজা রাখা মাকরূহ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফার দিনে রোজা রাখেননি। তিনি সবার সম্মুখে দুধ/শরবত পান করেছেন। বুখারী-১৬৫৮, ১৬৬১

✪ আরাফার ময়দানে যে কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়েও থাকতে পারেন। আরাফার ময়দানে এই অবস্থান করাকে বলা হয় উকুফে আরাফাহ। আরাফার দিনে জাবালে আরাফাহ পাহাড়ে উঠার বিষয়ে বিশেষ কোন ফযীলত হাদীসে কোথাও পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্য জাবালে আরাফার এর পাশ্ববর্তী কোন এক জায়গায় উকুফ করেছেন কিন্তু তিনি বলেছেন, "আমি এখানে অবস্থান করলাম, কিন্তু আরাফার পুরো এলাকা উকুফের স্থান"। আবু দাউদ-১৯০৭, বুখারী-১৬৬৪

✪ সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে গেলে (পূর্বে উল্লেখিত যোহর-আছর স্বলাতের পর) অত্যন্ত বিনয়ী ও তাকওয়ার সাথে আল্লাহর কাছে দু'আ শুরু করুন। এখন আল্লাহর কাছে আপনার আবেদন জানানোর সময়। এই দু'আ করার জন্যই আপনার আরাফায় আসা। কিবলার দিকে মুখ করে দুই হাত সামনে উচুঁ করে প্রসারিত করে বগল উম্মুক্ত করে চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, ক্ষমা চান, দয়া কামনা করুন, আপনার মনের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তাআলার কাছে ব্যক্ত করুন। আল্লাহর গুনবাচক নামসমূহ, দুরূদ, তালবিয়াহ, তাকবীর, যিক্র, ইসতিগফার ও দু'আ করতে থাকুন বেশি বেশি করে। প্রথমে নিজের জন্য ও পরে পরিবার-আত্মীয়স্বজনদের জন্য অতঃপর প্রতিবেশী-পরিচিতজনদের জন্য এবং শেষে পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য দু'আ করুন। দু'আ শেষে আমিন বলুন। দু'আর সুন্নাহ পদ্ধতি ও আদাব **পৃষ্ঠা নং : ১০৩** থেকে দেখে নিন। নাসাঈ-৩০১১, তিরমিযী-৮৮৩, ৩৬০৩

✪ সব দু'আ-যিক্র যে আরবীতে করতে হবে তার কোন নিয়ম নেই, বাংলা ভাষাতেই দু'আ করুন। তবে মনে রাখবেন; আওয়াজ করে, জোরে শব্দ করে বা দলবদ্ধ হয়ে কোন দু'আ পাঠ করা সুন্নাত নিয়ম এর অর্ন্তভূক্ত নয়। এতে অন্যদের মনযোগ নষ্ট হয়। দু'আ করবেন আবেগ ও মিনতির সাথে চুপে চুপে মনে মনে। আরাফায় দু'আর সময় ওযু অবস্থায় থাকা উত্তম তবে কেউ ওযুবিহীন

অবস্থায় থাকলেও সমস্যা নেই। এই বইয়ের শেষে **পৃষ্ঠা নং : ১৯৯-২১২** এ কুরআন ও হাদীস থেকে বেশ কিছু দু'আ সংযোজন করা হয়েছে যা আরাফার ময়দানে পড়তে পারেন। যে সব মহিলারা ঋতু অবস্থায় থাকবেন তারাও অন্যান্য হাজীদের মত দু'আ-যিকর করবেন, তারা শুধু স্বলাত আদায় করা, কুরআন স্পর্শ করা ও কাবা তাওয়াফ করা থেকে বিরত থাকবেন। সূরা আল আরাফ-৭:২০৫

✪ আরাফার দিনের সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ দু'আ এটি যা পূর্ববর্তী নবীগণও পড়েছেন:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ

"লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহদাহু, লা শারীকালাহু, লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর।"

"আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সকল সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি সর্ব বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান"। তিরমিযী-৩৫৮৫

✪ ৯ যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে অবস্থান করা **ফরয**। দুপুরের সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে আরাফাতে অবস্থানের প্রকৃত সময় শুরু হয়। আরাফার ময়দানে কেউ প্রবেশ করলে অতঃপর সেখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা **ওয়াজিব**। কারো পক্ষে হতে অন্য কাউকে আরাফায় পাঠানো যাবে না, প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বশরীরে আরাফায় উপস্থিত হতে হবে। যদি কেউ সূর্যাস্তের আগে আরাফা ত্যাগ করে চলে যায় তবে তাকে কাফফারা/দম দিতে হবে।

✪ কোন কারণবশত যদি আরাফায় দিনের বেলায় পৌঁছা না যায় এবং সন্ধ্যার পর রাতের বেলায় পৌঁছায় তবে রাতের কিছু অংশ আরাফায় অবস্থান করে সূর্য উদয়ের পূর্বে মুযদালিফায় গিয়ে রাতের বাকি অংশ যাপন করলে তার হজ্জ হয়ে যাবে। কমপক্ষে সূর্য উদয়ের পূর্বে আরাফায় পৌঁছাতে না পারলে হজ্জ বাতিল। নাসাঈ-৩০১৬.৩০৩৯, তিরমিযী-৮৮৯, ইবনে মাজাহ-৩০১৫

✪ আরাফার ময়দানে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের স্বলাত আদায় না করেই মুযদালিফার উদ্দেশ্যে স্থিরতা ও প্রশান্তির সাথে রওনা হতে হবে। মাগরিব স্বলাত আদায় করবেন মুযদালিফায় গিয়ে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনটাই করেছেন। অনেকে সূর্যাস্ত হওয়ার একটু আগেই রাস্তার যানজট কাটানোর জন্য আগেই বাসে উঠে রওনা হয়ে যান আর আরাফার ময়দান পার হতে হতে সূর্যাস্ত করেন। ইবাদতের বিষয়ে এমন শর্টকাট, চটজলদি বা চালাকি বেশি খাটানো উচিত হবে না। আরাফার প্রতিটি সময় গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সেহেতু এখানে একটু বেশি সময় নেওয়াই ভালো। তাই আগেভাগে এজেন্সিকে বলে রাখা উত্তম তারা যেন এমন কাজ না করে। বুখারী-১৬৬৮, নাসাঈ-৩০১৯

আরাফা সম্পর্কিত কিছু তথ্য

- আরাফার তাবুগুলো অস্থায়ী, শুধুমাত্র একদিনের জন্য টাঙ্গানো হয়। আরাফার তাবুগুলোতে এসি/এয়ার কুলার ব্যবস্থা থাকে। আরফার তাবু আকারে বড় হয় তবে মিনার তাবুর মতো মজবুদ নয়। তাবুতে ম্যাট্রেস বিছানা বা কার্পেট থাকতে পারে। আরাফার তাবুর চারদিকে অনেক নিম গাছ ও আরও অন্যান্য গাছ রয়েছে, এই গাছগুলো ভালো শীতল ছায়া দেয়। একটি কথা প্রচলিত যে; ১ লাখ নিম গাছ চারা নাকি বাংলাদেশ থেকে উপহারস্বরূপ সৌদিকে দেওয়া হয়েছিল আরাফার ময়দানে রোপন করার জন্য !
- এখানেও টয়লেট ও ওযুর ব্যবস্থা খুবই সীমিত/অপর্যাপ্ত। টয়লেটে যাওয়ার জন্য প্রায় সবসময় ৫-১০ জনের পিছনে ২০-৩০ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এখানে মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়ার ব্যবস্থা খুবই সীমিত/সুযোগ নেই।
- সৌদি মুআল্লিম প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আরাফায় এক/দুইবেলা খাবার দিতে পারেন। এছাড়া তাবুর বাইরে রোডের পাশে অস্থায়ী খাবারের দোকান পাওয়া যাবে। রাস্তায় অনেক ট্রাক বা গাড়ি থেকে বিনামূল্যে খাবার/পানি বিতরণ করা হয়। ইচ্ছা করলে এই খাবার নেওয়া যায়। তবে ধাক্কাধাক্কি করে এসব খাবার আনতে না যাওয়াই উত্তম কারণ এতে আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- মিনা থেকে আরাফা ও মুযদালিফায় যাওয়ার জন্য শাটল ট্রেনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি হয়। রেলওয়ের প্লাটফরম সবসময়ই হজ্জযাত্রীদের ভিড়ে জনাকীর্ণ থাকে। সিঁড়ি বেয়ে রেলওয়ের প্লাটফরমে উঠতে হয়, এতে ধাক্কাধাক্কিতে অনেকে আহত হন।
- হাজীরা যেদিন আরাফায় থাকেন সেদিন সকাল বেলা কাবা ঘরের গিলাফ বা চাদর পরিবর্তন করে নতুন গিলাফ লাগানো হয়। বছরে সবসময় এই দিনেই একবার এই গিলাফ পরিবর্তন করা হয়। হাজীরা হজ্জ শেষে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে এসে নতুন গিলাফে বাইতুল্লাহ দেখতে পায়।

আরাফায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

- ✖ আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান করা। আরাফার সীমানার বাইরে উরানাহ উপত্যকা এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করা।
- ✖ সূর্যাস্তের আগেই আরাফা ত্যাগ করে মুযদালিফা চলে যাওয়া, যারা এই কাজ করবে তাদের কাফফারা স্বরুপ দম হিসাবে একটি পশু যবেহ করতে হবে।
- ✖ আরাফায় জাবালে আরাফা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহনের চেষ্টা করা এবং সেখানে পাহাড়ের গায়ে হাত ও কাপড় ঘষা ও সিজদা দিয়ে দু‘আ করা।

- ✖ দু'আ করার সময় জাবালে আরাফা পাহাড়ের দিকে হাত উঠিয়ে দু'আ করা।
- ✖ জাবালে আরাফা পাহাড়ের উপরস্থ লম্বা পাথর (ডোম) স্পর্শ করা এবং এখানে স্বলাত পড়া ও ডোম তাওয়াফ করা।
- ✖ মসজিদে নামিরাতে ইমামের খুতবা শেষ করার আগেই যোহর ও আসরের স্বলাত পড়ে নেওয়া।
- ✖ অনেকে যোহরের স্বলাতের পর বয়ান, দোয়া, যিকির ও মিলাদ করে দীর্ঘ সময় পর আসরের ওয়াক্তে আসরের স্বলাত পড়া।
- ✖ অনেকের ধারণা জুমুআর দিনে আরাফা হলে ৭২টি হজ্জযাত্রার সমান নেকী বা এক আকবরি হজ্জ বলে; যার কোন দলীল নেই।
- ✖ সূর্যাস্তের সময় আরাফা পাহাড়ের উপর আগুন অথবা মোমবাতি জ্বালানো।
- ✖ অনেকে দলবদ্ধ হয়ে মিলাদ পড়েন, বিনামূল্যের খাবার অনুসন্ধান করেন এবং কোলাকুলি ও মুসাফাহ করেন।
- ✖ অনেক হাজ্জী বেশি ফযীলত মনে করে আরাফার দিনে রোযা রাখেন। অথচ তা সুন্নাহর বিপরীত কাজ।
- ✖ অনেকে এই শোনা কথা বিশ্বাস করে যে, আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়া (আলাইহিস সালাম) এই আরাফার ময়দানে মিলিত হয়েছিল; যার ইসলামি কোন বিশুদ্ধ দলিল বা প্রমাণ নেই।
- ✖ অনেকের ধারনা এই আরাফার ময়দানই কিয়ামতের পর হাশর হবে; বস্তুত এমন কোন কথা কুরআন-হাদীসে নেই।

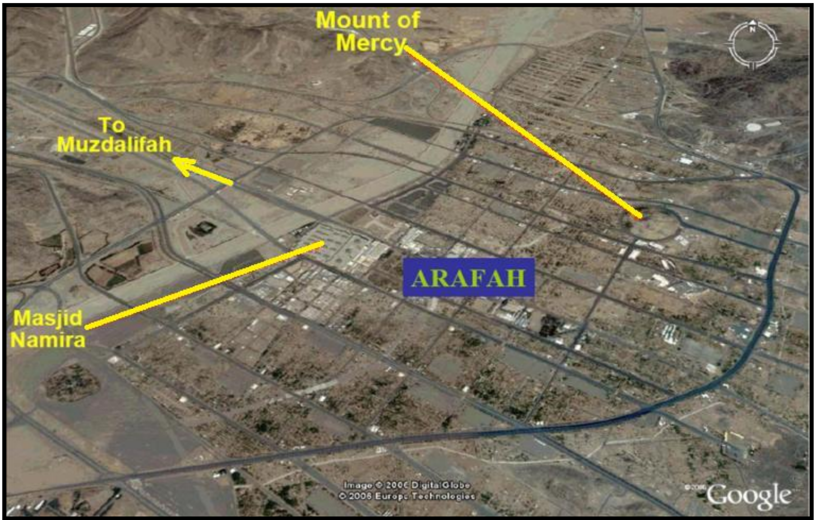

আরাফা - মানাচিত্র

জাবালে আরাফা পাহাড় থেকে আরাফা ময়দান

আরাফা ময়দানের তাবু

১০ যিলহজ্জ : মুযদালিফার রাত

- ১০ যিলহজ্জ রাতে করণীয় : মুযদালিফায় গমণ করে মাগরিব ও এশার স্বলাত একসাথে পরপর কসর করে আদায় করা ও মুযদালিফায় ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করা এবং ফজরের স্বলাতের পর মিনা তথা জামারাতুল আকাবাহ'য় কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে গমণ করা।
- মুযদালিফায় অবস্থান নিঃস্ব জীবনযাপন, গৃহহীনতা ও অভাবের প্রতীক। মুযদালিফা এলাকা হারামের সীমার ভিতরে অবস্থিত। আরাফার সীমানা শেষ হলেই মুযদালিফা শুরু হয় না। আরাফা থেকে ৬ কি.মি. অতিক্রম করার পর আসে মুযদালিফা। মুযদালিফার পর কিছু অংশ ওয়াদি আল-মুহাসসির উপত্যকা এলাকা তারপর মিনা সীমানা শুরু।
- আল্লাহ কুরআনে বলেন, "তোমরা যখন আরাফার ময়দান থেকে ফিরে আসবে তখন মাশআরুল হারামের (মুযদালিফায়) কাছে এসে আল্লাহকে স্মরণ করবে, যেমনি করে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন, তেমনি করে তাঁকে স্মরন করবে, নিশ্চয়ই তোমরা পথভ্রষ্টদের দলে শামিল ছিলে"। সূরা-আল বাকারা, ২:১৯৮
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযদালিফায় অবস্থানের ফযীলত সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা এই দিনে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, তিনি গুনাহগারদেরকে সৎকাজকারীদের ওসীলায় ক্ষমা করেছেন। আর সৎকাজকারীরা যা চেয়েছে তা তিনি দিয়েছেন, অতএব আল্লাহর নাম নিয়ে ফিরে চলো"। ইবনে মাজাহ-৩০২৪
- আরাফার ময়দান সূর্যাস্তের পর ত্যাগ করে এবং মাগরিবের স্বলাত না পড়েই মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা ত্যাগ করা যাবে না, করলেই দম দিতে হবে। ধীরে-সুস্থে শান্ত ভাবে যাত্রা শুরু করুন, বাসে আগে উঠার জন্য ধাক্কাধাক্কি করবেন না। রাস্তায় যেতে যেতে তালবিয়াহ পাঠ অব্যাহত রাখুন। আরাফা থেকে সকল বাস প্রায় একই সময়ে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। তাই রাস্তায় খুব যানজটের সৃষ্টি হয়। সবসময় দলবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্টা করুন। এখানে দলছাড়া ও হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। মুযদালিফায় পায়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য আলাদা একমুখী রাস্তা আছে, এই রাস্তায় কোন গাড়ি চলাচল করে না। তবে রাস্তা চেনা না থাকলে ও হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে বাসে যাওয়াই উত্তম। বুখারী-১৬৭১, আবু দাউদ-১৯২৫
- মুযদালিফায় কোনো তাবুর ব্যবস্থা নেই। বাস এখানে পৌঁছানোর পর সবাইকে নামিয়ে দিয়ে বাস চলে যাবে। কিছু বাস থাকে ভাড়া করা তারা অবশ্য থেকে যায়। এরপর এখানে খোলা আকাশের নিচে পাথর মাটিতে ম্যাট বিছিয়ে স্বলাত পড়তে হবে ও রাতে থাকতে হবে। মুযদালিফার কিছু জায়গায় বড় ম্যাট কার্পেট বিতরণ করা হয় রাত্রিযাপন করার জন্য। দেখবেন কতো মিলিওনিয়ার/শিল্পপতি

রাস্তার পাশে ফুটপাতে, পাহাড়ের ঢালে, বাথরুমের সামনে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছে। এখানে আশেপাশে টয়লেটের সংখ্যা খুবই সীমিত তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

✪ মুযদালিফায় যখনই পৌঁছাবেন তখন প্রথম কাজ হলো মাগরিব ও এশার স্বলাত কসর করে পরপর আদায় করা। যদি জামআত করে পড়েন তবে প্রথমে একবার আযান ও তারপর এক ইকামতের পর মাগরিবের ৩ রাকাআত ফরয স্বলাত এবং তার পরপরই ইকামত দিয়ে এশার ২ রাকাআত ফরয স্বলাত আদায় করবেন। এই দুই স্বলাতের মাঝখানে কোনো স্বলাত নেই। এশার স্বলাতের পর এক/তিন রাকাআত বিতর স্বলাত পড়তে পারেন যেহেতু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুক্বিম বা মুসাফির কোন অবস্থায়ও বিতর বাদ দিতেন না। বুখারী-১৬৭৩, ১৬৮৩, মুসলিম-৩০০২

✪ যদি এমন হয় মুযদালিফায় পৌঁছার পর যদি এশার স্বলাতের ওয়াক্ত না হয় তবে অপেক্ষা করতে হবে। আবার যদি প্রচন্ড যানজটের কারণে মধ্যরাতের আগে মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারেন, তাহলে পথিমধ্যে কোথাও যাত্রাবিরতি করে/বাসে বসে মাগরিব ও এশার স্বলাত পড়ে নিবেন। বুখারী-১৬৮৩

✪ স্বলাত আদায়ের পর আর কোন কাজ নেই। এবার আপনিও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযদালিফার রাতে শুয়ে ঘুমিয়ে আরাম করেছেন। যেহেতু ১০ যিলহজ্জ দিনের বেলায় অনেকগুলো কাজ আছে এবং বেশ পরিশ্রম করতে হবে তাই মুযদালিফার রাতে বিশ্রাম করা উত্তম।

✪ ঘুমানোর পূর্বে বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপের জন্য ৭টি কংকর সংগ্রহ করে নিতে পারেন। চাইলে ঘুম থেকে উঠে সকালেও কংকর কুড়িয়ে নিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্য মুযদালিফা থেকে মিনার মধ্যে কোন এক জায়গা থেকে কংকর নিয়েছেন। তাই মুযদালিফা থেকে কংকর নেওয়ায় কোন সমস্যা নেই তবে তা জরুরী মনে না করা ও মুযদালিফার কংকরের বিশেষ গুণ আছে এমন ধারনা পোষন না করা। পরবর্তীতে মিনা থেকে বা হারামের সীমানার ভিতরে যে কোন স্থান থেকে কংকর সংগ্রহ করতে পারবেন। নাসাঈ-৩০৫২

✪ ইচ্ছা করলে এখান থেকে জামারাতে পরবর্তী ৩ দিন কংকর নিক্ষেপের জন্য (২১×৩=৬৩) কংকর সংগ্রহ করতে পারেন। তবে সব কংকরই এখান থেকে নেওয়া কোন বিধান মনে না করা, কারণ মিনা থেকেও কংকর সংগ্রহের সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়। যদিও মিনার চেয়ে মুযদালিফায় কংকর সহজলভ্য বেশি। মিনার কিছু জায়গায় অবশ্য কংকর খুঁজে পাওয়া একটু কষ্টকর। তিরমযি-৮৯৭

✪ কংকর নিক্ষেপের জন্য সংগৃহিত পাথরের আকার বুটের দানা বা শিমের বিচির মতো হবে। বেশি বড় আকারের কংকর নেওয়া মাকরূহ। কংকর মোছার বা ধুয়ার কোন নিয়ম হাদীসে পাওয়া যায়না। কিছু অতিরিক্ত কংকর নিবেন কারণ অনেক সময় কংকর হাত থেকে পড়ে হারিয়ে যেতে পারে। কংকরগুলো একটি

ছোট ব্যাগ বা প্লাস্টিকের বোতলে সংরক্ষণ করে রাখুন। যদি মুযদালিফা বা মিনা থেকে কংকর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন তাহলে অন্য কারো কাছ থেকেও কংকর নিতে পারেন। এতে কোন সমস্যা নেই। এভাবে সবাই কংকর এখান থেকে নিলে একদিন মুযদালিফার সব কংকর শেষ হয়ে যেতে পারে বলে আপনার মনে যদি সংশয় জাগে তবে আশ্বস্ত করতে চাই, এমনটি হবে না ! কারণ হজ্জের পর আবার কংকরগুলো মুযদালিফায় ছিটিয়ে দেওয়া হবে। মুসলিম-৩০৩১, নাসাঈ-৩০৫৭

- ✪ মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম ওয়াদী মুহাসসির। এটা মুযদালিফার অংশ নয়। তাই এখানে অবস্থান করা যাবে না। এই মুহাসসির এলাকায় আবরাহা রাজার হাতি বাহিনীকে ঝাঁকে ঝাঁকে অবাবিল পাখি কংকর নিক্ষেপ করে নাস্তানাবুদ করেছিল। বর্তমানে মুযদালিফার একাংশ মিনা হিসাবে ব্যবহার করা হয় হজ্জযাত্রী সংকুলান না হওয়ার কারণে। তাই ঐ জায়গাটুকু মিনা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও যেহেতু মৌলিক অর্থে মিনায় পরিনত হয়নি, তাই ঐ অংশের তাবুতে রাত্রিযাপন করলে মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা হয়ে যাবে।
- ✪ মুযদালিফার সীমানার ভিতর এই রাত্রি যাপন করা **ওয়াজিব**।
- ✪ বৃদ্ধ, দুর্বল, স্থুলদেহী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তিগণ ওজর সাপেক্ষে মধ্যরাতের চাঁদ ডুবার পর মুযদালিফা ত্যাগ করে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারেন। অসুস্থ্য ও দুর্বলদের সাহায্যার্থে তাদের সাথে অভিভাবকরা ও সাহায্যকারীরাও যেতে পারবেন। ওজর ছাড়া মুযদালিফা ত্যাগ করে মিনায় যাওয়া ঠিক হবে না। চলে গেলে দম দিতে হবে। বুখারী-১৬৭৯, মুসলিম-৩০০৯,৩০১৯, নাসাঈ-৩০৪৮
- ✪ মুযদালিফায় সুবহে সাদিকে ঘুম থেকে উঠে ফজরের আউয়াল ওয়াক্তেই ফজরের স্বলাত আদায় করবেন। ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত ও দুই রাকাআত ফরয স্বলাত আদায় করবেন। এবার মুযদালিফায় উকুফ করবেন, দু‘আ-যিক্র করবেন ঠিক যেমন আল্লাহ করতে বলেছেন সূরা-আল বাকারা ,২:১৯৮ এবং সূরা-আল আরাফ,৭:২০৫ আয়াতে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযদালিফায় একটি পাহাড়ের পাদদেশে উকুফ করেছেন। ঐ স্থানটি বর্তমানে আল-মাশার আল-হারাম মসজিদের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। মসজিদটি মুযদালিফার ৫নং রোডে অবস্থিত এবং ১২ হাজার মুসল্লী ধারন ক্ষমতা রাখে। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আমি এখানে উকুফ করলাম তবে মুযদালিফার পুরোটাই উকুফের স্থান।” বুখারী-১৬৮২, মুসলিম-৩০০৭
- ✪ এবার কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দুই হাত উঠিয়ে বেশি বেশি তাসবিহ-তাহলীল ও দু‘আ-যিক্র করতে থাকুন। এটা দু‘আ কবুলের স্থান ও সময়।
- ✪ মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করুন:

“সুবহানাল্লাহ” - “আল্লাহ পবিত্রতাময়”।

- ✪ আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করুন:

“আলহামদুলিল্লাহ” - “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য”।

- ✪ কালেমা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করুন:
  "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" - "আল্লাহ ছাড়া (হক) কোনো ইলাহ নেই"।
- ✪ তাকবীরের মাধ্যমে আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করুন:
  "আল্লাহু আকবার" - "আল্লাহ সবচেয়ে বড়"।
- ✪ এই যিক্‌রগুলো বারবার পাঠ করতে থাকুন যতক্ষণ না আকাশ ফর্সা হয়। আপনার পছন্দ মতো অন্য দু'আ-যিকিরও পাঠ করতে পারেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন, এটিকেই হাদীসে বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বুখারী-১৬৮৪, নাসাঈ-৩০৪৭, আবু দাউদ-১৯৩৮, তিরমযি-৮৯৬

❧ মুযদালিফা সম্পর্কিত কিছু তথ্য ❧

- ✪ হজ্জের অন্যতম কঠিন ও কষ্টকর কাজ শুরু হয় আরাফা থেকে মুযদালিফা আসার পথে। সূর্যাস্তের পর আরাফাহ থেকে মুযদালিফার বাস ছাড়ে। কিন্তু রাস্তায় ভারী যানজটের কারণে বাস তেমন একটা অগ্রসর হতে পারে না। অনেক সময় যানজটের কারণে বাসের সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়, এতে পরিবহন সঙ্কটে যাত্রীরা বাসের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। আপনার এজেন্সিকে পর্যাপ্ত পরিবহণের ব্যবস্থা রাখার জন্য সৌদি মুআল্লিম এর শরনাপন্ন হওয়ার অনুরোধ করবেন যাতে সব যাত্রী বাসে বসার সিট পায়।
- ✪ ভারী যানজটের কারণে অনেকে বাস ছেড়ে দিয়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করেন, কারণ তারা মধ্যরাতের আগে মুযদালিফা পৌঁছাতে পারবেন কিনা সন্দেহে পরে যান। আপনিও যদি এই অবস্থায় পড়েন তবে বাস ছাড়বেন, কি ছাড়বেন না এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ যদি বাস একবার ছেড়ে দেন তবে পরে বাস পাওয়া যাবে না। তখন বাকি পুরো পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে।
- ✪ কিছু লোক পথিমধ্যে কোন পাহাড়ি উপত্যকা এলাকাকে মুযদালিফা মনে করে অন্যদের দেখাদেখি মাঝপথে মাগরিব-এশা পড়ে রাত্রিযাপন করে ফেলেন। অতঃপর সকালে মুযদালিফার সীমানায় এসে সাইনবোর্ড দেখে তাদের ভুল বুঝতে পেরে আক্ষেপ করেন। এভাবে হজ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায় অনেক হাজীর এবং দম দিতে হয়।
- ✪ এজেন্সি থেকে রাতের খাবার দিতে পারবে কিনা তা আগেভাগে জেনে নিন। খাবার না দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কারণ এখানে ব্যবস্থা করার উপায় নেই। এখানে খাবার ও পানি কেনার জন্য আশেপাশে তেমন দোকানও পাবেন না। এ কারণে প্রয়োজনীয় খাবার ও পানীয় মজুদ রাখলে ভালো হয় মুযদালিফার জন্য। টয়লেট/বাথরুম সীমিত হওয়ার কারণে বা পানি সংকট দেখা দিলে প্রয়োজনে ফজরের স্বলাত আদায় করার জন্য মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নিবেন।

মুযদালিফায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

- ✖ মুযদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফা ত্যাগ করার সময় তাড়াহুড়া করা।
- ✖ মুযদালিফায় রাত কাটানোর জন্য গোসল করা জরুরী মনে করা।
- ✖ মুযদালিফাকে পবিত্র এলাকা গণ্য করে পায়ে হেঁটে এলাকায় প্রবেশ করা।
- ✖ মুযদালিফায় পৌঁছার পর এই দু‘আ করা সুন্নাত মনে করা, (হে আল্লাহ এই মুযদালিফা, এখানে একত্রে অনেক ভাষা এসেছে.. ।)
- ✖ দুই স্বলাতের মাঝে মাগরিবের সুন্নাত স্বলাত পড়া ও এশার পর সুন্নাত পড়া।
- ✖ মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার স্বলাত পড়ার আগে কংকর নিক্ষেপের কংকর সংগ্রহ করা।
- ✖ কংকর শুধু মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করতে হবে এই ধারণা পোষণ করা।
- ✖ মুযদালিফায় জাগ্রত অবস্থায় রাত কাটানো।
- ✖ পুরো রাত যাপন করা ছাড়াই কিছুক্ষণ অবস্থান করে কোন ওজর ছাড়া মুযদালিফায় থেকে বের হয়ে যাওয়া।
- ✖ ‘আল মাশার আল হারাম’ পৌঁছার পর এই দু‘আ পাঠ করা নিয়ম মনে করা, (হে আল্লাহ আমি এই রাতের মাধ্যমে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি.. ।)
- ✖ মুযদালিফা থেকে কংকর নিক্ষেপের জন্য ৭টি কংকর নেয়া এবং বাকি সব কংকর মুহাসসিরের তীর থেকে নেয়া রীতি মনে করা।

মুযদালিফায় রাতের দৃশ্য

১০ যিলহজ্জ : বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপ

✪ ১০ যিলহজ্জের দিনে করণীয় : এই দিনটি হজ্জের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দিনটিকে হজ্জের বড় দিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই দিনে ৫টি কাজ সম্পাদন করতে হবে; প্রথমত; বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা, দ্বিতীয়ত; হাদী বা পশু জবেহ করা, তৃতীয়ত; কসর/হলক্ব করা, চতুর্থত; তাওয়াফুল ইফাদাহ করা ও পঞ্চমত; সাঈ করা। আবু দাউদ-১৯৪৫, তিরমিযী-৯৫৮

✪ জামারাত এলাকা দিয়ে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ঈসমাইল (আলাইহিস সালাম) কে যবেহ করতে নিয়ে যাচ্ছিলেন ও ইবলিস শয়তান বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল এবং তিনি শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। জামারাতে শয়তানকে বেঁধে রাখা আছে বলে কেউ কেউ ধারণা পোষণ করেন যা ভুল ধারণা। মূলত, কংকর মারাটা মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য। এর মাধ্যমে শয়তানের আনুগত্য পরিত্যাগ করার অংগীকার ব্যক্ত করা হয়। অনেকে জামারাতকে বড় শয়তান, ছোট শয়তান নামে ডাকে যা সঠিক নয়। জামারাত এলাকা মিনার সীমানার মধ্যে অবস্থিত। কংকর নিক্ষেপ বা রামি করা আল্লাহর নির্দেশ সমূহের অন্যতম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, সাফা মারওয়া সাঈ ও জামারাতে কংকর নিক্ষেপ আল্লাহর যিক্‌র কায়েমের উদ্দেশ্যে।" হাদীসে এসেছে "আর তোমার কংকর নিক্ষেপ, তা তো তোমার জন্য সঞ্চিত করে রাখা হয় (নেকী হিসাবে)"। তিরমিযী-৯০২

✪ সূর্যোদয়ের আগেই তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় মিনার উদ্দেশ্যে মুযদালিফা ত্যাগ করুন। এসময় রাস্তায় প্রচুর মানুষের ভীড় হয়। কারণ এখন আর কোন বাস থাকবে না রাস্তায়, সবাইকে পায়ে হেঁটে জামারাত যেতে হবে। তাই এখান থেকে ১০-১৫ কি.মি হাঁটার মন-মানসিকতা রাখতে হবে। এটিই হজ্জের অন্যতম সবচেয়ে কঠিন কাজ। সবসময় দলবদ্ধ হয়ে থাকুন, কারণ এখানে অনেক লোক হারিয়ে দলছাড়া হয়ে যায়। যখন মুহাসসির উপত্যকা পার হবেন তখন একটু তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করুন কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনটাই করেছেন যেহেতু এখানে আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল। জামারাত যাওয়ার পথে যদি মিনার তাবু পরে তবে তাবুতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ও কিছু খাওয়া দাওয়া করে তারপর জামারাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারেন। তালবিয়াহ বেশি বেশি করে পাঠ করা অব্যাহত রাখুন, কারণ তালবিয়াহ পাঠ এর সময় শেষ হয়ে আসছে। তাকবীরে তাশরীক পাঠ করতে থাকুন। এসময় দলনেতা একটি পতাকা সামনে নিয়ে সকলকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলে উত্তম হয়।

✪ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য উঠার ১-২ ঘন্টার মধ্যে কংকর মেরেছিলেন। সে হিসাবে সূর্য মধ্যম আকাশে ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নাত এবং উত্তম। এবং সূর্য উঠা থেকে শুরু করে ১১ যিলহজ্জ সুবহে সাদিক পর্যন্ত কংকর মারা

জায়েয। বর্তমানে যেহেতু ৩০ লক্ষাধিক হাজীর সুন্নাত সময়ের মধ্যে কংকর মারা দুঃসাধ্য ও অনেকের পক্ষে কষ্টকর তাই একটু দেরী করে কংকর মারতে গেলে সমস্যা নেই। বুখারী-১৭৩৫, নাসাঈ-৩০৬৩

✪ নারী, শিশু, অসুস্থ ও বৃদ্ধরা যারা মুযদালিফা থেকে মধ্যরাতে মিনায় চলে এসেছেন তারা ১০ যিলহজ্জ সূর্য উঠার আগে কংকর নিক্ষেপ করবেন না। তারা সূর্য উদয়ের পর অথবা বিকেল বেলায় বা রাতে জামারায় গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করতে পারেন কারণ এসময় জামারাহ ফাঁকা থাকে। নাসাঈ-৩০৬৫, তিরমিযী-৮৯৩

✪ অসুস্থ্য ও বৃদ্ধ নারী-পুরুষ, শিশু-বালকদের পক্ষ থেকে অন্য যে কেউ তার প্রতিনিধি হিসাবে রামি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রতিনিধি ব্যক্তি সেই বছর হজ্জ আদায়কারী হতে হবে এবং প্রথমে তার নিজের কংকর নিক্ষেপের পর অন্যের কংকর নিক্ষেপ করবেন। আজকাল অনেককে দেখা যায়; বিশেষ করে নারীরা ক্ষীণ শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার ওযুহাতে রামি করতে না গিয়ে অন্যকে নিযুক্ত করেন ও মিনার তাবুতে ঘুমিয়ে থাকেন। এমনটি করা অনুচিত। নিজের কংকর নিজে মারা উত্তম। একেবারে খুব অসুস্থ, চলতে অপারগ বা ওখানে গেলে আরও অসুস্থ্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বা জামারাতে প্রচন্ড লোকের ভীড় - এমন গুরুতর ওজর ছাড়া সকলেরই জামারাতে যাওয়া উচিত।

✪ পায়ে হেঁটে একমুখি চলাচলের রাস্তা দিয়ে জামারাতের যে কোন ফ্লোরে উঠার ব্রীজ দিয়ে বা লিফট দিয়ে অথবা এস্কেলেটরে করে জামারাত বিল্ডিং কমপ্লেক্সে উঠুন। আপনি যেহেতু এখন মিনার মধ্য দিয়ে খাইফ মসজিদের পাশ দিয়ে জামারাতে ঢুকেছেন সেহেতু আপনি প্রথমে ছোট জামারাহ (জামারাতুল সুগরা) ও তারপর মধ্যম জামারাহ (জামারাতুল উস্তা) অতিক্রম করবেন এবং অতঃপর সবশেষে পৌঁছাবেন বড় জামারাহ (জামারাতুল আকাবাহ) কাছে। আজকে ছোট ও মধ্যম জামারাতে কংকর নিক্ষেপ নেই। সোজাসুজি বড় জামারার দিকে কংকর মারতে না গিয়ে জামারার চারদিকে খানিকটা ঘোরা ফেরা করে ভিড় কম এমন একটি জায়গা খুঁজে বের করুন অতঃপর জামারার যত কাছকাছি সম্ভব গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করুন। বড় জামারার কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে দিবেন। তালবিয়াহ পাঠ এখানেই শেষ। বুখারী-১৬৮৫, মুসলিম-২৯৭৮

✪ যদি সম্ভব হয় জামারাকে সামনে রেখে কাবাকে হাতের বামে ও মিনাকে ডানে রেখে অথবা যে কোন ভাবে সুবিধামত দাঁড়িয়ে ডান হাত উঁচু করে আলাদা আলাদাভাবে ৭টি কংকর একে একে নিক্ষেপ করুন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের শুরুতে বলুন: বুখারী-১৭৫০, মুসলিম-৩০২২, নাসাঈ-৩০৫৪

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

"আল্লাহু আকবার" - "আল্লাহ সবচেয়ে বড়"।

- জামারার হাউজ বা বেসিনে বুক লাগিয়ে অথবা ১-২ মিটার দূরত্ব থেকে জামারায় রামি বা কংকর নিক্ষেপ করুন। কংকরগুলো যেন জামারার পিলার দেয়ালে আঘাত করে অথবা জামারার বেসিনের মধ্যে পড়ে সেটা নিশ্চিত করুন। যদি কোন কংকর বেসিনের মধ্যে না পড়ে তবে তার পরিবর্তে আবার একটি কংকর নিক্ষেপ করুন। সে কারণে সঙ্গে অতিরিক্ত কংকর নেওয়া ভালো। কংকর হাতের আংগুল দিয়ে যে কোনভাবে ধরে নিক্ষেপ করা যাবে। এজন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়ম বা পদ্ধতি নেই। নিজের কংকর নিক্ষেপ হয়ে গেলে ঠিক একই নিয়মে অন্যের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করতে পারেন।
- লক্ষ্যনীয় বিষয়; ১০ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পূর্বে বড় জামারাহে কংকর মারা যাবে না। বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপের কাজটি **ওয়াজিব**। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জামারায় কংকর মারতে ব্যর্থ হলে দম দিতে হবে। নাসাঈ-৩০৬৫
- রামি করা শেষে এখানে দাঁড়িয়ে দু'আ করার কোন নিয়ম হাদীসে পাওয়া যায় না। জামারাত থেকে ব্রীজ দিয়ে মক্কার দিকে নামতে হবে। এরপর পরবর্তী কাজ হলো হাদী জবাই করা। হাদী করার জন্য যদি ব্যাংকে টাকা দিয়ে থাকেন, তবে আর আপনার করনীয় কিছু নেই। হাদী করার সময় পার হয়ে গেলে কসর/হলক্ব করে হালাল হয়ে যাবেন। আর যদি নিজ হাতে হাদী করার ইচ্ছা থাকে তবে মুআইসম চলে যাবেন হাদী করতে। আজ সৌদিআরবে ঈদের দিন, তবে এখানে হাজীদের ঈদের স্বলাত পড়া লাগবে না। এদিনের সকল স্বলাতসমূহ স্বলাতের আউয়াল ওয়াক্তে কসর করে আদায় করে নেওয়া। ইবনে মাজাহ-৩০৩২

জামারাত সম্পর্কিত কিছু তথ্য

- জামারাত ৫তলা বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং কমপ্লেক্স। হজ্জের ১০-১৩ যিলহজ্জ ব্যবহারের জন্য এটি খোলা হয়। বাকি সারা বছর জামারাত বন্ধ থাকে। মিনা, আজিজিয়া ও শির্শা থেকে জামারাতে যাওয়ার বিভিন্ন সংযোগ রাস্তা আছে। অনেক এজেন্সি যারা ফিতরা (বাড়ি সিফটিং) হজ্জ প্যাকেজে করেন তারা জামারাতের পাশ্ববর্তী আজিজিয়া ও শির্শা এলাকায় থাকেন। জামারাতের একপাশে ট্রেন স্টেশন আছে। জামারাত থেকে মিনা-মুযদালিফার সীমানা পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা আছে।
- কয়েক বছর আগেও জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করতে গিয়ে অনেক লোক পদদলিত হয়ে মারা যেত। সে কারণে অনেকে জামারাতে যেতে ভয় করত। কিন্তু বর্তমানে কংকর নিক্ষেপের নিরাপদ ও সহজ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জামারাতে কংকর নিক্ষেপে যাওয়ার সকল রাস্তা একমুখি। যদি মিনা থেকে জামারাতের দিকে যায় হয় তবে বড় ব্রিজ বা এস্কেলেটরে উপরের দিকে

আরোহন করতে হবে। কংকর নিক্ষেপের পর জামারাতের অপর প্রান্তের দিকে নামিয়ে দেয়া হবে, অর্থাৎ মক্কার দিকে।

- ✪ জামারাতে অনেক নিরাপত্তাকর্মী ও হজ্জযাত্রী ব্যবস্থাপনার লোক দেখতে পাবেন। বড় ব্যাগ মাথায় বা কাঁধে নিয়ে জামারাতে যাবেন না, তাহলে নিরাপত্তাকর্মীরা আপনাকে আটকিয়ে দেবে এবং আপনাকে ভেতরে নাও যেতে দিতে পারে। তবে ছোট হাত ব্যাগ বা কাঁধ ব্যাগ থাকলে সমস্যা নাই।
- ✪ জামারাত বিল্ডিংয়ের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পথে আপনি বিশাল আকারের অনেকগুলো এয়ারকুলার ফ্যান দেখতে পাবেন, হজ্জযাত্রীদের শীতল বাতাস প্রদানের জন্য এখানে ফ্যানের ব্যবস্থা করা আছে। জামারাতের চারপাশে অনেক কংকর ও প্লাস্টিকের বোতল পড়ে থাকতে দেখবেন। অনেক লোকই এখানে কংকর মারতে এসে হারিয়ে যান, তাই আপনি সবসময় আপনার দলের সঙ্গেই থাকুন। দলনেতার হাতে ছোট পতাকা থাকলে ভাল হয়।
- ✪ একটি বিষয় মনে রাখবেন, এরপর তিনদিন কংকর নিক্ষেপের জন্য আপনাকে মিনা থেকে হেঁটে জামারাতে আসতে হবে, আবার হেঁটেই জামারাত থেকে মিনার তাবুতে ফিরে যেতে হবে। তাই হাঁটার প্রস্তুতি রাখুন। জামারাত এলাকায় কোন প্রকার যানবাহন চলাচল করে না। যাদের শাটল ট্রেনের টিকিট কাটা আছে তারা মিনা থেকে সহজেই ট্রেনে জামারাতে এসে কংকর নিক্ষেপ করতে পারেন। কিছু ভিআইপি হজ্জযাত্রীকে কংকর নিক্ষেপের করার জন্য হেলিকপ্টারে করে জামারাত ভবনের ছাদে অবতরণ করতে দেখবেন।

মিনা - জামরাত

কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

✖ কংকর নিক্ষেপের জন্য গোসল বা ওযু করা।
✖ কংকর নিক্ষেপের আগে কংকর ধুয়ে নেয়া।
✖ একসাথে ২/৩টি বা ৭টি কংকর একত্রে নিক্ষেপ করা।
✖ তাকবীরের স্থলে সুবহানাল্লাহ বা অন্য কোনো যিক্‌র করা। তাকবীরের সাথে কোনো কিছু যোগ করে বলা।
✖ অনেকের ধারণা তারা ইবলিশ শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করছেন, এজন্য তারা খুব রাগান্বিত হয়ে ওই জামরাতকে গালাগালি করেন।
✖ জামরাতে বড় কংকর বা সেন্ডেল বা কাঠের খন্ড নিক্ষেপ করেন - এ ধরনের কাজ করা বাড়াবাড়ি, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন কাজ করতে নিষেধ করেছেন।
✖ কংকর কাছ থেকে মারার জন্য ঠেলাঠেলি বা ধাক্কাধাক্কি করা।
✖ কংকর নিক্ষেপের জন্য নির্দিষ্ট পন্থা: অনেকের বক্তব্য: ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জনির কেন্দ্রের উপর রেখে (চিমটি করে লবণ নেয়ার মত করে) এবং কংকরটি তার বৃদ্ধাঙ্গুলির পিছনের দিকে রেখে নিক্ষেপ করতে হবে।
✖ আবার অনেকে বলেন: তর্জনী বাঁকা করে বৃত্তের মতো বানিয়ে বৃদ্ধাগুলির জোড়া-সন্ধিতে লাগিয়ে দিতে হবে, দেখতে অনেকটা ১০ এর মতো হবে।
✖ কংকর নিক্ষেপের জন্য দাঁড়ানোর স্থান নির্ধারণ করা অথবা জামরাত ও ব্যক্তির মাঝে অন্তত পাঁচ হাত দূরত্ব থাকতে হবে এমন ধারনা পোষন করা।

জামারাহ - নিচ তলা

১০ যিলহজ্জ : হাদী জবেহ করা

- ১০ যিলহজ্জের দিনে করণীয় : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হাজ্জীগণ যে উঠ, গরু, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ইত্যাদি পশু জবেহ করে থাকেন তাকে হাদী বলা হয়। অনেকে বলেন এটা হজ্জের কুরবানি, কিন্তু আসলে হজ্জের ক্ষেত্রে এর নাম হলো হাদী। কুরবানি (উদহিয়া), হাদী, দম ও ফিদইয়া এগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কুরবানীর উপলক্ষ হলো ঈদ-উল-আযহা, হাদীর উপলক্ষ্য হজ্জ আর দমের উপলক্ষ্য হলো কাফফারা আদায় আর ফিদইয়া হচ্ছে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। কুরবানী পৃথিবীর যে কোন জায়গায় করা যায়। কিন্তু হাদী, দম ও ফিদইয়া শুধুমাত্র হারামের সীমানার ভিতর আদায় করতে হবে। হাদী ও কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া যাবে কিন্তু দম ও ফিদইয়ার গোশত নিজে খাওয়া যাবে না। যারা হজ্জের সময় হাদী করছেন তাদের আর সেই বছর কুরবানী করা জরুরী নয়, তবে চাইলে করতে পারেন। ১০ যিলহজ্জ সূর্যোদয় থেকে শুরু করে ১৩ যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাদী করা যায়। হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে ক্বীরান হজ্জকারীদের হাদী জবেহ করা **ওয়াজিব**।
- আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে হজ্জের সাথে উমরাহ আদায়ের ফায়দা লাভ করতে চায়, সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী সহজলভ্য পশু জবেহ করবে।” সূরা আল বাকারা; ২:১৯৬
- কারো হাদী জবেহ করার সামর্থ্য না থাকলে এর পরিবর্তে তিনি হজ্জের পর মক্কাতে ৩ দিন এবং দেশে ফিরে ৭ দিন (ধারাবাহিকভাবে অথবা ভেঙ্গে ভেঙ্গে) রোজা রাখবেন। মক্কাবাসীদের হাদী করা ওয়াজিব নয়, এমনকি রোযাও রাখতে হবে না। বুখারী-১৯৯৭, ১৯৯৮
- হারাম এলাকা তথা মক্কা ও মিনার যে কোনো অংশে পশু যবেহ করা যাবে, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি এখানে যবেহ করেছি এবং মিনার সকল স্থানই যবেহ করার জায়গা। আবু দাউদ-১৯০৭, ইবনে মাজাহ-৩০৪৮
- হাদীর পশু পুরুষ অথবা স্ত্রী দুটিই হতে পারে। প্রাণীর বয়স কমপক্ষে: দুম্বা - ৬মাস, ভেড়া - ১বছর, ছাগল - ১বছর, গরু - ২বছর ও উট - ৫বছর। প্রাণী একচোখ ওয়ালা, অসুস্থ, খোঁড়া পা ওয়ালা, খুবই দুর্বল, ভাঙা শিং ওয়ালা ও কান কাটা হওয়া যাবে না। ইবনে মাজাহ-৩১৪৪, তিরমিযী-১৪৯৭
- উঠ বা গরু হলে একটা পশু সর্বোচ্চ সাতজনে বা এর কম সংখ্যায় (জোড় বা বিজোড়) অংশ নিতে পারবেন। আর ভেড়া বা ছাগল হলে একজনের পক্ষ হতে একটা পশু যবেহ করতে হবে। যবেহ করা পশুর গোশত চাইলে নিজে খাওয়া যাবে এবং সাথে করে দেশেও নিয়ে আসা যাবে। বুখারী-১৬৮৮, ১৭১৯, মুসলিম-৩০৭৬

✪ হাদী তিন পদ্ধতিতে আদায় করতে পারেন। প্রথমত, ব্যাংকের মাধ্যমে হাদী যবেহ করার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, আপনার হজ্জ এজেন্সির মাধ্যমে। তৃতীয়ত, নিজে হাটে গিয়ে হাদী কিনে করা যায়। মিনায় তাবু এলাকায় কোথাও হাদী করা দেখতে পাবেন না। হাদী করার জন্য নির্ধারিত আলাদা জায়গা আছে মুআইসম নামক এলাকায় যা মিনার সীমানার ভিতর অবস্থিত।

✪ ব্যাংকের মাধ্যমে হাদী করা সবচেয়ে উত্তম পন্থা। হজ্জের পূর্বে আল-রাজী ব্যাংক বা অন্য কোন ব্যাংক থেকে হাদীর জন্য ৪৫০/৫০০ রিয়াল জমা দিয়ে রশিদ বা টিকিট সংগ্রহ করুন। টিকিটে হাদী করার আনুমানিক সময় (সকাল ১০টা/ ১১টা) লেখা থাকে। সাধারণত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ১০ যিলহজ্জ সকাল থেকে হাদী জবেহ করা শুরু করেন এবং টিকিটে লিখিত সময়ের আগে বা পরে হাদী জবেহ করেন। মক্কা ও মদীনায় অনেক হাদীর টাকা জমা দেওয়ার ছোট ছোট ব্যাংক বুথ দেখতে পাবেন। হজ্জের একটু আগেভাগেই টিকেট ক্রয় করা উত্তম, নইলে পরে হাদী টিকেট পাওয়া যায় না।

✪ আবার আপনার হজ্জ এজেন্সিকে হাদীর টাকা দিয়ে দিতে পারেন। আপনার হজ্জ এজেন্সি আগেভাগেই মিনায় হাদী ক্রয় করে জবেহ করার ব্যবস্থা করতে পারেন। আবার আপনি নিজে মিনায় হাটে গিয়ে পশু ক্রয় করে জবেহ করতে পারেন। এমন করলে আপনি কিছু গোশত খাওয়ার জন্য নিয়ে আসতে পারেন। তবে সাধারণ হাজীদের পক্ষে হাটে যাওয়া সম্ভব নয় এবং এতো অনেক কষ্ট ও বিড়ম্বনা পোহাতে হয়, তাই প্রথম দুইটির যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা ভালো।

✪ অবশ্য নিজ হাতে যবেহ করা সুন্নাত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জে ৭টি উঠ জবেহ করেছিলেন। যবেহ করার সময় পশুর মুখ থাকবে দক্ষিণ দিকে এবং পশুকে বাম দিকে কাত করে শোয়াতে হবে ও এর পাগুলো থাকবে ডান দিকে অতঃপর কিবলামুখি হয়ে ছুরি চালাতে হবে। <u>বুখারী-১৭১২</u>

✪ যবেহ করার সময় এই দু‘আ পাঠ করা:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ

“বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর, আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী”।

“আল্লাহর নামে, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

হে আল্লাহ! আমার তরফ থেকে আপনি কবুল করুন”।

✪ **<u>সতর্কতা :</u>** হজ্জের সময় কিছু অসাধু লোক মিনার তাবুতে এসে হাদী করানোর নামে ভূয়া রশিদ দিয়ে অর্থ নিয়ে প্রতারণা করে। হাদী যবেহ না করেই ফোন করে জানিয়ে দেন হাদী জবাই হয়ে গেছে ! আবার কিছু হজ্জ এজেন্সিও একই ধরনের প্রতারনা করে। তাই এজেন্সির মাধ্যমে হাদীর ব্যবস্থা করলে দলের কয়েকজন লোক এজেন্সির সাথে সরেজমিনে গিয়ে সকলের হাদী যবেহ করা দেখে আসা উচিত।

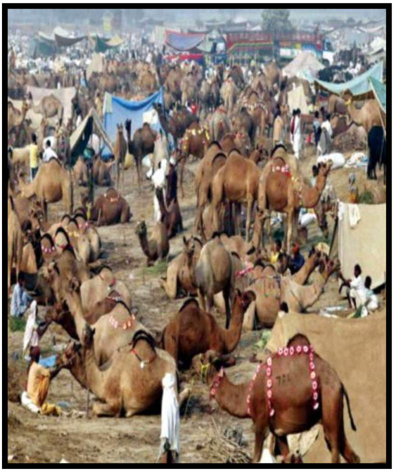

হাদী - পশু যবেহ

১০ যিলহজ্জ : কসর/হলক্ব করা

✪ ১০ যিলহজ্জের দিনে করণীয় : হাদী জবেহ হয়ে যাওয়ার পর মাথার সকল অংশ থেকে সমানভাবে ছোট করে চুল ছেঁটে ফেলা (কসর) অথবা সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডন করা (হলক্ব)। তবে মুন্ডন করাই উত্তম। কুরআনে মাথা মুন্ডন করার কথা আগে এসেছে আর ছোট করার কথা পরে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও বেশিরভাগ সাহাবীরাই সমস্ত মাথা মুন্ডন করেছিলেন। আবু দাউদ-১৯৮০

✪ হজ্জে যারা মাথা মুন্ডন করেছিলেন তাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করেছেন তিন বার। আর যারা চুল ছোট করেছিলেন তাদের জন্য দু'আ করেছেন এক বার। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, "তোমাদের কেউ মাথা মুন্ডন করবে ও কেউ কেউ চুল ছোট করবে।" হাদীসে এসেছে, "আর তোমরা মাথা মুন্ডন কর, এতে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি সাওয়াব ও একটি গুনাহের ক্ষমা রয়েছে।" সূরা আল-ফাতাহ, ৪৮:২৭, বুখারী-১৭২৮, মুসলিম-৩০৪১

✪ এসময় দেখবেন রাস্তায় অনেকে হাতে ইলেকট্রিক রেজার বা ট্রিমার বা ক্ষুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হজ্জের এই সময়ে চুল কাটাতে ২০-৩০রিয়াল পর্যন্ত দাবি করে থাকে। ২-৪মিনিটে আপনার মাথার পুরো চুল ফেলে দিবে। নাপিতকে ডান দিক থেকে চুল কাটা শুরু করতে বলুন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে এমনটি করেছেন। নিজেদের কাছে রেজার বা ক্ষুর থাকলে আপনারা একে অপরের চুল ফেলে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কারো চুল ফেলবেন তার চুল আগে ফেলা থাকা জরুরী নয়। মুসলিম-৩০৪৩, আবু দাউদ-১৯৮২, তিরমিযী-৯১২

✪ মহিলারা তাদের মাথার সমগ্র চুলের অগ্রভাগ হতে তর্জনী আঙ্গুলের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ কাটবেন (প্রায় এক ইঞ্চি)। নারীদের জন্য হলক নেই। নারীদের মাথা মুন্ডন করা জায়েয নয়। আবু দাউদ-১৯৮৪

✪ এবার আপনি আপনার ইহরামের কাপড় খুলে ফেলুন এবং প্রয়োজনে গোসল করতে পারেন। এখন সাধারণ কাপড় পড়ুন। ইহরাম থেকে হালাল হওয়া হজ্জের **ওয়াজিব** কাজ। একে বলে তাহাল্লুল আল আসগার বা প্রাথমিক হালাল। এখন আপনার উপর থেকে যৌন সঙ্গম ছাড়া ইহরামের সকল নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল। আপনি এখন দেহে সুগন্ধীও ব্যবহার করতে পারেন। নাসাঈ-৩০৮৪

✪ হালাল হওয়ার পর ইচ্ছা করলে ১০ যিলহজ্জ মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে ইফাদাহ ও সাঈ করে মধ্য রাতের আগেই মিনায় চলে আসুন। আর যদি ঐ দিন বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন তবে রাতটি মিনায় অবস্থান করতে পারেন এবং পরবর্তী ১১/১২ যিলহজ্জ কোন এক সময় মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ করতে পারেন। তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা অব্যাহত রাখুন।

কসর (চুল ছোট করে কাটা)

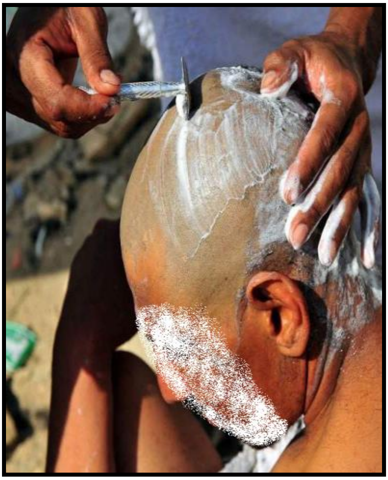
হলক্ব (টাক মাথা করা)

হাদী ও কসর/হলক্ব করার ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

✖ হাদী না করে এর সমপরিমাণ অর্থ সেবামূলক খাতে দান করে দেয়া।
✖ মাথার চুল ছাঁটানোর ক্ষেত্রে বাম দিক দিয়ে শুরু করা।
✖ মাথার কিছু অংশ মুড়ানো এবং আর কিছু অংশ কসর করা।
✖ মাথা মুড়ানোর সময় কিবলার দিকে মুখ করে বসা নিয়ম মনে করা।
✖ কাচি দিয়ে মাথার বিভিন্ন অংশ থেকে কিছু চুল কেটে বক্সে সংরক্ষণ করে রাখা।

৯০ ১০ যিলহজ্জ : তাওয়াফুল ইফাদাহ ও সাঈ করা ৩৬

- ১০ যিলহজ্জের দিনে করণীয় : এই তাওয়াফের অপর নাম তাওয়াফে যিয়ারাহ, মূলত এটি হজ্জের ফরজ তাওয়াফ। তাওয়াফুল ইফাদাহ করা ও সাঈ করা হজ্জের **ফরয** কাজ। যদি মিনা থেকে মক্কায় এই তাওয়াফ করতে যান তবে দুই ভাবে যেতে পারেন। এক: পায়ে হেঁটে জামারাত পার করে প্যাডেস্ট্রিয়ান টানেল (সুরঙ্গ পথ) রাস্তা দিয়ে। দুই: মিনায় কিং ফয়সাল ওভারব্রিজ এর উপর থেকে বা জামারাতের পাশে থেকে কার বা মটরসাইকেল ভাড়া করে। আর আপনি যদি মাথা মুন্ডন করার পরপরই মক্কা/আজিজিয়া/শির্শা চলে গিয়ে থাকেন তবে আপনার হোটেল বা বাসা থেকেই তাওয়াফ করতে যেতে পারেন।
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১০ যিলহজ্জ সূর্য মধ্য আকাশে থেকে হেলে যাওয়ার পর এই তাওয়াফ সম্পন্ন করেছিলেন। মূলত সেই দিন সূর্য উদয়ের পর থেকে এই তাওয়াফ করা যাবে। উত্তম হবে এই তাওয়াফ ১০ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের মধ্যে করা। তবে কোন কষ্ট/সমস্যার মুখোমুখি হলে ১২ যিলহজ্জের সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময় এই তাওয়াফ করে নেওয়া যাবে। অবশ্য কিছু মুহাক্কীক উলামাদের মত অনুযায়ী এই তাওয়াফ যিলহজ্জ মাস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত করা যাবে। যার যার তাওয়াফ তাকে নিজেই করতে হবে। অন্য কাউকে কারো পক্ষ থেকে তাওয়াফ করতে পাঠানো যাবে না। প্রয়োজনে হুইল চেয়ারের আশ্রয় নিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করতে হবে। <u>মুসলিম-৩০৫৬</u>
- মক্কায় যেভাবে সবসময় সাধারণ নফল তাওয়াফ করেছেন ঠিক তেমনি হবে এই তাওয়াফের নিয়ম। এই তাওয়াফে কোন ইহরামের কাপড় নেই, কোন ইদত্বিবাহ করার প্রয়োজন নেই এবং তাওয়াফে রমল করা নেই। সাধারণ পোশাক পরে এই তাওয়াফ করবেন। ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জ এই তাওয়াফের সময় প্রচুর লোকের চাপ হয়। তাই অবস্থা বুঝে ফাঁকা জায়গা দিয়ে তাওয়াফ শেষ করুন। <u>ইবনে মাজাহ-৩০৬০</u>
- তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে অথবা মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে দুই রাকাআত স্বলাত পড়ুন। এরপর জমজমের পানি পান করুন এবং কিছু পানি মাথায় ঢালুন। এবার সাফা পাহাড়ে গিয়ে ঠিক উমরাহর মতো (**<u>পৃষ্ঠা নং: ৭৯</u>**) সাঈ করুন। এই সাঈর পর আর চুল কাটতে হবে না।
- ঋতুবতী মহিলাগণ এই তাওয়াফ করার জন্য অপেক্ষা করবেন। তাওয়াফ না করে আগে শুধু সাঈ করা যাবে না। তাওয়াফের পর সাঈ করতে হবে। যখন ঋতু বন্ধ হয় তখন তাওয়াফ সেরে নিবেন। এক্ষেত্রে কোন দম দিতে হবে না। আর যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে ঋতু বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত কোন ক্রমেই অপেক্ষা করা যাচ্ছে না অর্থাৎ মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হবে ও পরবর্তীতে এসে

তাওয়াফ যিয়ারাহ আদায় করে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই, তবে জমহুর ফুকহা ও আলেম-উলামাদের মত অনুযায়ী ন্যাপকিন ভালো ভাবে বেঁধে তাওয়াফ ও সাঈ সেরে নিতে হবে।

✪ এই তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করার পর যৌনসঙ্গম হালাল হয়ে যাবে। একে বলে তাহাল্লুল আল আকবার বা চূড়ান্ত হালাল হওয়া।

✪ ১০ যিলহজ্জ তাওয়াফ ও সাঈ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব ১১ যিলহজ্জ মধ্য রাতের পূর্বেই আইয়্যামে তাশরীকের রাত্রিযাপনের জন্য মিনায় ফিরে যেতে হবে। এদিনের সকল স্বলাতসমূহ স্বলাতের আউয়াল ওয়াক্তে কসর করে আদায় করে নেওয়া।

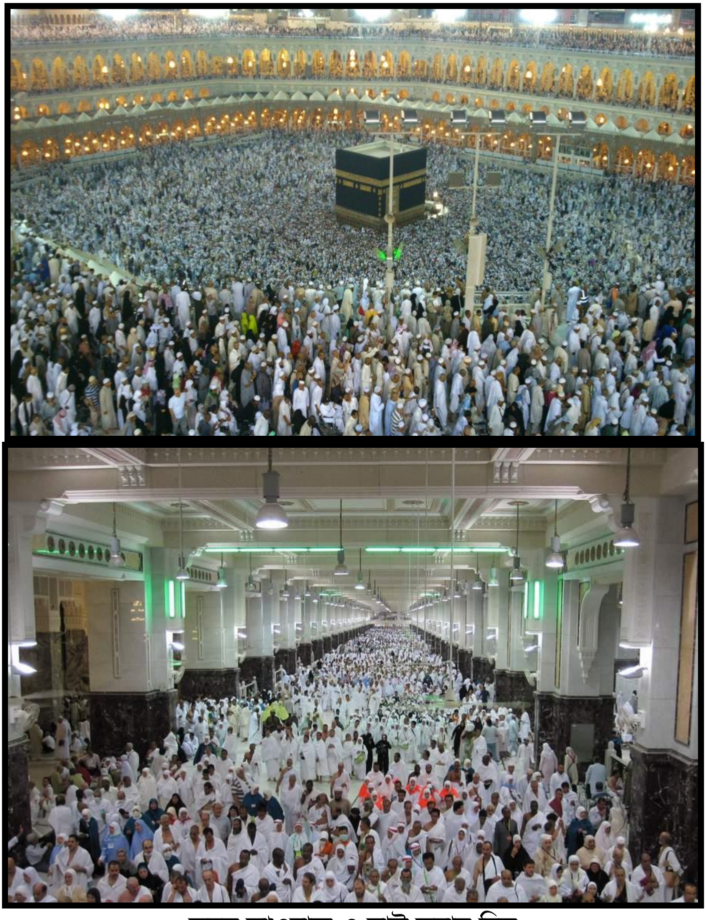

ফরয তাওয়াফ ও সাঈ করার চিত্র

১০ যিলহজ্জ : কাজের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ

- এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। হজ্জে যাওয়ার আগে এ সম্পর্কে জানা থাকা জরুরি। অনেকে ১০ যিলহজ্জ এর সকল কাজগুলো তারতীব বা ধারাবাহিকতা অনুসরণ করার জন্য বলবে, যা কথা ঠিক এবং সেটিই সুন্নাহ। কিন্তু যদি কোন কারণে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হয়ে যায় তবে একটি পশু যবেহ করে দম দিতে বলবে; যা শুদ্ধ নয়। সহীহ হাদীসের তথ্যসূত্র অনুসারে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হলে কোন দমের কথা বলা নেই বরং এতে কোনো ক্ষতি/সমস্যা নেই বলা আছে। আল্লাহ তাআলা অসীম দয়ালু ও করুণাময়, তাই তিনি তার বান্দাদের উপর কোনো বিষয় কঠিন করে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেন না। আপনি যদি সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল।
- ১০ যিলহজ্জ যদি এমন হয়, না জানার কারণে হজ্জের কোনো বিধান ধারাবাহিক ভাবে সম্পাদন করা হয়নি অথবা কোনো অসুবিধা/ওজর/জটিলতার কারণে কোন বিধান এর ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। এর জন্য কোনো কাফফারা আদায় করতে হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করা মোটেই ঠিক নয়। (উদাহরণ: আপনি ব্যাংক এর মাধ্যমে হাদী করার ব্যবস্থা করেছেন আর আপনার টিকিট/ভাউচারে হাদী করার সময় যদি সকাল ১০টা লেখা থাকে তবে আপনি তো ১১টার পরই কসর/হলক্ব করে হালাল হয়ে যাবেন। কিন্তু যদি আপনার হাদী করতে বিলম্ব হয়ে যায় তবে তো আপনার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে গেলো কিন্তু আপনি তা জানতেও পারলেন না ! এতে আপনার কোন দোষ নেই বা গুনাহও নেই।)
- ১০ যিলহজ্জের কার্যক্রমগুলো ধারাবাহিকভাবে করা সুন্নাত, যথা - কংকর নিক্ষেপ, হাদী, কসর/হলক্ব, তাওয়াফে ইফাদাহ ও সাঈ করা; কিন্তু কেউ যদি ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে কোনটি আগে বা কোনটি পরে করে ফেলে কোনো কারণে তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত বেশ কয়েকটি হাদীসে লোকদের ১০ যিলহজ্জের কাজগুলো আগে পরে হওয়ার কথা শুনে যেমন - কেউ পাথর মারার আগে হাদী করে ফেলেছে, হাদী না করে হলক্ব করেছে, তাওয়াফ করে হলক্ব করেছে এমন এমন শুনে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কোন অসুবিধা নেই", "কোন সমস্যা নেই", "কোন দোষ নেই"। বুখারী-১৭২২, ১৭৩৬, মুসলিম-৩০৪৭, আবু দাউদ-১৯৮৩, ২০১৪, তিরমিযী-৯১৬, ইবনে মাজাহ-৩০৪৯

১১ যিলহজ্জ : মিনায় রাত্রিযাপন ও জামারাতে কংকর নিক্ষেপ

- ✪ ১১ যিলহজ্জে করণীয় : ১১ যিলহজ্জ রাতে মিনায় রাত্রীযাপন করা এবং দ্বিপ্রহরের পর ৩ টি জামারায় গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করা।
- ✪ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১০ যিলহজ্জ মক্কায় তাওয়াফে ইফাদাহ ও সাঈ শেষ করে মিনায় ফিরে আসেন এবং তাশরীকের রাত্রিগুলো মিনায় অবস্থান করেন। মিনা থেকে জামারাত যাওয়ার রাস্তায় কোন গাড়ির ব্যবস্থা নেই তাই সম্পূর্ণ পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে। মিনার তাবু থেকে জামারাতের দূরত্বের উপর নির্ভর করে যাওয়া ও আসা মিলে ৫-১০ কি.মি হাঁটতে হতে পারে। মুসলিম-৩০৫৬, ৩০৬৮, আবু দাউদ-১৯৭৩
- ✪ যদি ১০ যিলহজ্জ তাওয়াফে ইফাদাহ ও সাঈ না করা হয়ে থাকে তবে উত্তম হবে এই তাশরীকের রাতটি মিনায় অবস্থান করে পরদিন সকালে বা বিকালে মক্কায় গিয়ে ফরজ তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করে মিনায় ফিরে আসা। আবার ১১ যিলহজ্জ সন্ধ্যায় মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করে মধ্যরাতের আগে মিনায় ফিরে আসতে পারলেও কোন সমস্যা নেই। মিনায় রাতের অর্ধভাগ অথবা অর্ধেকের বেশি সময় অবস্থান করা বাঞ্চনীয়।
- ✪ এরপর দুপুরের সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ৩ টি জামারায় গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করুন, এটি কংকর নিক্ষেপের উত্তম সময়। এতে মোট ২১টি কংকর লাগবে (প্রতিটির জন্য ৭টি করে)। প্রচন্ড ভীড় বা কোন ওজর বশত অসুস্থ্য, অতিদুর্বল, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিক হওয়ার আগ পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করতে পারবেন অথবা তার পক্ষ থেকে অন্য একজনকে কংকর নিক্ষেপ করার জন্য নিয়োগও করতে পারবেন।
- ✪ কংকর নিক্ষেপের সময় জামারাতে ধারাবাহিকতা (ছোট, মধ্যম, বড়) রক্ষা করা অত্যাবশ্যকীয়। ঋতুবতী মহিলাগণ ঋতু অবস্থায় জামারাতে গিয়ে কংকর মারতে কোন সমস্যা নেই। বুখারী-১৭৪৬, নাসাঈ-৩০৬৩, আবু দাউদ-১৯৭১, তিরমিযী-৮৯৬
- ✪ প্রথমে জামারাতুল সুগরা (ছোট জামারাহ) নিকটবর্তী হয়ে কাবা হাতের বামে ও মিনা হাতের ডানে রেখে অথবা যে কোন ভাবে দাঁড়িয়ে ডান হাত উঁচু করে আলাদা আলাদাভাবে ৭টি কংকর একে একে নিক্ষেপ করুন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় বলুন: ‘আল্লাহু আকবার’। বুখারী-১৭৫১
- ✪ প্রথম জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলার দিকে মুখ করে ও দুই হাত উঠিয়ে ইচ্ছামত একাকী দীর্ঘক্ষণ দু‘আ করুন। এটা কিন্তু দু‘আ কবুলের স্থান ও সময়। এরপর পরবর্তী মধ্যম জামারার দিকে এগিয়ে চলুন। বুখারী-১৭৫১
- ✪ এবার জামারাতুল উস্তা (মধ্যম জামারাহ) নিকটবর্তী হয়ে প্রথম জামারার ন্যায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করুন এবং পূর্বের মতো প্রতিবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলুন।

- ✪ দ্বিতীয় জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রথম জামারার ন্যায় ইচ্ছামত একাকী আবার দীর্ঘক্ষণ দু'আ করুন। এরপর পরবর্তী বড় জামারার দিকে এগিয়ে চলুন।
- ✪ এবার জামারাতুল আকাবা (বড় জামারাহ) নিকটবর্তী হয়ে বিগত দুই জামারাতের মতো করে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করুন।
- ✪ তৃতীয় জামারায় কংকর নিক্ষেপ শেষ করে আর কোন দু'আ নেই। দু'আ না করেই জামারাত ত্যাগ করুন এবং মিনার তাবুতে ফিরে চলুন। বুখারী-১৭৫১, নাসাঈ-৩০৮৩
- ✪ মিনার তাবুতে অবস্থানকালে ৮ যিলহজ্জের মত কসর করে স্বলাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, দু'আ, যিকির ও ইসতিগফার করা বাঞ্ছণীয়। তাবুর মধ্যে শুধু ঘুমিয়ে অথবা গল্পগুজব ও ঘুরাঘুরি না করে মিনার সময়গুলোকে কাজে লাগানো উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন, "অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমার বাপদাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ।.." সূরা আল বাকারা; ২:২০০। তাশরীকের দিনগুলোতে সিয়াম পালন করা যাবে না। মিনায় ৩ বেলা খাবারের ব্যবস্থা থাকে। মিনায় এই তাশরীকের রাত্রীযাপন করা **ওয়াজিব**।
- ✪ **সতর্কতা :** পাক-ভারত উপমহাদেশ সহ কিছু দেশের হজ্জ এজেন্সিকে দেখা যায় তারা **১১** যিলহজ্জ রাত মিনায় যাপন করে না। কারণ তারা মিনায় রাত্রিযাপনকে সুন্নাত হিসাবে বিবেচনা করে। তবে বিশ্বের বিভিন্ন মতাদর্শের বেশিরভাগ আলেম ও উলামা মিনায় তাশরীকের রাত্রীযাপন করাকে অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এটিই অধিক সঠিক মত। অনেক হজ্জ এজেন্সি আবার **১১** যিলহজ্জ রাতের কিছুক্ষণ মিনায় অবস্থান করে মধ্য রাতের আগেই হাজীদের নিয়ে মিনা ত্যাগ করে মক্কা/আজিজিয়া/শিশায় হোটেলে চলে যায়। পরদিন যোহরের পর জামারাতে এসে কংকর নিক্ষেপ করে আবার মিনার তাবুতে কিছুক্ষণ থেকে ফের হোটেলে চলে যায়। এরূপ করাটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদের আমলের বিপরীত। মিনায় রাত্রিযাপন যদি ওয়াজিবের পর্যায়ে পড়ে থাকে তবে দিন যাপন করা সুন্নাত, এতে কোন সন্দেহ নেই। সর্বোপরি রাসূল (ﷺ) দিন ও রাত উভয়টাই মিনায় যাপন করেছেন। ইবনে মাজাহ-৩০৬৫
- ✪ এমন পরিস্থিতিতে পড়লে কি করবেন ? আপনি যদি তাকওয়া অবলম্বনকারী ও রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহর আলোকে হজ্জ করতে চান তবে দল থেকে আলাদা হয়ে মিনায় অবস্থান করুন। কারণ মিনায় অবস্থান করা ওয়াজিব বাদ দিলে দম দিতে হবে আর দম না দিলে হজ্জ ক্রটিযুক্ত থেকে যাবে। যেহেতু বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য আছে সেহেতু নিরাপদ পন্থা বা মাসআলা অবলম্বন করাই শ্রেয়। আপনি নিশ্চয়ই এই কয় দিনে মিনার পথ-ঘাট কিছুটা চিনে যাবেন আর হাতে

যদি মোবাইল ফোন ও কিছু সৌদি রিয়াল থাকে তাহলে কোন সমস্যা হবে না। হজ্জের এই শেষ পর্যায়ে একটু কষ্ট করে ওয়াজিব ও সুন্নাতগুলো পালন করুন। হজ্জে যাওয়ার পূর্বে এজেন্সির সাথে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলে তাদের মনোভাবটাও বুঝে ফেলতে পারেন তারা ইতিপূর্বে কি করেছে ! এই বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব না করে বরং এজেন্সিকে নসীহত বা অনুরোধ করতে পারেন মিনায় রাত্রিযাপন করার বিষয়ে। যদি তা ফলপ্রসু না হয় তবে আপনার সাথে মতের মিল হয় এমন এক-দুইজনকে নিয়ে মিনায় থাকার পরিকল্পনা করতে পারেন।

- ✪ আরেকটি বিষয় : কিছু কিছু মিনার তাবুর এলাকায় মাইকে এমন ঘোষনা দেয় যে - ঐ মুয়াল্লিম/তাবুর হাজীদের জন্য সকাল ৯টা/১০টায় পাথর নিক্ষেপের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব সকাল ৯টা/১০টায় জামারাতে গিয়ে পাথর মেরে আসুন। এই ঘোষনা শুনে অনেক এজেন্সি পাথর মেরে চলে আসে। অথচ পাথর নিক্ষেপের সময় শুরু হয় দুপুরের সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে। জানা নেই কেন বা কি কারণে এমন মাইকিং করে পাথর মারার সময় শুরুর আগেই এই কাজ করানো হচ্ছে। যতই এমন মাইকিং করা হোক না কেন উচিত হবে দুপুরের সূর্য্য হেলে যাওয়ার পর গিয়ে পাথর মেরে আসা। ওখানে কোন কোন কাজ করার জন্য কেউ জোর বা বাধ্য করবে না আপনাকে।

১২ যিলহজ্জ : মিনায় রাত্রিযাপন ও জামারাতে কংকর নিক্ষেপ

- ✪ ১২ যিলহজ্জে করণীয় : ১২ যিলহজ্জ রাতে মিনায় রাত্রীযাপন করা এবং দ্বিপ্রহরের পর ৩ টি জামারায় গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করা।
- ✪ যদি এখনো তাওয়াফে ইফাদাহ ও সাঈ না করা হয়ে থাকে তবে উত্তম হবে এই তাশরীকের রাতটি মিনায় অবস্থান করে পরদিন মক্কায় গিয়ে ফরজ তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করে মিনায় ফিরে আসা। আবার ১২ যিলহজ্জ সন্ধ্যায় মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করে মধ্যরাতের আগে মিনায় ফিরে আসতে পারলেও কোন সমস্যা নেই। মিনায় রাতের অর্ধেকের বেশি সময় অবস্থান করা বাঞ্চনীয়।
- ✪ ঠিক ১১ যিলহজ্জের মত একই নিয়মে দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ৩ টি জামরায় গিয়ে কংকর নিক্ষেপ শেষ করা।
- ✪ সাধারণত ১২ যিলহজ্জ প্রথম ওয়াক্তে কংকর মারার প্রচন্ড ভীড় থাকে। তাই একটু দেরী করে বিকালের দিকে গেলে ভালো হয়। ১২ যিলহজ্জ মিনা অবস্থান করার পর্ব শেষ করা যায়। বিশেষ কোনো কষ্ট/সমস্যার কারণে বা কোন তাড়া/জলদি থাকলে; যেমন: সম্পদ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকলে, জীবনের নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে, গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার কারণে, রোগীর সেবার করার জন্য সাথে থাকা লাগলে, চাকরী হারানোর ভয় থাকলে ইত্যাদি

এমন বিশেষ কারণে ১২ যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের পূর্বেই একেবারে মিনা ছেড়ে মক্কা/আজিজিয়া/শির্শায় ফিরে যেতে চাইলে যাওয়া যাবে। এতে কোনো দোষ নেই। তবে কোনো কারণ ছাড়া ১২ যিলহজ্জ মিনা ত্যাগ না করাই উত্তম। কংকর নিক্ষেপের জন্য মিনায় ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩দিন-৩রাত অবস্থান করা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত।

✪ আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, "..যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই, এটা তার জন্য; যে তাকওয়া অবলম্বন করে "। সূরা-আল বাকারা, ২:২০৩

✪ যদি ১২ যিলহজ্জ মিনায় থাকার পর্ব ও কংকর নিক্ষেপের পর্ব শেষ করতে চান তবে অবশ্যই সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনার সীমানা ত্যাগ করতে হবে। মিনায় সূর্যাস্ত হয়ে গেলে আর মিনা ত্যাগ করা যাবে না এবং তখন রাতে মিনায় অবস্থান করে পরবর্তী দিন একই নিয়মে তিনটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে তারপর মিনা ত্যাগ করতে হবে। মিনা ত্যাগ করে চলে গেলে হজ্জের সর্বশেষ কাজ বাকি থাকে বিদায় তাওয়াফ করা। দেশে ফেরা বা মদীনা গমণের আগে এই তাওয়াফ করতে হবে। নাসাঈ-৩০৪৪

✪ **সতর্কতা :** পাক-ভারত উপমহাদেশ সহ বেশ কিছু দেশের হজ্জ এজেন্সিকে দেখা যায় ১২ তারিখে কংকর নিক্ষেপের পর হাজীদের নিয়ে মিনা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। তারা কুরআনের ঐ আয়াত পেশ করে অথবা দলের কয়েকজন লোকের অসুস্থতার অযুহাত দেখিয়ে, সবাই দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে গেছে, আশেপাশে সবাই চলে যাচ্ছে, তাবুতে আর বিদ্যুৎ ও পানি থাকবে না, তাবু সব গুছিয়ে ফেলা হবে ইত্যাদি বলে সবাইকে নিয়ে হোটেলে চলে যায়। তাদের উদ্দেশ্য হলো তাদের কষ্ট লাঘব করা ও শর্টকাটে হজ্জ শেষ করানো। ওজর থাকতে পারে কারো ব্যক্তিগত, তবে সে অনুযায়ী তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু সকলকে ওজরের আওতায় ফেলে এমন কাজ করা অনুচিত। অনেকের ৩ রাত মিনায় থাকার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু তাদের বাধ্য হয়ে চলে আসতে হয় এজেন্সির কারণে। এজেন্সি ৩ রাত মিনায় থাকতে চাইলে সৌদি মুআল্লিম ৩ রাত ব্যবস্থাপনা রাখবে। কিন্তু এজেন্সি যদি চলে যায় তবে তারা তাবু গুছিয়ে ফেলে।

✪ এমন পরিস্থিতিতে পড়লে কি করবেন ? আবার একই কথা বলবো। আপনি যদি তাকওয়া অবলম্বনকারী হন ও বিশেষ কোন ওজর/কষ্ট/তাড়া না থাকে তবে দল থেকে আলাদা হয়ে মিনায় অবস্থান করুন। আর ১টি মাত্র দিনের বিষয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ অনুসরণ করে ৩ রাত মিনায় অবস্থান করে অতঃপর জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করে হোটেলে ফিরে যান। যদি তাবুতে কেউ না থাকে বা তাবু গুছিয়ে ফেলা হয় তবে জামারাতের কাছাকাছি খাইফ মসজিদে গিয়ে থাকা যায়। মসজিদ তখন অনেক ফাঁকা হয়ে যায় কিন্তু ২৪ ঘন্টা মসজিদে এসি চলে এবং আশেপাশে বাথরুম ও খাওয়া-দাওয়ার ভালো ব্যবস্থাপনা থাকে সেখানে।

১৩ যিলহজ্জ : মিনায় রাত্রিযাপন ও জামারাতে কংকর নিক্ষেপ

- ✪ ১৩ যিলহজ্জে করণীয় : ১১ ১২ যিলহজ্জের মত করে ১৩ যিলহজ্জ রাতে মিনায় রাত্রীযাপন করা এবং দ্বিপ্রহরের পর ৩ টি জামারায় গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করা।
- ✪ শেষ দিনে লক্ষ্য করবেন মিনা একদম ফাঁকা ফাঁকা গেছে। এই দিন আসরের স্বলাতের পর থেকে তাকবীরে তাসরীক পড়া শেষ। এরপর মিনা ছেড়ে মক্কা/আজিজিয়া/মির্শায় চলে আসুন। মিনায় আইয়ামে তাশরীকের দুই/তিন রাত অবস্থান করে তিনটি জামারায় প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে কংকর নিক্ষেপের এই কাজটি ছিল **ওয়াজিব**। আল্লাহ তাআলা আপনাকে হজ্জ শেষ করার তাওফীক দিয়েছেন সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। যদিও এখনও হজ্জের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কাজ বাকি থাকলো বিদায় তাওয়াফ করা। দেশে ফেরা বা মদীনা গমণের আগে সর্বশেষ কাজ হিসাবে এই তাওয়াফ করতে হবে। পাথর নিক্ষেপের পর মালপত্র সহ আসার জন্য আপনারা কয়েকজনে মিলে গাড়ি ভাড়া করে অথবা পায়ে হেঁটেই মক্কা/আজিজিয়া/শির্শায় পৌঁছে যেতে পারেন।
- ✪ এবার যে কয়দিন হোটেলে থাকবেন বিশ্রাম করে পার করুন আর প্রতি ওয়াক্তের স্বলাত জামাআতের সাথে মসজিদে গিয়ে আদায় করুন। আজিজিয়া/শির্শা যেহেতু হারামের সীমানার মধ্যে পড়ে তাই এখানে মসজিদে স্বলাত পড়লেও প্রতি রাকাতে ১ লক্ষ গুণ বা তার বেশি নেকী পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে কয়েকজনে মিলে গাড়ি ভাড়া করে মসজিদে হারামে এসে নফল তাওয়াফ করে ও স্বলাত পড়ে যেতে পারেন কয়েকদিন। যে কয়দিন হোটেলে থাকবেন সে কয়দিন নফল তাওয়াফ, মসজিদে জামআতে স্বলাত, দু'আ ও যিক্‌রে মশগুল থাকবেন। পাশাপাশি কিছু কেনাকাটা বাকি থাকলে তা সেরে ফেলা যায়।
- ✪ **সতর্কতা :** অনেকে সুন্নাহ মোতাবেক হজ্জের প্রতিটি কাজ সম্পাদন করার পরও এরূপ সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন যে - কে জানে হজ্জের কোথাও কোন ভুল হলো কি না ! কিছু হজ্জ এজেন্সিদের দেখা যায় তারা হাজীসাহেবদের বলে থাকেন যে; হজ্জে কোন ভুলক্রুটি হয়ে থাকতে পারে তাই একটা দমে-খাতা দিয়ে দিন, শতভাগ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে আপনার হজ্জ।
- ✪ এরূপ করা মারাত্মক অন্যায়। কেননা আপনার জ্ঞান অনুসারে হজ্জ শুদ্ধভাবে পালন করা সত্ত্বেও শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পরে হজ্জকে সন্দেহযুক্ত করছেন। আপনার যদি কোন বিষয় নিয়ে সত্যি সন্দেহ হয় তবে কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমকে আপনার হজ্জের সমস্যার কথা বলুন। তারা যদি দম দিতে বলেন তবেই দম দিন। অন্যথায় নয়। শুধু আন্দাজের উপর ভিত্তি করে দমে-খাতা দেওয়ার কোন বিধান ইসলামে নেই।

✪ হজ্জের কোন ওয়াজিব বাদ পরে গেলে এবং হজ্জের পর দম দিতে হলে কাউকে বিশ্বাস করে রিয়াল দিয়ে ছেড়ে দিবেন না। মক্কাতে কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে অথবা কোন ব্যাংক এ গিয়ে দম এর জন্য অর্থ পরিশোধ করে দম দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। আবার একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে হারামের সীমানার ভিতরে 'কিলো আশারা' অথবা 'একাশিয়া' নামক স্থানে পশুর হাটে গিয়ে ৪৫০/৫০০ রিয়াল দিয়ে পশু (ছাগল, ভেড়া, দুম্বা) কিনে ওখানে দম দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। দম যৌথভাবে বা ভাগে (উঠ, গরু) দেওয়া যায় না। দম না দিয়ে দেশে চলে আসা হলে পরে কারো মাধ্যম দিয়ে হারামের সীমানার ভিতরে দম দেওয়ার ব্যবস্থা করলে দম আদায় হয়ে যাবে।

তাওয়াফুল বিদা/বিদায় তাওয়াফ

✪ তাওয়াফুল বিদা হজ্জের **ওয়াজিব**। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় তাওয়াফ আদায় করেছেন এবং বলেছেন, "বায়তুল্লাহয় শেষ তাওয়াফ না করে তোমাদের কেউ যেন না যায়।" অন্য এক বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেছেন, লোকদেরকে বলো, তাদের শেষ কর্ম যেন হয় বায়তুল্লাহর সাথে সাক্ষাত, তবে তিনি মাসিক ঋতুবতী নারীর জন্য ছাড় দিয়েছেন। বুখারী-১৭৫৫, মুসলিম-৩১১০, আবু দাউদ-২০০২

✪ হজ্জ শেষে এই তাওয়াফ আপনি মক্কা ছাড়ার আগ মুহূর্তে করবেন। মনে রাখবেন এটাই হবে মক্কায় আপনার শেষ কাজ। এই তাওয়াফের পর কোন সময়ক্ষেপনকারী কাজ করা যাবে না; যেমন, দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়া যাবে না। ওজর ছাড়া বেশি সময় পার করলে আবারও তাওয়াফ করতে হবে। এই তাওয়াফের পর সাঈ করতে হবে না। এই তাওয়াফ সাধারণ নফল তাওয়াফের মত; তবে তাওয়াফ শেষে ২ রাকাআত স্বলাত আদায় করতে হবে। তাওয়াফ শেষে জমজম পানি পান করে বাহির হন। অনেকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সম্মান প্রদর্শন করে উল্টামুখী হয়ে বের হন যার কোন ভিত্তি নাই। হাদীস অনুযায়ী হজ্জ সম্পাদনের পর ওজর ছাড়া তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করা উচিত নয়। মুসলিম-৩১৮৮, আবু দাউদ-২০২২

✪ কোন নারী যদি তাওয়াফে ইফাদাহ করার পর ঋতুবতী হন এবং তাওয়াফে বিদার জন্য অপেক্ষা করতে না পারেন তাহলে তিনি চলে যেতে পারেন। এর জন্য কোন দম দেওয়ার দরকার হবে না। বুখারী-১৭৫৫, ১৭৫৭, মুসলিম-৩১১১

✪ এই তাওয়াফের মাধ্যমে আপনার হজ্জে তামাত্তু পূর্ণ সম্পন্ন হলো। মহান আল্লাহ তাআলার শুকরীয়া আদায় করুন তিনি আপনাকে পরিপূর্ণভাবে হজ্জ সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেছেন।

যারা হজ্জে ক্বিরান করবেন

৮ যিলহজ্জের আগে:

- মীকাতের বাহির থেকে আগত ব্যক্তিগণ মীকাত থেকে উমরাহ ও হজ্জের নিয়তে ইহরাম করবেন, (মক্কার অধিবাসীরা তাদের বাসস্থান থেকে করবে) একইসঙ্গে হজ্জ ও উমরাহ শুরু করার স্বীকৃতি দিবেন এবং তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন। মুসলিম-২৯১৮

"লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান"।

- তাওয়াফুল কুদুম করতে পারেন। এটা বাধ্যতামুলক নয়, সুন্নাত।
- তাওয়াফুল কুদুমের সঙ্গে সাঈও করতে পারেন তবে সাঈর পর মাথা মুন্ডন করবেন না। আবার কেউ যদি সাঈ না করেই হজ্জ করতে চলে যান তাহলে তাকে তাওয়াফুল ইফাদার পরে অবশ্যই সাঈ করতে হবে। ইবনে মাজাহ-২৯৭২, তিরমিযী-৯৪৮
- তাওয়াফুল কুদুম ও সাঈ শেষ করার পর থেকে ৮ যিলহজ্জ পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে এবং ইহরামের সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে।

৮ যিলহজ্জ:

- যেহেতু আপনি ইহরাম অবস্থায়ই আছেন, তাই মিনায় চলে যাবেন এবং হজ্জে তামাত্তুর মত সকল বিধান পালন করবেন, তবে নতুন করে হজ্জ শুরু করার স্বীকৃতি দিবেন না, কারণ ইহরাম করার সময় আপনি হজ্জ শুরু করার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইবনে মাজাহ-২৯৭৫

৯ যিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মত সকল বিধান পালন করুন।

১০ যিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মতোই সকল বিধান পালন করবেন, তবে কিছু বিষয় লক্ষ্য করতে হবে।
- তাওয়াফুল কুদুমের পর সাঈ করে না থাকলে তাওয়াফে ইফাদার পরে তা করতে হবে। তবে কেউ যদি তাওয়াফে কুদুমের সময় সাঈ করে থাকেন তাহলে তা আর করতে হবে না। এতে কোন ক্ষতি নেই। বুখারী-১৬৩৮, নাসাঈ-২৯৮৬

১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মতো সকল বিধান পালন করুন। বিদায় তাওয়াফের ক্ষেত্রে হজ্জে তামাত্তুর একই নিয়ম প্রযোজ্য।

যারা হজ্জে ইফরাদ করবেন

৮ যিলহজ্জের আগে:

- মীকাতের বাহির থেকে আগত ব্যক্তিগণ মীকাত থেকে শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম করবেন, (মক্কার অধিবাসীরা তাদের বাসস্থান থেকে করবে) এবং হজ্জ শুরু করার স্বীকৃতি দিয়ে তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন।

"লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান"।

- তাওয়াফুল কুদুম করতে পারেন। এটা বাধ্যতামুলক নয়, সুন্নাত।
- তাওয়াফুল কুদুমের সঙ্গে সাঈও করতে পারেন তবে সাঈর পর মাথা মুন্ডন করবেন না। আবার কেউ যদি সাঈ না করেই হজ্জের জন্য যান তাহলে তাকে তাওয়াফুল ইফাদার পরে অবশ্যই সাঈ করতে হবে।
- তাওয়াফুল কুদুম ও সাঈ শেষ করার পর থেকে ৮ যিলহজ্জ পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে এবং ইহরামের সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে।

৮ যিলহজ্জ:

- যেহেতু আপনি ইহরাম অবস্থায়ই আছেন, তাই মিনায় চলে যাবেন এবং হজ্জে তামাত্তুর মত সকল বিধান পালন করবেন, তবে নতুন করে হজ্জ শুরু করার স্বীকৃতি দিবেন না, কারণ ইহরাম করার সময় আপনি হজ্জ শুরু করার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৯ যিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মত সকল বিধান পালন করুন।

১০ যিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মতোই সকল বিধান পালন করবেন, তবে কিছু বিষয় লক্ষ্য করতে হবে।
- বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর হালাল হয়ে যাবেন। কোনো হাদী করতে হবে না। ইবনে মাজাহ-৩০৪৬
- তাওয়াফুল কুদুমের পর সাঈ করে না থাকলে তাওয়াফে ইফাদার পরে করতে হবে। তবে কেউ যদি তাওয়াফে কুদুমের সময় সাঈ করে থাকেন তাহলে তার আর করতে হবে না। এতে কোনো ক্ষতি নেই।

১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মতো সকল বিধান পালন করুন। বিদায় তাওয়াফের ক্ষেত্রে হজ্জে তামাত্তুর একই নিয়ম প্রযোজ্য।

যারা বদলী হজ্জ করবেন

- বদলী হজ্জের ক্ষেত্রে বদলী হজ্জ আদায়কারী আগে নিজের ফরজ হজ্জ আদায় করেছেন এমন হতে হবে। অতঃপর তিনি অন্যের জন্য বদলী হজ্জ করতে পারেন। অবশ্য বেশিরভাগ হজ্জ এজেন্সীরা ব্যবসার খাতিরে এই বিষয়টিকে তোয়াক্কা করেন না বা হালকা করে দেখেন। আবু দাউদ-১৮১১
- বদলী হজ্জ নিয়োগকারী ব্যক্তি (বিকলাঙ্গ, অতি বার্ধক্য, অক্ষম, অতি অসুস্থ) জীবিত থাকলে তার ইচ্ছানুযায়ী (তামাত্তু/ক্বিরান/ইফরাদ) হজ্জ বদলী হজ্জ আদায়কারীকে করতে হবে। অবশ্য বদলী হজ্জ নিয়োগকারী মৃত হলে হজ্জের প্রকার বদলী হজ্জ আদায়কারীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মুসলিম-৩১৪৩
- বদলী হজ্জ আদায়কারী বদলী হজ্জ নিয়োগকারীর আত্মীয় হওয়া আবশ্যক নয়। সন্তান যদি তার পিতা-মাতার কারোর বদলী হজ্জ আদায় করতে চায় তবে আগে তার মায়ের হজ্জ করাই উত্তম, বাবার জন্য করলেও দোষ নেই।
- কোন পুরুষের বদলী হজ্জ কোন নারী করতে পারবে অনুরুপ কোন নারীর বদলী হজ্জ কোন পুরুষ করতে পারবে। বুখারী-১৮৫৫
- উল্লেখ্য যে, এক হজ্জ সফরে শুধুমাত্র একজনের জন্যই একটি বদলী হজ্জ করা যাবে। নিজের উমরাহ সম্পাদন হয়ে থাকলে অন্যের জন্য বদলী উমরাহ করা জায়েয আছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আলেমদের মত অনুযায়ী বদলী আদায়কারী তার নিজের জন্যেও একটি পূর্ণ উমরাহ ও হজ্জের সাওয়াব পেয়ে যাবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে/পক্ষে উমরাহ বা হজ্জ করার কোন শরীয়তে ভিত্তি নেই।
- বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যে কোন একটি হজ্জের নিয়ম অনুসারে সবকিছু করবেন শধুমাত্র উমরাহ বা হজ্জ শুরু করার স্বীকৃতি জন্য নিম্নরুপ পন্থা আবলম্বন করবেন:
- উমরাহ শুরু করার স্বীকৃতি দেওয়ার সময় বলবেন:
  "লাব্বাইকা উমরাতান আন (অমুক)"; অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির নাম।
- হজ্জ শুরু করার স্বীকৃতি দেওয়ার সময় বলবেন:
  "লাব্বাইকা হাজ্জান আন (অমুক)"; অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির নাম।
- বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যার পক্ষ থেকে আদায় করছেন তার কথা স্মরণ করে উমরাহ ও হজ্জের বিবিধ কাজের শুরুতে মনে মনে নিয়ত করবেন বা ইচ্ছা পোষণ করবেন; যেমন - ইহরাম করা, তাওয়াফ, সাঈ, হাদী, কংকর নিক্ষেপ, কসর/হলক্ব ইত্যাদি। কোন কিছুর নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে বলতে হয় না। বদলী উমরাহ ও হজ্জ পালনের যাবতীয় পদ্ধতি কোন এক প্রকার হজ্জের মত হুবুহু পালন করলেই হয়ে যাবে।

হজ্জের পর যা করতে পারেন

- হজ্জ সম্পন্ন করার পর এক/দুই দিন একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন অতঃপর আবার যতো বেশি পারেন মসজিদুল হারামে ফরয, নফল, স্বলাতুল য়ুহা, জানাযা, তাহাজ্জুদ স্বলাত আদায় করুন। বেশি বেশি নফল তাওয়াফ করুন। ফজরের ও আসরের স্বলাতের পর সকাল-সন্ধ্যার যিকির ও দু'আসমূহ পাঠ করুন।
- হজ্জের পরপরই যদি আপনার বাড়ি ফিরে যাওয়ার ফ্লাইট থাকে তবে বিদায় তাওয়াফ করে ফ্লাইট ধরুন। আপনি এ সময়ে কিছু কেনাকাটাও করতে পারেন। হজ্জ সফরের ধারাবাহিকতায় এবার মদীনা যাওয়ার পালা।

মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ

- আপনার ব্যাগপত্র গুছিয়ে মদীনার যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। তাওয়াফে বিদা করে এসেই হোটেল থেকে ব্যাগপত্র নামিয়ে যাত্রার প্রস্তুতি নিন।
- বাস আসার সাথে সাথে লাগেজ বাসের ছাদে বা বক্সে উঠিয়ে আপনিও বাসে উঠে পড়ুন। ৬-৭ ঘন্টা লাগবে মদীনা পৌঁছাতে। এটা যেহেতু লম্বা সফর তাই কিছু হালকা খাবার, ফল-মূল ও পানি সঙ্গে নিয়ে নিন।
- পথিমধ্যে বাস একটি রেস্তোরাঁয় যাত্রাবিরতি করবে। আপনি হাতমুখ ধুয়ে ও বাথরুম সেরে নিতে পারেন। এসময় বাথরুমগুলোতে প্রচন্ড ভীড় হয়। কিছু হালকা খাবার খেতে পারেন। সফরে ভারী খাবারের পরিবর্তে হালকা খাবার গ্রহণ করাই উত্তম। হাইওয়েতে বাস সাধারণত ১০০-১২০ কি.মি বেগে চলে। রাস্তার চারপাশে শুধু পাহাড়, মরুভুমি ও উঠের দল লক্ষ্য করবেন।
- মদীনায় পৌঁছানোর পর পরিবহন বাস আপনাকে প্রথমেই নিয়ে যাবে মদীনা হজ্জযাত্রী ব্যবস্থাপনা অফিসে। সেখানে তারা আপনাকে কিছু উপহার ও আপ্যায়ন করতে পারেন। আপনি তা সানন্দে গ্রহণ করুন।
- তারা হজ্জযাত্রী সংখ্যা গণনা করবে এবং তারা আপনার পরিচয়ের জন্য আপনাকে হাতের ব্যান্ড ও মদীনা পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) প্রদান করবে।
- এই হাতের ব্যান্ড ও আইডি কার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর আরবিতে লেখা রয়েছে। আপনি যদি হারিয়ে যান তাহলে এটা আপনার মুআল্লিম ও এজেন্সিকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। এরপর মদীনায় আপনার হোটেল বা বাড়িতে গিয়ে উঠবেন।

আল-মদীনা আল-মুনাওওয়ারা

‘জ্যোতির্ময় শহর’

মদীনা আইডি কার্ড

মদীনা শহর

মসজিদে নববী

মদীনা ও মসজিদে নববীর ইতিহাস

- মদীনা আরব বিশ্বের প্রসিদ্ধ শহর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট প্রিয় এই শহর, যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত করেছেন, বসবাস করেছেন, ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ আছে ও তিনি কবরস্থ হয়েছেন।
- কুরআনুল কারীমের প্রায় অর্ধেক মদীনায় নাযিল হয়েছে। মদীনা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, ঈমানের আশ্রয়স্থল ও মুসলিমদের প্রথম রাজধানী। এই পবিত্র শহর আরও কয়েকটি নামে পরিচিত; ইয়াসরিব, তা-বা (তাইবা), আল আযরা, আল-মুবারাকাহ, আল-মুখতারাহ ইত্যাদি।
- আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; "হে আল্লাহ! মক্কাতে তুমি যে বরকত দান করেছ, তার চেয়ে দ্বিগুন বরকত মদীনাতে দাও"। হে আল্লাহ! আমাদের খাদ্যে ও উপাদানে বরকত দান করুন, আমাদের সা'-এ বরকত দান করুন, আমাদের মুদ্দ-এ বরকত দান করুন"। বুখারী-১৮৮৫, মুসলিম-৩২২৫
- এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ঈমান (শেষ যামানায়) মদীনার পানে ফিরে আসবে যেমনঃ সাপ নিজ আশ্রয় গর্তে ফিরে আসে"। অপর এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কেউ যদি দুখ কষ্ট সহ্য করেও এই মদিনায় মৃত্যুবরণ করতে পারে, সে যেন তাই করে। কেননা আমি কিয়ামতের দিবসে তার জন্য সুপারিশ বা সাক্ষ্য প্রদান করব"। বুখারী-১৮৭৬, ইবনে মাজাহ-৩১১২
- মদীনায় বসবাস করা উত্তম। নিকৃষ্ট লোকেরা সেখানে অবস্থান করতে পারবে না, এখান থেকে খারাপ লোকেরা বহিস্কৃত হয়ে যাবে। আর সৎ ব্যক্তিরা সেখানে অবস্থান করতে পারবে। দুঃখ কষ্ট সহ্য করে হলেও মদিনায় অবস্থান করা উত্তম। মদীনাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। মদীনায় মহামারী জাতীয় রোগ ছড়াবে না, মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। মদীনায় প্রবেশের পথসমূহে ফেরেস্তারা রক্ষী হিসাবে অবস্থান করছে। বুখারী-১৮৭৫, ১৮৭৯
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আইর' ও 'সাউর' এর মধ্যস্থলকে মদীনার হারাম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মদীনার হারামের অভ্যন্তরে বিধি-নিষেধ কেউ লঙ্ঘন করলে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতাদের ও সকল মানুষের লানত। মদীনায় প্রচুর পরিমানে খেজুরের বাগান ও বেশ কিছু সমতল ভূমি লক্ষ্যনীয়। বুখারী-১৮৬৭, ১৮৭৩
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় একটি মসজিদ নির্মাণের নিমিত্তে প্রথমে বনু নজরের সর্দারের কাছ থেকে খেজুর বাগান ও পরে সুহাইল ও সাহল এর কাছ থেকে মসজিদের জন্য জায়গা ক্রয় করেন এবং নিজে মসজিদ নির্মাণে অংশ নেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলের যুগের মসজিদের ভিত্তি ছিল

ইটের, ছাদ ছিল খেজুরের ডালের এবং খুঁটি ছিল খেজুরের গাছের কান্ডের। সেই সময় মসজিদের পরিধি ছিল আনুমানিক ২৫০০ মিটার।

- এরপর উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) এর যুগে এবং উসমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) এর যুগে মসজিদের সম্প্রসারণ ঘটে। পরবর্তীতে বেশ কয়েকজন মুসলিম শাসকের আমলে মসজিদের উন্নয়ন ও সম্প্রসার ঘটে।
- এরপর সৌদি সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মসজিদের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। ১৯৫১ইং সালে বাদশাহ আব্দুল আযীয আমলে মসজিদের উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিকের আশেপাশের ঘর-বাড়ি খরিদ করে ভেঙে ফেলা হয়। মসজিদের দৈর্ঘ্য ১২৮ মিটার ও প্রস্থ ৯১ মিটার করা হয় এবং আয়তন ৬২৪৬ বর্গমিটার থেকে বাড়িয়ে ১৬৩২৬ বর্গমিটার করা হয়। মসজিদের মেঝেতে ঠান্ডা মার্বেল পাথর লাগানো হয়। মসজিদের চার কোনায় ৭২ মিটার উচুঁ চারটি মিনার তৈরি করা হয়। এই সম্প্রসারে ৫ কোটি রিয়াল খরচ হয় ও কাজ শেষ হয় ১৯৫৫ইং সালে।
- বাদশাহ ফয়সাল এর আমলে ক্রমবর্ধমান হাজীদের জায়গার সংকুলান না হওয়ার কারণে পশ্চিম দিকের জায়গা বৃদ্ধি করা হয় যার ফলে আয়তন হয়ে দাঁড়ায় ৩৫০০০ বর্গমিটার।
- সর্বশেষ ১৯৯৪ইং সালে বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয কর্তৃক মসজিদের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন ও বিস্তার সাধিত হয়। পূর্ববর্তী মসজিদের আয়তনের তুলনায় নয় গুণ আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। মসজিদকে এত সুন্দর করা হয় যা সারা বিশ্বের মুসলিমদের অন্তর জয় করে। মসজিদের কিছু অংশের ছাদ এমনভাবে বানানো হয়েছে যে প্রয়োজনে ছাদ সরিয়ে আকাশ দেখা যাবে। মূল গ্রাউন্ড ফ্লোরের আয়তন ৮২০০০ বর্গমিটার হয়। মসজিদের চারপাশে ২৩৫০০০ বর্গমিটার খোলা চত্বরে সাদা শীতল মার্বেল পাথর বসানো হয়। এর ফলে মসজিদের ভিতরে ২৬৮০০০ মুসল্লী এবং মসজিদের বাইরের চত্বরে ৪৩০০০০ মুসল্লীর স্বলাত আদায়ের জায়গা হয়। সম্পূর্ণ মসজিদে এসি, আন্ডারগ্রাউন্ডে ওয়াশরুম ও কার পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়। মসজিদের কাজ শুরু হয় ১৯৮৫ সালে আর শেষ হয় ১৯৯৪ সালে।
- মসজিদে নববীর ভিতরে ও আশেপাশে বেশকিছু ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষিত আছে; রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর, রিয়াদুল জান্নাহ, আসহাবে সুফফা, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেহরাব ও মিম্বার, বেশ কিছু ছোট ছোট মসজিদ।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মসজিদে হারাম ব্যতীত আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী) স্বলাত অন্য স্থানে স্বলাতের চেয়ে ১ হাজার গুণ উত্তম, আর মসজিদে হারামে স্বলাত ১ লক্ষ গুণ উত্তম"। বুখারী-১১৯০, নাসাঈ-২৮৯৮, ইবনে মাজাহ-১৪০৬
- মদীনা ও মসজিদে নববীর ইতিহাস বিস্তারিত জানতে 'পবিত্র মদীনার ইতিহাস : শাইখ শফীউর রহমান মোবারকপুরী' বইটি পড়ুন।

মসজিদে নববী যিয়ারত

- মদীনা সফর করা এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মসজিদে নববী যিয়ারত করা সুন্নাত মুস্তাহাব কাজ, এটি কোন আবশ্যকীয় বা ওয়াজিব বিষয় নয় এবং হজ্জ/উমরাহর কোন অংশ নয়। হজ্জ/উমরাহর বিধিবিধানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। মদীনা না গেলেও দোষের কিছু নেই, হজ্জ/উমরাহ হয়ে যাবে। মসজিদে নববী যিয়ারত করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাজ। যেহেতু হজ্জ ও উমরাহযাত্রীরা (উমরাহ বা হজ্জ ভিসায়) সফর করে সৌদিআরবে আসেন এবং মদীনার কাছাকাছি অবস্থান করেন, তাই হজ্জের আগে বা পরে মসজিদে নববী যিয়ারত করার একটি সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু অতি আবেগী মানুষ সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে মদীনা সফরকে হজ্জের/উমরাহর অংশ বলে মনে করেন এবং তারা মদীনা না যাওয়াকে খারাপ ও কটু দৃষ্টিতে দেখেন। যারা মদীনা যায় না তারা রাসূল (ﷺ) কে ভালোবাসে না বলে অপপ্রচার করে থাকেন। ইসলামকে আবেগ দিয়ে নয় বরং দলিল ও জ্ঞানের ভিত্তিতে জেনে বুঝে পালন করতে হবে।
- নবী (ﷺ) এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য মনে নিয়ে মদীনায় সফর করা ঠিক নয় এবং এমন চিন্তা ও কাজ করাও ভুল। মদীনায় যেতে হবে মসজিদে নববী দর্শন করার ও স্বলাত আদায় করার নিয়তে। কারণ নবী (ﷺ) বলেছেন, "মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা ব্যতীত অন্য কোন স্থান/মসজিদে (নেকী/ফযীলত) উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না"। মসজিদ যিয়ারত ও স্বলাত পড়া শেষে হলে অতঃপর রাসূল (ﷺ) এর কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে যেহেতু মসজিদের নিকটে কবর। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আমার কবরকে তোমরা উৎসবে পরিণত করো না"। উৎসবে পরিনত করার অর্থ; কবর কেন্দ্রিক ঈদ, মেলা, উরশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যার মধ্যে কবরকে কেন্দ্র করে সফর করাও শামিল। কিন্তু সাধারণভাবে সফররত অবস্থায় পথিমধ্যে কোন আত্মীয়র বা কোন কবরস্থান সামনে পড়লে তা যিয়ারত করা জায়েয আছে। বুখারী-১১৮৯, মুসলিম-৩১৫২, আবু দাউদ-২০৩৩
- মদীনায় পৌঁছে হোটেল বা বাসায় উঠে একটু বিশ্রাম নিয়ে হালকা নাস্তা করে (কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন পরিহার করে) ও ওযু বা গোসল করে মসজিদে নববী যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ুন। মসজিদে নববীতে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন এবং নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করুন: নাসাঈ-৭২৯

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"বিসমিল্লাহি ওয়াসস্বলাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ,
আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা"।

"আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। স্বলাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর।
হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা উম্মুক্ত করে দিন"

- মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমে মসজিদের যে কোনো স্থানে দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ স্বলাত পড়ুন। তারপর মসজিদের ভিতরে বাইরে চারপাশে ঘুরে দেখুন। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের সামনে দিয়ে যেতে মসজিদের আস-সালাম গেট (১ নম্বর গেট) দিয়ে প্রবেশ করুন।
- এই গেট দিয়ে প্রবেশ করে শান্ত ও নম্রভাবে লাইনধরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের দিকে একমুখি চলাচলের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যান। যেতে যেতে স্বলাতের তাশাহুদে যে দরূদে ইবরাহীম পাঠ করেন তা বেশি বেশি মনে মনে পাঠ করতে থাকুন। কিছু দুর গিয়ে হাতের বাম পাশে কবরের জায়গার শুরুতে প্রথম স্বর্ণালী খাঁচার দরজা অতিক্রম করে পরবর্তী দ্বিতীয় স্বর্ণালী খাঁচার দরজা (বড় গোল চিহ্ন আছে), যে বরাবর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর তার সামনে এলে একটু থেমে দাঁড়াতে পারেন। দাঁড়ানোর সুযোগ না পেলে চলমান অবস্থায়ই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি মৃদুস্বরে/মনে মনে সালাম পেশ করুন এই বলে:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

"আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীয়ু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ"
"হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক"।

- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি স্বলাত ও সালাম পেশ করার উত্তম পন্থা হলো দুরূদ ইবরাহীম পাঠ করা। বর্তমানে সমাজে প্রচলিত অনেক ধরনের বানোয়াটি দুরূদ আছে (তাজ, হাজারী, লাখী, তুনাজ্জীনা, উলা, নুরীয়া) যা সাহাবাদের থেকে বর্ণনা করা কোন হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না; সেগুলোর আমল পরিহার করা।
- এবার সামনে এক গজ মতো এগিয়ে বাম পাশের পরবর্তী স্বর্ণালী খাঁচার দরজা (ছোট গোল চিহ্ন আছে) যেখানে যথাক্রমে আবু বাকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) ও উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) এর কবর আছে তার সামনে এলে তাঁদের উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করবেন ও তাঁদের জন্য দু'আ করুন। তাঁরা যেহেতু কবরবাসী তাই তাঁদের উদ্দেশ্যে কবরবাসীদের দু'আ পাঠ করতে পারেন।
- কবর যিয়ারতের দু'আ: নাসাঈ-২০৪০, ইবনে মাজাহ-১৫৪৭

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

"আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা অলমুসলিমীনা,
অইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম লাহিকুন, নাসআলুল্লাহা লানা
অলাকুমুল 'আফিয়াহ"।

"আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মুমিন-মুসলিমগণ। আমরা (আপনাদের সাথে) মিলিত হব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য আল্লাহর দরবারে পরিত্রাণ কামনা করি"।

- ✪ অনেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের সামনে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে অতিরঞ্জিত বিদআতি ও শিরকী কাজ করে ফেলেন। যেমন; কবরের সামনে গিয়ে একাকী বা দলবেঁধে জোরে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা, বিলাপ করে কান্নাকাটি করা, দুই হাতের আঙুল চিমঠির মত করে চুমু খেয়ে চোখে মুছে ফের চুমু খাওয়া, একাকি বা দলবদ্ধ হয়ে কবরের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে/বসে দু'আ করা, বরকত লাভের আশায় খাঁচার দরজা ধরতে চেষ্টা করা বা হাত বুলিয়ে হাতে চুমু খাওয়া, যিয়ারত শেষে কবরের দিকে পিছন না ফিরে উল্টাভাবে হেঁটে বের হওয়া ইত্যাদি।
- ✪ অনেকে রীতিমত কবরের সামনে স্বলাতের মতো হাত বেঁধে দাঁড়ায়, মাথা নিচু করে রুকুর মত ঝুকে সম্মান দেখায়, ইয়া রাসূল.. হে রাসূল.. বলে ডেকে ফরিয়াদ/দু'আ জানায়, প্রয়োজন পূরন কিংবা পেরেশানি দূর ও রোগমুক্তির জন্য রাসূলের কাছে দু'আ করে, রাসূলের কাছে সরাসরি শাফায়াত জানায়, এমনকি অনেকে সিজদায় পড়ে যায়, অনেকে কবর তাওয়াফ করার চেষ্টা করে; এসব সম্পূর্ণ শিরক করা হয়ে যায়। ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়। লক্ষ্য করে দেখবেন; রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের স্বর্ণালী খাঁচার দরজার সামনে বেশ কিছু সৌদি পুলিশ ও আলেমগন অবস্থান করেন। তাঁরা হাজীদেরকে এসব আবেগতাড়িত কাজ করা থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকেন।
- ✪ কবর যিয়ারত শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়ুন, এখানে অন্য কোন দু'আ করার কোন আবশ্যকতা/বিধান নেই। এবার বাকীউল গরকাদ বা মাকবারাতুল বাকী কবরস্থান জিয়ারতে যেতে পারেন। সেখানে শায়িত হাজার হাজার কবরবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম দিন বা কবর যিয়ারতের দু'আ পড়ুন। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হবে - নিজের মৃত্যু ও আখিরাতের বিষয় স্মরণ করা এবং কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তিদের মাগফিরাত ও নাজাতের জন্য দু'আ করা। উল্লেখ্য যে, কবর যিয়ারতের নিয়ম হিসাবে কবরের সামনে গিয়ে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, দুরূদ পাঠ করা সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত পদ্ধতি নয় এবং কুরআন ও হাদীসে এর কোন দলীল নেই।
- ✪ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর কবরের সামনে গিয়ে সালাম দেওয়া আর ঘরে বসে বা মসজিদের যে কোন জায়গায় বসে বা হাজার মাইল দূর থেকে সালাম পেশ করা একই সমমান ও মর্যাদার। মদীনায় কবরের সামনে গিয়ে সালাম দেওয়া খাস ব্যাপার বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনতে পাচ্ছেন ! এসব ভ্রান্ত কথা ও মানুষের বানানো অতিভক্তি। অনেকে আবার বলেন, আমার সালাম মদীনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের কাছে পৌঁছে দিয়েন ! এসবও ভিত্তিহীন। এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"তোমাদের বাড়িগুলোকে কবরস্থান বানিও না এবং আমার কবরকে উৎসবের কেন্দ্রস্থল করো না। আমার প্রতি তোমরা দুরূদ ও সালাম পাঠ করো। কেননা (দুনিয়ার) যেখান থেকেই তোমরা দুরূদ পাঠ করো তাই আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়"। আবু দাউদ-২০৪২

- ✪ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর একদল ফেরেশতা রয়েছে যারা পৃথিবী জুড়ে বিচরণ করছে। যখনই আমার কোন উম্মত আমার প্রতি সালাম জানায় ঐ ফেরেশতারা তা আমার কাছে তখন পৌঁছিয়ে দেয়"। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে কেউ যখন আমাকে সালাম দেয় তখনই আল্লাহ তাআলা আমার রুহকে ফেরত দেন, অতঃপর আমি তার সালামের জবাব দেই"। নাসাঈ-১২৮২, আবু দাউদ-২০৪১
- ✪ নারীদের কবর যিয়ারত নিয়ে আলেম-উলামাদের মাঝে মতভেদ আছে। এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের লানত করেছেন। পরবর্তীতে এক হাদীসের মাধ্যমে সকলের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। তাই মতভেদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উত্তম হবে কবর যিয়ারতকে উদ্দেশ্য করে কোথাও না যাওয়া যেহেতু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সালাম যে কোন জায়গা থেকে দেওয়া যায়। তবে সাধারণভাবে যে কোন কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কবরবাসীদের সালাম দেওয়া ও দু'আ করা নারীদের জন্য জায়েয আছে।
- ✪ মসজিদে নববীর ভিতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো রিয়াদুল জান্নাহ বা রওজা; বাংলায় 'জান্নাতের বাগান'। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার ঘর ও মসজিদের মিম্বারের মধ্যবর্তী জায়গাটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান"। বুখারী-১১৯৫
- ✪ পুরুষরা রওজায় প্রবেশ করতে মসজিদে নববীর ২,৩,৪ নং গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হবে এবং মহিলাদের ২৩,২৪,২৫ নং গেট দিয়ে ঢুকতে হবে। রওজার জায়গার নির্ধারিত স্থানে হালকা/গাড়ো সবুজ রঙের কার্পেট বিছানো থাকে। রওজা নির্দিষ্ট কিছু সময়ে খোলা থাকে যিয়ারত ও স্বলাত পড়ার জন্য। সবসময়ই লোকজনের প্রচন্ড ভীড় ও ধাক্কাধাক্কি থাকে রওজায় প্রবেশের গেট ও রাস্তায়, এমনকি অনেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে যান এখানে। সেন্ডেল ও ব্যাগ মসজিদের অন্য কোথাও রেখে এখানে ঢোকা উচিত। একবার মানুষজনের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লে পিছনে ফিরে আসার সুযোগ নেই। পিছন থেকে প্রচন্ড মানুষের চাপ কাজ করে তাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করতে হবে। এখানে পুলিশ বেরিকেড দিয়ে দল দল ভাগ করে হাজ্জীদের রওজায় নিয়ে যায় যিয়ারত ও স্বলাত পড়ার জন্য। সাধারণত রওজায় ঢুকতে ও যিয়ারত করে বের হতে পুরুষদের ১-২ ঘন্টা সময় লেগে যায় আর মহিলাদের ২-৩ ঘন্টা লেগে যায়। রওজায় ঢুকে কোন মতে দুই রাকাআত স্বলাত পড়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়তে হবে। দেখবেন, এতো লোকের চাপাচাপি থাকে যে ঠিকমতো সিজদাও

করা যায় না। স্বলাত পড়া শেষ হলে পুলিশ বের করে দিবে। পুরুষরা রওজার জায়গা থেকে বের হওয়ার সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের সামনে দিয়ে বের হতে হয় এবং সালাম দিয়ে বের হওয়া যায়। মহিলাদের কোন কবর যিয়ারত নেই। শারীরিকভাবে দুর্বল ও অসুস্থ মানুষদের রওজায় যাওয়া ঠিক হবে না। রওজায় যে স্বলাত পড়তেই হবে তার কোন আবশ্যকতা নেই।

✪ কিছু বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, যদিও বিষয়গুলো উমরাহ বা হজ্জের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু যেহেতু বিশ্বাস বা আক্বীদার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় এবং এগুলোর ভুল ও ভ্রান্ত বিশ্বাস কুফরী ও শিরকের দিকে ধাবিত করে এবং মানুষের ঈমান ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেহেতু এই বিষয় গুলোকে উল্লেখ করা ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করছি। অনেকে বিচলিত হয়ে যেতে পারেন এগুলো জেনে, কারণ যুগ যুগ ধরে যা শুনে এসেছেন তার বিপরীত মনে হতে পারে। আমার দায়িত্ব শুধু জানিয়ে দেওয়া, যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করা/বর্জন করা আপনার দায়িত্ব।

✪ অনেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত ধারণা, বিশ্বাস বা আক্বীদা পোষণ করেন যে - (১). আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নূর সৃষ্টি করেছেন আর এই নূর দিয়েই সমস্ত বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে। (২). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূরের তৈরি (তিনি মাটির তৈরি মানুষ নন)। (৩). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হায়াতুন নবী (তিনি জীবিত আছেন, মৃত্যু বরণ করেন নাই)। (৪). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু বরণ করেন নাই বরং তিনি জীবিত/পর্দার আড়াল হয়েছেন। (৫). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসিলায় এই বিশ্বজগত সৃষ্ট (তাঁকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি হত না)। (৬). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েবের খবর রাখেন (তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন)। (৭). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের মাটির মর্যাদা আল্লাহর আরশের চেয়েও বেশি। (৮). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরে শুয়ে এই পৃথিবীর সব কিছু দেখছেন, শুনছেন ও খবর রাখছেন। (৯). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরে থেকে বিভিন্ন পীর/বুজুর্গ/ওলী বান্দাদের সাথে যোগাযোগ করছেন। (১০). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবীতে হাজির-নাজির হওয়ার ক্ষমতা রাখেন (বিভিন্ন মিলাদ মাহফিলের কিয়ামে হাজির হন)। (১১). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাসূলে পাক বলে ডাকা এবং পাক পাঞ্জাতন এর অংশ বলে বিশ্বাস করা। (১২). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বংশধর তথা আওলাদে রাসূল এর খেদমত করলে বা মুরিদ হলে কিয়ামতের মাঠে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শাফায়াত পাওয়া যাবে। (১৩). রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর, পাগড়ি, লাঠি, সান্ডেল, চুল, জামা-কাপড় ইত্যাদির ছবি ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখলে বিশেষ বরকত ও রহমত লাভ করা যায়। (১৪). যিনিই আল্লাহ তিনিই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা আল্লাহ আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমান সমান বিশ্বাস করা। নাউজুবিল্লাহ...

✪ শিক্ষিত, সুবিজ্ঞ ও ঈমান বিষয়ে সচেতন পাঠকমন্ডলীর উপর এই বিষয়গুলো কুরআন ও হাদীসের দলীল ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ জ্ঞান আহরণ এবং বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের উপর ছেড়ে দিলাম।

মদীনা ও মসজিদে নববী সম্পর্কিত তথ্য

- মসজিদে নববী অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক, চমৎকার ও জমকালো মসজিদ।
- মসজিদে পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা দরজা ও স্বলাতের জায়গা রয়েছে।
- মক্কার তুলনায় এখানে হোটেল বা বাসা মসজিদের খুব কাছাকাছি হবে বলে আশা করা যায় এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও এখানে বেশি হবে।
- মসজিদে প্রবেশের প্রতিটি গেটে নিরাপত্তাকর্মী থাকে এবং তারা বড় আকারের বা সন্দেহজনক ব্যাগ চেক করে থাকেন।
- মসজিদের বাইরে চত্বরে চারপাশে টয়লেট, ওযু ও গাড়ি পার্কিং সুবিধা রয়েছে স্কেলেটরের মাধ্যমে বেসমেন্ট ফ্লোরে গিয়ে।
- কিং ফাহাদ গেট মসজিদের অন্যতম প্রধান বড় প্রবেশ গেট (২১-ডি); এমন ৫ দরজা বিশিষ্ট ৭টি বড় গেট আছে।
- এছাড়াও মসজিদের ভেতরে প্রবেশের জন্য ৪০টিরও বেশি অনেক ছোট গেট বা দরজা রয়েছে।
- মসজিদের প্রতিটি বড় প্রবেশ দরজার ফটকে স্বলাতের সময়সূচি টাঙানো আছে।
- মসজিদের চত্বরের চারপাশে ২৫০টি সানশেড বৈদ্যুতিক ছাতা রয়েছে। এসব ছাতা দিনের বেলায় খোলা থাকে এবং রাতে বন্ধ থাকে।
- হজ্জযাত্রীদের শীতল বাতাস প্রদানের জন্য প্রতি বৈদ্যুতিক ছাতার খুঁটিতে দুটি করে কুলার ফ্যান রয়েছে।
- মসজিদের দুই তলায় বা ছাদে সকলের জন্য উম্মুক্ত একটি পাঠাগার রয়েছে। এখানে বাংলা কুরআন, তাফসীর ও হাদীস বই পাওয়া যায় পড়ার জন্য।
- মসজিদের ভেতরে সবজায়গায়ই জমজম কূপের পানির কন্টেইনার পাওয়া যায় এবং এই পানি ছোট বোতলে ভরে হোটলে/বাড়িতে নিয়ে আসাও যাবে।
- মসজিদের ভেতরে জুতা-সেন্ডেল রাখার জন্য অসংখ্য শেলফ্ রয়েছে। পর্যাপ্ত চেয়ার, বুক শেলফ ও রেহাল আছে।
- মসজিদের ভেতরে প্রতিটি পিলারে নিচের দিকে এসি-র ব্যবস্থা রয়েছে। সম্পূর্ণ মসজিদে এসির ব্যবস্থা রয়েছে।
- রিয়াদুল জান্নাহ ব্যতীত মসজিদের ভেতরে সকল জায়গার কার্পেটের রঙ লাল। রিয়াদুল জান্নাহ বা রওজা এলাকার কার্পেটের রঙ হালকা সবুজ ও সাদা।
- নীল/সবুজ পোশাক পরিহিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা মসজিদের ভেতরে কাজ করে; এদের অধিকাংশই এসেছে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ থেকে।
- মসজিদের মধ্যে অনেক বইয়ের শেলফ রয়েছে। এসব শেলফ থেকে কুরআন মাজীদ নিয়ে পড়তে পারেন ।
- বৃদ্ধ ও অসুস্থ হজ্জযাত্রী বহনের জন্য মসজিদের বাইরে ছোট গাড়ি রয়েছে।

✪ রিয়াদুল জান্নাহ জায়গার এবং মসজিদের সামনের দিকে প্রথম কয়েকটি সারির কাতার নির্মাণশৈলি পুরনো তুর্কি আমলের যেখানে ইমাম স্বলাতে দাঁড়ান।

✪ মসজিদের বাইরে চত্বরে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান বরাবর চিহ্নিত সাইনবোর্ড আছে, যেটি পার করে জামাআতে স্বলাতে দাঁড়ানো যাবে না।

✪ মসজিদের ১৯নং গেট দিয়ে ভেতরে ৩৬নং চেয়ারে বাংলাভাষী আলেমগণ (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত) হালাকা বা তাবলীগ করেন।

✪ প্রত্যেক ওয়াক্তের স্বলাতের পর মসজিদের ভেতরে কিছু জায়গায় আরবী, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় কিছু আলেমগণ হালাকা করেন বা আলোচনা করেন।

✪ মসজিদের ভেতরে একটি জায়গায় কয়েকটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিশু ও বাচ্চাদের কুরআন শিখানো হয় আসর ও মাগরিবের স্বলাতের পর।

✪ রওজা সকাল (৭-১১টা) ও রাত (৮-১২টা) মহিলা দর্শনার্থীদের স্বলাত আদায়ের জন্য কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়।

✪ রিয়াদুল জান্নাহ রয়েছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেহরাব, খুতবার মিম্বার ও মিনার।

✪ প্রত্যেক ওয়াক্তের স্বলাতের পর মসজিদের ভেতরে কিছু জায়গায় কুরআন পড়া শুদ্ধিকরণ কার্যক্রম করেন কিছু আলেমগণ। এখানে অবশ্যই বসুন।

✪ রওজায় সবসময়ই ভিড় লেগে থাকে। এ কারণে হজ্জযাত্রীদের এখানে এসেই স্বলাত আদায় করে দ্রুত বের হওয়া উচিত যাতে অন্যরা সুযোগ পান।

✪ মসজিদের ৩৭-ডি গেটের ভিতরে বাম পাশের সিঁড়ি দিয়ে ৩ তলায় উঠে গেলে ফ্রি বাংলা বই বিতরনের অফিস আছে। অনেক ধরনের বই বিতরণ হয় এখানে।

✪ মসজিদের ভিতরে তথ্য প্রদর্শনী ডিজিটাল বোর্ড (কিওসক ডিসপ্লে) থেকে বিভিন্ন বই বার কোর্ড স্ক্যানের মাধ্যমে ডাউনলোড করার ব্যবস্থা আছে।

✪ জুমআর দিন বিভিন্ন এফ.এম রেডিও চ্যানেলে জুমআর খুতবা ইংরেজী, উর্দু, ফারসী, মালয়, হিন্দি ভাষায় লাইভ শোনার ব্যবস্থা এখানেও আছে।

✪ কবরের জায়গার ১ম ও ৩য় দরজাটিও ফাঁকা আছে। কথিত আছে যে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও ইমাম মাহদী এর কবরের জন্য সংরক্ষিত রাখা আছে (প্রমাণিত নয়)!

✪ মসজিদের ভেতরে ও বাইরে হাজীদের আপ্যায়ন হিসাবে অনেকে ইফতার বা নাস্তা/ফল/লাবান/খেজুর/গাওয়া/চা বিতরণ করে থাকেন।

✪ বাকি কবরস্থান সকাল (৬-৮টা), বিকাল (৩.৩০-৫টা) যিয়ারতের জন্য খোলা থাকে। ঋতুভেদে সময় কিছুটা পরিবর্তন হয়।

✪ মসজিদে নববীর বাউন্ডারীর চারপাশে কিছু মিউজিয়াম ও এক্সিবিশন হল আছে। এগুলো ঘুরে দেখতে পারেন।

✪ মসজিদে নববীর বর্তমান ইমামদের নামসমূহ - ১. আব্দুর রহমান আল হুদাইফি, ২. সালাহ আল বুদাইর, ৩. আব্দুল্লাহ আল বুইজান, ৪. আব্দুল বারী আল তুবাইতি, ৫. আহমেদ তালেব হামিদ, ৬. আব্দুল মুহসিন আল কাসিম (হাফিযাহুল্লাহু তা'আলা)।

মসজিদে নববীর চত্বরে স্থাপিত উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক ছাতা

মসজিদে নববীর চত্বর (বৈদ্যুতিক ছাতা বন্ধ)

মসজিদে নববীর সম্মুখ ভাগ

মসজিদে নববীর ভেতরে হাজিদের আপ্যায়ন

রিয়াদুল জান্নাহ (মিম্বারের একাংশ)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের দরজা (মধ্যম দরজা)

মসজিদে নববী দর্শনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

- ✖ নবী (ﷺ) এর কবর যিয়ারতের নিয়তে বা মূখ্য উদ্দেশ্যে মদীনা ভ্রমণ করা।
- ✖ কেউ কেউ হজ্জযাত্রীদের কাছে তাদের সালাম রাসূল (ﷺ) এর কবরের কাছে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা।
- ✖ মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত স্বলাত পড়ার জন্য পুরো ৮ দিন মদীনায় অবস্থান করা বাধ্যতামূলক বা নিয়ম মনে করা।
- ✖ মদীনা ও মসজিদে প্রবেশের পূর্বে গোসল করতে হবে বলে শর্ত মনে করা।
- ✖ মদীনায় প্রবেশের সময় ও মসজিদের মিনার দেখার পর জোরে তাকবীর দেওয়া বা এই দু‘আ পড়া নিয়ম মনে করা: (এই এলাকা তোমার বার্তাবাহকের পবিত্র এলাকা, তুমি একে রক্ষা কর..)।
- ✖ মদীনায় প্রবেশের পর কোন নির্ধারিত দু‘আ পড়া নিয়ম মনে করা।
- ✖ মসজিদে প্রবেশের পর রাসূল (ﷺ) এর কবর আগে যিয়ারত করা জরুরী মনে করা।
- ✖ কবরের কাছে গিয়ে দু‘আ করা বড় ফযীলত মনে করা ও কবরের দিকে মুখ করে দুই হাত তুলে দু‘আ করা।
- ✖ কোন মনের ইচ্ছা পূরণের আশায় কবরের কাছে গিয়ে দু‘আ করা।
- ✖ রাসূল (ﷺ) এর কবরের দরজার খাঁচা চুমু খাওয়া অথবা স্পর্শ করার চেষ্টা করা অথবা এর চারপার্শ্বের দেয়াল অথবা পিলারে চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা।
- ✖ রাসূল (ﷺ) এর কাছে অনুনয়-বিনয় করে শাফায়াত চাওয়া বা কিছু চাওয়া।
- ✖ রাসূল (ﷺ) এর কবরের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করা বা কবরকে সামনে রেখে বসে দু‘আ-যিক্‌র করা।
- ✖ প্রতি স্বলাতের পরে রাসূল (ﷺ) এর কবর যিয়ারত করতে যাওয়া জরুরী বা ভাল মনে করা। রাসূল (ﷺ) এর কবরের কাছে স্বলাত পড়া বেশি নেকীর মনে করা।
- ✖ স্বলাতের পর উচ্চস্বরে বিশেয বিশেষ দু‘আ দুরূদ বলা বিশেষ ফযীলত মনে করা বা প্রচলিত বানোয়াটি ও বিদআতি দুরূদ পাঠ করা।
- ✖ রাসূল (ﷺ) এর কবরের উপরে সবুজ গম্বুজ থেকে পতিত বৃষ্টির পানি থেকে কোন কল্যাণ বা বরকত কামনা করা।
- ✖ হজ্জযাত্রীদের নিয়ে রাসূল (ﷺ) এর কবরের পাশে অথবা একটু দূরে সমবেত হয়ে বসে সমবেত কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে দু‘আ দুরূদ পাঠ করা।
- ✖ মসজিদে নববী ও মসজিদে কুবা ব্যতিত মদীনার অন্য কোনো মসজিদ দর্শন করে সওয়াবের ও ফজিলতের আশা করা।
- ✖ মসজিদের খুঁটিতে বা বিভিন্ন যিয়ারাহর স্থানে সুতা বা ফিতা বাঁধা কোনো কল্যাণ বা বরকত মনে করা।

- ✖ মদীনার অলিতে গলিতে রাসূল (ﷺ) এর পায়ের ধুলা মিশে আছে তাই কোন সেন্ডেল বা জুতা না পড়ে খালি পায়ে মদীনায় হাঁটা চলা করা।
- ✖ মদীনা থেকে বরকত মনে করে নুড়ি-পাথর বা বালি-মাটি নিয়ে সংরক্ষণ করা ও তাবিজ-কবজ বানানোর জন্য নিজ দেশে নিয়ে আসা।
- ✖ মদীনা থেকে বিদায়ের সময় মসজিদে নববীতে ২ রাকাআত বিদায়ী স্বলাত পড়া ও বিদায়ী রওজা যিয়ারত করা নিয়ম বা জরুরী মনে করা।
- ✖ মসজিদ থেকে শেষবার বের হওয়ার সময় সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে উল্টোমুখি হয়ে পিছন দিকে হেঁটে বের হওয়া।
- ✖ বাকী কবরস্থানকে অনেকে জান্নাতুল বাকি নামে ডেকে থাকে যা ভুল। কবরস্থানের নাম মাকবারাতুল বাকি বা বাকিউল গরকাদ। কবরস্থানের সকলকে জান্নাতি মনে করা যাবে না কারণ অনেক না জানা মুনাফিকেরও কবর আছে।
- ✖ রাসূল (ﷺ) এর কবর ও রওজা দুটি ভিন্ন জায়গা। অনেকে কথায় কথায় রাসূল (ﷺ) এর রওজা বলে কবরকে বুঝান, যা সম্পূর্ন ভুল। কবর রওজার জায়গার বাইরে। অনেকে রাসূল (ﷺ) এর কবরকে কবর বলা অসম্মান মনে করেন।
- ✖ অনেকে মনে করেন মসজিদের ভিতরে রাসূল (ﷺ) এর কবর। কিন্তু আসলে কবর মসজিদের সীমানার বাইরে একপাশে। মসজিদের ভিতরে কবর দেওয়া বা কবরকেন্দ্রিক মসজিদে স্বলাত পড়া নিষেধ। প্রথমত, কবরকে কেন্দ্র করে এই মসজিদ নির্মিত হয়নি। আগে মসজিদ থেকে দূরে কবর ছিলো। পরে মসজিদের জায়গা সম্প্রসারণের ফলে কবর এখন মসজিদের সীমানার পাশে চলে এসেছে।
- ✖ আবার অনেকে মনে করেন রাসূল (ﷺ) এর কবর বাঁধানো আছে! অথচ কবর বাঁধানো ও উচুঁ করা নিষেধ। আসলে অনেক আগে থেকেই কবরের চারপাশে দূর দিয়ে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে সুরক্ষার জন্য। কারণ রাসূল (ﷺ) এর কবর মাটি ক্ষনন করে চুরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল।
- ✖ মদীনার ফযীলত বিষয়ে কিছু প্রচলিত দুর্বল ও জাল হাদীস: "যে হজ্জ করতে এসে আমার কবর যিয়ারত করল না সে আমাকে ত্যাগ করলো", "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে", "যে হজ্জ করতে এসে আমার কবর যিয়ারত করল সে যেন আমার সাথে জীবিত অবস্থায় সাক্ষাত করল", "এই মসজিদে ১ রাকাআত স্বলাতের নেকী ৫০০০০ গুণ"।

মদীনায় কেনা-কাটা

- আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ অনুসারে, মক্কার তুলনায় মদীনায় খেজুরের দাম কম। এখানে সবকিছুর দাম মক্কার তুলনায় তুলনামূলক একটু কম। সে কারণে আমার মতে, কেনা-কাটা মদীনায় করা উত্তম।
- আগেই উল্লেখ করেছি; যদি পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য কোনো উপহার বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে চান তবে তা হজ্জের আগেই কিনে ফেলুন। কেননা, হজ্জের সময় যত কাছাকাছি হয় জিনিসপত্রের দাম ততো বেড়ে যায়। হজ্জের পরেও কিছু দিন দাম চড়া যায়, তারপর দাম ধীরে ধীরে কমে।
- মসজিদে নববীর চারপাশে অনেক শপিং মল, মার্কেট ও হকার মার্কেট রয়েছে। ১৭ নং বদর গেটের বিপরীতেই আছে বিন দাউদ ও তাইয়েবা বেসমেন্ট শপিং মল। কেনাকাটার সময় কোনো দোকানে যদি ফিক্সড প্রাইস (দাম লেখা) লেখা থাকে তারপরও দামাদামি করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। কারণ হজ্জের মৌসুমে তারা জিনিসপত্রের দাম একটু বাড়িয়ে লেখে, সুতরাং কিছুটা দর কষাকষি করতেই পারেন। তবে সুপারমার্কেটের যেসব পণ্যে বারকোড দেওয়া রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে দরাদরি করে কোন লাভ নেই।
- মসজিদের ৫ নং গেট দিয়ে বের হয়ে কিছু দুর সামনে গেলে খেজুরের পাইকারী বেলাল মার্কেট আছে। এখানে বেশকিছু খেজুরের দোকান পাবেন। অভিজ্ঞ কাউকে সাথে নিয়ে খেজুর কিনতে যাবেন। আপনার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বিভিন্ন জাতের খেজুর কিনে নিয়ে যেতে পারেন। তবে লাগেজের ওজনের কথা মাথায় রাখতে হবে! বিখ্যাত কিছু খেজুরের জাত হলো: আজওয়া, মাবরুম, আম্বার, সুকারি, মাযদল, কালকি, রাবিয়া ইত্যাদি।
- মসজিদের ২১ নং গেট দিয়ে বের হয়ে সোজা ১ কি.মি হেঁটে গেলে রাস্তার দুই পাশে অনেক হকার মার্কেট/তাবু মার্কেট দেখতে পাবেন। এখান থেকে আরও ১ কি.মি সোজা হেঁটে গেলে হাতের বামে শপিং মল পাবেন, যেমন- Top Ten, Mazaia Mall ইত্যাদিতে সস্তায় সকল ধরনের পণ্য কেনার জন্য যেতে পারেন। এখান থেকে আতর, টুপি, জায়নামায, সৌদি জুব্বা, সৌদি বোরকা, হিজাব, জামা-কাপড়, ঘড়ি, জুতা-সেন্ডেল, কসমেটিকস ইত্যাদি কিনতে পারেন।
- শেষ কথা হলো: মদীনা থেকে পারলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রকৃত সুন্নাহকে ক্রয় করে নিজ অন্তরে গেঁথে নিয়ে আসেন !

মদীনায় দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারাহ

- আপনার হজ্জ এজেন্সি মদীনায় একদিন যিয়ারাহ ট্যুরের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং আপনাদের সবাইকে একত্রে মদীনার নিকটস্থ ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে নিয়ে যেতে পারেন। আপনি এই যিয়ারাহ ট্যুর উপভোগ করবেন। মদীনার চারপাশ ঘুরে দেখার এটাই সূবর্ণ সুযোগ। লক্ষ্য করবেন; মদীনায় অসংখ্য খেজুর বাগান রয়েছে এবং মদীনা অনেক সাজানো গোছানো একটি শহর।
- কিছু জিয়ারাতের স্থান খুবই নিকটে, ইচ্ছে করলে পায়ে হেঁটে ঐসব স্থানে যাওয়া যায়, যেমন - বাকী কবরস্থান, মসজিদে আবু বকর, মসজিদে উমর ফারুক, মসজিদে আলী, গামামা মসজিদ ও বিলাল মসজিদ। একা কোথাও ঘুরতে যাবেন না এবং কয়েকদিন মদীনায় থাকার পর ঐসব স্থানগুলো ঘুরতে যাবেন।
- এছাড়া ফজরের স্বলাতের পর লক্ষ্য করবেন কিছু মাইক্রোবাস অথবা প্রাইভেট কার ড্রাইভার ' যিয়ারাহ, যিয়ারাহ' বলে ডাকবে। তারা হাজীদের কিছু স্থান ঘুরে দেখাবে। সবচেয়ে ভালো হয় ছোট ছোট দল করে ঘুরতে বের হওয়া, কারণ ড্রাইভার জনপ্রতি ২০/৩০ রিয়াল ভাড়া দাবি করে থাকে। সমস্যা হলো এসব বেশিরভাগ ড্রাইভাররা (বাঙ্গালী, ভারতীয়, পাকিস্থানি) বিভিন্ন যিয়ারাহর জায়গার উল্টা-পাল্টা ও অতিরঞ্জিত ইতিহাস বর্ণনা করে এবং বিভিন্ন আমল করার কথা বলে থাকে যা ইসলামি শরীয়াহ সম্মত নয়। এসব স্থান ভ্রমণ করার সময় অবশ্যই আপনার হজ্জ পরিচয়পত্র ও হোটেলের ঠিকানা সঙ্গে রাখুন।
- মদীনা থেকে দূরবর্তী স্থান - বদর আস সুহাদা (বদর যুদ্ধের প্রান্তর; মদীনা থেকে ১৫৫ কিমি দূরত্ব) ও ওয়াদি আল বাইদা (কথিত জিনের পাহাড়; মদীনা থেকে ৩৫ কিমি দূরত্ব) দলগতভাবে কার/মাইক্রো রিজার্ভ করে ঘুরতে যেতে পারেন। জনপ্রতি ৮০/১০০ রিয়াল করে ভাড়া লাগতে পারে।
- মদীনায় মসজিদে কুবা ব্যতীত অন্য কোন স্থান যিয়ারাহ করার মধ্যে বিশেষ কোন নেকী বা ফযীলত নেই। মসজিদে কুবা ব্যতীত যিয়ারতের অন্য স্থানসমূহে বিশেষ কোন আমল বা দু'আ নেই। যিয়ারতের কোন জায়গা থেকে কোন বরকত লাভ করা যায় না। শুধু মসজিদ হলে দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ স্বলাত পড়া ও কবরস্থান হলে কবরবাসীর জন্য দু'আ করা। অনেকে যিয়ারতের স্থানগুলোতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে শিরক ও বিদআত জাতীয় কাজ করে ফেলেন। তাই সতর্ক থাকা বাঞ্চনীয়। যিয়ারতের উদ্দেশ্য হবে অতীত স্থান ও নিদর্শনসমূহ অবলোকনের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাস জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। মনে ইসলামি চেতনা জাগ্রত করা ও ঈমানকে মজবুত করা। যারা যুগে যুগে ইসলামের জন্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে গত হয়ে গেছেন তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা।

বাকি কবরস্থান - মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবিস্থত। ফজরের পর ও আসরের পর কবরস্থান যিয়ারতের জন্য খোলা থাকে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারবর্গ ও ১০ হাজার সাহাবীর কবর আছে। কারো কবরে নাম ফলক বা চিহ্নিত করা নাই।

কুবা মসজিদ - রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিষ্ঠিত মদীনার প্রথম মসজিদ। হোটেলে ওযু করে কুবা মসজিদে এসে ২রাকাআত স্বলাত পড়লে ১টি উমরাহ সমান নেকি পাওয়া যায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিসপ্তাহে ১দিন (শনিবার) এই মসজিদে আসতেন।

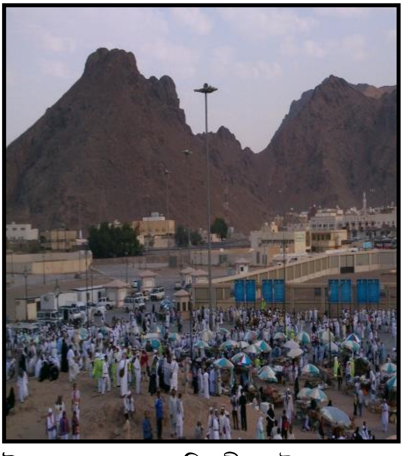

উহুদ পাহাড় - ২য় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা হামজা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) সহ ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। উহুদ ২মাথা ওয়ালা পাহাড় ও এর বিপরীতে রুমা পাহাড় আছে যার মাঝের প্রান্তরে যুদ্ধ হয়। এখানে শহীদের কবর আছে।

কিবলাতাইন মসজিদ - যোহর স্বলাতরত অবস্থায় আল্লাহ তাআলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কিবলা পরিবর্তন করে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কাবার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেন। একই স্বলাত দুই কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে পড়ার কারণে নাম কিবলাতাইন।

জুমআ মসজিদ - মদীনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম জুমআর স্বলাত যে স্থানে পড়েছিলেন সেখানে এই মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদে নববী থেকে ২.৫ কি.মি দূরে অবস্থিত।

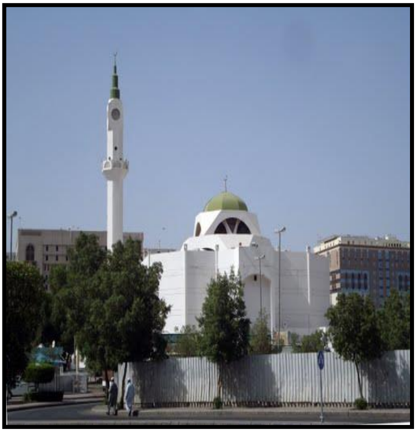

বিলাল মসজিদ - মসজিদে নববীর দক্ষিণে ৫ নং গেট এর বাইরে ৫০০ মিটার দূরে কুরবান রোডে এই মসজিদের অবস্থান। খেজুর ও বড় স্বর্ণের মার্কেট আছে এর পাশে।

গামামাহ মসজিদ - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে ঈদের স্বলাত পড়তেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে বৃষ্টির জন্য ইসতিসকার স্বলাত পড়েছিলেন এবং বৃষ্টি হয়েছিল। মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে ৬ ও ৭ নং গেট এর বাইরে এই মসজিদের অবস্থান।

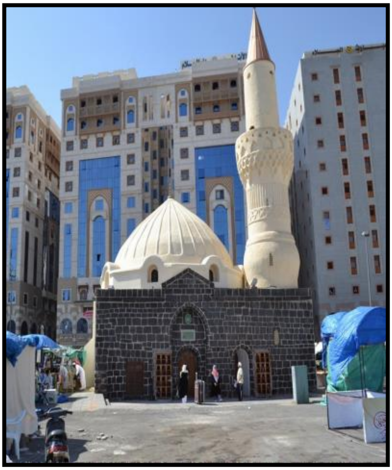

আবু বকর মসজিদ - এ স্থানে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বাড়ি ছিল, পরবর্তীতে এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এটি গামামাহ মসজিদ সংলগ্ন এবং ৬ ও ৭ নং গেট এর বাইরে এই মসজিদের অবস্থান।

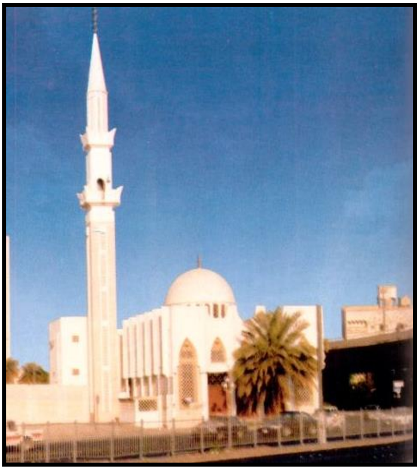

উসমান বিন আফফান মসজিদ - কুরবান রোড এ অবস্থিত।

উমর ফারুক মসজিদ - গামামাহ মসজিদ এর কাছে অবস্থিত। মসজিদে নববী সংলগ্ন।

সালমান ফারসির বাগান - মসজিদে কুবার নিকটবর্তী। সালমান ফারসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে ৩০০ খেজুর গাছ রোপন করেছিলেন। কিছু খেজুরের দোকান আছে এখানে।

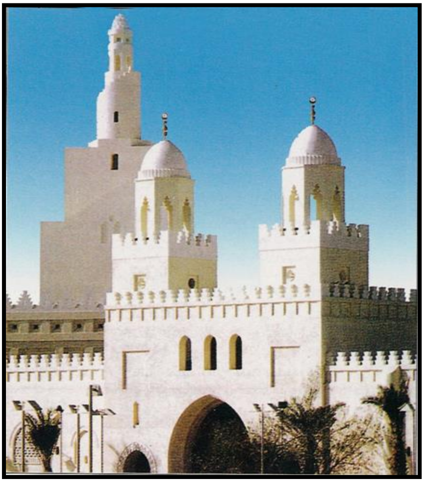

শাজারাহ মসজিদ - মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে ১২ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। এটি যুল হুলাইফাতে অবস্থিত মীকাত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা যাওয়ার পথে এই মসজিদে স্বলাত আদায় করতেন ও ইহরাম করতেন।

এবার ফেরার পালা

- যাত্রার জন্য আপনার ব্যাগপত্র গুছিয়ে ফেলুন। মনে রাখবেন, ফিরতি যাত্রার সময় আপনি ২টি বড় লাগেজ নিতে পারবেন এবং ২টি বড় লাগেজের ওজন ২৩+২৩=৪৬ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। ২৩ কেজির অতিরিক্ত ওজন করবেন না কারণ এর জন্য আপনাকে অতিরিক্ত রিয়াল পরিশোধ করতে হতে পারে। আর দুই তিনটি ছোট হ্যান্ড ব্যাগ নিতে পারেন, এতে সবমিলে সর্বোচ্চ ১০/১৫ কেজি পর্যন্ত ওজন করা যাবে। যদিও বিমানে ভিতর বহনের জন্য আদর্শ ওজন হলো ৭/১০ কেজি কিন্তু হজ্জের সময় এ বিষয়গুলো এয়ারলাইন্স কিছুটা ছাড় দেয়। অনেকের ব্যাগে কম ওজনের মালামাল থাকে, তাদের ব্যাগেও কিছু মালামাল দিয়ে দিতে পারেন। জমজম পানি পাওয়ার বিষয়টি আপনার এজেন্সির সাথে কথা বলে জেনে নিন কিভাবে পাওয়া যাবে।
- প্রথমে আপনার এজেন্সির পরিবহণ বাসে করে মুআল্লিম অফিসে নিয়ে যাবে। সবার পাসপোর্ট মুআল্লিম অফিস থেকে ফেরত নেবে এবং এরপর বিমানবন্দরে নিয়ে যাবে। জেদ্দা বিমানবন্দরে ওয়েটিং প্লাজায় অপেক্ষা করতে হতে পারে। আপনার এজেন্সি চেক করবে যে শিডিউল অনুসারে আপনাদের বিমান আছে কি না। বিমান আসতে দেরি হলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।
- এবার এয়ারলাইন্সের লাগেজ ওজন কাউন্টারে আপনার মেইন বড় লাগেজটি জমা দিন। এখান থেকে আপনি বোর্ডিং পাস পাবেন। এটি যত্ন করে রেখে দিন। অনেক সময় এয়ারলাইন্স হোটেল থেকেই লাগেজ নিয়ে কার্গোতে তুলে দেয়।
- এবার ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যাবেন। ইমিগ্রেশন শেষ করার পর সাধারণত এখানে প্রত্যেক হজ্জ যাত্রীকে এক কপি করে বাংলা অনুবাদ ও তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ দেয়া হয়। এক কপি সংগ্রহ করুন অথবা কাউকে জিজ্ঞেস করুন কোথা থেকে কুরআন সংগ্রহ করা যাবে।
- ইমিগ্রেশন শেষে টার্মিনাল ভবনে প্রবেশ করবেন। এবার আপনার দেহ ও ছোট হ্যান্ড ব্যাগ স্ক্যান করা হবে। মনে রাখবেন ব্যাগে বডি স্প্রে, লোশন, ওজন পরিমাপক যন্ত্র, চাকু ও কাঁচি রাখবেন না। এগুলো রেখে দিবে।
- এবার বোর্ডিং পাস দেখিয়ে ওয়েটিং জোনে প্রবেশ করুন। বিমান আসলে লাইনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বিমানে উঠবেন। আপনার নির্দিষ্ট আসনে অথবা যে কোন আসনে বসে পড়ুন, কারণ বিমান ক্রু যাত্রী সংখ্যা গণনা করবে।
- রানওয়েতে বিমান চলা শুরু করলে ক্রুর দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ করুন এবং সিট বেল্ট বেঁধে নিন। এবার ফিরতি বিমানযাত্রা এবং বিমানে অভ্যন্তরীণ আতিথেয়তা উপভোগ করুন। ভুলে যাবেন না আপনি এখনো মুসাফীর অবস্থায় আছেন, তাই সফরে বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করুন ও দু'আ করুন।

ওজন কাউন্টার, ইমিগ্রেশন কাউন্টার ও সিকিউরিটি চেক

✪ হজ্জ সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করে নিজ শহর/এলাকায় প্রবেশ সময় এই দু‘আ পাঠ করা সুন্নাত: মুসলিম-৩১৭১

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

“আ-ইবুনা তাইবুনা ‘আবিদুনা লিরব্বিনা হামিদুন”।

“আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের রবের প্রশংসাকারী”।

✪ হজ্জের সফর শেষ করে নিজ এলাকায় প্রবেশ করে বাড়িতে অথবা নিকটস্থ মসজিদে দুই রাকাআত নফল স্বলাত আদায় করা সুন্নাত। হজ্জের পর ৪০ দিন ঘর থেকে বের হওয়া যায় না বলে প্রচলিত কথা ভুল। মুসলিম-৩১৭৩

হজ্জের পর যা করনীয়

- মনে রাখতে হবে হজ্জের পর আপনার মর্যাদা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে তাই এখন আপনাকে ইসলামের এ্যামবাসেডর বা রোল মডেল হতে হবে সবার কাছে।
- আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দারা হজ্জ করতে সক্ষম হয় তাই হজ্জের পর আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যে অটল ও অবিচল থাকা।
- ঈমান ও ইসলামকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীনের সাথে আপোষ না করা। নিজের ঈমান, আক্বীদা ও আমলকে পরিশুদ্ধ করা।
- অন্তরে সবসময় আল্লাহভীতি রাখতে হবে এবং নিজেকে ও নিজ পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে কিভাবে বাঁচানো যায় সেজন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।
- হালাল ও উত্তম পন্থার জীবিকা বা রুজির অন্বেষণ করা, এবং সকল প্রকার সুদ ও অনৈতিক উপার্জন থেকে বিরত থাকা। কম উপার্জনে তুষ্ট থাকা।
- যাবতীয় আল্লাহর হক্ব (স্বলাত, সিয়াম..) এবং বান্দার হক্বসমূহ (মানুষের সাথে সার্বিক মুআমেলাত) সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করতে হবে।
- সকল প্রকার পাপ কাজ ও অন্যায় আচরন থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। শিরক, বিদআত, কবীরাহ গুনাহ ও বিবিধ ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা।
- কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন করা এবং সে অনুসারে আমল করা। নেক আমলের স্থায়ীত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। নিজের আত্মশুদ্ধি নিয়ে ভাবা।
- ধীরে ধীরে ঘরে ইসলামী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা। ঘরে পর্দার বিধান কায়েম করা। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইসলামি আলোচনা করা ও ওয়াজ/বক্তৃতা শোনা।
- পরিবারকে নিয়ে মসজিদে ও ইসলামিক প্রোগ্রামে নিয়ে যাওয়া। পরিবারকে নিয়ে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া এড়িয়ে চলা।
- পরিবার থেকে যাবতীয় অপসংস্কৃতি - জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, নববর্ষ, গায়ে হলুদ, বিবাহ বার্ষিকী, ডিস টিভি চ্যানেল, বিবিধ দিবস অনুষ্ঠান পালন বর্জন করা।
- নিজের ঘরে, আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজনদের মাঝে সামর্থ্যানুযায়ী দ্বীনের দাওয়াহ ও ইসলা করা। মানুষজনকে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা।
- সঠিক দ্বীনচর্চা হয় এমন স্থানে দান-সাদাকা করা। প্রতিবেশীর হক্ব আদায় করা। মিসকীন ও এতিমদের খাওয়ানো। সকল আত্মীয়র সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
- মানুষের কাছে হজ্জের অভিজ্ঞতার কথা বা গল্প বলতে গিয়ে সঠিক নয় বা অজানা এমন কিছু অতিরিক্ত বলা থেকে বিরত থাকা। কথাবার্তা সংযত করা।
- আমি হাজী সাহেব/হজ্জ করে এসেছি এটা কোন ভাবে প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের কাছে থেকে সম্মান, ভালবাসা ও সহানুভূতি অর্জন করার চেষ্টা না করা।
- মানুষের কাছে পরিচয় দেওয়ার সময় বা ভিজিটিং কার্ডে বা কোথাও নামের আগে হাজী/আলহাজ্ব শব্দ যুক্ত করে নাম না বলা।

ভালো আলামত

- হজ্জ কবুল হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার এখতিয়ারভূক্ত। কিন্তু বান্দা যখন হজ্জ করবে তখন সে পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে হজ্জ পালন করবে এবং আশা রাখবে ইনশা-আল্লাহ আল্লাহ তাআলা তার হজ্জ কবুল করবেন। কখনই হতাশা বা শংকাযুক্ত হয়ে হজ্জ পালন করা যাবে না এবং হজ্জ কবুল হলো কি না কে জানে.. এমন চিন্তা করা যাবে না।
- হজ্জ যদি আল্লাহ কবুল করেন তবে বাহ্যিকভাবে বান্দার মধ্যে কিছু লক্ষণ বা আলামত মোট কথা কিছু ভালো পরিবর্তন প্রতীয়মান হবে। যে বান্দা এখলাসের সাথে আন্তরিক আমল দ্বারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য সচেষ্ট হবে আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে হেদায়াত দান করবেন ও তার উপর রহম করবেন। আল্লাহই তার আচরণ ও অন্তরে পরিবর্তন এনে দিবেন। তখন বান্দা নিজের ভিতরে নিজের অজান্তে সেই পবিরর্তন লক্ষ্য করবে। জোর করে নিজ থেকে মানুষ দেখানো পরিবর্তন আনা অবশ্য মোটেই বেশি দিন টেকসই হয় না।
- আর যে মানুষ হজ্জের আগে যেমন ছিল হজ্জের পরেও তেমনি থাকলো, কোন ভালো পরিবর্তন এলো না, তাহলে সেটি একটি চিন্তার বিষয়। অবশ্য কারো সম্পর্কে কোন প্রকার ধারনা পোষন করা ও মন্তব্য করাও ঠিক নয়। সব কিছু আল্লাহর হাতে এবং তিনিই ভালো জানেন।
- হজ্জের পর ঈমান ও আমলে দৃঢ়তা সৃষ্টি হওয়া ভালো লক্ষণ। পার্থিবতা ও দুনিয়াবি বিষয়ে অনীহা ও পরকালের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও চিন্তা সৃষ্টি হওয়া।
- হজ্জের পূর্বে যেসব পাপ ও অন্যায় অভ্যস্ততা ছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে সৎ জীবনযাপন করা। অন্তরে ও কথায় কোমলতা আসা।
- হজ্জ সম্পাদনের পর কৃত আমলকে অল্প মনে করা। নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা করা। লোক দেখানো আমল, অহংকার ও বড়ত্বোবোধ থেকে বেঁচে থাকা।
- ইবাদত পালনে উৎসাহ ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়া। বেশি বেশি দান সাদকা করা। পরিবারকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হওয়া।
- কথায় ও কাজে আল্লাহর উপর বেশি ভরসা রাখা। বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। বেশি বেশি দু'আ ও যিক্‌র করা।
- দ্বীনের জ্ঞান আহরোনের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া। খোলা মন নিয়ে কৃত আমল যাচাই বাছাই করা ও সত্যকে জানা ও সত্যকে গ্রহণ করার মনমানসিকতা সৃষ্টি হওয়া।
- আল্লাহর দ্বীনকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রচার করার এবং প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

"হে আল্লাহ! তুমি আমাদের হজ্জকে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও" - আমিন।

কুরআনে বর্ণিত দু'আসমূহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ - آمين

১] পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। ১. যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। ২. যিনি করুণাময় ও অতীব দয়ালু। ৩. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। ৪. আমরা কেবল তোমরাই ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর। ৬. তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট। সূরা (১) : ফাতিহা।

আদম (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

২] হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর, আমাদের প্রতি রহম না কর তাহলে নিশ্চিতই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। সূরা (৭) আল-আরাফ : ২৩।

নূহ (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِينَ

৩] হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কিছু চাওয়া থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। তুমি যদি আমাকে মাফ না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাব। সূরা (১১) হূদ : ৪৭

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

৪] হে আমার রব! আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে, যারা মুমিন অবস্থায় আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদেরকে এবং সকল মুমিন পুরুষ-নারীকে তুমি ক্ষমা করে দাও। সূরা (৭১) নূহ : ২৮।

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৫] হে আমাদের রব! আমাদের নেক আমলগুলো তুমি কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমিতো সবকিছু শোন ও সবকিছুই জান। সূরা (২) আল বাকারাহ : ১২৭

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

৬] হে আমাদের রব! 'আমাদেরকে তোমার আনুগত্যশীর বান্দা বানিয়ে দাও, আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্য থেকেও এমন একদল লোক সৃষ্টি করে দাও, যারা তোমার নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণকারী হবে আর আমাদেরকে ইবাদাতের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দাও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, তুমিতো বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। সূরা (২) আল বাকারাহ : ১২৮

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

৭] হে আমার রব! এ দেশকে তুমি নিরাপত্তার দেশে পরিণত কর এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে মূর্তিপূজা করা থেকে দূরে রেখ। সূরা (১৪) ইবরাহীম : ৩৫

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

৮] হে আমার মালিক! আমাকে স্বলাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার ছেলে-মেয়েদেরকেও নামাযী বানিয়ে দাও। হে আমার মালিক! আমার দু'আ তুমি কবুল কর। সূরা (১৪) ইবরাহীম : ৪০

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

৯] হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যেদিন চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ হবে সেদিন তুমি আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং সকল ঈমানদারদেরকে তুমি ক্ষমা করে দিও। সূরা (১৪) ইবরাহীম : ৪১

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْماً وَّأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ - وَاجْعَلْ لِيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ - وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ - وَلا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ

১০] (৮৩) হে রব! আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান কর এবং (দুনিয়া ও আখিরাতে) আমাকে নেককার লোকদের সান্নিধ্যে রেখো। (৮৪) এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমার সুখ্যাতি চলমান রেখো। (৮৫) আমাকে তুমি নিয়ামতে ভরা জান্নাতের বাসিন্দা বানিয়ে দিও। (৮৬) আর আমার পিতাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, সে তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৭) আর যেদিন সব মানুষ আবার জীবিত হয়ে উঠবে সেদিন আমাকে তুমি অপমানিত করো না। সূরা (২৬) আশ-শু'আরা : ৮৩–৮৭।

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

১১] হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে নেককার সন্তান দান কর। সূরা (৩৭) সফফাত : ১০০

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ

১২] হে আমাদের রব! আমরা তো কেবল তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমার দ্বীনের উপর রুজু হয়েছি এবং পরপারে তোমারই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। অতএব হে রব, আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র করো না। হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদের ক্ষমা কর। তুমিতো মহা পরাক্রমশালী, মহা জ্ঞানী। সূরা (৬০) মুমতাহিনা : ৪-৫

লূত (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ

رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

১৩] হে রব! ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য কর। সূরা (২৯) আনকাবূত : ৩০।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ

[اَللَّهُمَّ يَا] فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ - تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ

১৪] হে আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা! দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই তুমি আমার অভিভাবক। আমাকে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করাও এবং আমাকে নেককার লোকদের সাথী করে রাখিও। সূরা (১২) ইউসুফ : ১০১।

মূসা (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ - وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ -وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ - يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ.

১৫] হে রব! আমার বক্ষকে তুমি প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও - যাতে তারা আমার কথা সহজেই বুঝতে পারে। সূরা (২০) তা-হা : ২৫-২৮

رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ

১৬] হে আমার রব! আমি নিজেই আমার নিজের প্রতি যুলুম করে ফেলেছি, দয়া করে আমাকে তুমি মাফ করে দাও। সূরা (২৮) আল কাসাস : ১৬

رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

১৭] হে রব! যালিম সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে আমাকে রক্ষা কর। সূরা (২৮) আল-কাসাস : ২১

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

১৮] হে রব! তুমি আমার প্রতি যত নিয়ামাত অবতীর্ণ করেছ এ সবগুলোর প্রতি আমি মুখাপেক্ষী। সূরা (২৮) আল-কাসাস : ২৪

সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

১৯] হে প্রতিপালক! তুমি আমার ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছো এর শোকরগোজারী করার তাওফীক দাও এবং আমাকে এমন সব নেক আমল করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ কর। আর তোমার দয়ায় আমাকে তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করে দাও। সূরা (২৭) আন-নাম্‌ল : ১৯

ইউনুস (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

২০] (হে আল্লাহ) তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তুমি পবিত্র, তুমি মহান। অবশ্য আমিই সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছিলাম। সূরা (২১) আম্বিয়া : ৮৭

যাকারিয়্যা (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

২১] হে আমার পরওয়ারদেগার! তোমার কাছ থেকে আমাকে তুমি উত্তম সন্তান-সন্ততি দান কর। নিশ্চয়ই তুমিতো মানুষের ডাক শোনো। সূরা (৩) আলে ইমরান : ৩৮

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

২২] হে রব! আমাকে তুমি (নিঃসন্তান অবস্থায়) একাকী করে রেখো না। তুমিতো সর্বোত্তম মালিকানার অধিকারী। সূরা (২১) আম্বিয়া : ৮৯

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দু'আ

رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيْراً

২৩] হে রব! আমাকে যেখানেই প্রবেশ করাও তা করিও উত্তমভাবে সম্মানের সাথে এবং যেখান থেকে বের কর (সেটা কর) উত্তম ভাবে সম্মানের সাথে। আর তোমার নিকট থেকে আমাকে একটি সাহায্যকারী রাষ্ট্রশক্তি প্রদান কর। সূরা (১৭) বানী ইসরাঈল : ৮০

رَبِّ زِدْنِي عِلْماً

২৪] হে আমার রব! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। সূরা (২০) তা-হা : ১১৪

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ - وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ

২৫] হে রব! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি এ থেকেও তোমার নিকট পানাহ চাই যে, শয়তান যেন আমার ধারে কাছেও ঘেঁষতে না পারে। সূরা (২৩) মু'মিনূন : ৯৭-৯৮

কুরআন কারীমে বর্ণিত অন্যান্য দু'আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

২৬] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। সূরা (২) আল বাকারাহ : ২০১

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا -رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا - رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِه- وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا - أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

২৭] হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের রব! পূর্ববর্তীদের উপর যে গুরুদায়িত্ব তুমি অর্পণ করেছিলে সে রকম কোন কঠিন কাজ আমাদেরকে দিও না। হে আমাদের রব! যে কাজ বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই এমন কাজের ভারও তুমি আমাদের দিও না। তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি আমাদের মাওলা। অতএব কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর। সূরা (২) আল বাকারাহ : ২৮৬

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

২৮] হে আমাদের রব! যেহেতু তুমি আমাদেরকে হেদায়াত করেছ, কাজেই এরপর থেকে তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করিও না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দাও। তুমিতো মহাদাতা। সূরা (৩) আল ইমরান : ৮

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

২৯] হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। সূরা (৩) আলে ইমরান : ১৬

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

৩০] হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, রসূলের আনুগত্য স্বীকার করেছি, সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ কর। সূরা (৩) আলে ইমরান : ৫৩

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

৩১] হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দাও। যেসব কাজে আমাদের সীমালঙ্ঘন হয়ে গেছে সেগুলোও তুমি ক্ষমা কর। আর তুমি আমাদের কদমকে অটল রেখো এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর। সূরা (৩) আলে-ইমরান : ১৪৭

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا - رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

৩২] হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর ও আমাদের পাপরাশি মোচন কর এবং পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর। সূরা (৩) আলে ইমরান : ১৯৩

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

৩৩] হে রব! নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তুমি যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা তুমি আমাদেরকে দিয়ে দিও। আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করিও না। তুমিতো ওয়াদার বরখেলাফ কর না। সূরা (৩) আলে-ইমরান : ১৯৪

رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

৩৪] হে রব! আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের সাথী করিও না। সূরা (৭) আল-আ'রাফ : ৪৭

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ-وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

৩৫] হে আমাদের রব! তুমি আমাদের যালিম সম্প্রদায়ের অত্যাচারের পাত্র করো না। তোমার রহমত দ্বারা তুমি আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি দাও। সূরা (১০) ইউনুস : ৮৫-৮৬

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرِ

৩৬] হে রব! আমার মাতাপিতাকে এমনভাবে রহম কর যেমন ভাবে তারা আমার শিশুকালে আমাকে আদর দিয়েছিল। সূরা (১৭) বানী ইসরাঈল : ২৪

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً – إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَّمُقَاماً

৩৭] হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিও। এর আযাব তো বড়ই সর্বনাশা। আশ্রয় ও বাসস্থান হিসেবে এটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। সূরা (২৫) আল-ফুরকান : ৬৫-৬৬

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاماً

৩৮] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান কর যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দাও। সূরা (২৫) আল-ফুরকান : ৭৪

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ- وَأَصْلِحْ لِي فِيْ ذُرِّيَّتِي- إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

৩৯] হে রব! তুমি আমার ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছ আমাকে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার তাওফীক দাও এবং আমাকে এমন সব নেক আমল করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার ছেলে-মেয়ে ও পরবর্তী বংশধরকেও নেককার বানিয়ে দাও। আমিতো তাওবা করলাম, আর আমিতো মুসলমান। সূরা (৪৬) আহকাফ : ১৫

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ - رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ

৪০] হে আমাদের রব! তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে তুমি বেষ্টন করে রেখেছ। অতএব যারা তাওবা করে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর জাহান্নামের আযাব থেকে তুমি তাদেরকে রক্ষা কর। হে রব! আর তুমি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও, যার ওয়াদা তুমি তাদেরকে দিয়েছ। আর তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী, সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক আমল করেছে তাদেরকেও ওদের সাথী করে দিও, নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়। সূরা (৪০) মুমিন/গাফের : ৭-৮

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالإِيْمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ

৪১] হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের আগে যেসব ভাইয়েরা ঈমান এনেছে, তুমি তাদেরও মাফ করে দাও। আর ঈমানদার লোকদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে রব! তুমিতো বড়ই দয়ালু ও মমতাময়ী। সূরা (৫৯) হাশর : ১০

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

৪২] হে আমাদের বর, আমাদের জন্য আমাদের নূরের বাতিকে পূর্ণতা দান কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর। তুমিতো সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। সূরা (৬৬) তাহরীম : ৮

হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ

اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ

৪৩] হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার উপরই ভরসা করেছি। আর তোমার নিকটই ফায়সালা চেয়েছি। বুখারী ৭৪৪২

اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِي - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ

৪৪] হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর। হে আল্লাহ! তোমার নিকট হেদায়াত ও সঠিক পথ কামনা করছি। মুসলিম

اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

৪৫] হে অন্তর পরিবর্তন সাধনকারী রব! আমাদের অন্তরকে তোমার অনুগত্যের দিকে ধাবিত করে দাও। মুসলিম ২৬৫৪

اَللَّهُمَّ ثَبِّتْنِيْ وَاجْعَلْنِيْ هَادِيًا مَهْدِيًّا.

৪৬] হে আল্লাহ! (ঈমানের উপর) তুমি আমাকে অটল-অবিচল রাখ এবং আমাকে পথপ্রদর্শক ও হিদায়াতপ্রাপ্ত হিসেবে গ্রহণ করে নাও। বুখারী- ফাতহুল বারী

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

৪৭] হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তুমি তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। মুসনাদে আহমাদ ২১৪০

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

৫০] হে রব! তুমি যেদিন তোমার বান্দাদেরকে হাশরের মাঠে উঠাবে সেদিনকার আযাব হতে আমাকে বাঁচিয়ে দিও। মুসলিম ৭০৯

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

৫১] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত, তাকওয়া ও পবিত্র জীবন চাই। আরো চাই যেন কারো কাছে দ্বারস্থ না হই। মুসলিম ২৭২১

اَللَّهُمَّ فَقِّهْنِيْ فِي الدِّيْنِ

৫২] হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের পান্ডিত্য দান কর। বুখারী- ফাতহুলবারী, মুসলিম

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِي لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ

৪৯] হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের আশ্রয় চাচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি চিরস্থায়ী, যাঁর কোন মৃত্যু নেই। আর জ্বিন ও মানব সবাইতো মরে যাবে। বুখারী ৭৩৮৩

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لاَ يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ فِي أَعْلٰى جَنَّةِ الْخُلْدِ

৪৮] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন ঈমানের প্রার্থনা করছি, যে ঈমান হবে দৃঢ় ও মজবুত, যা নড়বড়ে হবে না, চাই এমন নেয়ামত যা ফুরিয়ে যাবে না এবং চিরস্থায়ী সুউচ্চ জান্নাতে নবী মুহম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে থাকার তাওফীক আমাকে দিও। ইবনে হিব্বান

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

৫৩] হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি। তিরমিযী ৩৫১৪

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

৫৪] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, কঠিন বালা-মুসিবত, দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের বিদ্বেষ থেকে। বুখারী

اَللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِيْ وَجِلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ

৫৫] হে আল্লাহ! কুরআনকে তুমি আমার হৃদয়ের বসন্তকাল বানিয়ে দাও, বানিয়ে দাও আমার অন্তরের নূর এবং কুরআনকে আমার দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দাও। মুসনাদ আহমাদ ৩৭০৪

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئْ الأَسْقَامِ

৫৬] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট শ্বেতরোগ, পাগলামি ও কুষ্ঠ রোগসহ সকল জটিল রোগ থেকে আশ্রয় চাই। আবূ দাউদ ১৫৫৪

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ والأَدْوَاءِ

৫৭] হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অসৎ চরিত্র, অপকর্ম, কুপ্রবৃত্তি ও রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় চাই। জামেউস সগীর ১২৯৮, তিরমিযী ৩৫৯১

رَبِّ اغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

৫৮] হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার তাওবা কবূল কর। নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী ও অতিশয় ক্ষমাশীল। আবূ দাঊদ, তিরমিযী ৩৪৩৪

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ - وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ

৫৯] হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসা আমি চাই, যারা তোমাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসাও চাই এবং এমন আমলের ভালবাসা আমি চাই, যে আমল আমাকে তোমার ভালবাসার নিকট পৌঁছে দেবে। আহমাদ ২১৬০৪

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا رَزَقْتَنِيْ

৬০] হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও, আমার ঘরে প্রশস্ততা দান কর এবং আমার রিযিকে বরকত দাও। তিরমিযী ৩৫০০

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ - وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ

৬১] হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাই। কারণ এটা নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী। খেয়ানত থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই। কারণ এটা নিকৃষ্ট বন্ধু। আবূ দাঊদ ৫৪৬

اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيرًا

৬২] হে আল্লাহ! আমার হিসাবকে তুমি সহজ করে দাও। ইবনে মাজাহ ৩৪৮৩

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُبِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

৬৩] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দারিদ্র্য, স্বল্পতা, হীনতা থেকে আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই যালিম ও মাযলুম হওয়া থেকে। ইবনু মাজাহ ৩৩৪৫, আবূ দাউদ ১৩২৩

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

৬৪] হে আল্লাহ! জেনে বুঝে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আর যদি অজান্তে শিরক করে থাকি, তাহলে তোমার নিকট ক্ষমা চাই। মুসনাদে আহমদ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ.

৬৫] হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি উপকারী ইলম চাই এবং এমন ইলম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না। ইবনে মাজাহ ৩৮৪৩

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

৬৬] হে আল্লাহ! তোমার দেয়া নেয়ামাত চলে যাওয়া ও সুস্থতার পরিবর্তন হওয়া থেকে আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই তোমার পক্ষ থেকে আকষ্মিক গজব আসা ও তোমার সকল অসন্তোষ থেকে। মুসলিম

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

৬৭] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঋণের বোঝা, শত্রুর বিজয় এবং দুশমনদের আনন্দ উল্লাস থেকে পানাহ চাই। নাসায়ী ৫৪৭৫

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِي وَعَافِنِيْ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৬৮] হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে হেদায়েত দান কর, আমাকে রিযিক দান কর, আমাকে নিরাপদে রাখ, কিয়ামাতের দিনের সংকীর্ণ অবস্থান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। নাসায়ী ১৬১৭

اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ

৬৯] হে আমার মহান আল্লাহ! তোমার সীমাহীন বরকত, রহমত, করুণা ও রিযিকের ভান্ডার আমাদের জন্য খুলে দাও।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لاَ يَحُولُ وَلاَ يَزُولُ

৭০] হে আল্লাহ! আমি চাই আমার প্রতি তোমার নিয়ামতগুলো চিরস্থায়ী করে দাও, যা কোন দিন পরিবর্তন হবে না, বিলিন হয়ে যাবে না।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ

৭১] হে আল্লাহ! অভাবের দিনে তুমি আমাকে স্বাচ্ছন্দে রেখ, এবং বিপদমুর্হূতে আমাকে তুমি নিরাপদের রেখ।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً، وَمِيْتَةً سَوِيَّةً، وَمَرَدًّ غَيْرَ مُخْزِي وَلاَ فَاضِحٍ

৭২] হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই পুত-পবিত্র জীবন-যাপন, সহীহ-সালামতে মৃত্যুবরণ এবং হাশরের মাঠে বেইজ্জতী ও লাঞ্ছনাবিহীন উপস্থিতি। মুসতাদরাক হাকেম ১৯৮৬

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ

৭৩] হে আল্লাহ! আজকের দিনের কল্যাণ আমাকে দান কর এবং পরবর্তীতে যতদিন আসতে থাকবে সে দিনগুলোর কল্যাণও আমাকে দিও। তাবারানী ১১৫৫

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

৭৪] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন ‘ইল্‌ম থেকে যে ‘ইল্‌ম কোন উপকার দেয় না, এমন হৃদয় থেকে যে হৃদয় বিনম্র হয় না, এমন আত্মা থেকে যে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দু‘আ থেকে যে দু‘আ কবূল হয় না। মুসলিম ২৭২২

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ –

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ، وَانْقِطَاعِ عُمْرِيْ

৭৫] হে আল্লাহ! আমি আমার অতীতের কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যে কাজ আমি করিনি তার অনিষ্টতা থেকেও আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি যখন বার্ধ্যকে উপনীত হবো তখন এবং আমার জীবনাবশানের সময় আমার রিয্‌ক বাড়িয়ে দিও। মুসলিম ২৭১৬

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا- اَللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ- اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ

৭৬] হে আল্লাহ! আমাকে যাবতীয় গোনাহ ও ভুলভ্রান্তি থেকে পবিত্র কর। হে আল্লাহ! আমাকে গোনাহ থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন কর যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, শীতল ও ঠান্ডা পানি দ্বারা পবিত্র কর। নাসাঈ ৪০২

رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ - وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ - وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ - وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ - وَاهْدِ قَلْبِيْ - وَسَدِّدْ لِسَانِيْ - وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِيْ

৭৭] হে আমার রব! তুমি আমার তাওবা কবূল কর। আমার অপরাধটুকু ধুয়ে ফেল। আমার দু‘আ কবূল কর। আমার যুক্তিগুলো অকাট্য করে দাও। আর অন্তরকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত কর, আমার ভাষাকে সঠিক করে দাও এবং আমার কলব থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দাও। আবূ দাউদ ১৫১০

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ- وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ –

৭৮] হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখিরাতের আমার জানা অজানা যত কল্যাণ ও নেয়ামাত তোমার কাছে আছে তা সবই আমি চাই। দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জানা-অজানা সকল অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। ইবনু মাজাহ ৩৮৪৬

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ الرَّاشِدِينَ

৭৯] হে আল্লাহ! ঈমানের প্রতি আমাদের মহব্বত সৃষ্টি করে দাও এবং ঈমান দ্বারা কলবগুলোকে সজ্জিত করে দাও। কুফরী, ফাসেকী ও পাপাচারের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও এবং হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের সাথে আমাদের শামিল করে দাও।

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ - اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ - اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِي بَصَرِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ

৮০] হে আল্লাহ! আমার স্বাস্থ্যকে তুমি সুস্থ রাখ, আমার শ্রবণ শক্তি সুস্থ রেখো, আমার দৃষ্টি শক্তিও সুস্থ রেখো, তুমি ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই। আবূ দাউদ ৫০৯০ (৩ বার)

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ - وَأَعُوذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

৮১] হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা থেকে। আশ্রয় চাই কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে। তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই ঋণের অভিশাপ ও দুষ্ট লোকদের অনিষ্ট থেকে। বুখারী ৬৩৬৩

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِيْ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ

৮২] হে আল্লাহ! সকল প্রকার ভাল কাজ করার তাওফীক আমাকে দাও, যাবতীয় মন্দকাজ থেকে আমাকে বিরত রাখ এবং গরীব মিসকিনদের প্রতি আমার অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও। আমাকে তুমি মাফ করে দাও আমার প্রতি রহম কর। কখনো যদি তুমি তোমার বান্দাদেরকে ফিতনায় ফেলতে চাও তাহলে আমাকে ফিতনায় না ফেলে সহীহ সালামতে মৃত্যু দান করে তোমার সান্নিধ্যে নিয়ে যেও। তিরমিযী ৩১৫৯

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ – وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ - وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيْ خَيْرًا

৮৩] হে আল্লাহ! আমি তো বেহেশতে যেতে চাই। আর এমন কথা বলতে ও কাজ করতে চাই যা সহজেই আমাকে বেহেশতে পৌঁছে দেবে। হে আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং যে কথা ও কাজ মানুষকে জাহান্নামবাসী করে সেগুলো থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আর প্রতিটি কাজের বিচারে আমার জন্য কল্যাণকর ফায়সালা করে দিও। ইবনে মাজাহ ৩৮৪৬

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

৮৪] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে। আশ্রয় চাই তোমার নিকট কবরের আযাব ও জীবন মরণের ফিতনা থেকে। বুখারী ৬৩৬৭ ও মুসলিম ২৭০৬

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُبِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِوَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمَقَامَةِ

৮৫] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই খারাপ দিন, খারাপ রাত, বিপদ মুহূর্ত, অসৎসঙ্গী এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী খারাপ প্রতিবেশী থেকে। সহীহ জামেউস সগীর ১২৯৯

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي - وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي - وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي - وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ - وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

৮৬] হে আল্লাহ! আমার দ্বীনকে আমার জন্য সঠিক করে দিও যা কর্মের বন্ধন। দুনিয়াকেও আমার জন্য সঠিক করে দাও যেখানে রয়েছে আমার জীবন যাপন। আমার জন্য আমার পরকালকে পরিশুদ্ধ করে দাও, যা হচ্ছে আমার অনন্তকালের গন্তব্যস্থল। প্রতিটি ভাল কাজে আমার জীবনকে বেশী বেশী কাজে লাগাও এবং সকল অমঙ্গল ও কষ্ট থেকে আমার মৃত্যুকে আরামদায়ক করে দেও। মুসলিম ২৭২০

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ - وَثَبِّتْنِيْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِيْ وَحَقِّقْ إِيْمَانِيْ وَارْفَعْ دَرَجَاتِيْ وَتَقَبَّلْ صَلَاتِيْ وَاغْفِرْ خَطِيْئَتِيْ وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ

৮৭] হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি উত্তম প্রার্থনা, উত্তম দু'আ, উত্তম সফলতা, উত্তম আমল, উত্তম সাওয়াব, উত্তম জীবন ও উত্তম মৃত্যু কামনা করছি। আমাকে তুমি অটল অবিচল রাখ। আমার আমলনামা ভারী করে দাও, আমার ঈমানকে সুদৃঢ় কর, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। আমার স্বলাত কবূল কর এবং আমার গুনাহ ক্ষমা কর। জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে আমাকে অধিষ্ঠিত কর।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ هَزْلِيْ وَجِدِّيْ وَخَطَايَايَ وَعَمْدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ

৮৮] হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহগুলো মাফ করে দাও। অজ্ঞতাবশতঃ ভুল ও কোন কাজে বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে তাও ক্ষমা করে দাও, আমার ঐ ভুলগুলিও ক্ষমা করে দাও, যেগুলি সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে সর্বাধিক অবগত। হে আল্লাহ! যে পাপগুলি আমি

অবহেলায় ও নিজের ইচ্ছায় করে ফেলেছি তার সবই তুমি মাফ করে দাও। আমার ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় ও ভুলে হয়ে যাওয়া সব গুনাহ তুমি ক্ষমা করে দাও। বুখারী ৫৯২০

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

৮৯] হে আল্লাহ! তুমি তো আমার রব, তুমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা, তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকার অনুযায়ী তোমার পথে সাধ্যমত আছি। যা কিছু করেছি এগুলোর অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমাকে দেয়া তোমার নিয়ামাতের কথা আমি স্বীকার করছি। আমার অনেক গুনাহ আছে সে স্বীকারোক্তিও দিচ্ছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। বুখারী ৫৮৩১

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِينِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ - وَأَعُوذُ بِكَ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

৯০] হে আল্লাহ! আমার সকল দোষ-ত্রুটি তুমি গোপন করে রাখ এবং সকল প্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ। হে আল্লাহ! আমার সামনে, পিছনে, ডানে, বামে ও উপর থেকে আগত সকল বিপদ থেকে আমাকে হেফাযতে রেখো। তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে আশ্রয় চাই- তলদেশ থেকে আগত মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু থেকে আমাকে তুমি হেফাযতে রেখো। আবূ দাউদ ৫০৭৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৭১

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ - وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ - وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الأَسْقَامِ

৯১] হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, অতি বার্ধক্য, কঠিন হৃদয়, উদাসীনতা, বেইজ্জতী হওয়া ও অভাব অনটন থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং আরো আশ্রয় চাই চরম দরিদ্রতা, কুফরী, শিরকী, মুনাফেকী, নিজের জাহেরীভাব প্রকাশ ও লোক দেখানো আমল থেকে। মাবূদ! তোমার কাছে আশ্রয় চাই বোবা হওয়া, কানে না শুনা ও পাগলামী, শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ ও অন্যান্য যাবতীয় খারাপ রোগ থেকে। ইবনে হিব্বান ১০২৩

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَدْمِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ - وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ طَمْعٍ يَهْدِيْ إِلٰى طَبْعٍ

৯২] হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে উপর থেকে গড়িয়ে পড়া থেকে, আশ্রয় চাই মাটি ধ্বসে পড়া থেকে, পানিতে ডুবে যাওয়া, আগুনে পুড়া ও অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে। মৃত্যুর সময় শয়তানের আক্রমন থেকে বেঁচে থাকার জন্য তোমার নিকট আশ্রয় চাই। সাপ বিচ্ছুর মত হিংস্র প্রাণীর কামড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই আমার এমন কামনা বাসনা থেকে যার পরিণতিতে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই।

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ - وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا- وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ

৯৩] হে আল্লাহ! দ্বীনের উপর অটল থাকার শক্তি ভিক্ষা চাই। তোমার কাছে চাই হেদায়াতের উপর দৃঢ় থাকার শক্ত মানসিকতা চাই তোমার নেয়ামাতের সার্বক্ষণিক শোকর গোজারী করতে, চাই তোমার উত্তম ইবাদাত। হে আল্লাহ, আমি চাই বিশুদ্ধ কলব, সত্য কথার জিহ্বা। তোমার অবগতির ভান্ডারে যত কল্যাণ আছে আমি তা তোমার কাছে চাই। যত অকল্যাণ আছে তোমার ইলমের দরীয়ায় তা থেকে আশ্রয় চাই। সকল অমঙ্গল থেকে তোমার নিকট তাওবা করছি, কেননা গায়েবের বিষয়ে তুমি তো মহাজ্ঞানী। নাসাঈ ১২৮৭, আহমাদ ১৬৪৯১

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِيْ وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ وَتُلْهِمُنِيْ بِهَا رُشْدِيْ وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِيْ وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ

৯৪] হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন রহমত কামনা করি যা আমার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করবে, আমার কর্মকান্ডকে সুশৃঙ্খলিত করবে, আমার বিক্ষিপ্ত জীবনকে সুবিন্যস্ত করবে, আমার গোপন কাজকর্মকে সংশোধন করবে, আমার দৃশ্যমান কর্মকে সমুন্নত করবে, আমার চেহারাকে উজ্জল করবে, আমার আমলকে পরিশুদ্ধ করবে, আমাকে সঠিক পথে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করবে, আমার হারানো মহব্বত ফিরিয়ে দেবে এবং আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। তিরমিযী ৩৩৪১

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

হে আল্লাহ! প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত কর।

ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর পর পঠিতব্য দু'আ ও যিকিরসমূহ

১ اَللّٰهُ أَكْبَر আল্লাহু আকবার। **অর্থ:** আল্লাহ সর্বমহান। (১ বার) বুখারী-৮৪২, মুসলিম-১২০৩

২ اَسْتَغْفِرُ اللّٰه আস্তাগফিরুল্লাহ। **অর্থ:** আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (৩ বার) নাসাঈ-১৩৩৭

৩ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু অমিন্‌কাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যালজালালি অল ইকরাম।
অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি শান্তি এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব। মুসলিম-১২২২, আবূ দাঊদ-১৫১২

৪ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه" لَا شَرِيْكَ لَه"، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহ লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'য়া লিমা আ'তাইতা, অলা মু'তিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্।
অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বোপরি শক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। বুখারী-৮৪৪, মুসলিম-১২২৫

৫ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

উচ্চারণ: লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু অলাহুল ফাদলু অলাহুস সানাউল হাসান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দীনা অলাউ কারিহাল কাফিরূন।
অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন ক্ষমতা ও কোন শক্তি নাই। আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদাত করি না, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফিরদল তা অপছন্দ করে। মুসলিম-১২৩০

৬ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আইন্নী 'আলা- যিক্‌রিকা অ শুকরিকা অ হুস্‌নি 'ইবাদাতিক।
অর্থ: হে আল্লাহ, তোমাকে স্মরণ, তোমার শুকরিয়া আদায় এবং তোমার ইবাদত সুন্দরভাবে করার জন্য আমাকে সাহায্য কর। আবূ দাঊদ-১৫২২, নাসাঈ-১৩০৩

৭ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিআঁন অ রিযকান তাইয়িবাঁন অ আমালান মুতাকাব্বালান।
অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমাল প্রার্থনা করছি। ইবনে মাজাহ-৯২৫

৮ اَللهم إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতাল ফিরদাউস অ আয়ুযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম। (৩ বার)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিরমিযী-২৫৭২

৯ اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাক।

অর্থ: হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো। মুসলিম-

১০ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِوَعَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আয়ুযুবিকা মিনাল কুফরী অল ফাক্বরী অ আযাবিল কাবর।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফরী থেকে, দারিদ্রতা থেকে ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। নাসাঈ-১৩৫০

১১ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْزَلِ الْعُمُرِوَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল জুবনি অ আউযু বিকা মিনাল বুখলি অ আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি আ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ্দুনয়্যা অ আ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল কাবর।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, অধিক বার্ধক্য বয়সে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। বুখারী-২৮২২

১২ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা- অততুক্ব অল ‘আফাফা অল গিনা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সঠিক পথ, পরহেজগারিতা, নৈতিক পবিত্রতা এবং সামর্থ্য প্রার্থনা করছি। ইবনে মাজাহ-৩৮৩২, তিরমিযী-৩৪৮৯

১৩ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضٰى نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণ: সুবহানাল্লা-হি অ বিহামদিহী আদাদা খলক্বিহী অ রিযা-নাফসিহী অ যিনাতা আরশিহী অ মিদাদা কালিমা-তিহী।

অর্থ: আমি আল্লাহর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি তার অগণিত সৃষ্টির সমান, তার সন্তুষ্টি, তার আরশের ওজনের পরিমাণ ও তার কালিমার সংখ্যার পরিমাণ। আবূ দাঊদ-১৫০৩ (ফজরের পর ৩ বার করে পাঠ করা।)

১৪ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا

উচ্চারণ: রদ্বীতু বিল্লা-হি রব্বাওঁ অ বিল ইসলা-মি দীনাওঁ অবি মুহাম্মাদিন রসূলা।
অর্থ: আমি আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি। আবূ দাউদ-১৫২৯
ফযীলত: যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আটি সকালে পড়বে অতঃপর যদি সন্ধ্যারে পূর্বে তার মৃত্যু হয়ে যায় তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে অনুরূপ যদি সন্ধ্যায় পড়ে অতঃপর ভোর হওয়ার পূর্বে মৃত্যু হয়ে যায় তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।
আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারাহ ২৫৫ নং আয়াত)।

১৫ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

উচ্চারণ: আল্লাহু লা-ইলা-হা ইল্লা হুঅল হাইয়ুল ক্বইয়ূম, লা- তা'খুযুহূ সিনাতুওঁ অ লা-নাওম, লাহূ মা- ফিস সামা অতি অমা ফিল আরদ, মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ ইন্দাহূ ইল্লা-বিইযনিহ্, ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম অমা-খলফাহুম, অলা-ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহী ইল্লা- বিমা- শা--'আ, অসি'আ কুরসিইয়ুহুস সামা-অতি অল আরদ, অলা-ইয়া'উদুহূ হিফযুহুমা- অহুঅল 'আলিইয়ুল 'আযীম।
অর্থ: আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে-পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। তারা আল্লাহর জ্ঞানের কোন কিছুই পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যতটুকু স্বীয় ইচ্ছায় দান করেন (সে ততটুকু পায়)। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলো ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান।
ফযীলত: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ স্বলাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, মৃত্যু ছাড়া কোন জিনিস তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে না। সহীহুল জামি ৫/৩৩৯

১৬ সূরা ফালাক ও সূরা নাস ১ বার করে পাঠ করা। আবূ দাউদ-১৫২৩, নাসাঈ-১৩৩৯

১৭ سُبْحَانَ اللهِ সুবহানাল্লাহ। (৩৩ বার) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদু লিল্লাহ। (৩৩ বার)

اَللّٰهُ أَكْبَرُ আল্লাহু আকবার। (৩৩ বার)

আর ১০০ পূরণ করার জন্য একবার পঠনীয় - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহ লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। মুসলিম-১২৩৯
ফযীলত: যে ব্যক্তি উক্ত আমল করবে, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা রাশির সমতুল্যও হয়। উক্ত তাসবীহসমূহ ১০,১০,১০ করে বলা যায়। নাসাঈ-১৩৪৮

সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত সকাল ও বিকালে পঠিতব্য দু'আ ও যিকিরসমূহ

(ফজরের স্বলাতের পর ও আসরের স্বলাতের পর)

১ আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারাহ ২৫৫ নং আয়াত) ১ বার পাঠ করা। সহীহ তারগীব-১/২৭৩

ফযীলত: যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, সে জিন শয়তান থেকে বিকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিকালে পাঠ করবে, সে জিন শয়তান থেকে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। ত্বাবারানী-৫৪২, হাকেম-১/৫৬২

২ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস সকাল ও বিকালে ৩ বার করে পঠনীয়। বুখারী-৫০১৭

ফযীলত: উহা পড়লে যাবতীয় অনিষ্ট (জ্বিন, সাপ-বিচ্ছু, যাদুর প্রভাব ইত্যাদি) হতে নিরাপদ থাকা যায়। আবূ দাঊদ-৫০৮২, তিরমিযী-৩৫৭৫

৩ بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা হিল্লাযী লা য়্যাদুর্রু মা'আসমিহী শাইউন ফিল আরদি অলা ফিসসামাই অহুওয়াস সামীউল আলীম।

অর্থ: আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে পৃথিবী ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

ফযীলত: এই দু'আ'টি সকাল ও বিকালে ৩ বার করে পাঠ করলে হটাৎ কোন বিপদে পড়বে না কোন কিছু তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আবূ দাঊদ-৫০৮৮, তিরমিযী-৩৩৮৮

৪ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ: হাসবিয়্যাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু অহুয়া রব্বুল আরশিল আযীম।

অর্থ: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নাই, তাঁর প্রতি ভরসা করেছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি। আবূ দাঊদ-৫০৮১

ফযীলত: এই দু'আ'টি সকাল ও বিকালে ৭ বার করে পাঠ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তাশীল সকল বস্তুর ক্ষেত্রে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবে।

৫ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ: আউযু বিকালিমা তিল্লাহিত্তাম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক।

অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মুসলিম-২০৮০

ফযীলত: এই দু'আটি বিকাল সন্ধ্যার সময় ৩ বার পড়লে ঐ রাতে সকল প্রকার ক্ষতিকারক ও কষ্টদায়ক বস্তু থেকে রক্ষা পাবে।

৬ اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা অবিকা আমসাইনা অবিকা নাহয়্যা অবিকা নামূতু অ ইলাইকান নুশূর।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ

করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। আবূ দাউদ-৫০৬৮, তিরমিযী-৩৩৯১
(উক্ত দু'আটি সকাল বেলা পাঠ করা। বিকালে দু'আ'টি পাঠ করার সময় "আসবাহনা অবিকা আমসাইনা" এর পরিবর্তে "আমসাইনা অবিকা আসবাহনা" বলতে হবে।)

৭ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيْثُ، اَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

উচ্চারণ: ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীস, আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহ, অলা তাকিলনী ইলা নাফসী তারফাতা আইন্।

অর্থ: হে চিরঞ্জীব! হে অবিনশ্বর! আমি তোমার করুণার অসীলায় ফরিয়াদ করছি। তুমি আমার সকল বিষয়কে সংশোধন করে দাও। আর চোখের এক পলক বরাবরও আমাকে আমার নিজের প্রতি সোপর্দ করে দিও না। হাকেম-১/৫৪৫

৮ اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

উচ্চারণ: আসবাহনা আলা ফিতরাতিল ইসলামি অআলা কালিমাতিল ইখলাস, অ আলা দ্বীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), অ আলা মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফাম মুসলিমাঁউ অমা কানা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ: আমরা সকালে উপনীত হলাম ইসলামের প্রকৃতির উপর, ইখলাসের বাণীর উপর, আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ধর্মাদর্শের উপর, যিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।
(সকালে ১ বার পাঠ করা। বিকালে দু'আটি পাঠ করার সময় "আসবাহনা" এর পরিবর্তে "আমসাইনা" বলতে হবে।) সহীহুল জামি-৪/২০৯, আহমদ-১৫৩৬০

সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার;

৯ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানী, অ আনা আব্দুকা অ আনা আলা আহদিকা অ অ'দিকা মাসতাতা'তু, আউযুবিকা মিন শার্রি মা সানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলায়য়্যা অ আবূউ বিযামবী ফাগ্ফিরলী ফাইন্নাহু লা য়্যাগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি, তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে, তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।

ফযীলতঃ যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হবার পূর্বে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই দু'আ পড়বে আর সে সকাল হবার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে। বুখারী-৬৩০৬

১০ أَمْسَيْنَا وَ أَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه" لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

উচ্চারণঃ আম্‌সাইনা অ আমসাল মুলকু লিল্লাহ, অলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। রাব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা ফী হাযিহিল লায়লাতি অ খাইরা মা বা'দাহা, অ আঊযু বিকা মিন শার্রি মা ফী হাযিহিল লায়লাতি অ শার্রি মা বা'দাহা, রাব্বি আঊযুবিকা মিনাল কাসালি অ সূইল কিবার, রাব্বি আঊযু বিকা মিন আযাবিন ফিন্নারি অ আযাবিন ফিল কাব্‌র।

অর্থঃ আমরা এবং সারা রাজ্য আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হলাম। আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই জন্য যাবতীয় স্তুতি, এবং তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই রাতে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং তার পরেও যে কল্যাণ আছে তাও প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট এই রাত্রে যে অকল্যাণ আছে তা এবং তারপরেও যে অকল্যাণ আছে তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট অলসতা এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে পানাহ চাচ্ছি। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের এবং কবরের সকল প্রকার আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

(উক্ত দু'আ'টি সন্ধ্যার সময় পাঠ করা। সকাল বেলায় দু'আ'টি পাঠ করার সময় শুরুতে "আমসাইনা অ আমসাল" এর পরিবর্তে "আসবাহনা অ আসবাহাল" বলতে হবে।) মুসলিম-২০৮৮

১১ اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আলিমাল গায়বি অশশাহাদাহ, ফাতিরাস সামাওয়াতি অল আরদি রাব্বা কুল্লি শাইয়িন অমালীকাহ, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আঊযু বিকা মিন শার্রি নাফসী অশার্রিশ শায়ত্বানি অশির্কিহ।

অর্থঃ হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ! আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও শিরক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আবূ দাঊদ-৫০৬৭

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَایَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِكَ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আফিয়াতা ফিদ্দুন্‌য়্যা অলআখিরাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আফওয়া অল আফিয়াতা ফী দ্বীনী অ দুনয়্যায়্যা অ আহলী অমালী, আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতী অ আমিন রাওআতী, আল্লাহুম্মাহফাযনী মিম বাইনি য়্যাদাইয়্যা অমিন খালফী অ'আঁই য়্যামীনী অআন শিমালী অমিন ফাউকী, অআঊযু বিআযামাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহকালে ও পরকালে নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার ধর্ম ও পার্থিব জীবনে এবং পরিবার ও সম্পদে ক্ষমা ও নিরাপত্তা ভিক্ষা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার লজ্জাকর বিষয়সমূহ গোপন করে নাও এবং আমার ভীতিতে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার সম্মুখ ও পশ্চাৎ, ডান ও বাম এবং উপর থেকে রক্ষণাবেক্ষণ কর। আর আমি তোমার মাহাত্ম্যের অসীলায় আমার নিচে ভূমি ধ্বসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইবনু মাজাহ-৩৮৭১

১৩ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ (أَمْسَيْتُ) أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহতু (আমসাইতু) উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা 'আরশিকা ওয়া মালাইকাতিকা ওয়া জামীআ খালক্বিকা, আন্নাকা আনতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুকা ওয়া রাসূলুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি সকালে (বিকালে) উপনীত হয়েছি। আপনাকে আমি সাক্ষী রাখছি আপনার আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাগণকে ও আপনার সৃষ্টিকে যে - নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোন হক্ব ইলাহ নেই, আপনার কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার বান্দা ও রাসূল।

ফযীলত: যে ব্যক্তি সকালে অথবা বিকালে এটা চার বার বলবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন। আবূ দাঊদ-৫০৭১

১৪ اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ (أَمْسَى) بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা মা আসবাহা (আমসা) বী মিন নি'মাতিন আউ বিআহাদিন মিন খালক্বিকা ফামিনকা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা, ফালাকাল হামদু ওয়ালাকাশ শুকরু।

অর্থ: হে আল্লাহ! যে নেয়ামত আমার সাথে সকালে (বিকালে) উপনীত হয়েছে বা আপনার সৃষ্টির অন্য কারও সাথে এসব নেয়ামত শুধুমাত্র আপনার নিকট থেকেই;

আপনার কোন শরীক নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা আপনারই। আর সকল কৃতজ্ঞতা আপনারই প্রাপ্য।

ফযীলত: যে ব্যক্তি সকালে উক্ত দু'আ পাঠ করলো সে যেন সেই দিনের শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি বিকালবেলা উক্ত দু'আ পাঠ করলো সে যেন রাতের শুকরিয়া আদায় করলো। আবূ দাঊদ-৫০৭৫

১৫ اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى بَدَنِى اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى سَمْعِى اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى بَصَرِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
تُعِيدُهَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী সামঈ, আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী বাসারী। লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাক্বরি ওয়া আউযু বিকা মিন 'আযাবিল ক্বাবরি, লা ইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণশক্তিতে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কুফরি ও দারিদ্রতা থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। আপনি ছাড়া আর কোন হক্ব ইলাহ নেই।

ফযীলত: সকালে ও বিকালে তিন বার করে পাঠ করবে। আবূ দাঊদ-৫০৯২

১৬ أَصْبَحْنَا (أَمْسَيْتُ) وَأَصْبَحَ (أَمْسَى) الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ
هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ (هَذِهِ اللَّيْلَةُ فَتْحَهَا) وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ (نَصْرَهَا وَنُورَهَا
وَبَرَكَتَهَا وَهُدَاهَا) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

উচ্চারণ: আসবাহনা (আমসাইনা) ওয়া আসবাহাল (আমসাল) মূলকু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরা হাযাল ইয়াওমি ফাতহাহু (হাযিহিল লাইলাতি ফাতহাহা) ওয়া নাসরাহু ওয়া নুরাহু ওয়া বারাকাতাহু ওয়া হুদাহু (নাসরাহা ওয়া নুরাহা ওয়া বারাকাতাহা ওয়া হুদাহা)। ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররি মা ফীহি ওয়া শাররি মা বা'দাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা সকালে (বিকালে) উপনীত হয়েছি, অনুরুপ সকল রাজত্ব সকালে (বিকালে) উপনীত হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কামনা করি এই দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, নূর, বরকত, ও হেদায়েত। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এই দিনের ও পর দিনের অকল্যাণ থেকে।

ফযীলত: সকালে ও বিকালে একবার করে পাঠ করবে। আবূ দাঊদ-৫০৮৪

১৭ اَللهم صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম 'আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি স্বলাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর।

ফযীলত: যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ সকালে ১০বার বিকালে ১০বার পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ দ্বারা সৌভাগ্যবান হবে। সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীত-১/২৭৩

১৮ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه" لَا شَرِيْكَ لَه"، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহ লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বোপরি শক্তিমান।

ফযীলত: যে ব্যক্তি (সকালে ও বিকালে) ১০০বার বলবে, তার জন্য ১০জন গোলাম আযাদ করার সমতুল্য হবে, তার জন্য ১০০টি পুণ্য লেখা হবে ও ১০০টি পাপ মোচন করা হবে এবং শয়তান থেকে বিকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারবে না তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি যে এর চেয়ে বেশি আমল করবে। বুখারী-৩২৯৩, আবূ দাঊদ-৫০৭৭, ইবনে মাজাহ-৩৭৯৮

১৯ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ।

অর্থ: আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।

ফযীলত: যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ সকালে ১০০বার বিকালে ১০০বার বলবে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট কিছু কেউ নিয়ে আসতে পারবে না, তবে সে ব্যক্তি যে তার মত বলবে বা তার চেয়ে বেশি আমল করবে। মুসলিম-৪/২০৭১, ২৬৯২

২০ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ: সুবহ্ানাল্লাহিল 'আযীম অ বিহামদিহী।

অর্থ: আমি মহান আল্লাহর প্রশংসার সহিত পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

ফযীলত: যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ সকালে ১০০বার বিকালে ১০০বার বলবে, তার জন্য এমন মর্যাদা দেওয়া হবে, যে মর্যাদা সৃষ্টিকুলের আর কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হবে না। আবূ দাঊদ-৫০৯১

২১ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লাহ অ আতুবু ইলাইহি।

অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই তওবা করছি।

ফযীলত: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যহ ৭০ এর অধিক (অপর এক হাদীসে ১০০ বার) তাওবা ও ইসতিগফার করতেন। বুখারী-৬৩০৭

উল্লেক্ষ্য যে, তাসবীহ মালা বা মেশিন তসবীহ বা বাম হাত ব্যবহার করে তাসবীহ করার চেয়ে শুধুমাত্র ডান হাতের আঙ্গুলসমূহ ব্যবহার করে তাসবীহ করা উত্তম ও সুন্নাহ পদ্ধতি। ডান হাতের আঙ্গুলসমূহ আখিরাতে তাসবীহর জন্য সাক্ষ্যপ্রদান করবে। আবূ দাঊদ-১৫০১

৯ একনজরে উমরাহ ও হজ্জ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় দু‘আসমূহ ৬

✪ উমরাহ বা হজ্জ সফরে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পরিবারের জন্য দু‘আ:

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهُ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

“আসতাওদি’উ কুমুল্ল-হাল্লাযী লা তাদী’উ ওয়াদায়ী উহ”।
“আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হেফাজতে রেখে যাচ্ছি
যার হেফাজতে থাকা কেউই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না”। ইবনে মাজাহ-২৮২৫

✪ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পঠিত দু‘আ:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

“বিসমিল্লাহি তাওক্কালতু আলাল্লাহ,
ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”।
“আল্লাহর নামে, সকল ভরসা তারই উপর এবং
আল্লাহর সহযোগিতা ছাড়া কারোর ভালো কর্ম করার এবং
খারাপ কর্ম থেকে ফিরে আসার সামর্থ্য নেই”। আবু দাউদ-৫০৯৫

✪ রিকশা, ট্যাক্সি, কার, বাস, ট্রেন ও বিমানে আরোহন করে যাত্রা পথের দু‘আ: তিরমিযী-৩৪৪৬

اَللّٰهُ أَكْبَر، اَللّٰهُ أَكْبَر، أَللّٰهُ أَكْبَر

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَه“ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

“আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর,”
“সুবহানাল্লাযি সাখ্‌খারালানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনিন,
ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন”।
“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান”।
“পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি এ বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।
একে বশীভূত করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের
পালনকর্তার দিকে ফিরে যাবো”। সূরা-আল যুখরুফ; ৪৩:১৩-১৪, আবু দাউদ-২৬০২

✪ নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজে উঠে যাত্রা পথের দু‘আ:

بِسْمِ اللهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাবিবলা গাফুরুর রাহিম”।
“আল্লাহর নামেই এই বাহন চলাচল করে এবং থামে,
নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়ালু”। সূরা-হুদ; ১১:৪১

✪ যাত্রা পথে কোথাও পৌঁছে/বিরতি/সাময়িক অবতরণ করে পঠিত দু‘আ:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

“আউযু বিকালিমা তিল্লা-হিত তাম্মাতি মিন শাররি মা-খলাক্ব”। মুসলিম-৬৭৭১

"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় কামনা করছি"।

✪ মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছলে উমরাহ শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি:

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

"লাব্বাইকা উমরাহ"

"আমি উমরাহ করার জন্য হাজির"।

✪ উমরাহ ও হজ্জ পালনকালে ইহরামকালীন তালবিয়াহ:

لَبَّيْكَ اَللهم لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা- শারিকা লাকা লাব্বায়িক,
ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'য়মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা- শারিকা লাক"।

"আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।
আমি হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির।
নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও তোমারই,
তোমার কোনো শরীক নেই"। বুখারী-১৫৪৯, মুসলিম-২৭০১, তিরমিযী-৮২৬

✪ উমরাহ বা হজ্জ সম্পন্ন করতে না পারার ভয় থাকলে (যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা বা অসুস্থতার কারণ দেখা দেয়) তবে পাঠ করার দু'আ: মুসলিম-২৭৯৩

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

"ফা ইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা মাহিল্লী হায়ছু হাবাসতানি"।

"যদি কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই, তাহলে যেখানে তুমি আমাকে
বাধা দিবে, সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে"। আবু দাউদ-১৭৭৬

✪ মসজিদে প্রবেশকালে দু'আ:

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ

اَللهم افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"বিসমিল্লাহি ওয়াসস্বলাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ,
আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা"। নাসাঈ-৭২৯

"আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। স্বলাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর।
হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা উম্মুক্ত করে দিন"।

✪ তাওয়াফে প্রত্যেক চক্করে ইয়েমেনী কর্ণার থেকে হাজারে আসওয়াদ কর্ণার এর মাঝামাঝি স্থানে নিম্নের দু'আ পাঠ করা: আবু দাউদ-১৮৯২

رَبَّنَا اٰتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়াক্বিনা আযাবান নার"।

"হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন"। সূরা-আল বাকারা, ২:২০১

✪ তাওয়াফ শেষে সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে গিয়ে নিম্নের দু'আ পাঠ করা:

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"ওয়াত্তাখিযূ মিম মাক্বামি ইবরাহীমা মুসল্লা"।

"ইবরাহীমের দন্ডায়মানস্থানকে ইবাদতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো"।

সূরা-আল বাকারা, ২:১২৫, বুখারী-১৬২৭, ইবনে মাজাহ-২৯৬০

✪ সাফা পাহাড়ে পৌঁছে এই দু'আটি একবার পাঠ করা: তিরমিযী-৮৬২

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ

"ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আয়িরিল্লাহ।

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম।

সূরা-আল বাকারা, ২:১৫৮

✪ সাঈর করার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দুই হাত উঠিয়ে এই দু'আটি তিনবার পাঠ করা: নাসাঈ-২৯৭১

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ – لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ – لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ – أَنْجَزَ وَعْدَهُ – وَنَصَرَ عَبْدَهُ – وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হামদু, ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমিতু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, আনজাযা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু"।

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সর্বশক্তিমান।
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই।
তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং দুষ্কর্মের সহযোগীদের পরাস্ত করেছেন"। নাসাঈ-২৯৭৪

✪ সাফা মারওয়ার মাঝে সবুজ আলোর জায়গাটুকুতে দৌড়ানোর সময় দু‘আ:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

“রাব্বিগফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আ‘আযযুল আকরাম”

“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন রহম করুন।
নিশ্চয়ই আপনি সর্বাধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত।” ইবনে আবী শায়বাহ-৩/৪২০

✪ মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দু‘আ:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিক”।

“হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি”। নাসাঈ-৭২৯

✪ ৮যিলহজ্জ হজ্জ শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি:

لَبَّيْكَ حَجًّا

“লাব্বাইকা হাজ্জাহ”

“আমি হজ্জ করার জন্য হাজির”।

✪ আরাফার দিনে পঠিত দু‘আ:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ

“লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহদাহু, লা শারীকালাহু, লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাই‘ইন ক্বদীর।”

“আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই।
সকল সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।
তিনি সর্ব বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান”। তিরমিযী-৩৫৮৫

✪ ৯ যিলহজ্জ ফজরের পর থেকে তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ”।

“আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই,
আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য”।

✪ হজ্জ সফর শেষে নিজ এলাকায়/শহরে প্রবেশের সময় পঠিত দু‘আ: মুসলিম-৩১৭১

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

“আ-ইবুনা তাইবুনা ‘আবিদুনা লিরব্বিনা হামিদুন”।

“আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের রবের প্রশংসাকারী”।

একনজরে উমরাহ ও হজ্জে তামাত্তুর সকল ধারাবাহিক কাজসমূহ

তারিখ	স্থান	কাজসমূহ
		উমরাহ'র ধারাবাহিক কাজসমূহ
৮ যিলহজ্জের পূর্বে (মক্কায় প্রবেশের সময়)	মীকাত থেকে বা মীকাত পার করার পূর্বে	১. নিয়ম অনুযায়ী ইহরাম করা
	মসজিদে হারাম	১. বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা ২. তাওয়াফের পর ২ রাকাআত স্বলাত পড়া ৩. জমজমের পানি পান করা ৪. সাফা ও মারওয়া সাঈ করা ৫. কসর/হলক্ব করা
		হজ্জের ধারাবাহিক কাজসমূহ
১ যিলহজ্জের পূর্বে	মক্কা/মদীনা বা নিজ বাসস্থান	১. হাত-পায়ের নখ, গোপনাঙ্গের চুল কাটা
৮ যিলহজ্জ (হজ্জের ১ম দিন)	মিনা	১. হজ্জের ইহরাম করে সূর্য উদয়ের পর মিনায় চলে আসা ২. মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও পর দিন ফজরের স্বলাত কসর করে আদায় করা ৩. মিনার তাবুতে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ, ইসতিগফার করতে থাকা।
৯ যিলহজ্জ (হজ্জের ২য় দিন)	দিনে আরাফার ময়দান এবং রাতে মুযদালিফার ময়দান	১. সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে বের হয়ে দ্বি-প্রহরের পূর্বে অরাফাতে চলে আসা। ২. তাকবীরে তাশরীক পড়া শুরু করা। ৩. যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে যোহর ও আসর একত্রে কসর করে আদায় করা। ৪. আরাফার ময়দানে দু'আ, যিকির, তাসবীহ, ইসতেগফারে মশগুল থাকা। ৫. সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় রওনা হওয়া। ৬. মুযদালিফায় এশার ওয়াক্তে মাগরিব ও এশা একত্রে কসর করে আদায় করা। ৭. মুযদালিফায় রাতে ঘুমিয়ে কাটানো এবং কংকর সংগ্রহ করা।
১০ যিলহজ্জ	মুযদালিফা,	১. মুযদালিফায় ফজরের আউয়াল ওয়াক্তে ফজর

(হজ্জের ৩য় দিন)	মিনা ও মক্কা	স্বলাত পড়ে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দু'আ করা। ২. সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া ৩. দ্বি-প্রহরের পূর্বে বড় জামারায় গিয়ে ৭টি কংকর মারা। ৪. হাদী জবেহ করা। ৫. কসর/হলক্ব করে ইহরাম কাপড় খুলে সাধারণ পোশাক পরা। ৬. মসজিদে হারামে গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারাহ ও সাঈ করা। ৭. মধ্য রাতের পূর্বে মিনার তাবুতে ফিরে গিয়ে মিনায় রাত্রিযাপন করা। ৮. এদিনের সকল স্বলাতসমূহ আউয়াল ওয়াক্তে কসর করে আদায় করে নেওয়া।
১১ যিলহজ্জ (হজ্জের ৪র্থ দিন)	মিনা	১. আগের দিন কসর/হলক্ব, হাদী জবেহ এবং তাওয়াফে যিয়ারাহ ও সাঈ না করে থাকলে আজ ধারাবাহিকভাবে কাজগুলো সেরে ফেলা। ২. দ্বি-প্রহরের পর তিন জামারাতে গিয়ে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর মারা। ৩. মিনায় অবস্থান, রাত্রিযাপন এবং তাবুতে দু'আ, যিকির, তাসবীহ ও ইসতিগফার করা। ৪. তাবুতে সকল স্বলাতসমূহ আউয়াল ওয়াক্তে কসর করে আদায় করা।
১২ যিলহজ্জ (হজ্জের ৫ম দিন)	মিনা	১. আগের দিন কসর/হলক্ব, হাদী জবেহ এবং তাওয়াফে যিয়ারাহ ও সাঈ না করে থাকলে আজ ধারাবাহিকভাবে কাজগুলো সেরে ফেলা। ২. দ্বি-প্রহরের পর তিন জামারাতে গিয়ে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর মারা। ৩. প্রয়োজনে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে চলে আসা অন্যথায় মিনায় রাত্রিযাপন করে তাবুতে দু'আ, যিকির ও ইসতিগফার করা। ৪. তাবুতে সকল স্বলাতসমূহ আউয়াল ওয়াক্তে কসর করে আদায় করা।
১৩ যিলহজ্জ (হজ্জের ৬ষ্ঠ দিন)	মিনা	১. দ্বি-প্রহরের পর তিন জামারাতে গিয়ে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর মারা। ২. অতঃপর মিনা ত্যাগ করে চলে আসা।
শেষ কাজ	মক্কা	মক্কা ত্যাগ করার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা।

ব্যবহৃত তথ্যসম্ভার ও সহায়ক বইসমূহ

বইঃ সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, সুনান আত তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবনে মাজাহ, মুআত্তা মালিক, মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী।

ভিডিওঃ হজ্জ - ধাপে ধাপে, হুদা টিভি : শাইখ ড. মোহাম্মাদ সালাহ।

ভিডিওঃ সৌদি আরবের মিনিস্ট্রি অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক নির্মিত হজ্জ ও উমরাহ প্রামাণ্যচিত্র।

বইঃ হজ্জ, উমরাহ ও মসজিদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিয়ারত নির্দেশিকা : মিনিস্ট্রি অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, ইসলামি দাওয়া, ইরশাদ, আওকাফ, রিয়াদ। ১৪২৮ হিজরি।

বইঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে হজ্জ করেছেন (জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যেমন বর্ণনা করেছেন) : শাইখ মোহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহ.)। (বিসিআরএফ)

বইঃ ছহীহ হজ্ব উমরাহ ও যিয়ারত নির্দেশিকা : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম।

বইঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে হজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারাহ : শাইখ আবদুল আজীজ বিন আবদুল্লাহ বিন বায।

বইঃ পবিত্র মক্কার ইতিহাস : শাইখ ছফীউর রহমান মোবারকপুরী। (পৃষ্ঠা : ১৩৭-১৮৩)

বইঃ আহায্যুকা সাহিহুন (আপনার হজ্জ শুদ্ধ হচ্ছে কি?) : মোঃ নাসিরুদ্দিন আলবানী।

বইঃ যুল হজ্জের তের দিন : আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী।

বইঃ Innovations of Hajj, Umrah & Visiting Madinah. By: Shaikh Muhammad Nasiruddin Albani.

বইঃ হজ, উমরাহ ও যিয়ারত গাইডঃ ড. মনজুরে এলাহী, আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান, নোমান আবুল বাশার, কাউসার বিন খালেদ, ইশবাল হোসেইন মাসুম, আবুল কালাম আজাদ, জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের, মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান।

বইঃ হজের সাথে সংশ্লিষ্ট আকীদাগত ভুল-ভ্রান্তি : ড. আহমদ ইবন উসমান মাযইয়াদ

বইঃ হজ্জ ও উমরাহ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

বইঃ প্রশ্নোত্তরে হজ্জ ও উমরাহ : অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম।

বইঃ প্রাকটিক্যাল হজ্জ ও উমরাহ : মোঃ রফিকুল ইসলাম।

বইঃ হজ্জ সহায়িকা : প্রফেসর ডঃ আব্দুল্লাহেল বাকী।

বইঃ হজ্জের আধ্যাত্মিক শিক্ষা : ডঃ খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

বইঃ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে উমরাহ, হজ্জ ও যিয়ারত গাইড : মাওলানা মোঃ মাহমুদুল হক।

বইঃ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে হজ্জ ও উমরাহ : আমির জামান,নাজমা জামান

বইঃ হাজীদের সম্বল : আল সুলাই ইসলামী দাওয়া সেন্টার, রিয়াদ, সৌদিআরব।

বইঃ তাফসিরুল উশরিল আখির মিনাল কুরআনিল কারিম। (পৃষ্ঠা-১৩৮..)

বইঃ হিসনুল মুসলিম : ডঃ সাঈস ইবন আলি আল-ক্বাহত্বানী। অনুবাদেঃ ড. আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া, আব্দুর রহমান মজুমদার

বইঃ শুধু আল্লাহর কাছে চাই : অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

হজ্জ সফরে নোটসমূহ